ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা

প্রশ্ন ▶১ 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেকদিন যাবত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এখানে নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বড় বড় শপিংমল গড়ে উঠেছে। এলাকার লোকজনের সুবিধার কথা বিবেচনা করে 'চিত্রা ব্যাংক' মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। 'কপোতাক্ষ ব্যাংক' নামে এখানে একটি ব্যাংক আছে। এ ব্যাংক অন্য কোনো স্থানে শাখা খুলতে পারে না। *[চা. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া উচিত নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'-এর নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান ও অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক সংগৃহীত আমানত চাহিবামাত্র ফেরত দানে বাধ্য থাকে– তাই তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া উচিত নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের তহবিলের মূল উৎস হলো জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত আমানত। এ অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক তাদের ফেরত দেয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক এ অর্থ দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগ না করে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা স্থাপনের মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী অফিসকে প্রধান অফিস এবং বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত শাখাগুলোকে শাখা ব্যাংক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উদ্দীপকে 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেকদিন যাবত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে বর্তমানে ব্যাংকটি মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ 'চিত্রা ব্যাংক' দীর্ঘদিন প্রধান অফিস দ্বারা পরিচালিত হলেও ব্যাংকটি একাধিক শাখা স্থাপনের অধিকার রাখে। সুতরাং, 'চিত্রা ব্যাংক'-এর বৈশিষ্ট্যটি কাঠামোগত বিচারে শাখা ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'টি একক ব্যাংক হওয়ায় এটি নতুন শাখা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

একক ব্যাংক ব্যবস্থায় শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ব্যাংকটির কার্য পরিসর সীমিত হয়।

উদ্দীপকে কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের উল্লেখ রয়েছে। মধুগঞ্জ মডেল টাউনে ব্যাংকটির অফিস আছে। এ ব্যাংকটি একক ব্যাংক হওয়ায় অন্য কোথাও নতুন শাখা খুলতে পারে না।

উল্লেখ্য 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'টি নতুন শাখা খোলার অধিকার রাখে না। কারণ এ ব্যাংকটি একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেবল একটি অফিসের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে। সুতরাং, একক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'-এর নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার শাখা স্থাপন করে জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু তাদের ওপর জনগণের আস্থা কম। কারণ প্রতিষ্ঠানটি কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে না। তাই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সংকটে পড়লে উদ্ধার করার কেউ নেই। তারা তাদের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্তিত। এ জন্য তাদের কাঠামো পরিবর্তন করে তারা একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হতে চায়। এ ব্যাংকটি তাদের ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. KYC কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি তার কাঠামো পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক সম্পাদিত সকল কাজের সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলা হয়।

খ ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে KYC (Know Your Customer) ফরম বলা হয়।

KYC ফরমের মাধ্যমে গ্রাহকের সঠিক পরিচয় শনাক্ত করা যায়। গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে হিসাব খুলবেন, কেমন লেনদেন করবেন, কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা-তা এই ফরম-এর তথ্য থেকে বোঝা যায়। এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যাংক KYC ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যাংককে বোঝায়। এসব ব্যাংককে অ-তফসিলি ব্যাংকও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. নিজস্ব শাখা অফিসের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। তবে, তারা কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে না। অর্থাৎ গড়াই কো-অপারেটিভ ব্যাংকটি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে নয়। ফলে আর্থিক সংকটে পড়লে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে না। সাধারণত, অতালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থলের সুবিধাটি পায় না। এসকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের আওতাভুক্ত নয়। তাই প্রতিষ্ঠানটি একটি অ-তফসিলি বা অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো পরিবর্তন করে অতালিকাভুক্ত থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত করা হলে, সেটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যাংককে বোঝায়। এসব ব্যাংক পরিচালনা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলতে হয়।

উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয়।

http://teachingbd.com

এজন্য এর প্রতি মানুষের আস্থা কম। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি তার কাঠামো পরিবর্তন করার মাধ্যমে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত হতে চায়।
কাঠামোগত এ পরিবর্তনের ফলে জনগণের আস্থা অর্জন করা ব্যাংকটির জন্য সহজ হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকলে, প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে। এটির আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। ফলে ব্যাংকটি তার কার্যক্রম বাড়াতে পারবে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৩ ইছামতি ব্যাংক বেশ কয়েক বছর ধরে চরম তারল্য সংকটে ভুগছে। ব্যাংকটি তাদের গ্রাহকদের ঠিকমতো অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না, ঋণ গ্রহীতারাও ঋণের আবেদন করে ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যাংকের সুনাম দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সকল উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যাংকটি ব্যর্থ হয়। এমন সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে ইছামতি ব্যাংকটি আবার নতুন জীবন লাভ করে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. 'ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ইছামতি ব্যাংকের তারল্য সংকটের কারণ সংক্ষেপে লেখো। ৩
ঘ. ইছামতি ব্যাংকের সাহায্যে এগিয়ে আসে কোন ব্যাংক এবং কেন? উদ্দীপক অনুসারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক একজনের জমাকৃত অর্থ অন্যজনকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।
ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে ব্যবসায় পরিচালনা করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ইছামতি ব্যাংকটি কাম্যমাত্রার চেয়েও অধিক পরিমাণে ঋণদান করায় তারল্য সংকটে পড়ে।
গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ ফেরৎদানের ক্ষমতাই হলো তারল্য। আর গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলই হলো তারল্য নীতি।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য ইছামতি ব্যাংক বিগত কয়েক বছর ধরে তারল্য সংকটে ভুগছে। ব্যাংকটি পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। এটি গ্রাহকদের আমানতকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি সঠিক তারল্য নীতি অনুসরণ না করে কাম্যমাত্রার অধিক ঋণদান করেছে। ফলে ইছামতি ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে, যা নতুন আমানত সৃষ্টিতে ব্যাংকটির জন্য বাধাস্বরূপ।

ঘ উদ্দীপকে ইছামতি ব্যাংকের সাহায্যে এগিয়ে আসে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
এ ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন তারল্য সংকটে পড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য ইছামতি ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত কয়েক বছর ধরে তারল্য সংকটে ভুগছে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের চাহিদা মাফিক অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় ব্যাংকটি ঋণদানে অক্ষম হয়ে পড়ায় সকল উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।
ইছামতি ব্যাংকটির এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করে। কারণ ইছামতি ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। আর তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন অন্যান্য উৎস থেকেই ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶৪ 'A' ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অন্যদিকে 'B' ব্যাংক একটি মাত্র অফিস নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'A' ব্যাংকের মুনাফা 'B' ব্যাংকের তুলনায় যেমন বেশি তেমনি এর কার্য পরিধিও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। *[কু. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. শাখা ব্যাংক বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'A' ব্যাংকটি কী ধরনের সুবিধা পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে A ও B ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অর্থসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে-বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করা হয় তাকে শাখা ব্যাংক বলে। শাখা ব্যাংক একটি বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। কারণ এর আর্থিক সামর্থ্য বেশি থাকে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শাখা ব্যাংকের আওতাধীন।

গ উদ্দীপকে A ব্যাংকটি শাখা ব্যাংকের সুবিধাসমূহ পায়।
শাখা ব্যাংক ব্যবস্থায় অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। একটি কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে এই শাখাগুলোকে পরিচালনা করা হয়।
উদ্দীপকে A ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অর্থাৎ A ব্যাংক অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই এটি নিঃসন্দেহে শাখা ব্যাংক। অনেকগুলো শাখা অফিস থাকায় প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক হয়। গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে A ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই A ব্যাংকটি অধিক মূলধন গঠনের সুবিধা পায়। অনেকগুলো শাখা থাকার কারণে A ব্যাংকের এক শাখা প্রয়োজন পড়লে পাশের শাখা হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এ কারণে A ব্যাংকের তারল্য সংকটের আশংকা খুবই কম। অর্থাৎ A ব্যাংকটি শাখা ব্যাংকের সকল সুবিধাই পায় বলে আমি মনে করি।

ঘ উদ্দীপকে A ও B ব্যাংকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো A' ব্যাংক শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং B ব্যাংক একক ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করে।
শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি বলতে কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা পরিচালনা করাকে বোঝায়। অপরপক্ষে একক ব্যাংকিং পদ্ধতি বলতে একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকে বোঝায়।
উদ্দীপকে A ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অর্থাৎ A ব্যাংকটি হলো শাখা ব্যাংক। অপরদিকে B ব্যাংক একটি মাত্র অফিস নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থাৎ B ব্যাংকটি হলো একক ব্যাংক।
এখানে B ব্যাংকের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে A ব্যাংকের কার্যক্রম অনেকগুলো অঞ্চলে বিস্তৃত। B ব্যাংকটি হলো একটি ক্ষুদ্রায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। অপরপক্ষে A ব্যাংকটি হলো একটি বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। একটি মাত্র অফিস থাকায় B ব্যাংকে অধিক তারল্য (Liquidity Reserve) রাখতে হয়। তবে এক শাখা হতে পাশের শাখায় সহজেই অর্থ নেয়া যায় বিধায় A ব্যাংকে কম তারল্য রাখলেও চলে। একটি মাত্র শাখা থাকায় B ব্যাংকে ঝুঁকি বণ্টন সম্ভব হয় না। অনেকগুলো শাখা থাকায় A ব্যাংক সহজে ঝুঁকি বণ্টন করতে পারে। এতে এক শাখায় লোকসান হলেও তা অন্য শাখার মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যায়।

প্রশ্ন ▶৫ জনগণকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে 'সুরমা ব্যাংক লি.' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এর ফলে ব্যাংকটি প্রচুর পরিমাণে আমানত সংগ্রহসহ গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যদিকে, 'বাংলাদেশ ব্যাংক'-এর পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকটি দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন ঋণখেলাপি ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিতি

http://teachingbd.com

তহবিল সংরক্ষণ ছাড়াই শেয়ার বাজারে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ারে বিনিয়োগ করছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণ না করায় 'বাংলাদেশ ব্যাংক' সুরমা ব্যাংক লি.-এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. KYC ফরম কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'সুরমা ব্যাংক লি.' সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'সুরমা ব্যাংক লি'-এর বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কঠোর অবস্থান গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের যে ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে সে সকল ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ KYC (Know Your Customer) ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়। এটি গ্রাহকের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেটিই মূলত KYC ফরম। এর দ্বারা গ্রাহকের সঠিক পরিচয় শনাক্ত করা যায়। গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে ব্যাংকে হিসাব খুলবেন, কেমন লেনদেন করবেন, গ্রাহক কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা তা এই ফরম থেকে জানা যায়। আর এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখেই ব্যাংক KYC ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকে সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে সুরমা ব্যাংক লি. হলো একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি শাখা অফিসই কেন্দ্রীয় অফিসের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যুক্তরাজ্যে এরূপ ব্যাংকের উৎপত্তি হওয়ায় একে ব্রিটিশ ব্যাংকিং পদ্ধতিও বলা হয়।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি.-এর কার্যক্রম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। জনগণকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকটি কার্যক্রম প্রসারিত করছে। অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে এটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণত শাখা ব্যাংকের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে বিস্তৃত থাকে। উদ্দীপকেও সুরমা ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাই বলা যায়, সুরমা ব্যাংক লি. একটি শাখা ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি.-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ অনুযায়ী কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য জারিকৃত নির্দেশনা। আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ জারি করেছে।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন ঋণখেলাপী ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ ছাড়াই ব্যাংকটি শেয়ার বাজারে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ারে বিনিয়োগ করছে। মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণ না করায় সুরমা ব্যাংকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণের জন্য সুরমা ব্যাংককে ব্যাসেল-১ ও ২ এর নির্দেশনা জারি করে। এতে সুরমা ব্যাংকের মুখ্য মূলধন (Core capital), সম্পূরক মূলধন (Supplementary capital) এবং অতিরিক্ত সম্পূরক মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত হবে। এর ফলে ব্যাংকের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এরূপ নির্দেশনা বা শাস্তির সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব মাহী এবং জনাব ফিরোজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করে বের হয়েছেন। সম্প্রতি মাহী 'X' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন, যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে জনাব ফিরোজ 'Y' ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন, যেটি প্রধানত জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও ফিরোজের কর্মরত ব্যাংককে মাহীর কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব মাহীর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফিরোজের কর্মরত ব্যাংককে মাহীর কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক-কে ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। কারণ ব্যাংক প্রথমে স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে তা অধিক সুদে ঋণ হিসেবে গ্রাহকদের প্রদান করে। অর্থাৎ একই সাথে ব্যাংক দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংক স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশ করে।

গ উদ্দীপকে জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। এছাড়াও মুদ্রামান ও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে ব্যাংকটি কাজ করে।

উদ্দীপকে জনাব মাহী সদ্য এমবিএ পাস করে X ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। উক্ত ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ জনাব মাহীর ব্যাংকটি দেশের অর্থব্যবস্থার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এই দায়িত্ব কেবল একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ যে ব্যাংকে কর্মরত আছেন তা একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় এটি জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

সহজ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে। ফলে ব্যাংকগুলো তার নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চলে এবং এর ফলে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ Y ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। ব্যাংকটি প্রধানত জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদান করে। এর মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকটি প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। অর্থাৎ Y ব্যাংকটির প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন এর কার্যাবলি দ্বারা নিশ্চিত হয়, যা মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে জনাব মাহী X ব্যাংক নামের একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন, যা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উদ্দীপক অনুযায়ী Y ব্যাংকটি X ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অর্ন্তভুক্তিতে বাধ্য। যার ফলে জনাব ফিরোজের ব্যাংকটিও জনাব মাহীর ব্যাংকের নিকট তালিকাভুক্ত। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল নীতিমালা ও নির্দেশনা মানতে বাধ্য থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেকোনো ব্যাপারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করতে পারে। তবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো যেকোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে । তাই বলা যায়, উদ্দীপকের Y ব্যাংকটিও X ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৭ আর্থিকভাবে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাংক 'সান ব্যাংক লি.' অপেক্ষাকৃত দুর্বল দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' এবং 'ভেনাস ব্যাংক লি.'-এর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু 'মুন ব্যাংক লি.' এবং 'ভেনাস ব্যাংক লি.' সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ব্যাংক দুটি যৌথভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে একই ব্যবস্থাপনার অধীনে নিজেদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। *[য. বো. ১৭]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১

খ. 'ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' সাংগঠনিক কাঠামোভিত্তিক কোন ধরনের ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' কর্তৃক 'সান ব্যাংক লি.'-এর প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাব বন্ধের নির্দেশকে গারনিশি আদেশ বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, মি. রহমান উত্তরায় একটি ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য FR হাউজিং-কে ৬০ লক্ষ টাকা পরিশোধের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি অগ্রিম ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন। তবে কয়েক মাস পর আর্থিক সংকটের কারনে FR হাউজিং বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মি. রহমান তার পরিশোধিত অর্থ পুনরুদ্ধারে FR হাউজিং-এর ব্যাংক হিসাব বন্ধের জন্য আদালতের মাধ্যমে গারনিশি অর্ডার জারি করতে পারবেন।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এই সব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়। উপরোক্ত দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' সংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রুপ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল।

গ্রুপ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একটি বড় ব্যাংক অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বড় ব্যাংকটি অন্য ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.'-কে সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার ধরন পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। এক্ষেত্রে সান ব্যাংক চেয়েছিল মুন ও ভেনাস ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় মুন ও ভেনাস ব্যাংক হতো সান ব্যাংকের অধীনস্থ ব্যাংক, যা গ্রুপ ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি ব্যাংককে গ্রুপ ব্যাংক গঠনেরই প্রস্তাব করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' যৌথভাবে চেইন ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যে 'সান ব্যাংক লি.' - এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

চেইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে প্রতিটি ব্যাংকের স্বাধীনসত্ত্বা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' -কে গ্রুপ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দেয়। 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে ব্যাংক দুটি যৌথভাবে সহযোগীতার ভিত্তিতে ও একই ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এখানে একই ব্যবস্থাপনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মুন ব্যাংক ও ভেনাস ব্যাংক স্বাধীনভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থাৎ ব্যাংক দুটি চেইন ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এতে প্রতিটি ব্যাংকই নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও মতামত অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। ব্যাংক দুটি যদি সান ব্যাংকের অধীনস্থ হতো তাহলে নিজস্ব সত্ত্বা হারাতো। এমনকি যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সান ব্যাংকের মতামত নিতে হতো। বর্তমানে ব্যাংক দুটির ক্ষেত্রে চেইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাধীন সত্ত্বা উভয় বৈশিষ্ট্যই বজায় রয়েছে। তাই সান ব্যাংকের প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ পুরবী ব্যাংক লি. গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী বেকাদায় পড়ে তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। ব্যাংকের ঋণের টাকা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য ব্যাংকে ধর্ণা দিচ্ছে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. KYC নীতি কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. পুরবী ব্যাংক লি. বর্তমানে কোন ধরনের সমস্যায় পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কি একক ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণে KYC নীতি গ্রহণ করা হয়।

KYC নীতি গ্রহণে গ্রাহক দ্বারা KYC ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক। ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত এ ফরম হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। মূলত ভূয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করাই এর উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে পুরবী ব্যাংক লি. বর্তমানে তারল্য সংকটে পড়েছে।

তারল্য সংকট বলতে গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানে ব্যর্থ হওয়াকে বোঝায়। সঞ্চয়ী হিসাব ও চলতি হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ ব্যাংক অবশ্যই গ্রাহককে চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য। আর এজন্যই প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদে সংরক্ষণ করতে হয়। যাতে তারা তারল্য সংকটে না পড়ে।

উদ্দীপকের পুরবী ব্যাংক লি. গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দিয়ে থাকে। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ঋণের টাকা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। তাই ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যাংকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ না করেই অধিক পরিমাণে ঋণ দিয়েছে। সুতরাং, ব্যাংকটি তারল্য নীতি মেনে না চলায় বর্তমানে তারল্য সংকটে পড়েছে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের সামর্থ্যকে তারল্য বলে।

ঘ উদ্দীপকে একটি মাত্র ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে ঝুঁকির মাত্রা বেশি হওয়ায় ব্যাংকটির এরূপ ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সফলতার অন্যতম একটি কৌশল হলো বিনিয়োগের ঝুঁকির মাত্রা কমানো। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করে এ ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

উদ্দীপকে পুরবী ব্যাংক গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় তাদের অনেকেই ব্যবসায়ে ভালো করতে পারেনি। তাই ব্যাংকের ঋণের টাকাও ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না।

এই ধরনের বিনিয়োগ করে পুরবী ব্যাংক বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি ভঙ্গ করেছে। ব্যাংকটি যদি বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ শুধু কাপড় ব্যবসায়ীদের না দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি বিনিয়োগ করতো, তাহলে ব্যাংকটি তার প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকির মাত্রা কমাতে পারতো। এরূপ একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা ঋণ দেয়ায় পুরবী ব্যাংকের আয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়ে ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায়, ব্যাংকের এরূপ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়নি।

সহায়ক তথ্য

বৈচিত্র্যায়নের নীতি : মূলধনের সম্পূর্ণ অর্থ একটি খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে বিনিয়োগ করাকে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৯ A ব্যাংক এবং B ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। A ব্যাংক লি. দেশে-বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। উভয় ব্যাংকই স্ব-স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করছে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. গারনিশি আদেশ কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের B ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্য কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গারনিশি আদেশ হচ্ছে কোনো ব্যাংকের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের আদেশ, যা পাওয়ার পর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

খ ব্যাসেল-২ হলো ব্যাংকের আর্থিক ও পরিচালনাগত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কতটুকু মূলধন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা দরকার তার একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড।

ব্যাংকের নিজের মূলধন যাতে অপর্যাপ্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং আমানতকারীদের যেন ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য Bank for International Settlement (BIS), ব্যাসেল-২ অনুসারে ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেয়। ব্যাসেল-২-তে আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ৩টি বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে যা Three Pillars of Basel-2 নামে খ্যাত।

সহায়ক তথ্য

BIS : BIS(Bank for International Settlement) কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ব্যাংক বলা হয়। ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটির সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেল শহরে অবস্থিত। BIS-এর লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখা। ব্যাসেল-২-এ আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে ৩টি বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে, তা হলো– i) ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, ii) তদারকি পর্যালোচনার ব্যবস্থা, iii) বাজার শৃঙ্খলা।

গ সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে উদ্দীপকের B ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি শাখা দিয়েই ব্যাংক তার গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক A এবং B এর মধ্যে A ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলেও B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। অর্থাৎ A ব্যাংকের মতো B ব্যাংকের দেশের বাইরে কোনো শাখা নেই, এমনকি দেশেও একটি অফিস আছে। যেহেতু একক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের একটি অফিস ছাড়া অন্য কোথাও কোনো শাখা থাকে না সেহেতু বলা যায়, B ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে উভয় ব্যাংকই স্ব-স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হলেও ব্যাংক A দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি। কারণ A ব্যাংকটি হলো শাখা ব্যাংক।

যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন স্থানে একই নামে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে A ব্যাংক ও B ব্যাংক দেশের অন্যতম দুইটি ব্যাংক। A ব্যাংক লি. দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। অর্থাৎ সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে A ব্যাংক লি. হচ্ছে শাখা ব্যাংক এবং B ব্যাংক লিমিটেড হচ্ছে একক ব্যাংক।

দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে B ব্যাংকের তুলনায় A ব্যাংকের ভূমিকা অধিক। A ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সহজে লেনদেন করার সুযোগ করে দেয়। এতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ হয়। আবার A ব্যাংক বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে রেমিটেন্স সংগ্রহে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও ভূমিকা রাখে। এসবের কোনোটাই একক ব্যাংক অর্থাৎ B ব্যাংকের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, একক ব্যাংকের কার্যক্রম শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাখা ব্যাংক অর্থাৎ A ব্যাংকই অধিকতর অবদান রাখছে।

সহায়ক তথ্য

রেমিটেন্স : বিদেশে কর্মরত কর্মীবৃন্দ কর্তৃক নিজ দেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

প্রশ্ন ▶ ১০ রমজান আলী একজন সাধারণ কৃষক। অভাব-অনটন লেগেই আছে। ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে তার কোনো পরিচয় নেই। একজন কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। এখন তিনি এমন একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক খুঁজছেন যা তাকে একাধারে স্বল্প সুদে কৃষি উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দিতে পারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা রাখার সুযোগ দিতে পারে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. তারল্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রমজান আলীর চিন্তা-ভাবনার আলোকে কোন ধরনের ব্যাংক তাকে সহায়তা দিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকটি কি রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ এবং উচ্চ হারে গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক-কে গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের জন্য নগদ অর্থ সঞ্চিত রাখতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক-কে কাম্য পরিমাণ তারল্য বা নগদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। যাতে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস না পায় এবং গ্রাহকদের চেকের অর্থ প্রদানে সক্ষম হয়।

গ উদ্দীপকে রমজান আলীর চিন্তা-ভাবনার আলোকে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক তাকে সহায়তা দিতে পারে।

দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের অর্থসংস্থানের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংকের মূল কাজ হলো স্বল্প সুদে কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ তথা কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা।

উদ্দীপকে রমজান আলী এমন একটি ব্যাংক খুঁজছেন, যা তাকে স্বল্প সুদে কৃষি উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দিবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গঠনের সুবিধা দিবে। অর্থাৎ রমজান আলীর জন্য এ ধরনের সুবিধা কেবল কৃষি ব্যাংক প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষির উন্নয়নে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের মূলধন গঠনে সহায়তা করে।

ঘ উদ্দীপকে কৃষি ব্যাংকটি রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

কৃষি ব্যাংক একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ সর্বোপরি কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা। পাশাপাশি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে রমজান আলী সাধারণ কৃষক হিসেবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করতে সঞ্চয় সুবিধাও পেতে চান।

http://teachingbd.com

রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে। যার প্রধান লক্ষ্যই হলো কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক স্বল্প সুদে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করে। এছাড়া কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা প্রদান করে থাকে। সুতরাং, কৃষি ব্যাংক রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. অর্নব একজন ব্যবসায়ী। তিনি X নামক একটি ব্যাংকে হিসাব সংরক্ষণ করেন, যে ব্যাংক শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্পাদন করে। সম্প্রতি মি. অর্নবের ব্যবসায় পরিসর 'বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন সম্পাদন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় X ব্যাংকের মাধ্যমে তার ব্যবসায়িক লেনদেন সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি 'Y' নামক একটি ব্যাংকে হিসাব খুললেন যাতে দেশে-বিদেশে তার সকল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. অর্নবের Y নামক ব্যাংকে হিসাব খোলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ এবং উচ্চ হারে গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং তা গ্রাহকদের উচ্চ সুদে ঋণ দেয়।

ব্যাংক প্রথমে আমানত গ্রহণ করে ধারক ও পরে ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। এর ফলে ব্যাংক দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ ধারণ করার পর তা হতে কিছু ঋণ দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক মাত্র একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের একটি অফিস ছাড়া অন্য কোথাও কোনো শাখা থাকে না। এ ধরনের ব্যাংকের কার্যাবলি শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে মি. অর্নবের X ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। ব্যাংকটি শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে। একটি অফিসের মাধ্যমেই এ ব্যাংক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা এলাকার জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে অর্থ আদান-প্রদান করতে হলে একে অন্য ব্যাংক বা প্রতিনিধি ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে একক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে মি. অর্নবের Y নামক শাখা ব্যাংকে হিসাব খোলার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

যে বৃহদায়তন ব্যাংক অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকগুলোর দেশে-বিদেশে অসংখ্য শাখা থাকে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ব্যবসায়ী অর্নবের X নামক একটি একক ব্যাংকে হিসাব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যবসায়ে পরিসর বেড়ে যাওয়ায় তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন করতে হয়। কিন্তু X ব্যাংকের মাধ্যমে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি Y নামক একটি শাখা ব্যাংকে হিসাব খুললেন, যাতে দেশে-বিদেশে তার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়।

শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশে-বিদেশে অনেকগুলো শাখা খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদনে একক ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হওয়ায় শাখা ব্যাংকের উদ্ভব ঘটেছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাংকের শাখা থাকায় অতিসহজে অর্থ আদান-প্রদান করা যায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এ ব্যাংকের শাখা থাকে। তাই যেকোনো স্থানেই অর্থ লেনদেন করা যায়। উদ্দীপকে মি. অর্নব Y ব্যাংকে হিসাব খোলার ফলে উপরে উল্লিখিত সুবিধাগুলো পাবেন। পরিশেষে বলা যায়, Y ব্যাংকে হিসাব খোলা মি. অর্নবের জন্য যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ জামাল ও কামাল শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জামাল যে ব্যাংকে চাকরি নিয়েছেন সেই ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ছাপায় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে কামাল যে ব্যাংকে চাকরি করেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে। দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে উভয় ব্যাংকই ভূমিকা পালন করে থাকে। *[সি. বো. ১৮]*

ক. স্কুল ব্যাংকিং কাকে বলে? ১

খ. চেইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামালের ব্যাংকটি কাজের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক দুটির মধ্যে কোনটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করে তাকে স্কুল ব্যাংকিং বলে।

সহায়ক তথ্য

স্কুল ব্যাংকিং : উন্নত দেশগুলোতে স্কুল ব্যাংক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এ ধরনের ব্যাংক ১৯৬০ সালের দিকে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্কুল থেকেই সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয়া এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

খ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় সমজাতীয় কতিপয় ব্যাংক নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।

চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। মূলত অর্থ স্থানান্তরের অসুবিধা দূর করার জন্য একাধিক একক ব্যাংক তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চেইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জামালের ব্যাংকটি কাজের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, দেশের মুদ্রা বাজারের পরিচালক এবং সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে জামাল যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে যেমন: ব্যাংক হার নীতি, খোলা বাজার নীতি, জমার হার পরিবর্তন নীতি, ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং উদ্দীপকে জামাল-এর কর্মরত ব্যাংকটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে কামালের ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্পসুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে, অধিক সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ আদায়, পরিশোধ, স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে কামালের ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত। এটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। অপরপক্ষে জামালের ব্যাংকটি নোট ও মুদ্রা ছাপায় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত স্বল্পসুদে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক জনগণের আমানত দ্বারা তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। একই সাথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেশের অর্থনীতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে জামালের কর্মরত ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের জন্য নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মূলধন গঠন বা ঘাটতি খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করে না। তবে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক উভয় ব্যাংকই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর, শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। বর্তমানে জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়ছে। কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশব্যাপী। সরকার কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নের কথা ভাবছে। *[য. বো. ১৬]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে মিশ্র ব্যাংক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সরকার দেশের কৃষির উন্নয়নে কোন ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার কি কোনো প্রয়োজন আছে? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক কর্তৃক ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গ্রাহক যখন অর্থ উত্তোলন করতে চাইবে, ব্যাংক তখন উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি আমানতের সমুদয় অর্থ নগদ হিসেবে সংরক্ষণ করে, তবে ব্যাংকের কোনো বিনিয়োগ হবে না এবং মুনাফাও বাধাগ্রস্ত হবে। তাই ব্যাংকের তহবিলে অতিরিক্ত নগদ অর্থ থাকবে না আবার নগদ অর্থের সংকটও থাকবে না। ব্যাংকের এ ব্যবস্থাকেই তারল্য বলে।

খ যে ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত উভয় ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ও কৃষিজ পণ্যের উন্নয়নে কাজ করে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েও জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ এবং তাদের ঋণদান করে। একই সাথে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে কৃষি ব্যাংককে মিশ্র ব্যাংক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সরকার দেশের কৃষির উন্নয়নে কৃষি ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলেছে।

দেশের কৃষি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের অর্থসংস্থানের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা। এ ব্যাংক কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর কিন্তু শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষিখাত ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এটি কৃষি ব্যাংক। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রয়োজনে বিভিন্ন রকম পরামর্শদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে। তাই বলা যায়, আমাদের কৃষি খাতের উন্নয়ন অনেকাংশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

ঘ কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা তথা শিল্প ব্যাংকেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

দেশের শিল্প খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য শিল্প ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। একই সাথে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে সহযোগিতা করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর কিন্তু শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দেশটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কৃষিখাত ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সহজ শর্তে ঋণদানের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সরকার কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নের কথা ভাবছে।

বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে যে ব্যাংকগুলোর প্রচলন রয়েছে তার মধ্যে কৃষি ব্যাংক ও শিল্প ব্যাংক অন্যতম। উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ বলা হয়েছে। তাই শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে শিল্প ব্যাংকের কোনো বিকল্প নেই। কেননা এ ব্যাংক শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে। এ সুবিধা দেশে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করে। এতে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনগণ যাতে ব্যাংক থেকে অধিক সেবা পেতে পারে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্ক। গ্রাহকদের পক্ষে ব্যাংকগুলো অর্থ আদায় ও পরিশোধ করছে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছে, অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ করছে। এছাড়াও কত কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা তদারক করে। বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ করছে কতিপয় ব্যাংক তাদের মূল কাজের বাইরে গিয়ে শেয়ার বাজারে অধিক বিনিয়োগ করছে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ দিচ্ছে। যথাযথভাবে প্রভিশন সংরক্ষণ করছে না। তাই ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। *[বি. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. শাখা ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকের উল্লিখিত কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে– তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

খ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেবল একটি কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা একই নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

শাখা ব্যাংক প্রধান অফিসের রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং এর কোনো আলাদা সত্তা থাকে না। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত শাখা ব্যাংক ব্যবস্থার আওতাধীন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকের কাজগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলির আওতভুক্ত।

ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে মূলত যে সব কাজ করে থাকে তা-ই প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি নামে পরিচিত। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য গ্রাহকদের পক্ষে ব্যাংকগুলো অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে। এছাড়াও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়সহ অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ উদ্দীপকে ব্যাংক বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পক্ষে উক্ত কাজ করে থাকে। অর্থাৎ গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক এসব কাজগুলো করে।

http://teachingbd.com

ঘ ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে— আমি এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে BIS কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানকে ব্যাসেল-২ বলে।

উদ্দীপকে জনগণ যেন ব্যাংক থেকে অধিক সেবা পায় সে বিষয়ের দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক লক্ষ রাখে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সকল কাজ সম্পাদন করে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদারকি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক লক্ষ করল যে, কিছু ব্যাংক তাদের মূল কাজের বাইরে গিয়ে শেয়ারবাজারে অধিক বিনিয়োগ করছে। এছাড়াও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ দিচ্ছে, যা ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনার বহির্ভূত। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসকল ব্যাংকের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে।

ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে এমন পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে যেন আমানতকারীরা কখনো ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে। এ নির্দেশনার ফলেই ব্যাংকগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও শ্রেণিভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ ও শেয়ারবাজারসহ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অধিক বিনিয়োগ করতে পারে না। আর এসব নির্দেশনা অমান্য করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অমান্যকারী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। তাই বলা যায়, ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে, যা আমি সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে এবং শেয়ার-এর অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকটি আগের মত তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না। তাই দোয়েল ব্যাংক শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল ২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়? ২

গ. শাপলা ব্যাংক কাজের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দোয়েল ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে? বর্ণনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইনবলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর উদাহরণ।

খ ব্যাসেল-২ তিন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো ব্যাসেল-২। ব্যাসেল-২ তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ন্যূনতম মূলধন নির্ধারণে, তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাসেল-২ প্রয়োগ করা হয়।

গ শাপলা ব্যাংক কাজের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে জড়িত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করেও বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে এবং শেয়ার এর অবলেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে অবলেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এসব কার্যাবলি সম্পাদন করে এ ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে। উদ্দীপকের শাপলা ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র, অবলেখন, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও বিনিয়োগ করে। এসব কাজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই শাপলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দোয়েল ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

একটি শক্তিশালী ব্যাংক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে যে ব্যাংকিং জোট সৃষ্টি করে, তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু ও বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনার নিষ্পত্তি করে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, বিনিয়োগ ও অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে ব্যাংকটি। আগের মত ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না বলে দোয়েল ব্যাংক শাপলা ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী ব্যাংক ছোট ছোট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে। এ নিয়ন্ত্রণ চুক্তিবদ্ধ বা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে আসতে পারে। ফলে ছোট ব্যাংকগুলো অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করে। উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণভার দোয়েল ব্যাংক গ্রহণ করেছে। তারা জোটবদ্ধ হয়ে আগের চেয়ে বেশি সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। তাই বলা যায়, তারা গ্রুপ ব্যাংক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব আকবর বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার জীবদ্দশায় নিজের গড়া ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন দেশের অনেকগুলো ছোট ব্যাংকের শেয়ার কিনে নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং দেশের ব্যাংকিং জগতের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। পরবর্তীতে জনাব আকবর না থাকা অবস্থায় ব্যাংকটি আগ্রাসী ব্যাংকিং নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ব্যাংকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপে প্রতিষ্ঠানটি হিমশিম খাচ্ছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. মার্চেন্ট ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কর্পোরেশনটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিভিন্ন স্থানে অফিস সম্বলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য— তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংকের সমন্বিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো মার্চেন্ট ব্যাংক।

খ ব্যাংক অর্থের যোগান ও এর সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল রাখে বলে ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে। অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমানত গ্রহণ করে। উৎপাদনের বিকাশে ঋণদান, লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এজন্য ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ওয়েস্টল্যান্ড কর্পোরেশন' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

একটি শক্তিশালী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একগুচ্ছ দুর্বল ব্যাংককে একত্রে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে। দুর্বল ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে বড় ব্যাংকগুলো গ্রুপ ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব আকবর বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার গড়া 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' দেশের অনেকগুলো ছোট ও দুর্বল ব্যাংকের শেয়ার কিনে নিয়ন্ত্রণ নেয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকিং জগতের অন্যতম সেবা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। এখানে, ওয়েস্টল্যান্ড গ্রুপ ব্যাংকিং গড়ে তুলেছে। যেখানে, ছোট ছোট ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বড় ব্যাংকগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং শক্তিশালী জোট গড়ে তোলে। তাই 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশনের' প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি হলো গ্রুপ ব্যাংকিং।

http://teachingbd.com

ঘ বিভিন্ন স্থানে অফিস সম্বলিত ব্যাংকিং অর্থাৎ শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য– তা বিশ্লেষণ করা হলো।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই নামে পরিচালিত দেশে বিদেশে একাধিক মাখা সম্বলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার নাম শাখা ব্যাংক।

উদ্দীপকে 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' অধিকাংশ ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে ব্যাংকটি শাখাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে।

একই নামে ও মালিকানায় একাধিক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয় শাখা ব্যাংকিং। দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখাগুলোর অবস্থান হওয়ায় এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা খুবই অপরিহার্য। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব না হলে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধায় পরিণত হয়। এর ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, কর্মক্ষমতা কমে, সম্পদের অপচয় বাড়ে। যা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কমায়। উদ্দীপকের 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' এর ক্ষেত্রে এ ধরনের অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে এমন একটি ব্যাংকে প্রথমে তিনি লেনদেন শুরু করলেও সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায় এমন ব্যাংকেই তিনি অধিকাংশ লেনদেন সম্পন্ন করেন। তার মতে, ব্যাংক বলতে মূলত এ ব্যাংককেই বোঝায়? *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ২

গ. সাহিল সাহেবের প্রথমে কোন ব্যাংকে লেনদেন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরবর্তীতে লেনদেনকৃত ব্যাংক সম্পর্কে সাহিল সাহেবের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংক জড়িত। এ কাজের পাশাপাশি আমানতী অর্থ উত্তোলনে চেক, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরে পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফটের প্রচলন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক। নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে দলিলগুলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

গ সাহিল সাহেব প্রথমে বিশেষায়িত ব্যাংকে লেনদেন করেছিলেন।

অর্থনীতির বিশেষ কোন খাতের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। ফলে অন্যান্য ব্যাংকের যত গ্রাহক এ ব্যাংক থেকে সকল ব্যাংকিং সেবা পায় না।

উদ্দীপকে সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে এমন একটি ব্যাংকে তিনি প্রথমে লেনদেন শুরু করেন। বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকই বিশেষায়িত ব্যাংক। এরা অর্থনীতির যেকোনো একটি ক্ষেত্র বা খাত নিয়ে কার্যক্রম চালায়। যেমন: শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক। নির্দিষ্ট খাতের বাইরে এ প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে না। তাই বলা যায়, তার লেনদেনকৃত ব্যাংকটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

ঘ সাহিলের পরবর্তীতে লেনদেনকৃত ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বোঝায়' –উক্তিটি যথার্থ।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত ও ঋণদানের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকিং সেবাদানে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। প্রথমে সে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে লেনদেন করত। তবে উক্ত ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ব্যাংকিং সেবা ছিল সীমিত। সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা পেতে তিনি অন্য একটি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। সেটি মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গৃহীত আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ও প্রত্যয়পত্রের প্রচলন করে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে অর্থ স্থানান্তর করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা ও পরামর্শ দান করে। মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে লকারে সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে বিলের অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে। গ্রাহক প্রায় সকল সেবাই এ ব্যাংক থেকে পেয়ে থাকে, যা বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে পাওয়া যায় না। এজন্য ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককে বোঝায়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ইদানীং এদেশের চিংড়ির আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তা করার পক্ষে কক্সবাজারে 'AKL ব্যাংক লি.' নামক একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা স্বল্প। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে পরিপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায় কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'AKL ব্যাংক লি.' এখন কোন ধরনের ব্যাংককে পরিণত হবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে।

খ 'বাণিজ্যিক ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ সংরক্ষণ রাখতে হয়' –এ নীতিকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ্রাহকের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস। উক্ত আমানত থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। তবে ব্যাংক অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিলে রাখে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংক তহবিলে জমা রাখাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায়ে বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল।

বিশেষায়িত ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ কোন দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত ব্যাংকটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করে। এই ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে গ্রাহকের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

এদেশের চিংড়ির আন্তর্জাতিকভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে কক্সবাজার AKL ব্যাংক লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির যথেষ্ট পরিশোধিত মূলধন আছে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম, বিশেষায়িত ব্যাংক একটি বিশেষ খাত নিয়ে কার্যক্রম চালায়। তাদের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে তাদের গ্রাহক সংখ্যা সাধারণত কম থাকে। তাই বলা যায় যে, AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায়ে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত "AKL ব্যাংক লি" এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে গ্রাহককে ঋণ দেয়।

http://teachingbd.com

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের চিংড়ি খাতের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে কক্সবাজারে "AKL ব্যাংক লি." প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন আছে কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংককে পরিপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনুমতি দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হওয়ায়, AKL ব্যাংক লি. সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। এতে তাদের গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে। তারা ঋণদানের জন্য আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বাড়বে। তাদের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এভাবে ব্যাংকটি ভবিষ্যতে সফলভাবে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করতে পারবে। সুতরাং বলা যায় AKL ব্যাংক লি. কে বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত করা যুক্তিসঙ্গত। এক ধরনের খাতে অধিক ঋণ না দিয়ে ব্যাংকটি ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দেয়। এতে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ে। এ ছাড়াও ব্যাংকটি জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহের সুবিধা দেয়। ফলে ব্যাংকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মেহেদী ও আমেনা ভাই-বোন। দুজনই ডিগ্রি পাস করেছে। কিন্তু তারা চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেরাই কিছু করবে ভেবে মনস্থির করল। সেই উদ্দেশ্যে মেহেদী এমন একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল, যা বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য যুবক ও যুবমহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়। অন্যদিকে আমেনা অন্য আরেকটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। ব্যাংকটি ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তুলতে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. মিশ্র ব্যাংক কী? ১

খ. গারনিশি অর্ডার কেন জারি করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেনাকে ঋণ সরবরাহকারী ব্যাংকটি কতটুকু ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক একই সাথে জনগণের কাছে থেকে আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর ও বিনিয়োগ করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকের কোনো হিসাব ক্রোক বা বন্ধ করার বা লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গারনিশি অর্ডার জারি করা হয়।

পাওনাদারের পাওনা অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে আদালত ব্যাংকের প্রতি এরূপ আদেশ জারি করে থাকে। পাওনাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত যদি প্রমাণ পায় যে, আমানতকারী আবেদনকারীর কাছে দায়গ্রস্থ তবেই এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকে।

গ মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কর্মসংস্থান ব্যাংক।

কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে। এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্যে।

উদ্দীপকের মেহেদী ডিগ্রি পাস করেছে। কিন্তু সে চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেই কিছু করবে ভেবে মনস্থির করল। সে এই উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। ব্যাংকটি বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য যুবক ও যুবমহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়। সাধারণত কর্মসংস্থান ব্যাংকই দেশের বেকার সমস্যা কমানোর উদ্দেশ্যে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ দিয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্যগত দিক বিবেচনায় তাই বলা যায় যে, মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কর্মসংস্থান ব্যাংক।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেনাকে ঋণ সরবরাহকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে আর্থিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত বিশেষায়িত ব্যাংককে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে। উদ্দীপকের মেহেদী ও আমেনা ভাই-বোন। তারা দু'জনই ডিগ্রি পাস করেছে। মেহেদী নিজেই কিছু করবে ভেবে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। অন্যদিকে আমেনা ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরেকটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল।

উদ্দীপকের আমেনা যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিল তা ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ কার্যাবলির ভিত্তিতে ব্যাংকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা করে। এই ঋণ সহায়তার ফলে দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। শিল্পের প্রসার দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মেঘনা ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। অন্যদিকে খুলনা ব্যাংক শুধু খুলনা সদর উপজেলায় তাদের একমাত্র অফিসের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. ব্যাসেল-২ কী? ১

খ. ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে মেঘনা ব্যাংক কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্যে কোন ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা রাখবে? যুক্তিসহকারে উত্তর দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণের একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো ব্যাসেল-২।

খ কম সুদে গৃহীত আমানত উচ্চ সুদে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জনের ব্যবসায় জড়িত বলে ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

ব্যাংক জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে কম সুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকি অংশ উচ্চ সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। আমানতি ও ঋণের সুদের পার্থক্য হলো ব্যাংকের মুনাফা। তাই ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে মেঘনা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যাবলি যেমন: আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে থাকে। উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' দেশে ও বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। এ থেকে বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। কারণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকই আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত, যা উদ্দীপকের মেঘনা ব্যাংকের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' কাঠামো ভিত্তিতে শাখা ব্যাংক, যা একক ব্যাংক 'খুলনা ব্যাংকের' চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা রাখবে।

শাখা ব্যাংক একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। আর একটি অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো একক ব্যাংকিং।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' দেশে বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণদান কাজে জড়িত। একাধিক শাখার উপস্থিতির ভিত্তিতে বলা যায়, এটি শাখা ব্যাংক। অপরদিকে, 'খুলনা ব্যাংক' শুধু খুলনা সদরে একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই এটি একটি একক ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে একই নামে দেশে-বিদেশে একাধিক শাখা থাকায়, শাখা ব্যাংকিং পরিচালনায় অধিক লোকবল দরকার। এর মাধ্যমে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। শাখা ব্যাংকিং-এ একটি শাখা অপর শাখার সহযোগী। কোনো একটি শাখা আর্থিক সংকটে পড়লে অন্য শাখা থেকে সহায়তা পায়। এ জন্য শাখা ব্যাংক কম তারল্য রেখে অধিক ঋণদানে উৎসাহী। যা একক ব্যাংকের ক্ষমতার বাইরে। এ সকল সুবিধার কারণে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জাহাঙ্গীর একজন মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তার শেয়ার ব্যবসার প্রতি অনেক আগ্রহ। তারই ফলে তিনি একটি কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন যারা ঐ সংগৃহীত অর্থ দেশের মাধ্যমিক বাজারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। অন্যদিকে, জামান তার মুদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রকট অর্থ সংকটে পতিত হয়ে তার থানায় একটি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। ব্যাংকটি তাকে কোনো ধরনের ঋণ প্রদানে অসমম্মিত জানায় এবং সাথে সাথে এটাও জানায় যে, এই ব্যাংকটি কৃষকদের সহযোগিতার জন্য কাজ করে। */কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/*

ক. একক ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যের ভিত্তিতে কোন ধরনের আওতায় পড়ে– বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জাহাঙ্গীর ও জামানের ব্যাংক দুটির মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবস্থায় একটি অফিসের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে বলে ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়।
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে অর্থ প্রয়োজন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটে ব্যাংক থেকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নিতে পারে। তাছাড়া ব্যবসায়ের জন্য পণ্য আমদানি রপ্তানি করতেও ব্যাংকের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যের ভিত্তিতে বিশেষায়িত ব্যাংকের আওতায় একটি বিনিয়োগ ব্যাংক।
দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান, নতুন কোম্পানিকে শেয়ার ইস্যুতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ব্যাংক কাজ করে। এ ব্যাংক অবলেখক হিসেবেও কাজ করে।
উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর একজন মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তার শেয়ার ব্যবসায়ের প্রতি অনেক আগ্রহ। তার ফলে তিনি একটি কোম্পানির সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। তারা সংগৃহীত অর্থ দেশের মাধ্যমিক বাজারের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ ব্যাংক নতুন ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে থাকে। এ ঋণ সাধারণত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এরা অর্থ সংগ্রহ করে। এ অর্থ বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিভিন্ন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর একইভাবে কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন। এ থেকে বলা যায়, জাহাঙ্গীরের লেনদেনকৃত ব্যাংকটি একটি বিনিয়োগ ব্যাংক।

ঘ জাহাঙ্গীরের ব্যাংকটি বিনিয়োগ ব্যাংক আর জামানের ব্যাংকটি কৃষি ব্যাংক। ব্যাংক দুটির কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
অর্থনীতির বিশেষ কোনো খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। বিনিয়োগ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক উভয়ই বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।
উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তিনি একটি কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। কোম্পনি তার মতো বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে জাহাঙ্গীর বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। অন্যদিকে জামান তার মুদি ব্যবসায়ের জন্য ঋণ সহায়তা চাইলে তার ব্যাংকটি অসম্মতি জানায়। সাথে আরও জানায় ব্যাংকটি কৃষকদের সহযোগিতার কাজ করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি কৃষি ব্যাংক।
বিনিয়োগ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক উভয়ই বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে। এ দিকে থেকে তারা উভয়ই বিশেষায়িত ব্যাংক। তারা অর্থনীতির উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। বিনিয়োগ ব্যাংক শেয়ারে বিনিয়োগ কর, অবলেখক হিসেবে কাজ করে। ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। অন্যদিকে কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতে ঋণদান করে। ঋণদানের পাশাপাশি কিছু সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনাতীত। রোম সভ্যতা যেমন একদিনেই গড়ে উঠেনি ঠিক তেমনি আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাও একদিনে গড়ে উঠেনি। অনেক বিবর্তন এবং ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতার ফসল এই বর্তমান আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা। এই উন্নয়নের পেছনে অনেক শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান রয়েছে। আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি হিসেবে তাদের অবদান রয়েছে এবং তাদের সেই অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে আজকের আধুনিক ব্যাংক কার্যক্রমের অনেক মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর/*

ক. হোল্ডিং কোম্পানি ব্যাংক কী? ১
খ. "তালিকাভুক্ত ব্যাংক কম ঝুঁকিপূর্ণ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়"— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোচনা অনুযায়ী আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় উন্নয়নের পেছনে উত্তরসূরীদের অবদান সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক অন্য কোনো ব্যাংকের ৫০% এর বেশি শেয়ারের মালিকানা লাভ করে এবং ঐ ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে হোল্ডিং কোম্পানি ব্যাংক বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে যে ব্যাংক এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।
তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলে। গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে যথাযথ তারল্য সংরক্ষণ করে। এ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে ঋণদান করে। এছাড়া আর্থিক সংকটে তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। এ সকল কারণে তালিকাভুক্ত ব্যাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ।

গ 'পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়' –উক্তিটি যথার্থ।
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। পূর্বেকার যুগে প্রচলিত অনেক কার্যাবলি এখন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলতি রয়েছে। তবে তা ভিন্ন রূপে।
ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরী তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি হলো মহাজন। এরা মানুষের মূল্যবান কাগজপত্র, সম্পদ, স্বর্ণ-অলংকার নিরাপদে জমা রাখতো। বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা এদের মতো জনগণের আমানত জমা রাখে, লকার সুবিধায় মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো মহাজন শ্রেণি। এরা বন্ধকী ঋণের প্রচলন ঘটায়, যা বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান। তৃতীয় শ্রেণি হলো ব্যবসায়ী শ্রেণী। এদের প্রচলিত ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন চিঠা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ থেকে বলা যায়, পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

http://teachingbd.com

ঘ ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের পেছনে তিন শ্রেণির উত্তরসূরীর অবদান অনস্বীকার্য। এরা হলো স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণি।
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তিত রূপ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে যেসকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল, তাদের ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরী নামে চিহ্নিত করা হয়।
উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনাতীত। আধুনিক ব্যাংক অনেক বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ফসল। এর পেছনে স্বর্ণকার শ্রেণির বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে এরা সচ্ছল, সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত ছিল। লোকজন তাদের নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনিমুক্তা, অলঙ্কারাদি নিরাপদে জমা রাখত। এরা এসব দ্রব্যাদি জমাকারীকে একটি হাতে লেখা রসিদ সরবরাহ করত। আবার উত্তোলনের সময় জমাকারীদের থেকে উত্তোলন স্লিপ সংগ্রহ করে জমাকৃত দ্রব্যাদি ফেরত দিতে। এদের প্রচলিত হাতে লেখা স্লিপ বা রসিদই বর্তমানকালে ব্যবহৃত চেকের পূর্বরূপ।
ঋণ ব্যবসায়ের জন্য মহাজন শ্রেণি অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত ছিল। এরা বড় ধরনের ব্যবসায়ীদের সুদের পরিবর্তে ঋণ প্রদান করত। ঋণ ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হিসেবে সম্পত্তি বন্ধকী রাখার ব্যবস্থা এরাই প্রচলন করেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি কর্তৃক প্রত্যয়পত্র, ডিপোজিট, স্লিপ ও উত্তোলন চিঠার ব্যবহার ঐ যুগের ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আবাসন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত। কেবল আবাসন ক্ষেত্রে জড়িত থেকে ব্যাংকটির প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণে নিকট হতে সঞ্চয় সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. বিনিয়োগ ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি প্রথম দিকে কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সঞ্চয় সংগ্রহের ফলে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবেশ করেছে তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলে।

খ শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বিনিয়োগ ব্যাংক।
বিনিয়োগ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে অবলেখক হিসেবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোম্পানিকে একীভূত (Merge) করতে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের 'মেঘনা ব্যাংকটি' প্রথম দিকে গৃহসংস্থান ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।
গ্রাহকদের আবাসন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা, কিস্তিতে প্লট বিক্রয় সেবা প্রদানকারী ব্যাংক হলো গৃহসংস্থান ব্যাংক।
উদ্দীপকে আবাসান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান না করে একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে আবাসন খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত। তাই এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। বিশেষায়িত ব্যাংকের মাঝে এটি একটি গৃহসংস্থান ব্যাংক। তাই বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রথমে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে গৃহসংস্থান ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

ঘ সঞ্চয় সংগ্রহের ফলে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও তা থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে জড়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।
উদ্দীপকে আবাসন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কেবল আবাসন ক্ষেত্রে জড়িত থেকে ব্যাংকটির প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনগণের নিকট থেকে সঞ্চয় সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হবে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে মূলধন গঠন করে। বিভিন্ন পক্ষকে উচ্চ সুদে ঋণদানে এ মূলধন ব্যবহার করা হয়। উদ্দীপকের 'মেঘনা ব্যাংক লি.' আবাসন খাতে সাফল্য অর্জন করতে না পেরে, জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক লি.' সঞ্চয় গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তাঁর ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। তাঁর বন্ধু জনাব জামান ইউনিক ব্যাংকের ব্যাংকার। ইউনিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত ও প্রশাসনিক সুবিধা পায়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাসেল-২ এর স্তম্ভগুলো ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটোর মধ্যে কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইনবলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য
বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর উদাহরণ।

খ ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন ব্যবস্থাপনার একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো ব্যাসেল-২।
ব্যাসেল-২ এর স্তম্ভ হলো তিনটি যথা: ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা। বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে ১ জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাসেল-২ অনুসরণ করতে হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।
প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত বিধিমালা পালনে বাধ্য নয় এমন ব্যাংককে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তার ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায়, গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক। অতালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্য এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি নিষেধ যেমন মানতে হয় না তেমনি আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতাও পায় না। যা গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বলা যায় গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে 'গ্রাম উন্নয়ন' ব্যাংক একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক আর 'ইউনিক ব্যাংক' একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের চেয়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বেশি অবদান রাখে।

http://teachingbd.com

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত বিধিমালা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যাংক হলো তালিকাভুক্ত ব্যাংক। অতালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিধিমালা পালনের বাধ্যবাধকতা নেই।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তার ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। যা প্রমাণ করে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংক। অপরদিকে, তার বন্ধু জনাব জামান ইউনিক ব্যাংকে কর্মরত। যা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত ও প্রশাসনিক সুবিধা পায়। তাই ইউনিক ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালন করে বলে, বিভিন্ন অলাভজনক খাতের উন্নয়নে ঋণ প্রদানে বাধ্য। ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহরের পাশাপাশি গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। আবার ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। এ সকল নির্দেশনা অতালিকাভুক্ত ব্যাংক পালনে বাধ্য নয় বলে, তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির অধিক উন্নতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। এখন সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। এজন্য সে তার মূলধনের যোগান নিয়ে চিন্তিত। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংক সম্পর্কে জানাতে পারে যে, ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তার কাছে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। পরবর্তীতে আফিক ব্যাংকটি থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় শুরু করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? ২

গ. আফিক যে ধরনের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ব্যাংক হতে ঋণ নেয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাব বন্ধের নির্দেশকে গারনিশি অর্ডার বলে।

খ ব্যাংক স্বল্প সুদে গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং উক্ত অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে দেয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে নেয়। উক্ত আমানতের কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। এভাবে ব্যাংক নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে তুলে ধরে। তাই ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

গ আফিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে গ্রাহককে ঋণ দেয়।

আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। তাই সে মূলধনের যোগান নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারে। উক্ত ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন সরবরাহ করে। পরবর্তীতে আফিক ব্যাংকটি থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে। ব্যাংকটি প্রদত্ত ঋণের ওপর সুদ ধার্য করবে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক এসব কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, আফিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়।

আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। কিন্তু তার মূলধনের ঘাটতি ছিল। তাই সে কোনো উদ্যোগ নিতে পারছিল না। সে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংকের খবর পায়। উক্ত ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন সরবরাহ করে। পরবর্তীতে আফিক উক্ত ব্যাংকটি থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে।

আফিক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিতে পারতো। অথবা সে তার কোনো সম্পত্তি বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারতো। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি বেশি হতো। কারণ, আত্মীয়-স্বজন যেকোনো সময় টাকা ফেরত চাইতে পারে। আবার সম্পত্তি বিক্রি করলে মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হতে পারে। অন্যদিকে ব্যাংক থেকে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে তার ওপর ঋণ পরিশোধের কোনো চার্জ থাকবে না। সুতরাং আমার মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে Y ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। উভয় ব্যাংকই স্ব স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করছে। *[ভোলা সরকারি কলেজ; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে Y ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্যে কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

খ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য 'Bank for International Settlement (BIS)' প্রবর্তিত একটি বিধি-বিধান হলো ব্যাসেল-২।

ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের মাধ্যমে ঋণের ব্যবসায় পরিচালনা করে। গ্রাহক চাহিবামাত্র এ অর্থ ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য। এ জন্য ব্যাংক ঋণদানে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে আমানতকারীর স্বার্থ বজায় থাকে। ব্যাসেল-২ ব্যাংকের এরূপ ঝুঁকি নিরসনে একটি বিধিমালা। এর ফলে ব্যাংক তার ঝুঁকি বিবেচনায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে Y ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে Y ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। এখানে, Y ব্যাংকের কোনো শাখা নেই। এটি একটি অফিসের মাধ্যমেই তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই বলা যায় Y ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক। কারণ শুধু একক ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ই সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি অফিসের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে X একটি শাখা ব্যাংক, Y একটি একক ব্যাংক। শাখা ব্যাংক হিসেবে X ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একক ব্যাংক Y এর চেয়ে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে।

Teachingbd.com

প্রধান অফিসের তত্ত্বাবধানে একই নামে দেশে ও বিদেশে একাধিক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শাখা ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালন করে। তাই এটি একটি শাখা ব্যাংক। অন্যদিকে Y ব্যাংকটি একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। তাই এটি একটি একক ব্যাংক।
শাখা ব্যাংকের একাধিক শাখা থাকায় গ্রাহক এ ব্যাংক থেকে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরে শাখা ব্যাংক সহায়তা করে। একক ব্যাংকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও রেমিট্যান্স সংগ্রহে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অধিক কার্যকর। শাখার ব্যাংকের একাধিক শাখা পরিচালনায় বহু জনবল দরকার। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ ধরনের ভূমিকা রাখে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের একক ব্যাংক Y এর চেয়ে শাখা ব্যাংক X দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মতিঝিল ব্যাংক পাড়ায় 'ক' নামক ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিল বাট্টাকরণ, চেকের অর্থ উত্তোলন, অনলাইন বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে তার সুনাম ধরে রেখেছে। সেই সাথে ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত খাতগুলোতে অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখছে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১
খ. 'ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে' —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে ব্যাংকটির অবদান যথার্থ —উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের হিসাব বন্ধ. বা স্থগিত করার জন্য আদালত কর্তৃক ব্যাংকের প্রতি যে আদেশ প্রদান করা হয়, তাকে গারনিশি অর্ডার বলে।

খ নোট, মুদ্রা, চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্রের মতো দলিল ইস্যু করে ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে। এ নোট ও মুদ্রা বিনিময়ের সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম। বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র, পে-অর্ডার ও ব্যাংক-ড্রাফট প্রচলন করে। এগুলো নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত হয়। এ ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং গৃহীত আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকে মতিঝিল পাড়ায় 'ক' নামক ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস স্থাপন করে। ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিল বাট্টা করে, চেকের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। ব্যাংকটি বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র সরবরাহ করে ও বিল বাট্টা করে ব্যবসায়ীদের অগ্রিম অর্থায়নের ব্যবস্থা করে। এছাড়া ডেবিট, ক্রেডিট কার্ডসহ বিভিন্ন অনলাইন সেবা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকটির কার্যক্রম বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে বলা যায় 'ক' ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান যথার্থ।
মুনাফা অর্জন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলেও এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে। সঞ্চিত অর্থ থেকে মূলধন গঠন ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে এ ব্যাংক অর্থনীতিতে অবদান রাখে।
উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিলে অবস্থিত। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকটির শাখা রয়েছে। এটি আমানতি অর্থ উত্তোলন, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, প্রত্যয়পত্রসহ বিভিন্ন অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত খাতগুলোতে ঋণ প্রদান করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখছে।
উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি আমানত থেকে তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও লাভজনক খাতে ঋণ প্রদান করে। এতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারিত হয়। নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে নিরাপদ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এতে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। সরকারের রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। এতে দেশের অর্থনীতির কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের উন্নতি ঘটলে দেশেরই উন্নতি হবে। তাই সরকার কৃষকদের উন্নয়নে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অঞ্চলের জন্য এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ ব্যাংকগুলো সর্বত্র সেবা দিতে অপারগ হওয়ায় সরকারি বৃহদায়তন শাখা ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিচ্ছে সরকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে। *[ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের নাম লিখ। ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে তার নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কোন সুবিধার কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে? এর কারণ মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের নাম হলে এবি ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য
প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ব্যাংকটির নাম ছিল আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ সঞ্চয় হতে মূলধন সৃষ্টি করে ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এতে মূলধন তহবিল সৃষ্টি হয়। শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় এ তহবিল ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। যা বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এভাবে ব্যাংক অর্থনীতিতে গুরুত্ব বহন করে।

গ উদ্দীপকে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।
কৃষি খাতের উন্নয়নে কৃষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কৃষি ব্যাংক। শুধু কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করে বলে এ ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত।
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের উন্নতি ঘটলেই দেশের উন্নতি হবে। সরকার কৃষকদের ব্যাংকিং সেবা দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক বিশেষ অঞ্চলে সেবা প্রদান করে। বিশেষ অঞ্চলে সেবা দানকারী এরূপ ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষকদের সেবায় নিয়োজিত ব্যাংক হলো কৃষি ব্যাংক। যা শুধু কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এতে কৃষকরা নির্বিঘ্নে উৎপাদন চালিয়ে যায়। উদ্দীপকে যে ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে তা কৃষকদের ব্যাংকিং সেবা দানে নিয়োজিত। তাই এটি বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংক।

http://teachingbd.com

ঘ সহজ শর্তে ঋণদান ও শাখা ব্যাংকিং সুবিধার কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে।
কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম, সার, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ে ঋণ সহায়তাকারী ব্যাংক হলো কৃষি ব্যাংক। বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আমাদের দেশে কৃষি ব্যাংকের উদাহরণ।
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। কৃষকের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো কৃষি ব্যাংকের অন্যতম কাজ। কৃষি ব্যাংক সর্বত্র সেবা দিতে অপরাগ হওয়ায় সরকারি বৃহদায়তন শাখা ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিচ্ছে সরকার।
কৃষি কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের অনেক লোক নিয়োজিত। অনেক সময় আর্থিক সংকটের কারণে কৃষকরা নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না। এ লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দেয়। সহজ শর্তে ঋণ পেয়ে কৃষকরা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছেন। একই সাথে সময়মতো ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারছেন। অন্যদিকে, সরকারি মালিকানার বাংলাদেশে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সহজে কৃষি ঋণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। তাই বলা যায়, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের প্রধান তফাৎ হলো ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ দেয়। আবার আমানতকারীদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ ফেরতও দিয়ে থাকে। যে ব্যাংক যত দক্ষতার সাথে ভালো ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম সে ব্যাংক তত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এজন্য ব্যাংকগুলো কিছু নীতি অনুসরণ করে থাকে। উন্নয়ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়ত বিশেষায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে।
[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. তারল্য বলতে কী বোঝ? ১
খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক কেন বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো যে সমস্ত নীতিমালা অনুসরণ করে তা আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটা বলে তুমি মনে করো সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র গ্রাহকের আমানতি অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজস্ব তহবিলে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাকে তারল্য বলে।

খ আমানত হিসেবে সংগৃহীত অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টি করে বলে ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে। এর বিনিময়ে ব্যাংক আমানতকারীকে স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। ব্যাংক এ অর্থ থেকে উচ্চহার সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে। এই উভয় সুদের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে। এভাবে আমানতকারীর কাছ থেকে অর্থ ধার করে মুনাফা অর্জন করে বলে, ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো দক্ষতার নীতি ও সেবার নীতি অনুসরণ করে।
ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টি করে। বহুমুখী সেবাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আধুনিক ব্যাংক জনগণের জন্য অধিক সুবিধাজনক। ব্যাংক গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনে নতুন নতুন সেবার সৃষ্টি করে।
ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ দেয়। যে ব্যাংক যত দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সক্ষম সে ব্যাংক তত বেশি জনপ্রিয়। এখানে মূলত দক্ষতার নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ নীতির আলোকে, ব্যাংক কম খরচে স্বল্প সময়ে অধিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। যা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়ক। অন্যদিকে, গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনে গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করার নীতি হলো সেবার নীতি। ব্যাংক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তারা সফলতার সাথে গ্রাহকদের সেবা দানে নিয়োজিত থাকে। সেবা ও দক্ষতায় নীতির পাশাপাশি ব্যাংক বিশেষায়নের নীতি মেনে চলে। এর ফলে ব্যাংক একই সাথে সকল সেবা না দিয়ে যে কোনো একটি বা দুটি সেবা দানে নিয়োজত থাকে। এভাবে দক্ষতার সাথে উচ্চ মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে ব্যাংক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ঘ বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি।
অর্থনীতির বিশেষ খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এদেশে প্রচলিত দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক।
বাণিজ্যিক ব্যাংক দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে কাজ করে। এজন্য ব্যাংক কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। এভাবে বিশেষায়নের নীতি মেনে পরিচালিত ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। এরা বিশেষ একটি বা দুটি সেবা দানে দক্ষ হয়।
সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার একজন গ্রাহক অর্থ জমাদান, উত্তোলন, ঋণদান ও অর্থ স্থানান্তরের মতো সাধারণ ব্যাংকিং সেবা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং সেবার পরিবর্তে একটি বিশেষ শিল্প খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। যে সকল খাতের উন্নয়নে সাধারণ ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক, বিশেষায়িত ব্যাংক ঐ সকল খাতের উন্নয়নে এগিয়ে আসে। এর ফলে অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় এমন খাতের সহায়তা পেয়ে নতুন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসে। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বেকারত্ব দূর করে। রপ্তানি বৃদ্ধি করে। তাই সার্বিক সুবিধার বিবেচনায় বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা কম। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংকটিকে পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়।
[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংকের তারল্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' প্রথম পর্যায়ে কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' এখন কোন ধরনের ব্যাংকে পরিণত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে আর্থিক মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ ও ঋণদানসহ অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।
ব্যাংক আমানতকারীর কাছ থেকে সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে যা আমানত নামে পরিচিত। এ আমানতী অর্থ গ্রাহক চাহিবামাত্র ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য। এজন্য আমানতের একটি অংশ ব্যাংক নিজের কাছে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। নিজস্ব তহবিলে কাছে রক্ষিত এ নগদ অর্থকে তারল্য বলে।

Teachingbd.com

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' প্রথম পর্যায়ে শিল্প ব্যাংক ছিল।

শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো শিল্প ব্যাংক। দেশের এক বা একাধিক খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এ ব্যাংক বিশেষভাবে কাজ করে।

উদ্দীপকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনীতির বিশেষ খাত নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। আর শিল্পখাতের উন্নয়নে কাজ করে শিল্প ব্যাংক। শিল্পখাতের উন্নয়নে এ ব্যাংক উদ্যোক্তদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করে। উদ্দীপকের ব্যাংকটি একইভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই এটি বিশেষায়িত ব্যাংকের অন্তর্গত শিল্প ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে।

আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে ও উচ্চ সুদে তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করে মুনাফা অর্জন করে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নে 'কর্ণফুলী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন পর্যাপ্ত হলেও গ্রাহক সংখ্যা কম। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্ণফুলী ব্যাংককে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। ফলে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। এ আমানতের ওপর ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। আমানতি অর্থের একটি অংশ তারল্য হিসেবে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিতরণ করে, যা থেকে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ উপার্জন করে। এ দুই হারের পার্থক্য ব্যাংকের মুনাফা। উদ্দীপকের ব্যাংকটি প্রথম শিল্প ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের অনুমতি পায়, যা প্রদান করে কর্ণফুলী ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্পখাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগ্রহীত তহবিলই ব্যাংকটি শিল্প খাতে ঋণ আকারে বিতরণ করে। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু বিশেষ একটি খাতে ঋণ দিয়ে লাভজনক অবস্থা বজায় রাখা এবং স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিল সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকটির পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ এবং শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন খাতে ঋণ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]

ক. একক ব্যাংক কী? ১

খ. গারনিশি আদেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা ব্যাংকটি কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে কোন শ্রেণির মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পদ্মা ব্যাংক পুনর্গঠনের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যাংকিং এ জড়িত হওয়ার কথা বিবেচনা করছে? পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি অফিসের মধ্যেই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকের হিসাব বন্ধ বা লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালত ব্যাংকের প্রতি যে আদেশ দেয় তাকে গারনিশি আদেশ বলে।

গ্রাহক তার পাওনাদারের দাবি পরিশোধ না করলে পাওনাদার তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারে। এ মামলার উদ্দেশ্য হলো পাওনা আদায়। আদালত পাওনাদারের স্বার্থ রক্ষায় গ্রাহকের ব্যাংককে তার হিসাব স্থগিত বা বন্ধ করার আদেশ দেয়। এ নির্দেশ হলো গারনিশি আদেশ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা ব্যাংকটি কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে বিশেষায়িত ব্যাংকের অধীনে শিল্প ব্যাংক।

অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাতগুলো নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক-বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।

উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্প খাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল ব্যাংকটি শিল্প খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। শিল্প ব্যাংক হলো এক প্রকার বিশেষায়িত ব্যাংক। এ ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজ করে। নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ব্যাংক সহজ শর্তে মধ্য ও দীর্ঘ যে কোনো মেয়াদি ঋণ সহায়তা দেয়। বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহে এ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। উদ্দীপকের পদ্মা ব্যাংক একইভাবে শুধু শিল্প খাতের উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণদানে নিয়োজিত। এ থেকে বলা যায়, 'পদ্মা ব্যাংক' একটি শিল্প ব্যাংক।

ঘ পদ্মা ব্যাংক পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এ জড়িত হওয়ার কথা বিবেচনা করছে –যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণ ও বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্প খাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানে গঠিত ও পরিচালিত। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে ব্যাংকটি ঋণদান করে। যা প্রমাণ করে এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। শুধু বিশেষ খাতে ঋণ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকটি লাভ করতে পারছেন না। এই স্বল্প সুদে ঋণ দানের জন্য তহবিল সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাংকটি পুনর্গঠনের জন্য জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও শিল্প খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে ঋণদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। উদ্দীপকের 'পদ্মা ব্যাংক' টি পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও শিল্প খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে ঋণদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকই জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে। এর ফলে ব্যাংকটি পূর্বের চেয়ে অধিক আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। শিল্প খাত ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণদান করতে পারবে। এ বিবেচনায় বলা যায়, পদ্মা ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হওয়ার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩২ আলফা এবং বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংক দুটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক দুটি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কি? ১

খ. দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি কোন প্রতিষ্ঠান এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অধিক সুবিধা গ্রহণের জন্য তারা কোন ধরনের ব্যাংকিং কাঠামোতে প্রবেশ করবে? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

http://teachingbd.com

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

খ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলো ব্যাংক।
ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প, কল-কারখানা স্থাপনে ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে সহজে ও নিরাপদে আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। ফলে উৎপাদনের চাকা সচল থাকে, ভোগ বৃদ্ধি পায়, আমদানি-রপ্তানি বেড়ে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে বলে ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবিধান মেলে চলার শর্তে যে ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদেরকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে আলফা এবং বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করে। ব্যাংক দুটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের সাথে জড়িত। তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত বলে এরা তালিকাভুক্ত ব্যাংক। অপরপক্ষে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এরা কম সুদে আমানত গ্রহণ করে। আবার বেশি সুদে ঋণদান করে মুনাফা অর্জন করে। উদ্দীপকের ব্যাংকটি দুটি আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত বলে এরা বাণিজ্যিক ব্যাংকও বটে। তাই আলফা ও বিটা ব্যাংক দুটোকে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা যায়।

ঘ অধিক সুবিধা গ্রহণের জন্য উদ্দীপকের আলফা ও বিটা ব্যাংক দুটি চেইন ব্যাংকিং কাঠামোতে প্রবেশ করবে।
নিজ নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে কয়েকটি ব্যাংক বৃহৎ ব্যাংকিং সেবা প্রদানে জোটবদ্ধ হয়ে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।
উদ্দীপকে আলফা ও বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংক। তারা আমানত গ্রহণ ও ঋণদান ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক দুটি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। এভাবে তারা চেইন ব্যাংকিং সৃষ্টি করবে।
একক ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য কম থাকায় তাদের পক্ষে বৃহৎ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ অসুবিধা দূর করতে তারা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে জোটবদ্ধ হয়। এটি চেইন ব্যাংকিং নামে পরিচিত। এর ফলে ব্যাংকগুলো পূর্বের চেয়ে অধিক আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করে। তাই উদ্দীপকের আলফা ও বিটা ব্যাংকের চেইন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ইদানীং বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা কম। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। *[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রথম পর্যায়ে কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' এখন কোন ধরনের ব্যাংকে পরিণত হবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানত দিয়ে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলে।

খ 'বাণিজ্যিক ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ সংরক্ষণ রাখতে হয়' —এ নীতিকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।
গ্রাহকের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস। উক্ত আমানত থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। তবে ব্যাংক অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিলে রাখে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংক তহবিলে জমা রাখাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রথম পর্যায়ে বিশেষায়িত ব্যাংকের অধীনে শিল্প ব্যাংক ছিল।
অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। শিল্প ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাহকের অনেক ধরনের ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজন। বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। শিল্প ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত। এ ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজ করে। এ ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা প্রমাণ করে এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। একই সাথে ব্যাংকটি জাহাজ শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত। তাই ব্যাংকটি বিশেষায়িত শিল্প ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' এখন বাণিজ্যিক ব্যংকে পরিণত হবে।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এ ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণ, বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।
উদ্দীপকে জাহাজ নির্মাণ খাতের উন্নয়নের জন্য 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে এটি একটি বিশেষায়িত শিল্প ব্যাংক। ব্যাংকটির পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন রয়েছে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়ায় ব্যাংকটি ভালো করতে পারছে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড'কে পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়।
আমানত গ্রহণ ও ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অন্যতম। এছাড়া চেক ইস্যু, পরিশোধ, নগদ উত্তোলন, বিল পরিশোধ, বিল বাট্টাকরণ, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করাও ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যিক ব্যাংক এ সকল সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। উদ্দীপকে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি পায়, যা প্রমাণ করে এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হয়েছে।

http://teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-১: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা

১. ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)
ক আর্থিক খ সামাজিক
গ শিল্প ঘ রাজনৈতিক **ক**

২. বিশ্বে সর্বপ্রথম ATM চালু করে কোন ব্যাংক? (জ্ঞান)
ক আমেরিকান এক্সপ্রেস
খ ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অব নিউইয়র্ক
গ বার্কলেজ ব্যাংক ঘ লয়েড ব্যাংক **খ**

৩. মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাজ করে কোনটি? (জ্ঞান)
ক বন্ড খ শেয়ার
গ পে-অর্ডার ঘ স্টক **গ**

৪. কীসের প্রয়োজনে ব্যাংক ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়? (জ্ঞান)
ক প্রথার প্রয়োজনে
খ মুদ্রার প্রয়োজনে
গ বিনিময়ের প্রয়োজনে
ঘ নিরাপত্তার প্রয়োজনে **গ**

৫. কোনটি ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ? (জ্ঞান)
ক অর্থ স্থানান্তর খ তহবিল সংরক্ষণ
গ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন
ঘ আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান **ঘ**

৬. ব্যাংকের কোন ভূমিকা বৈদেশিক বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়? (অনুধাবন)
ক বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ খ প্রত্যয়পত্র ইস্যু
গ তথ্য সরবরাহ ঘ বিলে স্বীকৃতিদান **খ**

৭. আধুনিক অর্থনীতির জীবনীশক্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থ খ মূলধন
গ ব্যাংক ঘ বিনিয়োগ **গ**

৮. কোন কোন ব্যাংকিং-এর সমন্বয়ে মিশ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ক আমানত ও বিনিয়োগ খ আমানত ও সঞ্চয়
গ ঋণদান ও বিনিয়োগ ঘ শিল্প ও কৃষি **ক**

৯. কোন দেশে সর্বপ্রথম চেইন ব্যাংকিং সিস্টেম চালু হয়? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ডে খ ভারতে
গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘ অস্ট্রেলিয়ায় **গ**

১০. বাংলাদেশে কোন ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি? (জ্ঞান)
ক শাখা ব্যাংক ব্যবস্থা
খ বেসরকারি ব্যাংক ব্যবস্থা
গ গ্রুপ ব্যাংক ব্যবস্থা
ঘ মিশ্র ব্যাংক ব্যবস্থা **গ**

১১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? (জ্ঞান)
ক মুনাফা অর্জন খ ঋণ গ্রহণ
গ অর্থের যোগান
ঘ অর্থের নিরাপত্তা প্রদান **ক**

১২. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রবক্তা কে? (জ্ঞান)
ক ড. মোঃ আলী
খ ড. মোঃ ইউনুস
গ সাইখ সিরাজ
ঘ ড. মোস্তাফিজুর রহমান **খ**

১৩. বর্তমানে কোন নীতি অনুসরন করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করা হচ্ছে? (জ্ঞান)
ক ব্যাসেল-১ খ ব্যাসেল-২
গ ব্যাসেল-৩ ঘ ব্যাসেল-৪ **খ**

১৪. গ্রাহকদের আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে ব্যাংক কী প্রদান করে থাকে? (জ্ঞান)
ক প্রত্যয়পত্র খ চেক
গ ড্রাফট ঘ হুন্ডি **ক**

১৫. গারনিশি অর্ডার কয় ধরনের হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক ৫ ধরনের খ ৪ ধরনের
গ ৩ ধরনের ঘ ২ ধরনের **ঘ**

১৬. ব্যাংক হলো — (অনুধাবন)
i. অর্থের ব্যবসায়ী ii. কাঁচামালের ব্যবসায়ী
iii. ঋণের ব্যবসায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৭. ব্যাসেল-২-কে আন্তর্জাতিক সমঝোতার স্মারক বলা হয়। কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে
ii. তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা করে
iii. বাজার শৃঙ্খলা নির্ধারণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮. গারনিশি অর্ডারের পরিসমাপ্তি ঘটে — (অনুধাবন)
i. দশ বছর পার হলে
ii. অর্থ আদায় হয়ে গেলে
iii. আদালতের আদেশ প্রত্যাহার হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব সুমন তার ছাত্রদের ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ও এর ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর জন্য যেসব স্থান থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সেসব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করলেন। এতে ছাত্ররা ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারলো।

১৯. জনাব সুমনের আলোচনা সাপেক্ষে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে — (প্রয়োগ)
i. প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ থেকে
ii. প্রাচীন জার্মান শব্দ থেকে
iii. প্রাচীন গ্রিক শব্দ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আরিফ একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তার নিকট একদিন রহিম হিসাব খুলতে এলো। কিন্তু গ্রাহক তথ্য সম্পর্কিত ফরম পূরণের সময় রহিম অনেক তথ্য গোপন করতে চাইলে আরিফ তার হিসাবটি খুলতে অসম্মতি জানায়।

২০. গ্রাহক তথ্য সম্পর্কিত কোন ফরমের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক গ্রাহক ফরম খ হিসাব খোলার ফরম
গ KYC ফরম ঘ MNW ফরম **গ**

২১. রহিমের হিসাব খুলতে আরিফের অসম্মতি জানানোর প্রধান কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অর্থের অভাব
খ যথাযথ গ্রাহক তথ্যের অভাব
গ পারস্পরিক শত্রুতা
ঘ ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নিষেধাজ্ঞা **খ**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-২: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

প্রশ্ন ▶১ ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় একটি বড় ব্যাংক আছে যাকে অন্য ব্যাংকসমূহের মুরব্বি বলা হয়। ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয় আছে যা তার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। সব কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকে যেখানে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিন সকল ব্যাংকের চেক, ড্রাফট ইত্যাদি এসে জমা হয়। *[চা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে কার্যাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কি অন্যান্য ব্যাংক করতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণির সিকিউরিটিজ (শেয়ার, বন্ড) বাট্টা করে নেয় সেই হারকে ব্যাংক হার বলে।

খ ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে থাকে। ব্যাংক ঋণ বাজারে অর্থ যোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাই এই ঋণকে কাম্য মাত্রায় বজায় রাখতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ব্যাংকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় একটি বড় ব্যাংক অবস্থিত, যাকে অন্য ব্যাংকসমূহের মুরব্বি বলা হয়। ব্যাংকটি ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও ব্যাংকটির প্রতিটি কার্যালয়ে অন্য ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিন চেক, ড্রাফট ইত্যাদি জমা হয়। অর্থাৎ ব্যাংকটি আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে থাকে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির নিকাশঘর কার্যক্রম কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হয় বিধায় তা অন্যান্য ব্যাংক পরিচালনা করতে পারে না।

নিকাশঘর হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থান। নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যকার চেক, ড্রাফট, বিল প্রভৃতি লেনদেন থেকে সৃষ্ট দায়-দেনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত নিকাশঘর নিষ্পত্তি করে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির কাজটিও মূলত এ ব্যাংকই করে থাকে।

অন্য ব্যাংকসমূহের মুরুব্বি নামে পরিচিত উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি নিকাশঘরের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কাজটি সম্পাদনে একক অধিকারী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, উপরে উল্লিখিত নিকাশঘরের কাজটি অন্য ব্যাংকসমূহ করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶২ ঢাকার মতিঝিলে একটি ব্যাংক আছে যাকে অন্য ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিটি কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে, যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যাংকের চেক, ড্রাফট এসে জমা হয় আন্তঃব্যাংকিং নিষ্পত্তির জন্য। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকের যে কার্যাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কি অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কাম্য মাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে ঋণ নিতে ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ভোগ করতে পারে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।

সাধারণ জনগণ যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন, তেমনি তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে। বাংলাদেশের প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংককে তাদের আমানতের ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বিনিময়ে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি মুদ্রা প্রচলন; ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ; বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ; আর্থিক নীতির প্রণয়ন এবং সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে।

উদ্দীপকে ঢাকার মতিঝিলের একটি ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্য ব্যাংকগুলো এই ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে। তাই ব্যাংকটিকে অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যাংকটি অভিভাবকরূপে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এরূপ অভিভাবকের দায়িত্ব শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই পালন করতে পারে। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি হলো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকের নিকাশঘরের কার্যাবলি অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে না।

নিকাশঘর বলতে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থলকেই বোঝায়। এ নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করতে পারে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকে ঢাকার মতিঝিলে একটি ব্যাংকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যংকের অভিভাবক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটির প্রতিটি কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে অন্যান্য ব্যাংকের চেক, ড্রাফট এসে জমা হয়।

নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয়। এ ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারে। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে এ কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংকের এ দায়িত্ব পালন করার অধিকার নেই। সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যাবলিসমূহ অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে না।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাংক দেশের অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কোন ব্যাংককে বলা হয় এবং কেন?২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি মুদ্রা প্রচলনসহ কী ধরনের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি দেশের অন্য ব্যাংকের জন্য কী ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে বলে তুমি মনে করো? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ ধরনের ভূমিকা রাখে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি মুদ্রা প্রচলনের পাশাপাশি, মুদ্রামান, সংরক্ষণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের প্রধান ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক। দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাংক গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাংকটি ঐ দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করে। আবার, ব্যাংকটি অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। দেশে ঋণের পরিমাণ কাম্য স্তরে রাখার জন্যও ব্যাংকটি কাজ করে থাকে। ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে ব্যাংকটি বাজারে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া মুদ্রার বিনিময় হার দেশের অনুকূলে রাখার জন্য ব্যাংকটি বৈদেশিক মুদ্রার আগমন-নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পাদিত অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলির মধ্যে উপরোক্ত কাজগুলো প্রধান।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি অন্য ব্যাংকের জন্য ঋণ প্রদানকারী, ঋণের তদারককারী, নিকাশঘর এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম একটি দায়িত্ব হলো অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করা।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও ব্যাংকটি দেশের অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে।

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। নিকাশঘরে অন্য ব্যাংকসমূহ পারস্পরিক আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারে। আবার অন্যান্য ব্যাংকের আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণতদারকী, ঋণ আদায়ে সহযোগিতা, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সহায়ক তথ্য

নিকাশঘর : নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া। যেমন: প্রাইম ব্যাংকের একটি চেক যদি এবি ব্যাংক থেকে কোনো গ্রাহক সংগ্রহ করে তাহলে এই লেনদেনটি ব্যাংক দুইটি নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে দেশের জনগণ লাভজনক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে অলস অর্থের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল ইত্যাদি বিক্রয় করে। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকার সকল ব্যাংকের শাখাকে ৪০% কৃষি খাতে ঋণ দেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়?২

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১ম গৃহীত পদক্ষেপ ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতি ব্যবহার করছে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে ঋণ নিতে ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ভোগ করতে পারে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।

সাধারণ জনগণ যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন, তেমনি তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে। বাংলাদেশের প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংককে তাদের আমানতের ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বিনিময়ে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতির খোলাবাজার নীতির সাথে সম্পর্কিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাত্মক কৌশল হলো খোলাবাজার নীতি। এ কৌশল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ড, বিল, নোট সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দেশের জনগণ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে অলস অর্থের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল ইত্যাদি বিক্রয় করে। এতে অধিক আয়ের প্রত্যাশায় জনগণ ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সকল সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে, যা খোলাবাজার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের বরাদ্দকরণ নীতিটি ব্যবহার করেছে।

ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিগুলোর একটি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সকল এলাকার সকল ব্যাংকের শাখাকে ৪০% কৃষিখাতে ঋণ দেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করে।

এখানে বিশেষ খাত হিসেবে কৃষিখাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংকের মোট ঋণের ৪০% কৃষিখাতের জন্য বরাদ্দ রাখায় এ কৌশলটিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলা যায়। এ নীতি প্রয়োগের ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা হবে। এখানেও কৃষিখাতকে গুরুত্ব দেয়ায় ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার জনগণ সহজেই মন্দাবস্থা কাটিয়ে ওঠতে পারবে। সুতরাং, কৃষকদের এবং কৃষিখাতের উন্নয়নে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৫ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ব্যাংকটি তার সুদের হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ৬% এ উন্নীত করে। তবুও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ব্যাংকটি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কতকগুলো খাত সুনির্দিষ্ট করে দেন। এতে ঋণ সরবরাহ স্থিতিশীল হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম অবস্থায় ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় পর্যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস হতে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ ধরনের ভূমিকা রাখে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র প্রভৃতি বাট্টা করে তাকেই ব্যাংক হার বলে। উক্ত হারকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী। ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রয়োগ করে। সম্প্রতি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ব্যাংকটি তার প্রচলিত সুদের হার ৫% থেকে ৬% এ উন্নীত করে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের সুদের হার বাড়িয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক হারকে বাড়িয়েছে। যা ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতির ব্যাংক হার নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক হার পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে ঋণ প্রদান করে তার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অতিরিক্ত ঋণ নিতে পারে না। ফলে তারাও বাজারে অতিরিক্ত ঋণ দিতে পারে না। এভাবে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি প্রয়োগ করেছে, যা ঋণের খাতকে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কিছু খাতে ঋণদানে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমাসহ ঋণদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার নীতি প্রয়োগ করেও কাম্য সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাংকটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়।

এখানে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে ঋণের খাতকে বরাদ্দ করে দিয়েছে। যার ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংক কেবল নির্দিষ্ট খাতেই ঋণদানে বাধ্য, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করেছে।

সহায়ক তথ্য

ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি: ধরা যাক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা জারি করল যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্প খাতে যে ঋণ দেবে তার ৪০% দিতে হবে কৃষি খাতে। এখানে মূলত খাত অনুযায়ী এভাবে ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'C' ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ করে 'D' ব্যাংক আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমত নগদ অর্থ সরবরাহ করতে 'D' ব্যাংক ব্যর্থ হচ্ছে। *[য. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'C' ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'D' ব্যাংকের সমস্যা সমাধানে তোমার পরামর্শ কী? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি নগদে ঋণের অর্থ প্রদান না করে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তর করে এবং উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণগ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, মনে করি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রেখে বাকি {১০,০০০ − (১০,০০০ × ২০%)} = ৮,০০০ টাকা অন্য কোনো গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এভাবেই ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে C ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো একটি দেশের প্রধান ব্যাংক। মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রণ ও এর পরিচালনার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপরই থাকে। দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবকের দায়িত্বও এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকই পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে C ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে D ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। অর্থাৎ C ব্যাংক এখানে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে D ব্যাংক হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশে এরূপ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অভিভাবকত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, C ব্যাংকের কার্যক্রম এর সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক : বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ঋণ দিয়ে এ সংকট দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ আদায়ে সাহায্য, ঋণ তদারকি ও উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করায় একে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে D ব্যাংকের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংকটিকে অবশ্যই কাম্য পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করতে হবে।

তারল্য বলতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের সামর্থ্য ধরে রাখাকে বোঝায়। পর্যাপ্ত তারল্যের অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উদ্দীপকে D ব্যাংকটি C ব্যাংকের একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। D ব্যাংকটি C ব্যাংকের অনুমতি নিয়েই আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে D ব্যাংকটি ব্যর্থ হচ্ছে।

http://teachingbd.com

অর্থাৎ তারল্যের নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় D ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়েছে। সাময়িকভাবে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ C ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে তারল্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে ব্যাংকটিকে ভবিষ্যতে তার কার্যক্রম চালু রাখতে হলে অবশ্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি 'তারল্য নীতি' মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকটিকে সবসময় কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য নীতি : জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংক নিজের কাছে জমা রাখে। যাতে আমানতকারী চাহিবামাত্র তার অর্থ পরিশোধ করা যায়, যা তারল্য নীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সীমাহীন ঋণ দেয়ার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে এখন ১% বেশি আমানতি টাকা জমা দিতে হচ্ছে। আর্থিক সচ্ছল বড় ব্যাংকগুলোর অনেকেই ইহা মানতে নারাজ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকই ইহা মানতে বাধ্য হচ্ছে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিকাশঘর সুবিধা না পাওয়ার এত ভয় কেন? উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জমার হার পরিবর্তন নীতিটির কথা বলা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের একটি অংশ অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এ জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সীমাহীন ঋণ দেয়ার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগের চেয়ে ১% বেশি আমানত জমা রাখছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় ১% বেশি আমানতের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংককে তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমবে। ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এভাবে জমার হার পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতিকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যাংককে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

ঘ উদ্দীপকে নিকাশঘর সুবিধা ব্যতীত গ্রাহক ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে ভয়ে রয়েছে।

নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থল। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এ পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।

উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর জমার হার ১% বাড়ায়। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে এই ভয়ে সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকই এ সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হচ্ছে।

নিকাশঘর সুবিধা বঞ্চিত হলে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো গ্রাহকের চেক, বিনিময় বিল ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। এতে ব্যাংকের ওপর গ্রাহক সন্তুষ্টি কমবে। ফলে ব্যাংকগুলোর গ্রাহকের সংখ্যাও কমতে পারে। আর এভাবে গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং গ্রাহকের সংখ্যা কমলে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণও কমতে থাকবে। যার ফলে ব্যাংকের মুনাফা কমবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এজন্যই নিকাশঘর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।

সহায়ক তথ্য

জমার হার : বাণিজ্যিক ব্যাংককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট হারে সম্পূর্ণ আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এটিকেই জমার হার বলে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দেশে হঠাৎ করে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক খুবই উদ্বিগ্ন। ব্যাংকটি পরিপত্র জারি করেছে এখন থেকে তাদের থেকে ঋণ নিতে ব্যাংকগুলোকে ১% অধিক হারে অর্থাৎ ৬% হারে সুদ দিতে হবে। কিছু ব্যাংক এটা না মানায় দ্বিতীয় পরিপত্রে জমা সঞ্চিতি ১% বাড়িয়েছে। এতেও দু-একটা ব্যাংক কার্যকর সাড়া না দেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করেছে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. খোলাবাজার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ১ম জারিকৃত পরিপত্র ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

সহায়ক তথ্য

পরিপত্র হলো সরকারি ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি বা ইশতিহার।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলাবাজারে যে বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

বাজারে অর্থের সরবরাহ বেশি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে জনগণকে শেয়ার, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের আহ্বান জানায়। আবার অর্থ সরবরাহ কম হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে শেয়ার, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয় করে। এতে ঋণের প্রবাহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম জারিকৃত পরিপত্র ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার পদ্ধতির মধ্যে পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক হার ৫%।

দেশে হঠাৎ করে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিপত্রে জারি করে যে, এখন থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ১% বর্ধিত হারে সুদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে ব্যাংক হার ৫% থাকলেও এখন তা ৬% হারে কার্যকর হবে। এখানে ব্যাংক হার পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং, ১ম জারিকৃত পরিপত্রটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সহায়ক তথ্য

মুদ্রা সংকোচন : মুদ্রাবাজারে অর্থের অভাব দেখা দিলে মুদ্রা সংকোচনের সৃষ্টি হয়।
মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ নীতির আলোকে ঋণ সুবিধা স্থগিত করেছে, যা যথার্থ হয়েছে।

কোনো তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ বলে। এক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সুবিধা স্থগিত করে থাকে।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানে ব্যাংক হার ১% বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে। তবে কিছু ব্যাংক এ নির্দেশনা অমান্য করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বিতীয় দফায় জমার হার ১% বাড়ায়। এতেও দু-

http://teachingbd.com

একটা ব্যাংক সাড়া না দেয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কাম্যস্তরে বা স্বাভাবিক রাখতে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে আদেশ অমান্যকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না, যা ঋণের কাম্যস্তর রক্ষা করবে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৯ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতকে শক্তিশালীকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকি ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ব্যাংকসমূহ গার্মেন্টিসসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজশর্তে ঋণ দিচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিখাত সবসময় অবহেলিত। প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে দিন দিন কৃষিকাজ পেশা হিসেবে আকর্ষণ হারাচ্ছে, যা কাম্য কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। এ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের মোট প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি করেছে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের গুণগত পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষকদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ জারির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি স্থলই হলো নিকাশঘর।

খ দেশের মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রামান সংরক্ষণ করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।
সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও মালিকানায় যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক দেশের স্বার্থে মুদ্রাবাজারের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামান সংরক্ষণ করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতি বলতে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এ নীতির ক্ষেত্রে যে সকল খাতে ঋণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়। আর যে সকল খাতে ঋণ কমানো উচিত সেক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী। ব্যাংকগুলো গার্মেন্টিসসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ দিলেও কৃষি খাত সবসময় অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে দেয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট খাতে ঋণ বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাই এখানে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ জারির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। এর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা হয়। ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করা হয়।
বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো গার্মেন্টিস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু কৃষি খাতে ঋণ সুবিধার অভাবে পেশা হিসেবে এটি আকর্ষণ হারাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ওপর একটি আদেশ জারি করেছে। এ আদেশে ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
ঋণ নিয়ন্ত্রণে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি প্রয়োগের ফলে কোন কোন খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে ঋণদান করতে পারে না। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত খাতে ঋণদান করতে হয়। এতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিশেষ আদেশের ফলে এখন থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মোট বরাদ্দকৃত ঋণের একটি অংশ কৃষকদের প্রদান করতে হবে। ফলে কৃষকরা ঋণ পেয়ে উপকৃত হবেন। এতে কৃষি খাত শক্তিশালী এবং বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্ন ▶১০ বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়। ব্যাংকটি বাজারে ১২% হারে বন্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে *[চ. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ? ২
গ. উদ্দীপকে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকটির নাম কী? এ ব্যাংকের অন্য কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বন্ড ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ যুক্তিযুক্ত কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ কাম্যমাত্রায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।
ঋণের অর্থ জোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ব্যাংক। এটির জোগান কম হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই উভয় অবস্থা এড়িয়ে বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকটির নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে থাকে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংককে মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছে। প্রতিটি দেশেই সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্য পরিচালনা করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ঋণের উৎস হিসেবে কাজ করে। সরকারের আর্থিক সংকটের সময় এ ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি সম্পাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মুদ্রাবাজার কার্যকরভাবে পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে। এ ব্যাংকটি অর্থনৈতিক গবেষণার স্বার্থে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। বিশ্লেষণকৃত তথ্যকে রিপোর্ট আকারে তৈরি ও প্রকাশনার ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে বাজারে বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়, যা যৌক্তিক হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ঋণের উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ স্থানান্তর এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংগ্রহ ও জমা করে।

http://teachingbd.com

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দায়িত্ব প্রদান করে। ব্যাংকটি বাজারে ১২% হারে বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।
সরকারের আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন খাত থেকে ঋণ সংগ্রহেও এ ব্যাংক সরকারকে সহযোগিতা করে। প্রয়োজনে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি বিক্রির ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলধনের জোগান দেয়। উদ্দীপকেও সরকারের বিশেষ প্রকল্পের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১২% হারে বন্ড ইস্যুর ব্যবস্থা করে মূলধন গঠনের চেষ্টা করেছে। তাই সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার কর্তব্য পালন করেছে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য বন্ড ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই ব্যাংকটি আর্থিক বাজার থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন দলিলপত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সফলতা লাভ করে।

[সি. বো.; রা. বো. ১৬]

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন সংখ্যাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রার মান বজায় রাখে বলে একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।
দেশের প্রয়োজনীয় মুদ্রার প্রচলন, নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাবাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার পরিমাণ ও ঋণের যথার্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে মুদ্রার ও ঋণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মুদ্রাবাজার ও মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখে।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি হিসেবে খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন খোলাবাজারে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে তখন তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। খোলাবাজার নীতিতেও একইভাবে বাজার থেকে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সুতরাং, উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা খোলাবাজার নীতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সহায়ক তথ্য

সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি : ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ না করে সাধারণভাবে বাজারের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকেই সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বলে।

ঘ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির প্রয়োজনে অর্থের পরিমাণ সংকোচন ও সম্প্রসারণ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সফল হয়।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আর্থিক বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন দলিলপত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে খোলাবাজার নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত অর্থবাজারে ঋণ সরবরাহ অপর্যাপ্ত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়। আবার, বাজারে ঋণের আধিক্য দেখা দিলে ব্যাংকটি বেসরকারি বন্ড বা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে। এতে বাজারে অর্থ তথা ঋণের সরবরাহ হ্রাস পায়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি বাজারে ঋণ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা বা স্বল্পতা দূরীকরণে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বাড়ে। তেলের বাড়তি মূল্য মেটাতে সরকারের হিমশিম অবস্থা। দেশের অভ্যন্তরেও অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়। অর্থ সংকট মোকাবিলায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থ সংকটের সমাধান হলেও দ্রব্যমূল্য একলাফে কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

[য. বো. ১৬]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে অবদান রেখেছে উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে, দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বাড়ার কারণ কী? কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস বা কমে যাওয়ার কারণে দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে প্রয়োজনে ঋণদান, সরকারের পক্ষে লেনদেন ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক।
এ ব্যাংকের মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হলো সরকার। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে। এছাড়া সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নেও এ ব্যাংক ভূমিকা পালন করে। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

গ দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের জোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক অবদান রেখেছে।
দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় নোট ও মুদ্রা সরবরাহ করে। অতিরিক্ত নোট ও মুদ্রার প্রচলনে যেমন দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়, আবার চাহিদার চেয়ে কম মুদ্রার প্রচলনের ফলে বাজারে মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয়।
উদ্দীপকে তেলের মূল্য বাড়ায় তেল আমদানি করতে গিয়ে দেশে অর্থসংকট দেখা দেয়। ফলে দেশের অর্থ ব্যবস্থা কিছুটা অচল হয়ে পড়ে। এ সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। এর ফলে বাজারে যে মুদ্রা সংকট দেখা দিয়েছে তা নিরসন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাজারে তখন নোট না ছাড়তো তাহলে যে সংকট অবস্থার তৈরি হয়েছিল সেটি আরও ব্যাপক হতো। এছাড়া বাজারে নতুন নোট ছাড়ার ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। তাই বলা যায়, দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নতুন কাগজি মুদ্রা ছাড়ায় দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই কেবল অবদান রাখতে পারে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের হয়ে দেশের অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারে নগদ অর্থের পরিমাণ বেড়ে গেলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। আবার, অর্থের সরবরাহ কমে গেলে দ্রব্যমূল্য কমে। তাই দ্রব্যমূল্য কাম্যস্তরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়ে। ফলে তেলের বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে সরকারকে হিমশিম

http://teachingbd.com

খেতে হচ্ছে। এতে দেশের অভ্যন্তরে অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়। এ সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা ছাড়ে। এতে অর্থ সংকটের সমাধান হলেও দ্রব্যমূল্য কয়েক গুণ বাড়ে।

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি ও ব্যাংক জমার হার নীতি অনুসরণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে। যখন বাজারে নগদ টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র, শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি বিক্রি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে আসে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নগদ অবস্থা সংকুচিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ব্যাংক হার বাড়ে। এ কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ কমে এবং মক্কেলদের প্রদত্ত আয়ের ওপর সুদের হার বাড়ে। এতে মক্কেলদের আয়ের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেয়া উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর ফলে বাজারে অর্থের প্রবাহ কমে আসবে এবং দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি একটি বড় ব্যাংকের সাথে তালিকাভুক্ত। ব্যাংকটি ঐ ব্যাংকের নানান নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলে। ব্যাংকটি তার সংগৃহীত আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে বড় ব্যাংকটিতে জমা রাখে এবং প্রয়োজনে ঋণ নেয়। বিপদের মুহূর্তে বড় ব্যাংকটি মি. মজুমদারের ব্যাংকের পাশে এসে দাঁড়ায়। *[ব. বো. ১৬]*

ক. কোন ব্যাংককে Mother of Central Bank বলে? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কোন ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মজুমদারের ব্যাংকটি তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের কারণেই বড় ব্যাংকের নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলে- এ বক্তব্যের সাথে কি তুমি একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড'-কে Mother of Central Bank বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড : এটি ১৬৯৪ সালে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৪৬ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এ ব্যাংকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থানই হলো নিকাশঘর।

প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এতে সভাপতিত্ব করেন। সদস্য ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত চেক, বিল, ড্রাফট প্রভৃতির সমন্বয়ে মোট দেনা-পাওনার বিবরণী তৈরি করে। যে যে ব্যাংকের কাছে টাকা পাওনা আছে সে সে ব্যাংকের কাছে দাবি সংবলিত রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হয়। ফলে খুব সহজেই একটি ব্যাংক তার দেনা-পাওনার হিসাব তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের নিকাশঘর দু'ধরনের পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। একটি হলো আন্তঃশাখা নিকাশঘর পদ্ধতি, অপরটি আন্তঃব্যাংক নিকাশঘর পদ্ধতি।

সহায়ক তথ্য

আন্তঃশাখা নিকাশ : এটি হলো দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত, যা একই ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আন্তঃব্যাংক নিকাশ : এটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত নিকাশঘর। এটি একটি এলাকায় অবস্থিত তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যকার চেক, ড্রাফট, বিল প্রভৃতি লেনদেন থেকে সৃষ্ট দায়-দেনার নিষ্পত্তি করে।

গ উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের গতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক ও অভিভাবক।

উদ্দীপকে মি. মজুমদার একটি ব্যাংকে লেনদেন করেন যেটি একটি বড় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। তার ব্যাংকটি বড় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। এছাড়াও ব্যাংকটি আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে বড় ব্যাংকটিতে জমা রাখে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে ব্যাংকটি ঋণ নিতে পারে। তালিকাভুক্ত বড় ব্যাংকটি নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং এর অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে বাধ্য করে। এছাড়াও বড় ব্যাংকটি বিপদের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত বড় ব্যাংকটির কার্যাবলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

ট্রেজারি বিল : সাধারণত স্বল্পমেয়াদের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা ঋণপত্রকে ট্রেজারি বিল বলে।

ঘ উদ্দীপকে মি. মজুমদারের ব্যাংকটি তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের কারণেই বড় ব্যাংকের নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলে- এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার শর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যপদ অর্জন করে।

উদ্দীপকে মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেটি একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। ব্যাংকটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানান নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলতে হয়। ব্যাংকটি তার সংগৃহীত আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য, তাই একে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্ত মেনে চলতে হয়। যদি তা না করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকটিকে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা রাখে। যেহেতু মি. মজুমদারের ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাই বলা যায়, তার ব্যাংকের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার কারণে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব আসিফ ও জনাব ফাহিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এম বি এ পাস করে বের হয়েছেন। সম্প্রতি আসিফ 'A' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন, যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে জনাব ফাহিম 'B' ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন, যেটি জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. গারনিশি আদেশ মান্য করা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব আসিফের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফাহিমের কর্মরকত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা প্রদান করা হয়।

খ গারনিশি আদেশ মান্য করা প্রতিটি ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গারনিশি আদেশ ব্যাংকের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের আদেশ। এ ধরনের আদেশ পাওয়ার পর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়। সরকার কর্তৃক আদালত থেকে প্রদত্ত হয় বিধায় এ আদেশ মান্য করা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব আসিফের ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

যে ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। দেশের সার্বিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করা এ ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে জনাব আসিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করে 'A' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগাদান করেন এটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি পেলে দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। প্রয়োজনে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই 'A ব্যাংকের কাজ। সুতরাং, বলা যায়, কার্যাবলির ভিত্তিতে উদ্দীপকে জনাব আসিফের কর্মরত ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কছে দায়বদ্ধ থাকাটা যৌক্তিক।

দেশের মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। অপরপক্ষে, যে ব্যাংক জনগণের আমানত গ্রহণ ও বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে ফাহিম ও আসিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করেছেন। জনাব আসিফ 'A' ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেছেন, যা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে জনাব ফাহিম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। এখানে, ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

সাধারণত, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে, এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে কাজ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রণীত নীতিমালা ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে অনুসরণ করতে হয়। উভয়ের কার্যাবলি ভিন্ন হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক তার কার্যাবলি ও নীতিমালার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহিমের কর্মরত ব্যাংক জনাব আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ দেশের দ্রব্যমূল্য দিন দিন বেড়েই চলছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে একটি সার্কুলার জারি করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়— এখন থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ নিতে হলে ১% অধিক হারে সুদ দিতে হবে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য সার্কুলারে ব্যাংকগুলোর জমার হার ১.৫% বাড়ায়। এ সিদ্ধান্তে সব ব্যাংক সহযোগিতা করলেও গোমতী ব্যাংক এড়িয়ে যায়। বিষয়টি অনুসন্ধানে ধরা পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলার ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম কি ফলপ্রসূ হবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের মুদ্রাবাজারের সার্বিক উন্নয়ন অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। মুদ্রাবাজার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উদ্যোগ নেয়। এছাড়া মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিধায় একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলার নিয়ন্ত্রণের কৌশল ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক হার ৫%।

দেশে হঠাৎ দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করে। এতে বলা হয়েছে, এখন থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ নিতে হলে ১% অধিক হারে সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে ব্যাংক হার ৫% থাকলে এখন তা ৬% হারে কার্যকর হবে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এভাবে ব্যাংক হার পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলারটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২য় বারে ব্যাংক হার বাড়ানো ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ সুবিধা স্থগিত করার কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি।

কোনো তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা-ই প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ সুবিধা স্থগিত করে।

উদ্দীপকে দেশে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার ১% বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বিতীয় দফায় জমার হার ১.৫% বাড়ায়। এ সিদ্ধান্তে সব ব্যাংক সহযোগিতা করলেও গোমতী ব্যাংক বিষয়টি এড়িয়ে যায়। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গোমতী ব্যাংকের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমার হার বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে আদেশ অমান্যকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যদিকে জমার হার বাড়ার কারণে বাজারে অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ কমে যাবে, যা ঋণের কাম্যস্তর বজায় রাখবে। তাই বলা যায়, ঋণ নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'কুশিয়ারা ব্যাংক লি.' ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চেয়ে আবেদন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় অন্য একটি ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করলে প্রয়োজনীয় ঋণ পায়। উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের কারণে জমিতে লবণাক্ততা দূরীকরণে স্বল্প সুদে ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার ফলে দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'কুশিয়ারা ব্যাংক লি.' কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দীপকের ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে কোন নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনায় তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ মুদ্রাবাজার পরিচালনা করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মুরব্বি বা অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মুদ্রাবাজারের সার্বিক উন্নয়ন অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। মুদ্রাবাজার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উদ্যোগ নেয়। মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান ভূমিকা রাখে বিধায় একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকের কুশিয়ারা ব্যাংক লি. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে।
যে ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক লি. তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়েও এ ব্যাংক অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। পরে অন্য একটি ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে কুশিয়ারা ব্যাংক আর্থিক সংকট মোকাবেলা করে। মূলত দেশের সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটময় সময়ে ঋণ প্রদান করে অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাংককে আর্থিক সহযোগিতা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক লি. যে ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে তা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।
ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি। কোনো বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এরূপ নীতির আওতায় যেসব খাতে ঋণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।
উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সব ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের কারণে জমির লবণাক্ততা দূরীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্প সুদে ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। উদ্দীপকে বিশেষ খাত হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সিডরে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে, ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূর হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে। এতে মাথাপিছু আয় বাড়ার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এখানে ঋণদানের ক্ষেত্রে বিশেষ খাত চিহ্নিত করায় নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের ঋণের বরাদ্দকরণ নীতির প্রতিফলন হয়েছে। এর ফলে দেশের সুষম উন্নয়ন ঘটবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে অধিক পরিমাণ ঋণ দেয়ায় বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি সঞ্চিতি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাতে ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি তেমন পরিবর্তন না হওয়ায় ব্যাংকটি কিছু বণ্ডও বাজারে ছেড়েছে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. কোন ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণকৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী পদ্ধতিটি মুদ্রাস্ফীতির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।
তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তারল্য সংকটে অন্য কোনো উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। দেশের সরকারও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এরূপ সহায়তা নেয়। এই ধরনের ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম জমার হার পরিবর্তন নীতি অবলম্বন করেছে।
তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তার সংগৃহীত আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নগদে ও অংশবিশেষ সিকিউরিটিজ ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এই জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে অধিক পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে। এর ফলে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চিতি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। সঞ্চিতি বৃদ্ধি তেমনই একটি পদ্ধতি, যাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। এটি জমার হার পরিবর্তন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম জমার হার পরিবর্তন নীতি অবলম্বন করেছে।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী পদ্ধতিটি হলো খোলাবাজার নীতি, যা মুদ্রাস্ফীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে সিকিউরিটি ও বিল (শেয়ার ও ডিবেঞ্চার) ক্রয়-বিক্রয় কার্যকে খোলাবাজার নীতি বলে।
উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটির তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে যথেচ্ছ ঋণ দিচ্ছে। অতিরিক্ত ঋণ প্রদান দেশের মুদ্রাবাজারকে প্রভাবিত করছে। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জমার হার পরিবর্তন নীতি ও খোলাবাজার নীতি অবলম্বন করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি বাজারে বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করছে। এই বন্ড বিক্রয়ের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে বন্ড বিক্রয়ের অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে আসবে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে ঋণের সরবরাহ এবং মুদ্রাস্ফীতিও হ্রাস পাবে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ নিয়ন্ত্রণের খোলাবাজার নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সরকারের আদেশে কিছুদিন পূর্বে 'B' ব্যাংক ২০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। তিস্তা ও সুরমা ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক এসব নোট সংগ্রহ করে। তিস্তা ব্যাংককে 'B' ব্যাংক এর সকল আদেশ ও নির্দেশিত শর্তাবলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুরমা ব্যাংক এসব মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্তা ও সুরমা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'B' ব্যাংক তিস্তা ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে কিন্তু সুরমা ব্যাংককে তা করেনি।
[বেগম্জা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ভোক্তা ব্যাংক বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করেছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তিস্তা ব্যাংককে 'B' ব্যাংকের সহায়তা করা কি সঠিক ছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় এবং অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে।
ভোক্তাদের বাকিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা প্রদানের জন্যই এ ব্যাংক গঠন করা হয়। আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ইস্যু করেছে।
জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে থাকে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংকটি সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এ ব্যাংকটি সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রার প্রচলনকারী হিসেবে কাজ করে, 'B' ব্যাংক ২০ টাকার নতুন একটি নোট বাজারে ছাড়ে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট ও মুদ্রা প্রচলন কাজের অন্তর্গত। বর্তমানে প্রায় সব দেশেই নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক দায়ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। অর্থাৎ বলা যায়, 'B' ব্যাংক সরকারের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়ভার নিয়েছে।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তিস্তা ব্যাংকটি একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক হওয়ায় এ ব্যাংককে সহায়তা করা 'B' ব্যাংকের জন্য সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ নির্দেশ মেনে যে ব্যাংক এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংকের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের তারল্য সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সব ব্যাংককে ঋণ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে। আবার তিস্তা ব্যাংক 'B' ব্যাংকের সব আদেশ ও নির্দেশিত নিয়মাবলি মেনে চলে। সম্প্রতি তিস্তা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'B' ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা পায়।

তিস্তা ব্যাংক যেহেতু তালিকাভুক্ত ব্যাংক তাই 'B' ব্যাংক তারল্য সংকটের সময় এ ব্যাংককে ঋণ প্রদান করেছে। অন্যদিকে সুরমা ব্যাংক তালিকাভুক্ত না হওয়ায় 'B' ব্যাংক তাকে কোনো সহায়তা প্রদান করেনি। তাই বলা যায়, দায়িত্বের বিচারে তিস্তা ব্যাংককে 'B' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৯ পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিলকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব সরকার 'ক' ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করে। পদ্মা নদীর তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য 'ক' ব্যাংক তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশ জারি করে। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতির প্রভাব বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের কাজ কোন ধরনের কার্যাবলি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের উপরিউক্ত নির্দেশনা জারির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

খ ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি একটি অন্যতম পদ্ধতি।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করে। এ নীতির মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান খোলাবাজারে বিভিন্ন বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত ঋণপ্রদানের ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বে ক্রয়কৃত ঋণপত্রসমূহ খোলাবাজারে বিক্রির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ফলে ব্যাংক ও জনগণের কাছে থাকা অর্থের পরিমাণ কমে আসে এবং তাদের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস পায়। এভাবেই ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি প্রভাব বিস্তার করে।

গ উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলির আওতায় পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে। সর্বত্রই এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি, উপদেষ্টা ও পরামর্শক হিসেবে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। তহবিল সংগ্রহ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কার্যাবলি।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক সরকারের অধীনস্থ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে সরকার তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব 'ক' ব্যাংককে প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের পক্ষে সরাসরি তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারি তহবিলের সংরক্ষক বলা হয়। উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক সরকারের তহবিল সংরক্ষক হিসেবে কাজ করছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের উল্লিখিত নির্দেশনা জারি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এ নীতির ক্ষেত্রে যেসব খাতে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখানে বিশেষ ঋণ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের তহবিল সংগ্রহের কাজ করে। 'ক' ব্যাংক পদ্মার তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে কম সুদের হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। ঋণ বরাদ্দকরণের নীতি অনুযায়ী 'ক' পদ্মা তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ খাত হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে সরকার এ অঞ্চলের জনগণের সহায়তার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনে পরিচালিত সব ব্যাংককে কম সুদের হারে ঋণদানের নির্দেশ দেয়। যার ফলে এ জনগোষ্ঠী সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। তাই বলা যায়, বিশেষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক' ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ যেকোনো দেশেই একটি ব্যাংক থাকে যেটি অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে, মোট কথা ব্যাংকের রাজা হয়ে কাজ করে। বাংলাদেশেও এমন একটি ব্যাংক আছে যেটি সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ বলে গঠিত। অন্যদিকে, আরো কিছু ব্যাংক থাকে যারা জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে থাকে। আবার জনগণ চাইলে তাদের জমাকৃত অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কাকে বলে? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কোন ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দান করে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির বিলগুলো বাট্টা করে দেয়, তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আর্থিক সহায়তা করে বলে এটি ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ আর্থিক সংকটে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ঋণ প্রদান করে। সংকট উত্তরণে এ সহায়তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভিভাবকত্ব প্রকাশ করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো অর্থবাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। সরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে জনকল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।

সব দেশেই একটি প্রধান ব্যাংক থাকে, যা অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি ব্যাংক যা সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার-১৯৭২' বলে গঠিত। এটি সরকারের ব্যাংক, মোটকথা সব ব্যাংকের রাজা হিসেবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখবে। এছাড়া, দেশে বিদ্যমান সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও বাংলাদেশ ব্যাংকের। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে প্রথম ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর দ্বিতীয় ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

সরকারের অধীনে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের আমানত সংগ্রহ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদ্দীপকে ১ম ব্যাংকটি সরকারের ব্যাংক হিসেবে অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে,

http://teachingbd.com

যাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ বলে গঠিত। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক, যা জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ দিয়ে থাকে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বা বিশেষ আইন বলে গঠিত হয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক আর বাণিজ্যিক ব্যাংক এ বাজারের সদস্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা এবং গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোর মাঝে অনেক সময় দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এই দেনা-পাওনার জন্য যাতে ব্যাংকগুলো নিজেদের মাঝে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং তাদের মধ্যকার লেনদেনগুলো স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা জন্য নিকাশঘর কাজ করে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকার সহায়তাদানের মাধ্যমে একটি দেশে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী অর্থনীতি গঠনে নিকাশঘর কাজ করে যাচ্ছে।
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১
খ. ঋণ আমানত সৃষ্টির আবশ্যকীয় শর্তাবলিগুলো ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে নিকাশঘরের কার্যক্রমের মাধ্যমে লেনদেন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩
ঘ. নিকাশঘর সম্প্রসারিত ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো ব্যাংক হার নীতি।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।
ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো: দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের একাধিক শাখা থাকতে হবে। বাজারে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি কার্যকর থাকবে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে জনগণের সচেতনতা থাকতে হবে। আর এ শর্তগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেই ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টির কার্যক্রম সম্ভব।

গ উদ্দীপকে নিকাশঘরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তি করে থাকে।
নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এমন একটি স্থান যেখানে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে তাদের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে।
উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এই দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে যেন কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘর ব্যবস্থা চালু করেছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যকার লেনদেনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার বিকাশে নিকাশঘর কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সব ব্যাংকের পারস্পরিক দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করা হয়।

ঘ নিকাশঘর সম্প্রসারিত ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
নিকাশঘরের কার্য সম্পাদন মূলত একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। নিকাশঘর হলো এমন একটি ব্যবস্থা বা পদ্ধতি যেখানে ব্যাংকগুলো তাদের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা সহজে নিষ্পত্তি করতে পারে।
উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটাতে গিয়ে ব্যাংকসমূহের মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। ব্যাংকগুলো যাতে নিজেদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং তাদের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘর কার্যক্রম প্রচলন করে।
নিকাশঘরের মূল উদ্দেশ্যে হলো এক ব্যাংকের চেক অন্য ব্যাংকে জমা দেওয়ার কারণে যে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়, তা নিষ্পত্তি করা। নিকাশঘরের সম্প্রসারণ ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে। নিকাশঘর সুবিধার প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তাই নিকাশঘর ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ২২ দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে মুদ্রানীতি রোধে সরকার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এজন্য CRR ৫% থেকে ৬% এ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য কিছুটা কমলেও তা প্রত্যাশিত না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সুবিধাজনক শর্তে কিছু বন্ড ও বিল ছেড়েছে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১
খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা পরোক্ষ হলেও কার্যকর হবে—এ বক্তব্য কতটা যথার্থ বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থানই হলো নিকাশঘর।
নিকাশঘরের ইংরেজি প্রতিশব্দ "Clearing House" যার আভিধানিক অর্থ নিষ্পত্তিস্থল। নিকাশঘরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও শাখার চেক, বিনিময় বিল প্রভৃতির দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি নিকাশঘরের মাধ্যমে করে।

গ বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে জমার হার পরিবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির শর্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নগদ জমার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করে, যাকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমানোর জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে জমার হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ব্যাংকের ঋণদানের সামর্থ্য কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক CRR ৫% থেকে ৬% এ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদান করার আর্থিক ক্ষমতা কিছুটা কমে যাবে। ফলে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমে যাবে।
তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে জমার হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ "বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা পরোক্ষ হলেও কার্যকর হবে" উক্তিটি যৌক্তিক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। একে খোলাবাজার নীতি বলা হয়।
উদ্দীপকে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি অন্যতম নীতি হলো খোলাবাজার নীতি। এ নীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে কিছু বন্ড ও বিল বাজারে ছেড়েছে। সাধারণত, ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে বন্ড, বিল ও বিভিন্ন ঋণপত্রাদি বিক্রি করে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারে কিছু বন্ড ও বিল ছেড়েছে, যা ক্রয় করলে জনসাধারণের হাতের অর্থ কমে যাবে। ফলে, এটি পরোক্ষভাবে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর অবদান রাখবে।
তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপ পরোক্ষ হলেও কার্যকর –উক্তিটি যথার্থ।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৩ সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই ব্যাংকটি লক্ষ করলো যে তাদের ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরবর্তীতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক জানতে পারলেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ব্যাংক হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করেছে। ফলে সুরমা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে অধিক হারে ঋণ গ্রহণ কমিয়ে দেয়। ফলে তাদের ঋণদান ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]

ক. বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুরমা ব্যাংকটি ঋণ দেয়া থেকে বিরত থাকার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় বাংক হলো দি রিকস্ ব্যাংক অব সুইডেন।

খ তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানত হিসেবে জমা রাখে। এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের কিছু অংশ নগদে ও কিছু অংশ ট্রেজারি বিল কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। বর্তমানে এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার ১৯.৫%।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যাংক হার নীতির সম্মুখীন হয়েছে।

ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহার বিবেচনা না করে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির কৌশল হলো সংখ্যাত্মক পদ্ধতি। ব্যাংক হার নীতি হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির সিকিউরিটিজ বাট্টাকরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু হঠাৎ ব্যাংকটির ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক হার পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় সুরমা ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে। মূলত ব্যাংক হার নীতির আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সুদের হার বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক হার নীতির কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ ঋণদানে অসামর্থ্যের কারণে সুরমা ব্যাংকটি ঋণদান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি যথার্থ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ বিতরণ করা। এ ব্যাংক সাধারণত ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণ দিয়ে থাকে। আমানত থেকে ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম কাজ।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর ধরে দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যাংকটি লক্ষ করলো তাদের ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার নীতি বাড়ানোর ফলেই সুরমা ব্যাংকের আর্থিক অসামর্থ্য দেখা দিয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অর্থ সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল। ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটে পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিলের বাট্টাকরণ, জামানতি ঋণদান, ব্যাংক হার কমানো প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণগ্রহণের হার বাড়ানোয় সুরমা ব্যাংকের তারল্য সংকট দেখা দেয়। ফলে এ ব্যাংক ঋণদান থেকে বিরত থাকছে। সুতরাং সুরমা ব্যাংকের ঋণদান থেকে বিরত থাকার যথার্থ কারণ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ দেশে মূলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন এনে এ সংকট থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. খোলাবাজার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি কতটুকু বাস্তবসম্মত বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক মূল্যের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ খোলাবাজারে বিভিন্ন বিল ও সিকিউরিটিজ (বন্ড, ঋণপত্র) ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হলো খোলাবাজার নীতি।

এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস করে। আবার বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার থেকে বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি কিনে নিয়ে বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকে মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত 'X' ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের ব্যাংক, উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে মূলধন সংকটের কারণে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছে। প্রতিটি দেশেই সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্য পরিচালনা করে থাকে। আর্থিক সংকটে এ ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

ঘ দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক জমার হার পরিবর্তন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত বলে আমি মনে করি।

জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। প্রতিটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের মেয়াদি আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে দেশে মূলধন সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের দায়িত্ব দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হার পরিবর্তন করে এ সংকট হতে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকে 'X' ব্যাংক জমার হার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে দেশের মূলধন সংকট নিরসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ জামানতের হার কমিয়ে দেশের মূলধন সংকটের সমাধান করতে পারে। জামানতের হার কমানোর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তারল্য বেড়ে যাবে। ফলে এদের ঋণদান ক্ষমতা বাড়বে। ঋণদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করবে সুতরাং মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি বাস্তবসম্মত।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ সম্প্রতি পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করে। ফলে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এ অবস্থায় দেশের প্রধান ব্যাংক বিডি ব্যাংক আকর্ষণীয় সুদের হারে বাজারে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রি করে। অন্য ব্যাংকগুলো এসব ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে বাজারে অতিরিক্ত অর্থ বিডি ব্যাংকে জমা হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত ঋণদানের কারণে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল পুনঃবাট্টাকরণ করতে বিডি ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. SLR কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বিড়ি ব্যাংক কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল পুনঃবাট্টাকরণে বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। –উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে-এর আমানতের একটি ন্যূনতম অংশ বন্ড বা সিকিউরিটিজ ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধানকে SLR বা Statutory Liquidity Ratio বলে।

সহায়ক তথ্য

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত SLR হলো ১৩%।

খ দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিক এক ও অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। জনগণ যেমন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বিডি ব্যাংকা নীতি অবলম্বন করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে থাকে। এ পদ্ধতিকে খোলাবাজার নীতি বলে। উদ্দীপকে পদ্মা ও মেঘনা নামক দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এ অবস্থায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বিডি ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এগিয়ে আসে। এ ব্যাংক খোলাবাজার নীতির আওতায় আকর্ষণীয় সুদের হারে বাজারে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রি করে। ফলে বাজারের অতিরিক্ত অর্থ বিডি ব্যাংকে এসে জমা হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে বিডি ব্যাংক খোলাবাজারে নীতিকে অনুসরণ করেছে।

ঘ 'পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল বাট্টাকরণ বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক বাজারে অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে। যার ফলে মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়ে। ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায়, বিডি ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য বিডি ব্যাংক স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বাজারে ছাড়ে। এরূপ ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে বাজারে অর্থের পরিমাণ কমে যায়। পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক পুনরায় অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকের বিল বাট্টাকরণের আবেদন করলে বিডি ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। বিডি ব্যাংকের এরূপ পদক্ষেপের ফলে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণপ্রদান করতে পারবে না। ফলে, মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আসবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপটি একটি যথার্থ সিদ্ধান্ত উক্তিটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২৬ রিয়াদ দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের একজন ছাত্র। নোট ও মুদ্রার প্রচলন কীভাবে শুরু হয় তা জানতে খুব আগ্রহী। নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব প্রথম দিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের থাকলেও তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয় কেন? ২

গ. নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে ধরনের কার্যাবলি তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাই বিধিবদ্ধ রিজার্ভ।

খ সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাহায্য করে। সরকার এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।

গ নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ বা মৌলিক কার্যাবলির আওতাভুক্ত।

সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক প্রতিষ্ঠান। সরকারের ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কার্য সম্পাদনের বাইরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। নোট ও মুদ্রা প্রচলন তার মধ্যে অন্যতম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো দেশে নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। উদ্দীপকে দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র রিয়াজ নোট ও মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ও মুদ্রা প্রচলনে কাজ করে। সাধারণ কার্যাবলির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে।

ঘ উদ্দীপকে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানকালে সব দেশেই নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক অধিকার হিসেবে গণ্য। মূলত, নোট ও মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি হয়েছে।

উদ্দীপকে রিয়াজ দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র। সে দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের শুরু কীভাবে হয়েছে তা জানতে খুবই আগ্রহী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিকাশ লাভের পূর্বে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর অর্পণ করা হতো। পরবর্তী অর্থ ব্যবস্থার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কারণ পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে সরকারকে আর্থিক সংকটে ফেলে দিত। এছাড়া কাম্য অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের অধিকার থাকলে সরকারের জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ত। তাই বলা যায়, উল্লিখিত কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'ক' ব্যাংক লি. 'খ' ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'ক' ব্যাংককে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখতে হয় 'খ' ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে 'ক' ব্যাংক লি.-কে তার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় 'খ' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে 'ক' ব্যাংক কোন কাজ করতে পারে না। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' ব্যাংক লি.-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে জমা রাখার কারণ বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু'টি ব্যাংকের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ আর্থিক সংকটকালীন তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো সময় তারল্য সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন আমানত বৃদ্ধি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। ঋণ দানে এ ধরনের ভূমিকার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে 'খ' ব্যাংকে জমা রেখেছে।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বর্তমানে এ রিজার্ভের হার ১৯%।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের আওতায় 'ক' ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে 'খ' ব্যাংক এ অর্থ জমা রাখে। নগদ জমার অনুপাত কমিয়ে-বাড়িয়ে 'খ' ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করলে 'ক' ব্যাংকের নগদ অবস্থা সংকুচিত হয় এবং ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, নগদ জমার হার হ্রাস করলে 'ক' ব্যাংকের নগদ অবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও বাড়ে। মূলত, ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'খ' ব্যাংক 'ক' ব্যাংকের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ব্যাংক হলো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

যে ব্যাংক জনসাধারণের আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। অন্যদিকে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে 'খ' ব্যাংকে জমা রাখে। এছাড়াও, 'ক' ব্যাংক প্রণীত বিভিন্ন নিয়মকানুনের মাধ্যমে 'খ' ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে 'ক' ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না। অপরপক্ষে, 'খ' ব্যাংক হলো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যার অধীনে সকল তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত হয়। এটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক। দেশের সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়ভার এ ব্যাংকের। এটি দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের তালিকাভুক্তকরণ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ লেনদেন সম্পন্ন করে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে এবং নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে' –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে প্রয়োজনে ঋণদান ও সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলে।

দেশের সব ব্যাংকের পরিচালনা ও দায়িত্বভার থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে হিসাবরক্ষণ, অর্থ সংরক্ষণ, অর্থ হস্তান্তর প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এছাড়া সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে এ ব্যাংক ভূমিকা রাখে। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে।

নোট ইস্যু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। নোট ইস্যুর প্রয়োজনেই মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি। অর্থের চাহিদা বিবেচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নোট ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী দেশের মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশ লাভের পূর্বে নোট ইস্যুর দায়িত্ব ছিল বেসরকারি মালিকানাধীন এক বা একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর। পরবর্তীতে দেশের অর্থ ব্যবস্থার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নোট ইস্যুর একক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাই কাম্য অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জনআস্থা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে নোট ইস্যুর অধিকার একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভোগ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানাবিধ কার্যাবলি রয়েছে।

দেশের অর্থব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রেখে অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ লেনদেন নিষ্পত্তির দায়িত্ব নিকাশঘরের মাধ্যমে পালন করে। আর ব্যাংক নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে। দেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ব্যাংক অর্থের পরিমাণ কাম্য স্তরে বজায় রাখে। উল্লিখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও সরকারের নীতি বাস্তবায়ন, পরামর্শদান, তথ্য সরবরাহ, প্রতিনিধিত্বকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। সর্বোপরি বলা যায়, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ সম্প্রতি বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক লি. এর যুক্তরাজ্য শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম পালনে অত্যন্ত অবহেলা করে। বিষয়টি যুক্তরাজ্যের আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। তারা যুক্তরাজ্যস্থ সোনালী ব্যাংককে ৩১ কোটি টাকা আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করতে বলে। সোনালী ব্যাংক এ আদেশ মানতে বাধ্য।

[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]

ক. মিশ্র ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না'— এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের কার্যাবলি একত্রে সম্পাদন করা হয় তাকে মিশ্র ব্যাংকিং বলে।

খ ব্যাংক জনগণের অর্থে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে বিধায় ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ স্বল্প সুদের বিনিময়ে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ব্যাংক তার তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকে ব্যাংক অধিক সুদে ঋণ দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন লাভজনক খাতে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে। এভাবেই ব্যাংক তার ব্যবসায় কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। তাই ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপটির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনামূলক পদক্ষেপের মিল রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্য ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা না করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পালনে অত্যন্ত অবহেলা করে। তাই, যুক্তরাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সোনালী ব্যাংককে ৩১ কোটি টাকা আর্থিক জরিমানা করে। উক্ত পদক্ষেপটি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনামূলক পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তালিকাভুক্ত ব্যাংক যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনে না চলে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে "তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই"— উক্তিটি যথার্থ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভিভাবক।

উদ্দীপকে সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক অবহেলা করে। তাই যুক্তরাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ৩১ কোটি টাকা জরিমানা করে। সোনালী ব্যাংক এ আদেশ মানতে বাধ্য। কারণ সোনালী ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের জন্য নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রধান নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের আর্থিক সংকটে এ ব্যাংক সাহায্যও করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সব ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়। তাই তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অধিক ঋণ প্রবণতার কারণে মুদ্রাস্ফীতির হার দ্রুত বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট খাত যেমন- শিল্প, কৃষি ও ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারে কিছুটা ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন কৌশলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো আবার ঋণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিপত্র জারি করেছে— এখন থেকে ঋণ নিতে ব্যাংকগুলোকে ১% অধিক হারে অর্থাৎ ৬% হারে সুদ দিতে হবে।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক প্রদান করে না? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক হবে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৈধ মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক কোনো চেকবই দেয় না।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত গ্রাহক এ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করে না, এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রসিদ দেয়। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেকবই দেয়া হয় না।

গ প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ বরাদ্দকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এরূপ নীতির ক্ষেত্রে যেসব খাতে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ নীতি অনুসরণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে যেমন- শিল্প, কৃষি ও ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত এ নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

তাই বলা যায়, প্রাথমিক পর্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের বরাদ্দকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।

ঘ বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক হবে না।

ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ নীতিকে ব্যাংক হার নীতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যাংক হার বাড়ায়। আবার মুদ্রা সংকোচনের প্রয়োজনে ব্যাংক হার কমায়।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অধিক ঋণ প্রবণতার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে যায়। এ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণে সুদের হার ১% বাড়িয়ে ৬% এ উন্নীত করে।

ব্যাংক হার নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণে সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে ব্যাংকগুলো নিরুৎসাহিত হয়ে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্ধারিত হারে ঋণ নেয়। পরবর্তীতে তা থেকে উচ্চ সুদের হারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। দুই সুদের হারের পার্থক্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। কিন্তু ব্যাংক হার বাড়িয়ে ৬% করার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে, যা ব্যাংকগুলোর জন্য লাভজনক নয়। তাই বলা যায়, দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় গৃহীত ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক নয়।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩১ দেশে মূলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন এনে এ সংকট থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। */গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ/*

ক. খোলাবাজার নীতি কি? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বলা হয় কেন? ২

গ. মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি কতটুকু বাস্তবসম্মত বলে তুমি মনে করো। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলাবাজারে যে বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় একে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বা অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোনো কাজ করতে পারে না। এ সকল কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বলা হয়ে থাকে।

গ মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত 'X' ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার ও অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও অভিভাবক।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের মূলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় সরকার 'X' ব্যাংককে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেয়। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এ ব্যাংক মূলত দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 'X' ব্যাংক বিভিন্ন নীতি যেমন– ব্যাংক হার, খোলাবাজার, অবলম্বন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, আর্থিক সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ দেশের মূলধন সংকট সমাধানে উদ্দীপকের 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি অনেকটাই বাস্তবসম্মত বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির শর্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। একে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ব্যাংক দেশের মূলধন সংকটের সময় জমার হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করেছে। এর মাধ্যমে দেশের ঋণ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। এ নীতির আওতায় 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানতের হার পরিবর্তন করে থাকে।

জমার হার পরিবর্তন নীতি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল। তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'X' ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে 'X' ব্যাংক চাইলে এ ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন আনতে পারে। তাই বলা যায়, দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অনেকটাই বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ▶৩২ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন বাজারে অধিক হারে ঋণ বিতরণ করতে থাকে তখন দেশে শিল্পায়ন ঘটে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেটা অর্থনীতির জন্য কাম্য নয়। তখন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু কৌশলের সাহায্য নেয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর SLR ও CRR বাড়িয়ে দেয়। */নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্যস্তরে রাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলোই বেশি কার্যকর। আলোচনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৌশল হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ২টি। যথা: ১. সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি, ২. গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি।

সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির আওতায় নিম্নোক্ত কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

i. ব্যাংক হার নীতি
ii. খোলাবাজার নীতি
iii. জমার হার পরিবর্তন নীতি

নির্বাচনমূলক পদ্ধতির আওতায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করা হয়:

i. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি
ii. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ
iii. নৈতিক প্ররোচনা
iv. প্রচারণা পদ্ধতি প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে জমার হার পরিবর্তন নীতির কথা বলা হয়েছে।

জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তাদের সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলা হয়। এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এরূপ সংকট মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল অবলম্বন করে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমানোর জন্য SLR ও CRR বাড়িয়ে দেয়। নগদে যে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় তা হলো CRR। বাকি অর্থ সিকিউরিটি কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। এ উভয় হারকে একত্রে SLR বলে। এ CRR এবং SLR পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা জমার হার পরিবর্তন নীতিরই নামান্তর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ঘ বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্য স্তরে রাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা সংখ্যাগত পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দুটি পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণে উভয় পদ্ধতি কার্যকর হলেও সংখ্যাগত বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতির কার্যকারিতাই বেশি।

দেশের সামগ্রিক ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয়। প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কৌশলগুলো হলো : ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি ও জমার হার পরিবর্তন নীতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একে ব্যাংক হার নীতি বলে। খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে আকর্ষণীয় শর্তে বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, জমার হার পরিবর্তন নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে-কমিয়ে অর্থবাজারে ঋণের কাম্যস্তর বজায় রাখে। এ তিনটি পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভাবিত হয়। কিন্তু পরোক্ষ পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভাবিত হয় না। তাই বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্যস্তরে রাখতে প্রকৃতপক্ষে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলোই বেশি কার্যকর।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সরকারের আদেশে কিছুদিন পূর্বে 'খ' ব্যাংক ৫০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। তিস্তা ও সুরমা ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক এসব নোট সংগ্রহ করে। তিস্তা ব্যাংককে 'খ'-এর সকল আদেশ ও নির্দেশিত শর্তাবলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুরমা ব্যাংক এসব শর্ত মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্তা ও সুরমা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'খ' ব্যাংক তিস্তা ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে কিন্তু সুরমা ব্যাংককে তা করেনি। */ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল/*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ভোক্তা ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তিস্তা ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা কি সঠিক ছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে।

সাধারণত ভোক্তাদের বাকিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা দেওয়ার জন্যই এ ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ইস্যু করার কাজ করেছে।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে বিভিন্ন নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে।

উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রার প্রচলনকারী হিসেবে কাজ করে। সরকারের নির্দেশে এ ব্যাংক ৫০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। নোট প্রচলনের একক অধিকারী প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের পক্ষে নোট প্রচলনের কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তিস্তা ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হওয়ায় এ ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে যে ব্যাংক এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসব ব্যাংকের তারল্য সংকটের সময় ঋণ প্রদান করে সহায়তা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি কর্তব্য।

উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ইস্যু করে। আবার তিস্তা ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের সব আদেশ ও নির্দেশিত নিয়ম মেনে চলে। তবে সুরমা নামক ব্যাংকটি এ ধরনের নিয়মাবলি মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্তা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'খ' ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা পায়।

তিস্তা ব্যাংক যেহেতু তালিকাভুক্ত ব্যাংক, তাই 'খ' ব্যাংক তারল্য সংকটের সময় এ ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে। সুরমা ব্যাংক তালিকাভুক্ত নয় বিধায় তারল্য সংকটে 'খ' ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ সহায়তা পায়নি।

তাই বলা যায়, তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব বিচারে তিস্তা ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ করছে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ায় গ্রাহকদের ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেবে তাদের পূর্বের ৬% এর স্থলে ৫% সুদ দিতে হবে বললেও বাজারে অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের জমাকৃত আমানতের ৮% এর স্থলে ৫% অর্থ জমা রাখতে বললেন। এতে ব্যাংকগুলোর ভল্টে অলস অর্থ জমা হতে থাকায় তারা এর করণীয় নিয়ে ভাবছে। */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কোনটি এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ৩

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত কৌশল অধিক যুক্তিযুক্ত হয়েছে –তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম নীতি পালনের শর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোই তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

খ দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক হলো দেশের অর্থবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা পালন করে। দেশের অন্য ব্যাংকগুলো এ ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত ঋণ নিয়ন্ত্রণে সংখ্যাগত পদ্ধতির অন্তর্গত ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

ব্যাংক হার নীতি হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যাংক হারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, বন্ড, ঋণপত্র এবং সিকিউরিটিজ প্রভৃতি বাট্টা করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ায় গ্রাহকদের ঋণদানে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমত, বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণগ্রহণের সুদের হার ৬% থেকে ৫% এ কমিয়ে দেয়, যাতে ব্যাংকগুলো অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয় এবং তাদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়ে। ব্যাংক হার কমিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার কৌশল গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাগত পদ্ধতি হিসেবে ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত জমার হার পরিবর্তন নীতি অধিক যুক্তিযুক্ত কৌশল বলে আমি মনে করি।

জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। সব তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতি অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে আর্থিক অসামর্থ্য লক্ষ করে। এ অবস্থা নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে ব্যাংক হার নীতির আওতায় ঋণগ্রহণের সুদের হার ৬% এর স্থলে ৫% করে। এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের পরও অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে তাদের জমাকৃত আমানতের পরিমাণ ৮% থেকে কমিয়ে ৫% করে। ফলে ব্যাংকগুলোর ভল্টে প্রচুর অর্থ জমা হতে থাকায় বাধ্য হয়ে ব্যাংকগুলো এদের করণীয় নিয়ে ভাবছে।

উদ্দীপকে দ্বিতীয় পদক্ষেপে জমার হার নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বাধ্যতামূলক জামানতের হার ৮% থেকে ৫% হওয়ায় ব্যাংকের তারল্যের পরিমাণ বাড়বে। ফলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও ঋণদান ক্ষমতা বাড়বে। ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারসাম্য ফিরে আসবে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপ অধিক যুক্তিযুক্ত হয়েছে, উক্তিটির সত্যতার প্রমাণ মিলেছে।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৫ দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হওয়ায় কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সরকার কৃষকদের ঋণ দেয়ার কথা ভাবছে। অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের গভর্নরকে ডেকে ব্যবস্থা নিতে বললেন। ব্যাংকগুলোর জন্য নির্দেশপত্র ইস্যু করা হলো। বন্যা উপদ্রুত এলাকার সকল ব্যাংকের শাখাকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাদের প্রদত্ত ঋণের কমপক্ষে ২০% কৃষিখাতে দিতে হবে। কৃষকদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলো প্রথমত নিরুৎসাহিত হলেও তাদের ভাবনা, এ নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। *[আহম্মদ উল্কিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের চিন্তা বাস্তবায়নে কোন ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা সম্ভব ছিল না।' —এ উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ ঋণদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যেকোনো সময় অর্থসংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য সব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। ঋণদানে এরূপ ভূমিকার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সরকারের চিন্তা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

সরকার কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক সরকারের সহায়ক ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। একাধারে সরকারের ব্যাংক, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকে ব্যাপক বন্যায় উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সরকার কৃষকদের ঋণ দেয়ার কথা ভাবছে। এ লক্ষ্যে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এরূপ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে নির্দেশপত্র ইস্যু করে। এতে বলা হয়েছে, বন্যা উপদ্রুত এলাকার সব ব্যাংকের শাখাকে আগামী ছয় মাস তাদের প্রদত্ত ঋণের ২০% কৃষিখাতে দিতে হবে। এর ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা ফিরে পাবে। এতে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাই প্রধান।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি এবং অন্য কোনো পদ্ধতিতে এটি সম্ভব ছিল না বলে আমি মনে করি।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সে খাতে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করাই হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। এরূপ নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে ঋণের হারকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক বিশেষ খাত হিসেবে কৃষিখাতকে চিহ্নিত করে সব বিতরণ করা ব্যাংককে ঋণের ২০% কৃষিখাতে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রথমে কৃষকদের ঋণ দানে নিরুৎসাহিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকায় সব ব্যাংক কৃষিখাতে ঋণ দেয়। ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ছাড়া কৃষিখাতে ঋণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং, ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণের বরাদ্দকরণ নীতির ব্যবহারের যথার্থতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ কীর্তনখোলা ব্যাংক জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। কয়েক বছর পর দেখা গেল ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ও পরিশোধিত শেয়ার মূলধন সমান হয়ে গেল। *[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ঋণ আদায়ে জামানতকে সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখার প্রয়োজনীয়তা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনই কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তির জন্য যথেষ্ট? তালিকাভুক্তির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ে জামানতকে সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঋণ আদায়ে জামানত হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, ঋণ আদায়ের জন্য জামানত হলো সর্বশেষ ব্যবস্থা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখার প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিক হয়েছে।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যা বিধিবদ্ধ রিজার্ভ নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে কীর্তনখোলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তালিকাভুক্তির জন্য এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিধিবদ্ধ রিজার্ভ জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যাংকের একটি ন্যূনতম পরিমাণ নির্দিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। প্রতিটি ব্যাংক তাদের চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করে। তাই বলা যায়, তালিকাভুক্তিকরণের শর্ত হিসেবে উদ্দীপকের কীর্তনখোলা ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তকরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহকে বোঝানো হয়। তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। শুধু পরিশোধিত মূলধন তালিকাভুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে কীর্তনখোলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে। কয়েক বছর পর দেখা যায় ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ও পরিশোধিত মূলধন সমান হয়ে যায়।

তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থবাজারের সদস্য হতে হয়। এছাড়া, দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইনের আওতায় এ ব্যাংককে অনুমোদিত ও নিবন্ধিত হতে হয়। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংকেরই নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল থাকে। এছাড়াও, তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য সব ব্যাংককেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম-নীতি মেনে চলাও তালিকাভুক্তির অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তকরণ একটি অন্যতম শর্ত হলেও শুধু পরিশোধিত মূলধন ব্যাংকের তালিকাভুক্তিকরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶৩৭ দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণের ওপর ৫% সুদের পরিবর্তে ৬% সুদ আরোপ করে। কিন্তু কিছু ব্যাংক এটা না মানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়। এতে জনগণ ব্যাংক থেকে তাদের গচ্ছিত টাকা উত্তোলন শুরু করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. কাকে 'Mother of Central Bank' বলা হয়? ১
খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশল গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপ যৌক্তিক।' তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' কে Mother of Central Bank' বলা হয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থান হলো নিকাশঘর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিকাশঘরের স্থান নির্দিষ্ট থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পাওনার প্রমাণ ও বিবরণপত্রসহ এখানে হাজির হয়। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংকের হিসাবকে ডেবিট-ক্রেডিট করে লেনদেন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির কৌশল গ্রহণ করেছে।

ব্যাংক হার নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি, যে নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল ও সিকিউরিটিজ (ঋণপত্র) বাট্টা করে দেয়। ব্যাংক হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকারী। এ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রয়োগ করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণের উপর ৫% সুদের পরিবর্তে ৬% সুদ আরোপ করে। অর্থাৎ ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণগ্রহণের সুদের হারকে বাড়িয়েছে। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাংক হার নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে গৃহীত খোলাবাজার নীতি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

খোলাবাজার নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের সুদের হার ৫% থেকে ৬% এ বৃদ্ধি করে। কিন্তু, ব্যাংক তা না মানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়। এতে জনগণ ব্যাংক থেকে তাদের গচ্ছিত টাকা উত্তোলন শুরু করে।

উদ্দীপকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরবর্তী খোলাবাজার নীতি ব্যবহার করেছে। এ নীতির আলোকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বাজারে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে। এ কারণে জনগণ এসব বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন শুরু করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। আর বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়ের মাধ্যমে জনগণের গচ্ছিত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট চলে যায়। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩৮ ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতা উভয়ই দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এ উভয় অবস্থায় দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন প্রয়োজন? ২
গ. অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে না থাকলে কী সমস্যা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে? বর্ণনা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে বজায় রাখাই হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

খ দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ঋণ হলো বাজারে অর্থ যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই যোগান কম হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে ঋণের যোগান বেশি হলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। উভয় অবস্থাই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই উভয় অবস্থা এড়িয়ে বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আর এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গ অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে না থাকলে অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

অর্থ বা ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজ। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। তবে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের আধিক্য এবং স্বল্পতা উভয়ই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অন্যদিকে অর্থ সরবরাহ কমে গেলে দেশে উৎপাদন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে অর্থের সংকট বা আধিক্য কোনোটাই কাম্য নয়। এই লক্ষ্যে অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্তরে বজায় রাখাই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সাধারণত বিভিন্ন কৌশল বা নীতি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর মধ্যে খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক হার নীতি, জমার হার পরিবর্তন নীতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতা উভয়ই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিল ও সিকিউরিটি নির্দিষ্ট হারে বাট্টাকরণ করে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে বন্ড, বিল, ঋণপত্র, সিকিউরিটি প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া, তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জমার হার পরিবর্তন করেও ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতায় ভারসাম্য রাখতে পারে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উল্লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

http://teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-২ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২২. পৃথিবীর প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? (জ্ঞান)
ক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম
খ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড
গ ব্যাংক অব ফ্রান্স
ঘ রিক্স ব্যাংক অব সুইডেন
ঘ

২৩. কীভাবে মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কাম্যস্তরে রেখে
খ বাজারে অধিক মুদ্রা সরবরাহ করে
গ চাহিদার তুলনায় বাজারে কম মুদ্রা সরবরাহ করে
ঘ বছরে দু'বার বাজারে মুদ্রা সরবরাহ করে
ক

২৪. এশিয়া মহাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ক জাপানে খ চীনে
গ মালয়েশিয়ায় ঘ সিঙ্গাপুরে
ক

২৫. কোন অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২
খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২
গ বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭৩
ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭৩
ক

২৬. মি. রহমান নতুন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক খুলতে আগ্রহী। মি. রহমানকে এজন্য কার নিকট অনুমতি নিতে হবে? (প্রয়োগ)
ক স্থানীয় সংসদ সদস্য
খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ঘ ব্যাংক মালিক সমিতি
গ

২৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক এ. কে. এন. আহমেদ
খ এ.এন.এম. হামিদুল্লাহ
গ এম. নুরুল ইসলাম
ঘ ড. এম মাহবুবুল হক হাকিম
খ

২৮. CRR হিসেবে জমা দিতে হয় কোনটি? (অনুধাবন)
ক আমানতের নির্দিষ্ট অংশ
খ মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ
গ সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ
ঘ বিনিয়োগের নির্দিষ্ট অংশ
ক

২৯. প্রচলিত আইন অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল কত টাকা? (জ্ঞান)
ক ৪০০ কোটি টাকা খ ৪৫০ কোটি টাকা
গ ৫০০ কোটি টাকা ঘ ৬০০ কোটি টাকা
ক

৩০. ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকসমূহের তারল্য সংরক্ষণ হার কত? (জ্ঞান)
ক ১১% খ ১১.৫%
গ ১২% ঘ ১২.৫%
খ

৩১. আবশ্যকীয় নগদ জমা (CRR) ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত? (অনুধাবন)
ক ব্যাংক হার নীতি
খ খোলা বাজার নীতি
গ জমার হার পরিবর্তন নীতি
ঘ জামানতের প্রান্তিক হার পরিবর্তন নীতি
গ

৩২. মুদ্রা সংকোচন কখন দেখা দেয়? (অনুধাবন)
ক মুদ্রার যোগান অত্যধিক হারে হ্রাস পেলে
খ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে
গ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে
ঘ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটলে
ক

৩৩. কখন খোলাবাজার হতে বন্ড ক্রয় করা যৌক্তিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে
খ বাজারে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে
গ বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলে
ঘ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে
গ

৩৪. জমার হার বৃদ্ধি করা হলে কোনটি ঘটবে? (অনুধাবন)
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কম অর্থ নির্গমন হবে
খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে
গ বাজারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
ঘ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে
খ

৩৫. বিনিময় হার $1 = BDT 82 থেকে $1 = BDT ৪0 তে পরিবর্তন হলে মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণে কী পরিবর্তন হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাড়বে খ কমবে
গ স্থিতিশীল থাকবে ঘ অপরিবর্তিত থাকবে
ক

৩৬. কয়টি জেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক নিকাশ কার্য পরিচালনা করে? (জ্ঞান)
ক ১৪টি খ ১৫টি
গ ১৬টি ঘ ১৭টি
গ

৩৭. নিকাশ ঘরের ধারণার জনক কে? (জ্ঞান)
ক আরভিল খ ফিজিওমি
গ ইউলোবি ঘ ক্রাউথার
ক

Teachingbd.com

৩৮. সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক — (অনুধাবন)

i. সরকারি তহবিল সংরক্ষণ করে
ii. আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে
iii. সরকারি আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

৩৯. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে — (অনুধাবন)

i. আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে
ii. অবকাঠামোগত উন্নয়নে
iii. বাজেট প্রণয়নে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৪০. ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে কাম্যস্তরে থাকে — (অনুধাবন)

i. ঋণের যোগান ii. মুদ্রা সরবরাহ
iii. মূলধন বাজার পরিস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

৪১. খোলাবাজার নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে — (অনুধাবন)

i. জনগণের সঞ্চয়ের প্রবণতার ওপর
ii. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার ওপর
iii. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল পরিস্থিতির ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৪২. নিকাশ ঘর — (অনুধাবন)

i. সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের স্থল
ii. আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থল
iii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

L ব্যাংকে W ব্যাংকের কিছু চেক উপস্থাপিত হয়। W ব্যাংকে M ব্যাংকের কিছু চেক উপস্থাপিত হয়। M ব্যাংকে L ব্যাংকের কিছু চেক উপস্থাপিত হয়। উক্ত লেনদেনগুলো নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক তিনটি C ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একত্রিত হয়।

৪৩. উক্ত লেনদেনসমূহ নিষ্পত্তির কাজকে কী বলে? (প্রয়োগ)

ক হিসাব ঘর খ নিকাশ ঘর
গ প্রকাশ ঘর ঘ নিরীক্ষা ঘর

খ

৪৪. উক্ত কাজটি C ব্যাংকের কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সাধারণ কার্যাবলি
খ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি
গ অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কার্যাবলি
ঘ উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এদেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য ব্যাংকের গঠনে, জমা ও ঋণদান আদায়ে নিকাশ ও হিসাব নিরীক্ষায় সহায়তা করে। বিপদের সময় এ ব্যাংকগুলোকে পরামর্শও দেয়। তথাপি ২০০৮ সালে নোয়াখালী কো-অপারেটিভ ব্যাংককে এ ধরনের সহায়তা দেয় নি।

৪৫. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন ভূমিকার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক দেশের প্রধান ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক
খ ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল
গ অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার
ঘ সরকারের ব্যাংকার

গ

৪৬. বাংলাদেশ ব্যাংক নোয়াখালী কো-অপারেটিভ ব্যাংককে সহায়তা না করার কারণ হতে পারে — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. এটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক
ii. এটি একটি সমবায় ব্যাংক
iii. এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে রিকনল্যান্ডের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে। এমতাবস্থায় রিকনল্যান্ডের সরকার ব্লু ব্যাংককে নির্দেশ দেয় যথাসম্ভব অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে।

৪৭. কোন পন্থতিটি অনুসরণ করা ব্লু ব্যাংকের জন্য যৌক্তিক হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ব্যাংক হার হ্রাস করা
খ খোলাবাজার হতে সিকিউরিটিজ ক্রয় করা
গ ব্যাংক হার বৃদ্ধি করা
ঘ খোলাবাজার হতে বন্ড ক্রয় করা

গ

৪৮. ব্লু ব্যাংক জমার হার বৃদ্ধি করলে — (প্রয়োগ)

i. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
ii. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে
iii. অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৩: বাণিজ্যিক ব্যাংক

প্রশ্ন ▶১ সাজীন ও তাজিন সদ্য এমবিএ পাস করেছেন। দু'জনেরই লক্ষ্য ভালো কোনো ব্যাংকে চাকরি করা। সেই লক্ষ্যে সাজীন খুলনার একটি ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে যোগদান করেন, যেটি শুধু দেশের শিল্পোন্নয়নে কাজ করে। অপরদিকে, তাজিনও একটি নামকরা ব্যাংকে যোগদান করেন। ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় অফিস দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যাংকটির মূল কাজ আমানত সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ দান ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নানারকম সহায়তা করা। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাজীনের ব্যাংকটি কোন ধরনের ঋণ প্রদান করে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তাজিনের ব্যাংকটি সাজিনের ব্যাংক অপেক্ষা কেন আলাদা প্রকৃতির? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক মূলত অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এই সব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়। উপরিউক্ত দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সাজীন যে ব্যাংকে কর্মরত আছেন তা একটি শিল্প ব্যাংক, যা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের মূল কাজ হলো শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করা।

উদ্দীপকে সাজীন এমবিএ পাস করে একটি ব্যাংকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে যোগদান করেন। তবে তার ব্যাংকটি শুধু দেশের শিল্প উন্নয়নে কাজ করে। অর্থাৎ সাজীনের ব্যাংকটি বিশেষায়িত ব্যাংকের আওতাভুক্ত শিল্প ব্যাংক। এই ধরনের ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় মূলধন হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও শিল্প খাতের উন্নয়নে ধারাবাহিক গতিশীলতা ধরে রাখতে ব্যাংকটি স্বল্পমেয়াদেও ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকের কার্যভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায় তাজিন যে ব্যাংকে কর্মরত তা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এই ব্যাংকটি সাজীনের ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ভিন্ন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ হলো জনগনের কাছ থেকে অর্থ বিভিন্ন হিসাব (চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী)-এর মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানে এই ব্যাংক ঋণদানসহ বৈদেশিক বাণিজ্যেও সহায়ক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে সাজীন একটি শিল্প ব্যাংকে কর্মরত। উক্ত ব্যাংকের কাজ হলো কেবল শিল্প খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সাজীনের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি শিল্প ব্যাংক। অন্যদিকে, তাজিনের ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় অফিসের দ্বারা পরিচালিত হয়। উক্ত ব্যাংকটির প্রধান কাজ হলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান করা। অর্থাৎ ব্যাংকটির কার্যাবলির বৈশিষ্ট্যসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের সাজীন ও তাজিনের ব্যাংক দুটি কেবল কার্যাবলির ভিন্নতার জন্য পৃথক। এক্ষেত্রে সাজীনের ব্যাংকটি দেশের শিল্প খাতকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাজিনের ব্যাংক জনসাধারণের আর্থিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত উন্নয়কে নিশ্চিত করে। উপরিউক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, ব্যাংক দুটির মধ্যকার কাজের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ মধুমতি ব্যাংক ঢাকার আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আগারগাঁও এর পাশেই 'রূপায়ণ গার্ডেন সিটি' নামে একটি নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। সেখানে নতুন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল এবং শপিং মলও গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর সুবিধার কথা বিবেচনা করে মধুমতি ব্যাংক 'রূপায়ণ গার্ডেন সিটি'র পাশেই একটি শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মধুমতি ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।

খ ঋণগ্রহীতাকে দেয়া অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে, তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করেনা। ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ ব্যাংকের কাছে ঋণ আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে ব্যাংকগুলো আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, বাকি অর্থ অন্য কোন গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করা যায়। যদি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রাখতে হয়, তবে বাকি {১০,০০০ − (১০,০০০ × ২০%)} = ৮,০০০ টাকা নতুন ঋণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মধুমতি ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংক বলতে এমন ব্যাংককে বোঝায় যা অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখে। এসব ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংক ঢাকার আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে আগারগাঁও এর পাশে নতুন আবাসিক এলাকা "রূপায়ণ গার্ডেন সিটি" গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর কথা বিবেচনা করে মধুমতি ব্যাংক রূপায়ন গার্ডেন সিটির পাশে নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত শাখা ব্যাংকই একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। মধুমতি ব্যাংক একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং একাধিক শাখার মাধ্যমে বাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে মধুমতি ব্যাংক হলো একটি শাখা ব্যাংক।

http://teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।
শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা অফিস ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ ব্যাংকিং পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মধুমতি ব্যাংক আগারগাঁও শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি নতুন আবাসিক এলাকা 'রূপায়ন গার্ডেন সিটি'র পাশেও ব্যাংকটি শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।
মধুমতি ব্যাংক নতুন শাখা সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করতে পারবে। কারন, নতুন আবাসিক এলাকার অনেকেই ব্যাংকে হিসাব খুলে আমানত রাখবে এবং ঋণ নিবে। এতে ব্যাংকের আর্থিক মূলধন গঠিত হবে। আবার, অন্যদিকে জনগণও ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকও ঋণের বিপরীতে সুদ পাবে, যা ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি করবে। তাই বলা যায় যে, মধুমতি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্তটি সঠিক এবং যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যাংকের উন্নয়নের জন্য সদা তৎপর। ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে কেউ যদি তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, এ ভয়ে তিনি ঋণ প্রদানে গড়িমসি করেন। ফলে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হন। এতে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলে যায়। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংক হার নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. মি. তালুকদারের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩
ঘ. ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার কারণ কী? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক যেমন কৃষি,শিল্প প্রভৃতি নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

খ ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে মুদ্রা সংকোচনের প্রয়োজনে ব্যাংক হার হ্রাস করে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে এ হার হ্রাস পেলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এভাবেই এ নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকে মি. তালুকদারের ধারণা ব্যাংকের টাকা ঋণ হিসেবে প্রদানে তা ব্যাংকের জন্য সমস্যাগ্রস্ত ঋণের সৃষ্টি করবে। আর এ ধরনের ধারণার সাথে আমি একমত নই।
ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়।
উদ্দীপকে মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যাংকের উন্নয়নে সদা তৎপর। তাই প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত প্রাপ্তিতে ঝুঁকি থাকায় তিনি ঋণ প্রদানে গড়িমসি করেন। অর্থাৎ তিনি আমানতকৃত অর্থ ঋণদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহী। যার ফলে ব্যাংকের সম্ভাব্য মুনাফা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মি. তালুকদার উপযুক্ত খাতে ঋণ প্রদানে যথাযথ ঋণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য

সমস্যাগ্রস্ত ঋণ : যে সকল ঋণের অর্থ বা তার সুদ সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয় না তাদেরকে সমস্যাগ্রস্ত ঋণ বলা হয়। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এ সমস্ত ঋণ ব্যাংকের ভাষায় সমস্যাগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ হিসেবে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে ঋণ প্রদান না করায় ব্যাংকের সম্ভাব্য বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, যা ব্যাংকের সার্বিক অবস্থাকে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে থাকে। যার মাধ্যমে ব্যাংক সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়।
উদ্দীপকে মি. তালুকদার রূপসা ব্যাংকের, রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক। ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে তিনি সদা তৎপর। ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে যদি ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ না করেন এ ভয়ে তিনি ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহী। যার ফলে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।
ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এ বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে ব্যাংক মুনাফার সৃষ্টি করে। ব্যাংকের এ ঋণদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে মুনাফাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যা রূপসা ব্যাংক, রাজশাহী শাখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶৪ সুরমা ব্যাংক দেশের একটি স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশে-বিদেশে এই ব্যাংকের অনেক শাখা রয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এর সুসম্পর্ক রয়েছে। গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্কের জন্য এর গ্রাহকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অন্য ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি। সুরমা ব্যাংকের এই উন্নতির পিছনে তার ব্যাংকের মূলনীতিগুলো বেশ গুরুত্ব বহন করে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমনি বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুরমা ব্যাংকের উন্নতির পিছনে যে নীতিমালা কাজ করছে তা আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।
অর্থ বাজারে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহণ, চেক, বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে যে কেউ স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ সকল কাজ সম্পাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

গ ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে পাওনাদার, দেনাদার, প্রতিনিধি, অছি ও তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি সম্পর্ক বিদ্যমান।
মক্কেল বলতে ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়। ব্যাংক ব্যবসায়ে সফলতার জন্য ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক।
উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। গ্রাহকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এর গ্রাহক সংখ্যা বেড়েই চলছে। এখানে সুরমা ব্যাংক মক্কেলের সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যে মক্কেলের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার ব্যাংকটি মক্কেলের অছি হিসেবেও মূল্যবান অলংকার, দলিলপত্র সংরক্ষণ করে। সাধারণভাবে প্রায় সকল মক্কেলের সাথেই ব্যাংকটির পাওনাদার-দেনাদার সম্পর্ক রয়েছে। আমানতকারীদের সাথেও এ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ আমানতকারী পাওনাদার এবং সুরমা ব্যাংক দেনাদার। আবার ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যাংকের দেনাদার পাওনাদার সম্পর্ক রয়েছে। সুরমা ব্যাংকের সাথে মক্কেলের বিদ্যমান সম্পর্কের মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্কগুলোই উল্লেখযোগ্য।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকের উন্নতির পিছনে তারল্যের নীতি, সেবার নীতি, সঞ্চয় সংগ্রহের নীতি, আধুনিকায়নের নীতি, সুনামের নীতি ইত্যাদি মূলনীতিগুলো উল্লেখযোগ্য।

মূলনীতি বলতে কোন কাজ করার মৌল বা সাধারণ নির্দেশিকাকে বোঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্যই অনেকগুলো মূলনীতি মেনে চলে।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক একটি স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এই ব্যাংকের যথেষ্ট সুসম্পর্ক রয়েছে। আবার গ্রাহকের সাথেও ব্যাংকটির সর্বোত্তম সম্পর্ক বিদ্যমান। সুরমা ব্যাংকের গ্রাহকের সংখ্যা অন্যান্য ব্যাংক থেকে অনেক বেশি। মূলত ব্যাংকের মূলনীতিসমূহ মেনে চলার কারণেই সুরমা ব্যাংক এতটা সফল।

সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবার মাধ্যমে ব্যাংকটি সেবার নীতি অনুসরণ করেছে। তারল্যের নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার কারণেও বাজারে এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আর এ কারণেই অন্যান্য ব্যাংকের গ্রাহকরাও এই ব্যাংকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকটি দেশে-বিদেশে অনেক শাখা খুলেছে মূলত সঞ্চয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই। অর্থাৎ এখানে ব্যাংকটি সঞ্চয় সংগ্রহের মূলনীতি অনুসরণ করেছে। এ সকল মূলনীতি অনুসরণের কারণেই সুরমা ব্যাংকটি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের পাশাপাশি একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকটি আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করে থাকে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকের 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' কার্যাবলির ধরন বিবেচনায় কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' কর্তৃক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করার নীতিটি কি গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা কর্তৃক অন্য শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক ড্রাফট : একস্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে কম খরচে যেকোনো অঙ্কের অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বা ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রকে চেক হিসেবে গণ্য করা যায় না। এতে চাহিবামাত্র নির্দেশ থাকে বলে তাকে চাহিবামাত্র দেয় আজ্ঞাপত্রও বলা হয়।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে যে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, মনে করি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রেখে বাকি {১০,০০০ − (১০,০০০ × ২০%)} = ৮,০০০ টাকা অন্য কোন গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এভাবেই ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে কার্যাবলির ধরণ বিবেচনায় কর্ণফুলী ব্যাংক লি. হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যাংকেই বোঝায়। এ ধরনের ব্যাংকসমূহ স্বল্পসুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে। আবার, অধিক সুদে এ অর্থ অন্যদের ঋণ দেয়।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ ধরনের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি সুনাম অর্জন করছে। এখানে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তাই এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। কেননা, বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান করে থাকে। আবার, এ ব্যাংকটির প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিনিময় বিল কার্যক্রমও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকটির এ সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা যায়, কর্ণফুলী ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক কর্তৃক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করার নীতিটি অর্থাৎ তারল্যের নীতিটি গ্রাহকের আস্থা অর্জনে সক্ষম।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম একটি নীতি হলো তারল্যের নীতি। এ নীতির দ্বারা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের সামর্থ্যকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সবসময় নগদে সংরক্ষণ করে থাকে। কর্ণফুলী ব্যাংক লি. এভাবে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করার মাধ্যমে তারল্যের নীতিটি অনুসরণ করছে। এর ফলে ব্যাংক চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এতে ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আবার, এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষিত হয়, যা ব্যাংকের বিনিয়োগ ও ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস করে না। অর্থাৎ এ নীতি অনুসরণের ফলে ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণও কমবে না। এভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা ও চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের অধিক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। সুতরাং, এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা অর্জনে ব্যাংকটি অবশ্যই সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৬ 'গোমতি ব্যাংক লি.' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি বিভিন্ন কারণে গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারছিল না। ব্যাংকটি আধুনিক ব্যাংকিং কৌশলও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছিল না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যাংকটি ৫০ ভাগ শেয়ার 'ইছামতি ব্যাংক লি.' কে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যাতে ব্যাংকটি আধুনিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হতে পারে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংকের পূর্বসূরী কারা? ১

খ. ব্যাসেল-২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়? ২

গ. গ্রাহকদের যথাসময়ে অর্থ দিতে না পারায় 'গোমতি ব্যাংক লি.' এর ব্যাংকের কোন নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে? ৩

ঘ. 'ইছামতি ব্যাংক লি.' কে শেয়ার হস্তান্তর 'গোমতি ব্যাংক লি.' এর জন্য কতটুকু যৌক্তিক— মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণিকে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বসরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

খ ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, তদারকী পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা বজায়ে ব্যাসেল-২ প্রয়োগ করা হয়।

http://teachingbd.com

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির পরিমাপ ও মূলধন বিভাজনের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিধি-বিধান তৈরি ও তা উপস্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিকে আন্তর্জাতিক স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. গ্রাহকদের আমানতকৃত অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে না পারায় ব্যাংকটি তারল্য নীতির লঙ্ঘন করেছে।

চাহিবামাত্র নগদে গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ ক্ষমতাই হলো তারল্য। আর গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভাষায় তারল্য নীতি।

উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি বিভিন্ন কারণে গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারছিল না। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যাংক তার আমানত কর্মীদের চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য এবং না করতে পারলে ব্যাংকের সুনাম কমে যায়। গোমতি ব্যাংক লি. এই কাজটিই করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের অভাবে এরূপ ঘটেছে যা সার্বিকভাবেই ব্যাংকটির তারল্য নীতির লঙ্ঘনকে স্পষ্ট করেছে।

ঘ উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. এর পঞ্চাশ ভাগ যা ইছামতি ব্যাংক লি. কে হস্তান্তর অযৌক্তিক।

শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকটি গ্রুপ ব্যাংকিং এর আওতাভুক্ত হবে। গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যাংক একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে একত্রিত হয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে অধীনস্ত ব্যাংকগুলো শক্তিশালী ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে।

উদ্দীপকে গোমতি ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটি তারল্যের অভাবে গ্রাহকদের চাহিদামাফিক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিল। যার ফলে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। তাই প্রতিযোগিতায় টিকতে গোমতি ব্যাংক লি. তার পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার ইছামতি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উক্ত পরিস্থিতিতে গোমতি ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গোমতি ব্যাংকটি ইছামতি ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য হবে। যার ফলে গোমতি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইছামতি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হবে। অর্থাৎ গোমতি ব্যাংকটি নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব হারাবে। সুতরাং শেয়ার হস্তান্তর করা গোমতি ব্যাংকের উচিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব রহমান 'কনকা লি'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য 'শাপলা ব্যাংক লি.'-এর কাছে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে এবং 'কনকা লি'-কে ঋণের অর্থ জমার জন্য একটি হিসাব খুলতে বলে। 'কনকা লি.' চেকের মাধ্যমে 'শাপলা ব্যাংক লি.' থেকে ঋণের অর্থ উত্তোলন করে। অন্যদিকে জনাব মহসিন 'বলাকা ব্যাংক লি'-এ ১০ লক্ষ টাকা জমা করেন। পরবর্তীতে 'বলাকা ব্যাংক লি'. জনাব মহসিন এর জমাকৃত টাকা থেকে ২০% জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা জনাব সেলিমকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। *[য. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি? ১

খ. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'বলাকা ব্যাংক লি. কত টাকা ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শাপলা ব্যাংক লি.' এবং 'বলাকা ব্যাংক লি.' এর ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশলের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস হলো আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ।

খ গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ফরম হলো KYC (Know Your Customer) ফরম।

ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাই মূলত KYC (Know Your Customer) ফরম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে এতে স্বাক্ষর করেন। মূলত ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক এই ফরম সংরক্ষণ করে।

গ 'বলাকা ব্যাংক লি'. এর ঋণ আমানত সৃষ্টির পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{ঋণ আমানতের পরিমাণ} = \text{মূল আমানত} \times \frac{১}{\text{নগদ রিজার্ভের অনুপাত}}$$

এখানে, মূল আমানত = ১০ লক্ষ টাকা

নগদ রিজার্ভের অনুপাত = ২০% বা ০.২০

$$\therefore \quad \text{ঋণ আমানতের পরিমাণ} = \left(১০ \times \frac{১}{০.২০}\right) \text{লক্ষ টাকা}$$

$$= ৫০ \text{ লক্ষ টাকা}$$

অর্থাৎ, 'বলাকা ব্যাংক লি'. ১০ লক্ষ টাকা আমানত হতে মোট ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করছে এবং বলাকা ব্যাংক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দুইভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমত, গ্রাহকের জমাকৃত আমানত হতে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, মঞ্জুরকৃত ঋণ হতে ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ সরাসরি নগদে প্রদান না করে গ্রাহকের হিসাবে জমা করে। অর্থাৎ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকটি আমানত সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে বলাকা ব্যাংক তার গ্রাহক জনাব মহসিনের জমাকৃত অর্থ হতে ২০% জমা রেখে বাকি অর্থ জনাব সেলিমকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ বলাকা ব্যাংক আমানতের অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি করছে।

ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যাংক গ্রাহককে সরাসরি ঋণ দেয় না। এজন্যই শাপলা ব্যাংক কনকা লি. কে ঋণ দেয়ার পূর্বে তাদেরকে একটি হিসাব খুলতে বলে। এ প্রক্রিয়ায় মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ হতে নতুন করে আমানত সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ আমানত হতেই ব্যাংকটি কনকা লি. কে ঋণের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। অপরদিকে আমানতকৃত অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানতকারীর গচ্ছিত অর্থ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অর্থ ঋণ দেয়। এখানে বলাকা ব্যাংক জনাব মহসিন এর জমাকৃত আমানত হতে ২০% তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অর্থ জনাব সেলিমকে ঋণ প্রদান করেছে। সুতরাং, শাপলা ব্যাংক এবং বলাকা ব্যাংক দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ লোটাশ ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। ব্যাংকের গ্রাহক আরিফ মাহমুদ শর্তপূরণ সাপেক্ষে ১০ বছরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্যাংকটি সাথে সাথে অস্বীকৃতি জানায়। এতে আরিফ মাহমুদ ঐ ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করে দিয়ে অন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. ঋণ কীভাবে আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লোটাশ ব্যাংকের ঋণ না দেয়ার সিদ্ধান্তটি বিশ্লেষণ করো। ৪

http://teachingbd.com

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ গ্রাহকদের প্রদত্ত ঋণ হতে ব্যাংক নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।
ব্যাংক গ্রাহকদের মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ সরাসরি নগদে প্রদান না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ ক্রেডিট করে, যা ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। আর এভাবেই প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।
এ ব্যাংক মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে অধিক সুদে অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।
উদ্দীপকে লোটাশ ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে। অর্থাৎ লোটাশ ব্যাংকটি স্বল্প সুদে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। মূলত স্থায়ী, চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমেই ব্যাংকটি এ আমানত সংগ্রহ করে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংকটি অধিক সুদে ঋণগ্রহীতাদেরকে আমানতকৃত অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ উভয় সুদের পার্থক্যই হলো লোটাশ ব্যাংকের আয়। আর এ আয় দিয়েই ব্যাংকটি তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, লোটাশ ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য

আমানত : ব্যাংকের গ্রাহক তার হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে তাকেই আমানত বলে।

ঘ লোটাশ ব্যাংকটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংকটির দীর্ঘমেয়াদে ঋণ না দেয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল।
স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কেই বোঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক পরের অর্থ-আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে এ অর্থ অন্যদের ঋণ দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে। তাই এ ব্যাংককে সবসময় পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। কারণ আমানতকারী চাহিবামাত্র উক্ত অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে আরিফ মাহমুদ লোটাশ ব্যাংকে ১০ বছরের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন। লোটাশ ব্যাংক আরিফ মাহমুদকে এ ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।
উদ্দীপকের লোটাশ ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত নিয়ে ব্যবসায় করছে। তাই ব্যাংকটিকে সবসময় পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। কেননা, গ্রাহক যেকোনো সময় তার অর্থ ফেরত চাইতে পারে। ব্যাংকটি এভাবে দীর্ঘমেয়াদি এত অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ দিলে তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে। এরূপ সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্যই ব্যাংকটি এ ঋণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶৯ মি. আকাশ খুলনায় বসবাস করেন। এখানেই 'X' ব্যাংকে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। হঠাৎ করে বাড়িতে তার সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার হিসাবে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে তার উপস্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধে অপারগতা জানায়। এজন্য পরবর্তীতে তিনি আর্থিক সামর্থ্য ভালো এমন ব্যাংকে হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেন। *[চা. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংক কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক কেন মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পরবর্তীতে ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য মি. আকাশ ব্যাংকের কোন নীতিকে প্রাধান্য দিবেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব খুলে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠনে সহায়তা করে।
সাধারণত ব্যাংকের সব কার্যক্রম কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা অফিস থাকে। এসব শাখায় বিভিন্ন হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করে ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবেই ব্যাংক মূলধন গঠনে সহায়তা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংকের পর্যাপ্ত তারল্য না থাকায় ব্যাংক মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে।
উদ্দীপকে 'X' ব্যাংকে মি. আকাশের একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। হঠাৎ পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাযথভাবে চেক উপস্থাপনের পরও ব্যাংক টাকা পরিশোধে অপারগতা জানায়। যদিও তার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা ছিল। কেবল ব্যাংকের সচ্ছলতার অভাবে এমনটি ঘটেছে। কেননা, কোন ধরনের ত্রুটিবিহীন চেক প্রস্তুত, উপস্থাপন এবং হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্তেও ব্যাংক তার গ্রাহককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি। যেহেতু 'X' ব্যাংকে মি. আকাশ কর্তৃক চাহিবামাত্র অর্থ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা নেই সেহেতু এটি তারল্যের অভাবের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, পর্যাপ্ত তারল্য না থাকার কারণেই 'X' ব্যাংক মি. আকাশকে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

ঘ পরবর্তীতে হিসাব খোলার জন্য মি. আকাশ ব্যাংকের তারল্য নীতিকে প্রাধান্য দেবেন।
গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার সামর্থ্য ধরে রাখার কৌশলকে তারল্য নীতি বলে।
উদ্দীপকে মি. আকাশের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জরুরি টাকার প্রয়োজন হলেও 'X' ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন নি। ব্যাংকের পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণ ছিল না বিধায় X ব্যাংক আকাশকে অর্থ পরিশোধে অপারগতা জানায়।
বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে যেকোনো ব্যাংকেরই অন্যতম নীতি হলো তারল্য নীতি। এখানে জনাব আকাশের ব্যাংকটি যদি তারল্যের নীতি অনুসরণ করতো তাহলে জনাব আকাশকে অর্থ উত্তোলনে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি পারিবারিক বিপদ মোকাবিলা করতে হিমশিমে পড়েন। তাই পরবর্তীতে তিনি এমন ব্যাংকেই হিসাব খুলবেন যেখানে এ ধরনের পরিস্থিতি আবার সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ, যে ব্যাংক তারল্য নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সে ব্যাংকেই তিনি হিসাব খুলবেন।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব রাকিব সাহেব তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মি. আরিফের নিকট হতে ব্যাংকের একটি ঋণের দলিলের মাধ্যমে কিছু টাকা ধার করেন। এক্ষেত্রে জনাব রাকিবের পক্ষ থেকে ব্যাংক মি. আরিফকে তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা দেয় এবং পরবর্তীতে জনাব রাকিব হঠাৎ করে জাপান চলে যায় এবং দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে এ ব্যাপারে মি. আরিফ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। *[চা. বো. ১৬]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. কখন বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? ২
গ. কোন ঋণ দলিলের মাধ্যমে জনাব রাকিব অর্থ ধার করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. আরিফ তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কেন বিচলিত হন নি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

http://teachingbd.com

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা সৃষ্টি হয় তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ দুটি ভিন্ন দেশের লেনদেন নিষ্পত্তির সময় বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে। এরূপ বৈদেশিক বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যই বিনিময় হার নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই সঠিক মান নির্ধারণের জন্য উভয় দেশের লেনদেন নিষ্পত্তিতে এ হার নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদের মাধ্যমে জনাব রাকিব অর্থ ধার করেছিলেন।

যে পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, গ্রাহক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে তাকে ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদ বলে।

উদ্দীপকে রাকিব সাহেব ব্যাংকের কাছে একটি দলিলের মাধ্যমে আরিফের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেন। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক রাকিবের পক্ষে আরিফকে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ ধরনের নিশ্চয়তা এ মর্মে করা হয় যে, রাকিব সাহেব অর্থ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তা আরিফকে পরিশোধ করবে। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং রাকিব ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে ধার করেছিলেন।

ঘ ব্যাংকের নিশ্চয়তা থাকার কারণেই মি. আরিফ প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে বিচলিত হননি।

ব্যাংক নিশ্চয়তা সনদের মাধ্যমে ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, উক্ত ব্যাংকের গ্রাহক কোনো কারণে ধারকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে।

উদ্দীপকে জনাব রাকিব ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে জনাব আরিফের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেন। জনাব রাকিব হঠাৎ জাপান চলে যান এবং দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরলেও মি. আরিফ বিচলিত হননি ব্যাংকের নিশ্চয়তা সনদের কারণে।

ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রাকিবের পক্ষে মি. আরিফকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অর্থাৎ জনাব রাকিব কখনো দেশে না ফিরলেও মি. আরিফের ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতো না। কেননা, ব্যাংক মি. আরিফককে এ অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য। সুতরাং ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র থাকার কারণেই মি. আরিফ বিচলিত হননি।

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. আতিক একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি তার এলাকার একটি ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনি ৫০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তার জন্য তার ব্যাংক- এ আবেদন করেন। ব্যাংকের SLR 20%। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সংকোচন নীতির আওতায় এক সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংক হার ও জমার হার বৃদ্ধি করায় আতিকের ব্যাংকটি ঋণ সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. শাখা ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কী পরিমাণ ঋণ-আমানত সৃষ্টি করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কেন ঋণ সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করল তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা মেনে নিয়ে এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ একটি প্রধান অফিসের নিয়ন্ত্রণে যখন কোনো ব্যাংক বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং কাজ সম্পাদন করে তাই হলো শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংকের প্রশাসন সাধারণত কেন্দ্রীভূত থাকে। এটি রাষ্ট্রীয়, সমবায় বা ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আইনের মাধ্যমে এ ব্যাংক গঠিত হয় বলে এ ব্যাংকের আইনগত সত্তা বিদ্যমান।

গ দেয়া আছে, বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (SLR) = ২০%

তাহলে,

$$\text{বহুগুণিত চাহিদা আমানত সৃষ্টি হবে} = \frac{১}{\text{বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি}}$$

$$= \frac{১}{২০\%} = \frac{১}{\frac{২০}{১০০}}$$

$$= ১ \times \frac{১০০}{২০} = ৫ \text{ গুণ}$$

∴ আতিকের জন্য বরাদ্দকৃত আমানত থেকে তার ব্যাংকটি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে = ৫০,০০০ × ৫ = ২,৫০,০০০ টাকা।

∴ উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি মোট ২,৫০,০০০ টাকা ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তর: ২,৫০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকে আতিকের ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার নীতি ও জমার হার বৃদ্ধির প্রভাবের কারণে ঋণ সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। ব্যাংক হার নীতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার হার পরিবর্তন করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যা জমার হার পরিবর্তন নীতি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে মি. আতিক ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার জন্য একটি ব্যাংকে ঋণ সহায়তার আবেদন করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার ও জমার হার বৃদ্ধি করায় আতিকের ব্যাংকটি ঋণ সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করায় মি. আতিকের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অধিক সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবে। আবার জমার হার বৃদ্ধির কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আরও বেশি অর্থ জমা রাখতে হবে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আকিব আহনাফ একজন সুপারশপ ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন সময় পদ্মা ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। নতুন আরও কয়েকটি শাখা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি তার ব্যাংকের কাছে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ চান। কিন্তু ব্যাংকটি তাকে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। *[চ. বো. ১৬]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. 'অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পদ্মা ব্যাংকের ঋণদানের অস্বীকৃতি কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. আকিব আহনাফের কোন ধরনের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা উচিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

http://teachingbd.com

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমা রাখা অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য কোনো দলিল সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।
বর্তমান জগতে সব ধরনের লেনদেন অর্থের মাধ্যমে করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম সৃষ্টি করে। এই সকল বিনিময়ের মাধ্যম অর্থের গতিশীলতাকে স্বাভাবিকভাবেই ত্বরান্বিত করে। তাই অর্থের গতিশীলতা বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি অনুসরণে যথার্থই ছিল বলে আমি মনে করি।
গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।
উদ্দীপকে আকিব আহনাফ একজন সুপারশপ ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক লেনদেন পদ্মা ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। তবে ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে তিনি পদ্মা ব্যাংকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করলে ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। মূলত পদ্মা ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় আমানতকারীদের অর্থ সংগ্রহ করে তা থেকে ঋণ দেয়। তাই গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের নীতি অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি অনুযায়ী পদ্মা ব্যাংক অধিক পরিমাণে ঋণ দিতে পারে না। আর আকিব আহনাফ যেহেতু ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে মূলধন সংগ্রহে ঋণ আবেদন করেছেন, সেহেতু তিনি মূলধনের যোগান দিতে চান যা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী। তাই তারল্য নীতি ও ঋণের মেয়াদ বিচারে পদ্মা ব্যাংকের আকিব আহনাফকে ঋণদানে অস্বীকৃতি প্রদান যথার্থ হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আকিব আহনাফের স্থায়ী বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে বিশেষায়িত ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা উচিত।
দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে আকিব আহনাফ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী। তাই ব্যবসায় সম্প্রসারণে তিনি পদ্মা ব্যাংকের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ চান। কিন্তু তারল্য নীতি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী হওয়ায় পদ্মা ব্যাংক তাকে ঋণ মঞ্জুরে অপারগতা প্রকাশ করে।
উদ্দীকের আকিব আহনাফের স্থায়ী বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে অর্থাৎ ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক সহায়তা করে না। এক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে বিনিয়োগ ব্যাংক এ খাতে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এ ধরনের ব্যাংক ঋণদান ছাড়াও নতুন কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অবলেখক ও দায়গ্রাহকের ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনে নিজেও শেয়ার ক্রয় করে থাকে। তাই উদ্দীপকে আকিব আহনাফের ব্যবসায়ের শাখা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ব্যাংক অধিক সহযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৩ গুডউইল ব্যাংক লি. ব্যাংক আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করে বাকি টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করে। নির্বিচারে ঋণ প্রদান করায় বেশকিছু ঋণ খেলাপি হয়ে যায়। এতে ব্যাংকের তহবিল সংকট সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ঋণ মঞ্জুর করে। এতে গুডউইল ব্যাংকের তহবিল ও তারল্য উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে তারা ঋণ প্রদানে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করায় ঋণের গুণগতমান বাড়লেও তারল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র কী? ১
খ. বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন মূলনীতি লঙ্ঘনের ফলে গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে? ৩
ঘ. গুডউইল ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম কীভাবে ব্যাংকের তারল্য প্রবাহ ও ঋণ আমানত সৃষ্টিকে প্রভাবিত করছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকে এক শাখা অন্য শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপককে প্রদানের জন্য যে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলে।

খ পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে মাধ্যম বা দলিল ব্যবহৃত হয় সেটাই বিনিময়ের মাধ্যম।
সাধারণত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নগদ অর্থ ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে নোট বা মুদ্রা ইস্যুকরণকে বোঝায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নোট ইস্যুর জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। তাছাড়া নগদ অর্থে লেনদেনও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই লেনদেনে ঝুঁকি হ্রাসে ও লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যু করে। এসব দলিল মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি লঙ্ঘনের কারণে গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।
আমানতকারীদের অর্থ নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করাই নিরাপত্তার মূল কথা। সেটি লঙ্ঘন করলে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ এবং ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।
উদ্দীপকে গুডউইল ব্যাংকটি আমানতের নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করে বাকি টাকা যততত্র নির্বিচারে ঋণ প্রদান করে। ফলে তার ঋণখেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তহবিলের সংকট সৃষ্টি হয়। ব্যাংককে আমানতকারীর অর্থের যততত্র বিনিয়োগ করলে চলবে না। এমন খাতে ঋণদান বা বিনিয়োগ করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময় পর লাভসহ পুঁজি ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এটাই নিরাপত্তা নীতির সারকথা। সুতরাং নিরাপত্তা নীতি লঙ্ঘন করায় গুডউইল ব্যাংকে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে গুডউইল ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ব্যাংকের তারল্য প্রবাহের ওপর নেতিবাচক কিন্তু ঋণ আমানত সৃষ্টির ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।
গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে। অপরপক্ষে সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে উক্ত আমানত হতে পুনরায় ঋণ সৃষ্টিকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।
উদ্দীপকের গুডউইল ব্যাংক লি. বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করলেও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নীতি অনুসরণ না করায় খেলাপির সংখ্যা বেড়ে যায়। এতে ব্যাংকটির তহবিলে সংকট সৃষ্টি হয়। এ তহবিল সংকট মোকাবিলায় ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে।
উদ্দীপকের ব্যাংকটি নির্বিচারে ঋণ প্রদান করায় খেলাপি ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঋণগ্রহীতারা ঋণের অর্থ যথাসময়ে ফেরত না দেয়ায় ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পড়ে তথা তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ ব্যাংকটি গ্রাহকদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাংকটির সুনামের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অপরদিকে অধিক পরিমাণে ব্যাংকটি ঋণ প্রদান করে, যা নগদে দেয়া হয়নি। বরং ঋণগুলো ঋণগ্রহীতার আমানতের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এতে ব্যাংকটি ঐ আমানতগুলোকে আবারও ঋণ সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। ফলে প্রচুর পরিমাণে ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের গুডউইল ব্যাংকের নির্বিচারে ঋণ প্রদান কার্যক্রম ব্যাংকের তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও ঋণ আমানত সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'X' ব্যাংক লি. ও 'C' ব্যাংক ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'X' ব্যাংককে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'C' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখতে হয়। 'C' ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকে 'X' ব্যাংক লি.-কে তার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করতে হয়। 'C' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে 'X' ব্যাংক লি. কোনো কাজ করতে পারে না। *[য. বো. ১৬]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. 'X' ব্যাংক লি.-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ 'C' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

খ দেশের সরকার বা কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো মাঝে মাঝে তারল্য সংকটে পড়ে। এ অবস্থায় সব উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। দেশের অর্থনীতির সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। দেশের সরকারও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের সহায়তা নেয়। এসব ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলে।

গ জমার হার নীতি অনুযায়ী X ব্যাংক লি.-এর আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ C ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হয়। একে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনেই বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

উদ্দীপকে X ব্যাংক-কে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ C ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। X ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও C ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাই ব্যাংক দু'টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির নিয়মানুযায়ী সব বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে তার আমানতের একটি অংশ তারল্য হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। একে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকা থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে বাদ দিয়ে দিতে পারে। তাই বলা যায়, বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবেই X ব্যাংক-কে C ব্যাংকে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত X ব্যাংক ও C ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও অর্থবাজার সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আর বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের আমানত সংগ্রহ এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে X ব্যাংক লি. ও C ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাংক দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। X ব্যাংককে তার আমানতের একটি অংশ C ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। X ব্যাংক লি. C ব্যাংকের নিয়ম-নীতি মেনে চলে। C ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে X ব্যাংক লি. কোনো কাজ করতে পারে না। এখানে X ব্যাংক লি. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং C ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বৈশিষ্ট্যগতভাবেই C ব্যাংক ও X ব্যাংকের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বা বিশেষ আইনবলে গঠিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনই X ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু জনকল্যাণে উদ্দেশ্যে C ব্যাংক পরিচালিত হয়। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে C ব্যাংকের শাখা থাকলেও সারাদেশে X ব্যাংকের শাখা রয়েছে। C ব্যাংক সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু X ব্যাংক-কে C ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। C ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক আর X ব্যাংক এ বাজারের সদস্য। X ব্যাংকের নোট ইস্যু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু C ব্যাংক একচ্ছত্রভাবে নোট ইস্যু করে থাকে। তাই কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে C ব্যাংক ও X ব্যাংক লি.-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. স্বপন তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে চান। তিনি যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেই ব্যাংকের ম্যানেজারকে এ কথা জানানো হলো। ম্যানেজার সাহেব বললেন যে, তারা দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেন তবে তা খুবই সীমিত। কারণ তাদের তহবিলের মুখ্য অংশ হলো চাহিদা আমানত। আমানতকারীদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনো ফেরত না যায় এ বিষয়ে ব্যাংক খুবই সতর্ক থাকে। ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে প্রথমত কিছুটা আহত হলেও মি. স্বপন মনে করছেন এ কথাগুলোর পিছনে তারও স্বার্থ রয়েছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ই-ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ব্যাংকটি যে নীতির ওপর চলছে তা মি. স্বপনের স্বার্থ রয়েছে'- এ উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণদান ও বিভিন্ন আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত নির্ভুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার নামই হলো ই-ব্যাংকিং।

ই-ব্যাংকিং একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের ভূমিকা গৌণ, যন্ত্রের ভূমিকাই মুখ্য। যন্ত্রের সাহায্যেই যাবতীয় ব্যাংকিং কার্য সম্পন্ন করা হয়। এটি ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতির অন্যতম সংস্করণ।

গ উদ্দীপকের ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

সাধারণভাবে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অধিক সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয় বা বিনিয়োগ করে।

উদ্দীপকে মি. স্বপন তার সম্পত্তি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য একটি ব্যাংকে যান। ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ক্ষমতা খুবই সীমিত বলে ব্যাংক ম্যানেজার জানায়। এ ব্যাংক মূলত জনগণের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে এবং জনগণ চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। মি. স্বপন যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেটি জনগণের অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং লাভজনক খাতে ব্যাংকের মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। তাছাড়া এ ব্যাংকটি চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যমও সৃষ্টি করে। এ ধরনের ব্যাংক সাধারণত শাখা ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তার কাজ সম্পাদন করে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

Teachingbd.com

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি তারল্য নীতির ওপর চলছে যাতে মি. স্বপনেরও স্বার্থ রয়েছে।

গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাকে ব্যাংকের ভাষায় তারল্য বলে। ব্যাংক ব্যবসায়ে তারল্য সংরক্ষণ করাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকে মি. স্বপন একজন আমানতকারী। তিনি ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখেন। আমানতকারী হিসেবে মি. স্বপন যেকোনো সময় তার অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারেন বা ফেরত চাইতে পারেন। মি. স্বপনের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার ক্ষমতাই হলো ব্যাংকের তারল্য নীতি।

উদ্দীপকে ব্যাংক যদি চাহিবামাত্র মি. স্বপনের অর্থ ফেরত দিতে না পারে তবে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হবে এবং মি. স্বপনও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর এ কারণেই পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ব্যাংক-কে কিছু তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। তাই বলা যায়, ব্যাংকের তারল্য নীতির ওপর মি. স্বপনেরও স্বার্থ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রনি তার ব্যাংক হিসেবে ৫,০০,০০০ টাকা জমাদান করেন। তার ব্যাংক ঐ অর্থ থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি ১০% রেখে অবশিষ্ট অর্থ জনিকে ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। মি. জনির অর্থের ১০% জমা রেখে ব্যাংক অবশিষ্ট টাকা মি. রকিকে ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হল।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. ব্যাংকের তারল্যনীতি কাকে বলে? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটিতে কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার সৃষ্ট প্রক্রিয়াটি একটি উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাওয়ামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ ও তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনীতিতে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের যোগান দেয়ায় একে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালায়। আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থকে একত্রিত করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন গঠিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক উক্ত মূলধন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে প্রদান করায় তা অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনাটিতে ঋণ আমানত সৃষ্টির যে কৌশলগুলো দেখানো হয়েছে তা হলো– আমানত হতে ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি।

ব্যাংক গ্রাহকের সংগৃহীত আমানত থেকে নগদ ঋণ না দিয়ে ঋণগ্রহীতার হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে। একে ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি বলা হয়।

উদ্দীপকের ব্যাংকটি মি. রনির কাছ থেকে সংগৃহীত ৫ লাখ টাকা আমানতের ১০% তারল্য হিসেবে রেখে বাকি অর্থ মি. জনিকে ঋণ দান করে। ঋণ নগদে না দিয়ে তা মি. জনির ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছে। আবার মি. জনিকে প্রদত্ত ঋণের ১০% ব্যাংক তারল্য হিসেবে রেখে অবশিষ্ট টাকা মি. রকিকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। উল্লিখিত ব্যাংকটি কেবল মি. রনির ৫ লাখ টাকার একটি আমানত থেকে বার বার ঋণ দিয়ে অনেকগুলো ঋণ ও আমানতের সৃষ্টি করেছে। আর এভাবেই ব্যাংকটি আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় কখনই ঋণ মঞ্জুরকৃত সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলন করেনি।

ঘ উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য থেকে উল্লিখিত ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

..... ব্যাংক লিমিটেড
উদ্বৃত্তপত্র (আংশিক)

দায়সমূহ		টাকা	সম্পত্তিসমূহ		টাকা
আমানতসমূহ:			সম্পত্তিসমূহ:		
রনি	৫,০০,০০০		নগদ সঞ্চিতি ১০%		
জনি	৪,৫০,০০০	৯,৫০,০০০	(৫০,০০০ + ৪৫,০০০)		৯৫,০০০
			ঋণ: রনি	৪,৫০,০০০	
			জনি	৪,০৫,০০০	৮,৫৫,০০০
		৯,৫০,০০০			৯,৫০,০০০

প্রশ্ন ▶ ১৭ ফাতেমা বেগম একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। প্রতিনিয়ত তাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর করতে হয়। অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা থাকায় ফাতেমা 'সুরমা ব্যাংক'-এ হিসাব খুলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্কীম সুবিধা ও অর্থ লেনদেনে কার্ড ব্যবহার করতে পারায় ফাতেমা বেগম খুব সন্তুষ্ট। অন্যদিকে প্রতিযোগী ব্যবসায়ী দিপা খন্দকার 'শাপলা ব্যাংক'-এ হিসাব পরিচালনা করছেন। তার লেনদেনে অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন। কিন্তু পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা থাকায় ও আর্থিক সংকট না থাকায় দিপা খন্দকার ব্যাংকটির পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন না। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক নোট কী? ১

খ. ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ২

গ. ফাতেমার ব্যাংক কোন নীতির জন্য গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দিপা খন্দকারের ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটকে ব্যাংক নোট বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক নোট হিসেবে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১,০০০ টাকা নোট প্রচলিত রয়েছে।

খ পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য যে মাধ্যম বা দলিল ব্যবহৃত হয় সেটাই বিনিময়ের মাধ্যম।

সাধারণত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নগদ অর্থ ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে নোট বা মুদ্রা ইস্যুকরণকে বোঝায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নোট ইস্যুর জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। তাছাড়া নগদ অর্থে লেনদেনও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই লেনদেনে ঝুঁকি হ্রাসে ও লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যু করে। এসব দলিল মুদ্রার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের ফাতেমার ব্যাংক আধুনিকায়নের নীতির জন্য গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে।

গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহক সেবা দেয়ার নীতিকে ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতি বলে। এক্ষেত্রে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকের ফাতেমা বেগম একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। প্রতিনিয়ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর করতে হয়। এক্ষেত্রে 'সুরমা ব্যাংক' অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করায় ফাতেমা বেগম উক্ত ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্কীম সুবিধা ও অর্থ লেনদেনে কার্ড ব্যবহার করতে পারায়

http://teachingbd.com

ফাতেমা বেগম খুব সন্তুষ্ট। অর্থাৎ সুরমা ব্যাংক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে আধুনিকায়নের নীতি অনুসরণ করেছে। এর প্রেক্ষিতে ফাতেমা বেগম ব্যবসায়িক লেনদেনে অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধাসহ কার্ড ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।

ঘ উদ্দীপকের দিপা খন্দকারের ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ করে না বিধায় তার ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নয়।

সততার সাথে সর্বোত্তম সেবা দানের মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতে ইতিবাচক অবস্থান সৃষ্টির নীতিকে সুনামের নীতি বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দক্ষ গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুনাম অর্জনের চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকের দিপা খন্দকার শাপলা ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করছেন। তবে ব্যাংকটি লেনদেন পরিচালনায় অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। অর্থাৎ শাপলা ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা থাকায় ও আর্থিক সংকট না থাকায় দিপা খন্দকার ব্যাংকটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন না।

শাপলা ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ব্যবসায় পরিচালনায় পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। একই সাথে তহবিল সংরক্ষণের জন্য তারল্য নীতি অনুসরণ করছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংকটির জন্য সুনামের নীতি অনুসরণ করাও উচিত ছিল। এর ফলে ব্যাংকটি অধিক সংখ্যক গ্রাহক অর্জনে সক্ষম হতো। তবে এ পর্যায়ে শাপলা ব্যাংকটি সুনামের নীতি অনুসরণ না করায় অদূর ভবিষ্যতে ব্যাংকিং প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কেবল ঋণ সুবিধা ও পর্যাপ্ত তারল্য বিবেচনায় করে ব্যাংক পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্তটি দিপা খন্দকারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ চট্টগ্রামের পাইকারি ব্যবসায়ী মি. রিজুর তিস্তা ব্যাংক লি.-এর আগ্রাবাদ শাখায় একটি হিসাব আছে। তিনি একটি পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে তিস্তা ব্যাংক লি.-এর কাছে দশ বছরের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করলে তা প্রদানে ব্যাংক তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানায়। এতে তিনি ব্যাংকটির ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং অন্য একটি ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করেন।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি কী? ১

খ. 'মুনাফা' অর্জন করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন নীতি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কায় তিস্তা ব্যাংক লি. মি. রিজুকে ঋণ প্রদানে অসম্মতি জানায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তিস্তা ব্যাংক লি. কর্তৃক মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা কতটুকু বাস্তবসম্মত বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাকে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ব্যবসায় পরিচালনা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। উচ্চ সুদের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে বাণিজ্যিক ব্যাংক কাজ করে।

গ উদ্দীপকের তিস্তা ব্যাংক লি. মি. রিজুকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কায় এতে অসম্মতি জানায়।

এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকের মি. রিজু চট্টগ্রামের একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি একটি পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে তিস্তা ব্যাংক লি.-এর কাছে ষাট লক্ষ টাকার ঋণ আবেদন করেন। তবে তিস্তা ব্যাংক তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে আবেদনটি বাতিল করে। এক্ষেত্রে তিস্তা ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতিকে অনুসরণ করেছে। ঋণের অর্থ ভবিষ্যতে ফেরত পাওয়া যাবে কিনা তা বিশ্লেষণ করে ব্যাংকটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে ঋণের অর্থের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তা ফেরত পাওয়ায় ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি তিস্তা ব্যাংকের ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতিকে লঙ্ঘন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের তিস্তা ব্যাংক কর্তৃক মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা বাস্তবসম্মত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের আমানতকৃত অর্থ দ্বারা ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করে। এর ফলে গ্রাহক চাওয়া মাত্র ব্যাংক উক্ত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

উদ্দীপকের মি. রিজু পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করতে তিনি তিস্তা ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি ঋণের আবেদন করেন। তবে ঋণের মেয়াদ ও পরিমাণ বিবেচনা করে ব্যাংকটি উক্ত আবেদন বাতিল করে।

তিস্তা ব্যাংক লি. মি. রিজুকে দশ বছর মেয়াদি ঋণ প্রদানে অপারগতা জানায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায় করে থাকে। অর্থাৎ তিস্তা ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় এটি গ্রাহককে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। কেননা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য এ ব্যাংক তার তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। তাই মি. রিজুর দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আবেদন বাতিল করা উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আকাশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত একটি ব্যাংক। ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমানতের ১৯% তারল্য জমা রেখেছে। ব্যাংকিং কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি ব্যাংকটি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সদা তৎপর থাকে। ফলে ব্যবসায়িক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যাংকটি দ্রুতই অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. তারল্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আকাশ ব্যাংক তারল্য জমা রাখার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসায়ের কোন নীতি অনুসরণ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি ব্যাংকিং নীতিমালার আওতাভুক্ত কী? যুক্তি সহকারে মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে না। ঋণগ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে। উক্ত হিসাবে ব্যাংক ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে উক্ত হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

http://teachingbd.com

গ উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংকটি ১৯% তারল্য জমা রাখার মাধ্যমে তারল্য নীতি মেনে চলছে।
ব্যাংক সর্বদাই আমানতকারীদের অর্থের কিছু অংশ তরল সম্পদ হিসেবে রেখে দেয়, যাতে আমানতকারীর চাহিদা সময়মতো পূরণ করতে পারে। এ নীতিকেই তারল্য নীতি বলে।
উদ্দীপকের আকাশ ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তারল্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ১৯% তারল্য জমা রেখেছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ১৯% তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। তবে এটি আকাশ ব্যাংকের জন্য তারল্য সংরক্ষণ ব্যয় বাড়িয়ে দেয় ও সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন হতে ব্যাংকটিকে বঞ্চিত করে। অন্যদিকে তারল্য সংকট ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করে। তাই বলা যায়, সঠিক পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আকাশ ব্যাংকটির তারল্য নীতি মেনে চলছে।

ঘ উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি সঞ্চয় সংগ্রহ নীতির আওতাভুক্ত।
আমানতকারীদের অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সঞ্চয় আমানত সৃষ্টি করে। পাশাপাশি ব্যাংক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিলও সংগ্রহ করে থাকে।
উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি তার অন্যান্য ব্যাংকিং কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে সবসময় তৎপর থাকে। ব্যাংকটি আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। উদ্দীপকে আকাশ ব্যাংক বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এতে জনগণ তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অলস অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয় করে। এভাবে জনগণের অর্থের নিরাপত্তা ও সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যাংক তার মূলধনও গঠন করতে পারছে। তাই আকাশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের কাজটি ব্যাংকিং নীতিমালার আওতাভুক্ত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব খান 'কনিকা লি.'-এর ব্যবস্থাপক। তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য 'পদ্মা ব্যাংক লি.-এর কাছে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে। তবে 'কনিকা লি.' কে ঋণের অর্থ জমার জন্য একটি হিসাব খুলতে বলে। অন্যদিকে, শীতলক্ষ্যা ব্যাংক দেশের গার্মেন্টস খাতে অধিক ঋণ দেয়। কিন্তু খাতটি নানা কারণে খারাপ করায় অনেক ঋণ খেলাপী তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুনাফা থেকে প্রভিশন রাখতে যেয়ে ব্যাংকটির প্রকৃত দায় সম্পদ অপেক্ষা বেশি হয়ে যায়। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকটির পরিচালকদের আমানত খাতে সংগৃহীত অর্থ নয় বরং নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির জন্য চাপ দিচ্ছে।
[ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস কোনটি? ১
খ. গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'পদ্মা ব্যাংক লি.' কর্তৃক ঋণের টাকা নগদে না প্রদান করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংকটির যে নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে তা ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস হলো আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ।

খ গ্রাহককে জানতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফরম হলো KYC (Know Your Customer) ফরম।
ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফরমের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত যে ফরম বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করতে হয় তাই মূলত KYC ফরম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত ফরমের সত্যতা যাচাই করে এতে স্বাক্ষর করে। মূলত ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক এ ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকের পদ্মা ব্যাংক লি. ঋণ আমানত সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করেনি।
ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে, তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে না। ঋণ আমানতি হিসাবের মাধ্যমে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এটি ব্যাংকের জন্য ঋণ আমানতের সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকের জনাব খান কনিকা লি.-এর ব্যবস্থাপক। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি পদ্মা ব্যাংকে চল্লিশ লাখ টাকার ঋণ আবেদন করেন। ব্যাংক আবেদন মঞ্জুর করে কনিকা লি. কে একটি ঋণ আমানতি হিসাব খুলতে বলেন। অর্থাৎ পদ্মা ব্যাংক এ পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের অর্থ নগদে প্রদান করবে না। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করবে। এটি ব্যাংকের জন্য নতুন আমানত সৃষ্টি করবে।

ঘ উদ্দীপকের শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটির ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে বলে আমি মনে করি।
এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে এক ধরনের খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ না দিয়ে তা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে।
উদ্দীপকের শীতলক্ষ্যা ব্যাংক দেশের গার্মেন্টিস খাতে অধিক ঋণ দেয়। তবে খাতটি নানা কারণে ভালো করতে পারে না। এর ফলে ব্যাংকটির ঋণ খেলাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটি ঋণদানের ক্ষেত্রে কেবল একটি খাতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে।
শীতলক্ষ্যা ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগের নীতি লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে ব্যাংকটির খেলাপী ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। উক্ত পরিস্থিতিতে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ায় আমানতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এতে শীতলক্ষ্যা ব্যাংকটির অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ যমুনা ব্যাংকে ৫০,০০০ টাকা জমা দিতে গিয়ে বন্যা জানতে পারল এ অর্থ থেকেই ব্যাংকটি অন্যদের ঋণদান করে। বন্যার জমাকৃত অর্থ থেকে যদি পরবর্তীতে আরও দুই জনকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের SLR ২০%।
[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? ১
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কীভাবে তারল্য বজায় রাখে? ২
গ. বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারে যমুনা ব্যাংক কোন কৌশল অবলম্বন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বন্যার অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণগ্রহীতাদের প্রদত্ত ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ।

খ আমানতকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ হিসেবে তহবিল জমা রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক তারল্য বজায় রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো গ্রাহকদের আমানত। এ আমানত চাহিবামাত্র গ্রাহককে ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। আমানতের নির্দিষ্ট একটি অংশ নগদ হিসেবে জমা রেখে বাকিটুকু ব্যাংক ঋণ দেয়। নির্দিষ্ট নগদ দ্বারা চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধে ব্যাংক সমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারে যমুনা ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করেছে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের কিছু অংশ গ্রাহকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য নগদে সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ ঋণ দেয়, যা পুনরায়

http://teachingbd.com

আমানতের সৃষ্টি করে। আর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টির এ কৌশল ঋণ আমানত নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের বন্যা যমুনা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে গিয়ে জানতে পারল ব্যাংকটি সংগৃহীত আমানত থেকেই অন্যদের ঋণদান করে। তবে ব্যাংকটি এ আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে রেখে বাকিটুকু ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে, যমুনা ব্যাংক ঋণের অর্থ নগদে প্রদান করে না। আমানত হিসাবের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে যার ফলে প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পুনরায় আমানত হিসেবে জমা হয়, যা যমুনা ব্যাংকের জন্য প্রদত্ত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে। আর এভাবেই বারবার ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে যমুনা ব্যাংক বন্যার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

ঘ উদ্দীপকের বন্যার জমাকৃত অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টির কৌশলকে ঋণ আমানত বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ আমানত তৈরি করে।

উদ্দীপকের বন্যা যমুনা ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখে। ব্যাংকটি উক্ত আমানতের ২০% তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করে। বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ যমুনা ব্যাংক বন্যার আমানত থেকে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

বন্যার অর্থ থেকে যমুনা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তা আমরা গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে নির্ণয় করতে পারি।

আমরা জানি,

$$DD_m = \frac{১}{R_r}$$

$$= \frac{৫০,০০০}{০.২০}$$

= ২,৫০,০০০ টাকা

এখানে,

DD_m (Demand Deposit multiplier) = গুণিত আমানত

Rr (Required Liquidity reserve ratio) = প্রয়োজনীয় তারল্য জমার অনুপাত = ২০%

১ (Amount of Taka) = টাকার পরিমাণ = ৫০,০০০ টাকা

সুতরাং, যমুনা ব্যাংক বন্যার ৫০,০০০ টাকা থেকে ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ Care Bank সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তাদের মূল শ্লোগান হলো 'সেবাই প্রথম'। বর্তমানে ব্যাংকটি গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ দিয়ে, অধিক শাখা স্থাপন করে, আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য করে সেবা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা যেমন : অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি প্রদানের পরিকল্পনা করছে। যদিও উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান ব্যয়সাপেক্ষ, তবু তারা মনে করছে তাদের এই পরিকল্পনা ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. ঋণ আমানত সৃষ্টি কাকে বলে? ১

খ. মুনাফা অর্জন করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কেন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. Care Bank তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম কোন নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে যে সমস্ত পরিকল্পনা করছে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ্ধতিতে সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসেবে স্থানান্তরপূর্বক আবার নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হলো ন্যূনতম ঝুঁকিতে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

স্বল্পহারে স্থায়ী, সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ সংগৃহীত অর্থ উচ্চহারে ঋণ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে, যা এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত Care Bank তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম আধুনিকায়ন নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করছে।

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন গ্রাহক সেবা সৃষ্টির কাজে জড়িত ব্যাংকের নীতি হলো আধুনিকায়নের নীতি। অনালাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং, Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম সেবা চালু এ নীতির সমর্থন করে।

উদ্দীপকের Care Bank একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। সর্বোত্তম সেবা দেয়ার জন্য Care Bank গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ দিচ্ছে। ব্যাংকটি গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা চালু করার জন্য পরিকল্পনা করছে। যেমন: অনলাইন ব্যাংকিং, হোম ব্যাংকিং, Q-Cash, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি। এসব আধুনিক ব্যাংকিং সেবা আধুনিকায়নের নীতিকে সমর্থন করে। গ্রাহক সর্বোত্তম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে সময় ও শ্রম সাশ্রয় করতে পারছে। নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে সুবিধাজনক স্থান হতে সুবিধাজনক সময়ে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারছে। এভাবে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাংক আধুনিকায়নের নীতি ব্যবহার করে। এ থেকে বলা যায়, Care Bank সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করার জন্য সেবার নীতি অনুসরণ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত Care Bank তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং পরিকল্পনা করছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা ধরনের আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করছে।

উদ্দীপকের Care ব্যাংকটি তার গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। কারণ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী হিসাবের ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া অধিক শাখা স্থাপন করে আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য করে সেবা প্রদান করছে। এভাবে দোরগোড়ায় আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিচ্ছে।

বর্তমানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে আধুনিকায়ন নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর এ ব্যাংকের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই উন্নত ব্যাংকিং সেবা ব্যয়সাপেক্ষ জেনেও এ পরিকল্পনা Care ব্যাংকের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত Care ব্যাংকটি তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনে যেসব পরিকল্পনা করছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী বেকায়দায় পড়ে তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে দিয়েছে। ফলে ব্যাংকের ঋণের টাকা ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন দিচ্ছে।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংক হার নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. সুখী ব্যাংক লি. বর্তমানে কি সমস্যায় পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংকটির কী একক ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

http://teachingbd.com

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে জড়িত থাকে তাকে ব্যাংক বলে।

খ যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র প্রভৃতি বাট্টা করে তাকে ব্যাংক হার বলে।
এ হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো ব্যাংক হার নীতি। ব্যাংক হার বাড়ালে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে। অনুরূপভাবে ব্যাংক হার কমালে বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

গ উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. বর্তমানে তারল্য ঘাটতিতে পড়েছে।
চাওয়া মাত্র নগদে গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতাই হলো তারল্য। তারল্য নীতি অনুযায়ী আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। কেননা গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করতে যেয়ে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের প্রতি তার আস্থা নষ্ট হয়। এতে ব্যাংক তার সুনাম হারাতে পারে।
উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত থাকায় শীত পোষাকের চাহিদাও কম ছিল। এর ফলে ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এতে সুখী ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের টাকা ঠিক মতো আদায় করতে পারছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য আবেদন করছে। অর্থাৎ সুখী ব্যাংক সংঘটিত পরিস্থিতিতে তারল্য সংকটে পড়েছে। যার ফলে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটির ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী একক ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয় নি।
ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করে। এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংক এক ধরনের খাতে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে না।
উদ্দীপকের সুখী ব্যাংক লি. কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী লোকসানের সম্মুখীন হয়। এর ফলে তারা ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এতে সুখী ব্যাংকের দেয়া ঋণের অর্থ আদায় হচ্ছে না। অর্থাৎ সুখী ব্যাংকটি একটি মাত্র খাতে সমস্ত ঋণ দেয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
এ ক্ষেত্রে ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি প্রয়োগ করলে সুখী ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত পেতে পারতো। অর্থাৎ একের অধিক খাতে বিনিয়োগ করলে একটি খাতের ক্ষতি অন্য সব খাতের মুনাফা দ্বারা সমন্বয় করতে পারতো। এতে সুখী ব্যাংকে তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হতো না। সুতরাং ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে একটি খাতে বিনিয়োগ করা সুখী ব্যাংকের জন্য যৌক্তিক হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন হিসাবে মানুষের গচ্ছিত টাকা নিয়মানুযায়ী সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু দেখা যায়, মঞ্জুরকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা গ্রাহক একবারেই ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি ও বেশি পরিমাণ ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলো একটি অভিনব প্রক্রিয়ায় ঋণের বিপরীতে আমানত এবং আমানতের বিপরীতে ঋণ তৈরি করছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসুবিধাও সৃষ্টি হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. শেয়ার অবলেখন কী? ১
খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়' —বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির উপায় আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এই ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমার কারণগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমিশনের বিনিময়ে শেয়ার বিক্রির যাবতীয় কার্য সম্পাদনকে শেয়ার অবলেখন বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী।
বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্প লাভে আমানত সংগ্রহ করে অধিক লাভে ঋণ দেয়। এ ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো আমানত। যার অধিকাংশই চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে এ অর্থ ঋণ দিতে পারে না। যে কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়।

গ উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকৃত অর্থ থেকে তারল্য হিসেবে কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে। বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। তবে প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান না করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। এটি ব্যাংকের জন্য ঋণ থেকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাবের আমানতকৃত অর্থ থেকে নিয়ম অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ করে। বাকি অর্থ জনগণকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে। তবে মঞ্জুরিকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা ঋণগ্রহীতা একবারে উত্তোলন করে না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করতে ব্যাংকগুলো একটি অভিনব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এটি ঋণ আমানত সৃষ্টি নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণের অর্থ প্রদান করায় তা পুনরায় ব্যাংকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর উক্ত আমানত থেকে ব্যাংকগুলো পুনরায় ঋণ প্রদান করে। বারবার এ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা কমার কারণ হিসেবে এ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করা যায়।
বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অধিক মুনাফা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে বেশি পরিমাণ ঋণ প্রদান করে থাকে। যা ব্যাংকের অপর্যাপ্ত নগদ তহবিলের কারণ।
উদ্দীপকের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনগণকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। তবে মঞ্জুরীকৃত ঋণের সম্পূর্ণটা গ্রাহক একবারেই হিসাব থেকে উত্তোলন করে না। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংকগুলো ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যার ফলে ব্যাংকের জমাকৃত অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণের বিপরীতে আমানত তৈরি করে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।
উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ব্যাংকগুলোর জন্য বাধার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ আমানত থেকে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে অপর্যাপ্ত নগদ তহবিলের তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও ব্যাংকগুলোর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণযোগ্য আমানত থাকলেও উপযুক্ত জামানতের অভাবে এ ঋণ আমানত প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতি প্রয়োগ করলেও এ প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণগুলোই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বাধাস্বরূপ।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ পদ্মা ব্যাংকে ১,৫০,০০০ টাকা জমা দিতে গিয়ে সীমা জানতে পারল এ অর্থ থেকেই ব্যাংকটি অন্যদের ঋণদান করে। সীমার জমাকৃত অর্থ থেকে যদি পরবর্তীতে আরও দুইজনকে ঋণ দেয়া হয় তাহলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকের SLR ২০%। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ২

গ. সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পদ্মা ব্যাংক কোন কৌশল অবলম্বন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সীমার অর্থ থেকে পদ্মা ব্যাংক কত টাকার আমানত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো ঋণের সুদ।

খ ব্যাংক একজনের জমাকৃত অর্থ অন্যজনকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে একে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে। বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে ব্যবসায় পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকের সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পদ্মা ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক একই অর্থ থেকে বারবার আমানত সৃষ্টি করে থাকে। যা ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একেই ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

উদ্দীপকের সীমা পদ্মা ব্যাংকের টাকা জমা দিতে গিয়ে জানতে পারল ব্যাংকটি এ অর্থ থেকেই অন্যদের ঋণদান করে। এক্ষেত্রে পদ্মা ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে তখন তা নগদে প্রদান করে না। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। এতে ঋণ থেকে নতুন আমানতের সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটি উক্ত আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে জমা রাখে। বাকিটুকু ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ঋণ দেয়। আর এভাবেই বারবার ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে পদ্মা ব্যাংক সীমার অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ঘ সীমার অর্থ থেকে পদ্মা ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তা নিম্নে নির্ণয় করা হলো–

আমরা জানি, $DD_m = \frac{I}{R_r}$

এখানে,

DD_m = (Demand Deposit Multiplier) = গুণিত আমানত

R_r = (Required Liquidity reserve Ratio) = প্রয়োজনীয় তারল্য জমা অনুপাত = ২০% বা ০.২০

I = (Amount of initial Deposit) = ১,৫০,০০০ টাকা

$\therefore DD_m = \frac{১,৫০,০০০}{০.২০} = ৭,৫০,০০০$ টাকা

সুতরাং পদ্মা ব্যাংক সীমার ১,৫০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭,৫০,০০০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সুমন একজন চা ব্যবসায়ী। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে ৩০০ প্যাকেট চা পাতা ক্রয় করেন। বৈদেশিক ব্যবসায়ের জন্য জনাব সুমন AB ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তার প্রাপ্য অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. জনাব সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন– তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব অমলের অর্থ প্রাপ্তিতে AB ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে উক্ত আমানত থেকে যে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণ গ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন তা হলো প্রত্যয়পত্র।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকারকের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়। আমদানিকারক তার বাণিজ্যিক চুক্তির শর্তানুযায়ী নিজ দেশের ব্যাংকে রপ্তানিকারকের নামে প্রত্যয়পত্র খোলেন।

উদ্দীপকের জনাব সুমন একজন চা ব্যবসায়ী। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে ৩০০ প্যাকেট চা পাতা ক্রয় করেন। অর্থাৎ জনাব সুমন এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়েছেন। এজন্য জনাব সুমন AB ব্যাংকে একটি দলিল ইস্যু করেছেন। এর প্রেক্ষিতে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তার পাওনা অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ জনাব সুমনের পক্ষে AB ব্যাংক জনাব অমলকে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে, যা প্রত্যয়পত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, জনাব সুমন যে দলিলের মাধ্যমে বাকিতে চা পাতা ক্রয় করেছেন তা প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকের জনাব অমলের অর্থ প্রাপ্তিতে AB ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে আমদানিকারক ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যাংক তা পরিশোধ করে।

উদ্দীপকের জনাব সুমন ভারতের চা ব্যবসায়ী জনাব অমলের কাছ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করেন। উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতে জনাব সুমন AB ব্যাংকে একটি প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব সুমনের পক্ষে জনাব অমলকে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

AB ব্যাংকের মাধ্যমে জনাব সুমন বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারছে। অন্যদিকে জনাব অমল পণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাচ্ছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে AB ব্যাংক জনাব সুমনের হয়ে জনাব অমলকে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এ পর্যায়ে জনাব সুমন মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে AB ব্যাংক জনাব অমলকে তা পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, জনাব অমলের রপ্তানি মূল্য প্রাপ্তিতে AB ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে নগদ অর্থ সংকট সৃষ্টি হয় এবং ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা দিতে ও সময়মতো আমানতকারীদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। এক সময় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সুনামও হারিয়ে ফেলে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকে ইতিহাস ব্যাংক কোন নীতি লঙ্ঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে এখন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ না করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করলে তা ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি করে।

এ প্রক্রিয়ায় ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে পুনরায় ঋণের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বাজারে ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। কেননা প্রতিটি ঋণই আমানতের সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক তারল্য নীতি লঙ্ঘন করেছে।

গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে ব্যাংকটিতে নগদ অর্থের সংকট সৃষ্টি হয়। ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা দিতেও সময়মতো আমানতকারীদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। যা মূলত ইতিহাস ব্যাংকটি যথার্থ তারল্য নীতি অনুসরণ না করায় তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি নগদ অর্থ ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারেনি। ফলে ব্যাংকে নগদ অর্থের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। যা ব্যাংকটির জন্য তারল্য ঘাটতি। আর এ তারল্য ঘাটতির কারণেই ইতিহাস ব্যাংকটি আমানতকারীদের চাহিবামাত্র অর্থ পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য রাখা উচিত।

প্রতিষ্ঠান অধিক তারল্য সংরক্ষণ করলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মুনাফাও কমে যায়। আবার কম তারল্য সংরক্ষণ করলে প্রতিষ্ঠান দায় পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তাই মুনাফা ও তারল্য কাম্য স্তরে রাখার জন্য উভয় বিষয়ে ভারসাম্য রাখতে হয়।

উদ্দীপকের ইতিহাস ব্যাংক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় আমানতের সম্পূর্ণ অর্থ ঋণ দেয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে তারল্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। ব্যাংকটি গ্রাহক সেবা ও আমানতকারীদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। এক সময় ব্যাংকটি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সুনাম হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ইতিহাস ব্যাংকটি তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিহাস ব্যাংকটি পুনরায় সুনাম অর্জনে তারল্য ও মুনাফার মধ্যে কাম্য ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে ব্যাংকে গ্রাহকদের চাহিবামাত্র অর্থ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থ সংরক্ষিত থাকবে। যা গ্রাহক সন্তুষ্টি বিধানে সহায়ক হবে। অন্যদিকে কাম্য মাত্রায় মুনাফা অর্জনকে নিশ্চিত করতে আমানতের বাকি অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে। ইতিহাস ব্যাংকের সুনাম পুনরুদ্ধারে যা যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮

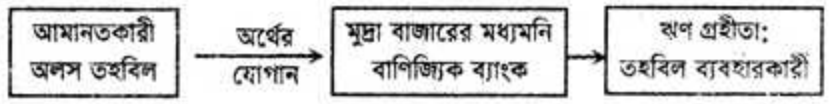

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎস কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাগে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ঋণ সম্প্রসারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার" বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো প্রদত্ত ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ।

খ সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ দিয়ে এবং উক্ত ঋণ থেকে নতুন করে আমানত সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক তার গ্রাহককে মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ নগদে দেয় না। একটি আমানত হিসাবের মাধ্যমে ঋণকৃত অর্থ দিয়ে থাকে। এটি ব্যাংকের জন্য পুনরায় নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে ঋণ সম্প্রসারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহক থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এ ব্যাংক সংগ্রহ করা আমানত থেকে ঘাটতি তহবিলের বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের উল্লেখ চিত্রটির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকটি অলস তহবিলের মালিকদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এটি ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলধন। এই মূলধন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে তা বাণিজ্যিক 'ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে।

ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনীতিতে মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি হিসেবে কাজ করায় 'বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার' –বক্তব্যটি যথার্থ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে ঋণ দেয়। অর্থের উপযোগ বৃদ্ধিতে এ প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থের মধ্যস্থতা করছে। অর্থাৎ অর্থের উপযোগ সৃষ্টি করছে। তাই মুদ্রা বাজারের মধ্যমনি হিসেবে ব্যাংকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে। তবে মুদ্রার যাবতীয় লেনদেন (সঞ্চয়, সংগ্রহ, মূলধন গঠন, ঋণদান, চেক ইস্যু ইত্যাদি) বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর স্বল্পমেয়াদি অর্থের চাহিদা পূরণে বাণিজ্যিক ব্যাংক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ A ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে B ব্যাংক আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে B ব্যাংক ব্যর্থ হচ্ছে। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের A ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. B ব্যাংকের সমস্যা সমাধানে তোমার পরামর্শ কী? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদি বাট্টা করে তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের অর্থ নগদে প্রদান না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে ঋণ থেকে আমানতের তৈরি করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের সংগৃহীত আমানত থেকে ঋণ দেয়। তবে তা একটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণের অর্থ ব্যাংকে পুনরায় জমা হয়, যা আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের A ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের' কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কার্যক্রমের নির্ধারিত শর্তাবলি মেনে চলে।

উদ্দীপকে A ব্যাংকের অধীনে B ব্যাংক তালিকাভুক্ত। B ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণ দানের ক্ষেত্রে A ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ তালিকাভুক্ত B ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। অন্যদিকে A ব্যাংকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় B ব্যাংকটি A ব্যাংকের শর্তাবলি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তাবলি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের সীমা বেঁধে দেয়, যা উদ্দীপকের A ব্যাংকটির কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের B ব্যাংক নগদ অর্থের সংকট সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করতে পারে।

তারল্য নীতি বলতে গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধে কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের নীতিকে বোঝায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায় পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের B ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে ব্যাংকটি ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি যথার্থ তারল্য নীতি অনুসরণ করছে না।

B ব্যাংকটি সংঘটিত সমস্যা সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারে, যা দ্বারা গ্রাহকদের উত্থাপিত চেকের অর্থ ব্যাংকটি পরিশোধ করতে পারবে। অন্যদিকে সংগৃহীত আমানতের বাকি অংশ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ B ব্যাংকটির তারল্য ঘাটতির সমাধানে তারল্য নীতি অনুসরণ করাই উপযুক্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাণিজ্যিক ব্যাংক অভিনব পন্থায় সংগৃহীত আমানতের নির্দিষ্ট অংশ তারল্য হিসাবে সংরক্ষণ করে। এ সংগৃহীত আমানতের বাকি অংশ ঋণ দেয়। কিন্তু এ ঋণের অর্থ সরাসরি প্রদানে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। এজন্য এ অর্থ সরাসরি না দিয়ে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক আমানত হতে ঋণ এবং ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি হয়। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আমানত ঋণ ও আমানত সৃষ্টি বলতে কী বোঝ? ১

খ. ঋণ আমানত সৃষ্টির কৌশল বর্ণনা করো। ২

গ. বহুগুণিত পদ্ধতিতে কীভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা বিরাজ করতে পারে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানত ঋণ ও আমানত সৃষ্টি উভয়ই ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি নগদে ঋণ না দিয়ে ঋণ হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ প্রদান করে ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

এ প্রক্রিয়ায় আমানত থেকে ঋণ ও ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংক আমানতকৃত অর্থের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অংশ ঋণ দেয়। এ ঋণ নগদে না দিয়ে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। যা ব্যাংকের জন্য নতুন আমানতের সৃষ্টি করে। আর এ আমানতের ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য রেখে ব্যাংক পুনরায় ঋণ দেয়। যা আমানত থেকে ঋণের সৃষ্টি করে।

গ বহুগুণিত পদ্ধতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলতে সংগৃহীত আমানতকে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বহুগুণে পরিণত করাকে বোঝায়।

বহুগুণিত পদ্ধতিতে ঋণ আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

ধরি, ব্যাংকের তহবিল থেকে 'ক' কে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা নগদে না দিয়ে আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত আমানত থেকে নগদ জমা সঞ্চিতি আবশ্যকতা (CRR) ও বিধিবদ্ধ তারল্য হার (SLR) হিসেবে মনে করি। মোট ২০% জমা রেখে বাকি ৮,০০০ টাকা আবার 'খ' কে এভাবে প্রতিবার (CRR ও SLR) জমা রেখে ঋণ দেয়া হয়েছে। ঋণ আমানত প্রক্রিয়ায় ১০,০০০ টাকা ঋণ থেকে নিম্ন পরিমাণ ঋণ আমানতের সৃষ্টি হবে–

$$\therefore \text{বহুগুণিত চাহিদা আমানত সৃষ্টি হবে} = \frac{১}{\text{বিধিবদ্ধ তারল্য}}$$

$$= \frac{১}{২০\%} = \frac{১}{\frac{২০}{১০০}}$$

$$= \frac{১ \times ১০০}{২০} = ৫ \text{ গুণ}$$

∴ সর্বোচ্চ ঋণ আমানত সৃষ্টি হবে = ১০,০০০ × ৫ = ৫০,০০০ টাকা।

সুতরাং, বহুগুণিত পদ্ধতিতে আমানতকে এ পর্যায়ে ৫ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

ঘ আমানত থেকে ঋণ এবং উক্ত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু আবশ্যক শর্ত রয়েছে। উক্ত শর্তাবলি পূরণ না হলে ঋণ আমানত প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের অসংখ্য শাখা থাকতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকিং সুবিধা জনগণের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হবে। বাজারে অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি হতে হবে কার্যকর ও প্রগতিশীল।

উপর্যুক্ত শর্তসমূহ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। তবে অর্থনীতিতে সবসময় এসব শর্ত একসাথে বিরাজ করে না, যা ঋণ আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩১ রূপসা ব্যাংক লি. দেশের শীর্ষ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ী রাজিব আহমেদের এই ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। সম্প্রতি সে ব্যবসায় সম্প্রারণের জন্য রূপসা ব্যাংক থেকে নিয়মানুযায়ী আর একটি নতুন হিসাব খোলে এবং ২০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উক্ত অর্থ বাবদ ব্যাংক রাজিবকে একটি চেক প্রদান করে। রাজিব সূত্রাপুরে একটি নতুন গুদাম ভাড়া নেয় এবং ভাড়া বাবদ উক্ত চেকটি গুদাম মালিক হাসানকে দেয়। হাসান সানশাইন ব্যাংকে চেকটি জমা দেয়।

[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. তারল্য নীতি কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মধ্যমণি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩

ঘ. ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থবাজারে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কী? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য সংরক্ষণে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তাকে তারল্য নীতি বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ বাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

অর্থবাজারে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহণ, চেক, বিনিময় বিল এবং প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে যে কেউ স্বল্পমেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এসব কাজ সম্পাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থবাজারের মধ্যমণি বলা হয়।

গ উদ্দীপক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে চেক, বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের অর্থ আদান-প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব রাজিব আহমেদ রূপসা ব্যাংক লি.-এর একজন গ্রাহক। তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। রূপসা ব্যাংক লি.-এর প্রধান কাজ হলো আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান করে মুনাফা অর্জন করা। এছাড়া লেনদেনকে সহজ করার লক্ষ্যে রূপসা ব্যাংক লি. বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। এতে জনাব রাজিবের মতো ব্যবসায়ীরা সহজেই লেনদেন করতে পারেন, যা ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়ায় উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থবাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক অর্থনৈতিক লেনদেনে গতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেকসহ বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রাজিব রূপসা ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণে ঋণের প্রয়োজনে তিনি রূপসা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, যা ব্যাংক একটি নতুন হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। তবে ঋণের অর্থ ব্যাংক রাজিবকে চেকের মাধ্যমে প্রদান করে।

জনাব রাজিব গুদাম ভাড়া দেয়ার জন্য রূপসা ব্যাংকের চেকটি গুদাম মালিক হাসানকে দেন, যা অর্থনীতিতে একই মূলধন বারবার আবর্তনের মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। পরবর্তীতে গুদাম মালিক হাসান ঐ চেকটি সানশাইন ব্যাংকে জমা দেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ থেকে গুদাম ভাড়া এবং সর্বশেষে তা অন্য ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে এ ঋণ অর্থনীতির প্রতিটি পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। এভাবে অর্থের গতিশীলতা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টি ও ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এ বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন অর্থবাজারের ইতিবাচক পরিবর্তনের নামান্তর।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মণিষা তিস্তা ব্যাংকে ২৪,০০০ টাকা আমানত হিসাবে জমা রাখল। এ ব্যাংকটি জনগণের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকটি ১২% নগদ জমার হার স্থির করে। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. ব্যাংক তারল্য কী? ১

খ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ব্যাংক? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকটি কত টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে নির্ণয় পূর্বক আমানত হতে ঋণের সৃষ্টি এবং ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাদেরকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।

খ দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রক্রিয়া সৃষ্টি করাকে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক মূলত অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এসব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তিস্তা ব্যাংক কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে তা অধিক সুদে ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে। আর এসব কাজের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উদ্দীপকের মণিষা তিস্তা ব্যাংকে ২৪,০০০ টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখলো। অর্থাৎ মণিষা তিস্তা ব্যাংকের একজন আমানতকারী। আমানতকৃত অর্থের বিপরীতে তিনি তিস্তা ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদ পাবেন। তবে ব্যাংকটি মণিষার অর্থকে বিনিয়োগ করে অধিক হারে মুনাফা করবে, যা মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, তিস্তা ব্যাংকটি তাদের কাজের ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ আমরা জানি,

$$\text{গুণিত আমানত, } DD_m = \frac{\text{টাকার পরিমাণ, } I}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য জমা অনুপাত, } R_r}$$

এখানে, $I = ২৪,০০০$ টাকা; $R_r = ১২\%$

$$\therefore DD_m = \frac{২৪,০০০}{০.১২} = ২,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

তিস্তা ব্যাংক মণিষার জমাকৃত অর্থ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকার ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারবে।

তিস্তা ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটি প্রাথমিকভাবে মণিষার আমানতকে ব্যবহার করেছে। পরবর্তীতে এ আমানতের ১২% (২,৮৮০ টাকা) ব্যাংকটি বিধিবদ্ধ তারল্য হিসেবে জমা রেখে বাকি (২১,১২০) টাকা ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবে। তবে ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ করবে না। চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করায় তা ঋণগ্রহীতা নগদায়ন করতে চেকটি তিস্তা ব্যাংকে জমা দিবে। যার ফলে ঋণের অর্থ পুনরায় ব্যাংকটিতে নতুন আমানতের সৃষ্টি করবে। বারবার এ প্রক্রিয়া চালিয়ে তিস্তা ব্যাংকটি আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টি করবে।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সঞ্চয় ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণদানসহ বিভিন্ন বিনিময়মূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। বিদেশ ফেরত জনাব শাকিল মুন্সিগঞ্জ শাখায় একটি হিসাব খুলে প্রচুর অর্থ জমা রাখেন, যা ব্যাংকের মাধ্যমে তার এক বন্ধু জেনে যান এবং তার নিকট টাকা ধার চান। এতে জনাব শাকিল ব্যাংকটির ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং তার হিসাবের সব টাকা উত্তোলন করে নেন। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. চেইন ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি জনাব শাকিলের জমাকৃত অর্থের তথ্য প্রকাশ করে কোন নীতিটি ভঙ্গ করেছে? এ অবস্থায় ব্যাংকটির করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে কতগুলো ব্যাংক নিজেদের সত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করলে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।

খ ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে উক্ত অর্থ থেকে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে কিছু অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। তাই বলা হয় যে, ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে।

গ উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক লি. কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যমে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদি সৃষ্টি করে লেনদেনকে সহজ করে।

উদ্দীপকের সঞ্চয় ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন বিনিময়মূলক কর্মকাণ্ডও সম্পাদন করে। উক্ত কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সঞ্চয় ব্যাংক লি. এর কার্যাবলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সঞ্চয় ব্যাংক লি. একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি জনাব শাকিলের জমাকৃত অর্থের তথ্য প্রকাশ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি ভঙ্গ করেছে।

ব্যাংকের গোপনীয়তার নীতি অনুযায়ী ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখে। অর্থ-সম্পদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অসমর্থ হলে ব্যাংক গ্রাহকের আস্থা হারায়।

উদ্দীপকের বিদেশফেরত জনাব শাকিল সঞ্চয় ব্যাংক লি.-এর মুন্সিগঞ্জ শাখায় একটি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে প্রচুর অর্থ জমা রাখেন। তবে ব্যাংকের মাধ্যমে তার এক বন্ধু এ তথ্য জানতে পারেন। পরবর্তীতে জনাব শাকিলের কাছে তার বন্ধু টাকা ধার চান। ফলে ব্যাংকের ওপর জনাব শাকিল ক্ষুব্ধ হন এবং হিসাবের সব টাকা তুলে নেন।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সঞ্চয় ব্যাংক জনাব শাকিলের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের আস্থা হারিয়েছে। ফলে সঞ্চয় ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। অর্থাৎ সঞ্চয় ব্যাংক গোপনীয়তার নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের আস্থা পুনরুদ্ধারে ব্যাংকটিকে গ্রাহকের হিসাবের তথ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কাউকে সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সঞ্চয় ব্যাংকটি গ্রাহকের আস্থা ফিরে পাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ মিস্টার শফিউজ্জামান খান পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের এমডি। তিনি প্রধানত তার গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি শুধু ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মূলধন গঠন করেন না, বরং বিভিন্ন বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. তহবিল কি? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিল বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম কোন খাতের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন? আলোচনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক হলো ধার করা অর্থের ধারক, উক্তিটি মিস্টার শফিউজ্জামান খানের প্রতিষ্ঠান অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত বিভিন্ন উৎস (নিজস্ব তহবিল, ধার করা তহবিল) থেকে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণকে তহবিল বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংকের তহবিল বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের অর্থ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। সাধারণত জনগণের কাছে থাকা অলস অর্থ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তহবিল গঠন করে।

গ মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম আমানত সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করেন।

গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের জন্য আমানত। এই ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ধার করা তহবিল গঠন করে। অর্থ গ্রাহক চাওয়া মাত্র ফেরত দিতে হয়। আমানতের অর্থ ব্যাংকের জন্য এক ধরনের ধার করা তহবিল।

উদ্দীপকের আলোকে মিস্টার শফিউজ্জামান খান পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের এমডি। তিনি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করেন। উক্ত আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। তিনি এই অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। সুতরাং বলা যায়, মিস্টার শফিউজ্জামান খান সর্বপ্রথম গ্রাহকের আমানতি অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মিস্টার শফিউজ্জামান খানের পূবালী ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক।

ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। এছাড়া ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল গঠন করে। মূলত ব্যাংক তহবিলের ওপরই ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে।

উদ্দীপকে মিস্টার শফিউজ্জামান খানের পূবালী ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য তিনি গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত নেন। তিনি এই অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি বাহ্যিক উৎস যেমন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রাবাজার থেকেও তহবিল সংগ্রহ করেন। ব্যাংকটি নিজস্ব তহবিল থেকেও মূলধন গঠন করে।

তাই বলা যায় যে, উপরিউক্ত ব্যাংকটি মূলধন গঠনে ধার করা অর্থ ও নিজস্ব তহবিলের ওপর নির্ভর করে। তবে ব্যাংকটি ধার করা অর্থের ওপর বেশি নির্ভরশীল। সুতরাং, যৌক্তিকভাবেই বলা যায় যে ব্যাংক হলো ধার করা অর্থের ধারক।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৩৫ 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেক দিন যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এলাকার লোকজনের সুবিধার কথা চিন্তা করে 'চিত্রা ব্যাংক' মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে এখানে একটি ব্যাংক আছে। এ ব্যাংক অন্য কোনো স্থানে শাখা খুলতে পারে না। *[বান্দরবান সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া উচিত নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. কপোতাক্ষ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করায় তা দীর্ঘমেয়াদে বিতরণ করা উচিত নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত আমানত ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। এ ব্যাংকের তহবিলের মুখ্য উৎস হলো আমানত। যার অধিকাংশই চাহিবামাত্র ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে এ অর্থ ঋণ দিতে পারে না। যে কারণে এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত চিত্রা ব্যাংক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংক বলতে এমন ব্যাংককে বোঝায় যা অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখে। এসব ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের চিত্রা ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেক দিন যাবৎ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর কথা বিবেচনা করে চিত্রা ব্যাংক মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত শাখা ব্যাংকই একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। চিত্রা ব্যাংক একটি প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে চিত্রা ব্যাংক হলো একটি শাখা ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের কপোতাক্ষ ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক। তাই একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ ব্যাংক নতুন শাখা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

একক ব্যাংক ব্যবস্থায় শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ব্যাংকটির কার্য পরিসর সীমিত হয়।

উদ্দীপকে কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের উল্লেখ রয়েছে। তবে এ ব্যাংকটি একক ব্যাংক হওয়ায় অন্য কোথাও নতুন শাখা খুলতে পারে না।

উল্লেখ্য কপোতাক্ষ ব্যাংকটি নতুন শাখা স্থাপনের অধিকার রাখে না। কারণ এ ব্যাংকটি একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেবল একটি অফিসের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সুতরাং, একক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে কপোতাক্ষ ব্যাংক এর নতুন শাখা স্থাপনে পরিলক্ষিত ব্যর্থতা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মুনস্টার ব্যাংক লি. ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দিয়ে সবার নজরে চলে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে এখন গ্রাহকদের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে ব্যাংকটিকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. ATM কী? ১

খ. 'বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন নীতি ভঙ্গ করার কারণে মুনস্টার ব্যাংক গ্রাহকদের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মুনস্টার ব্যাংক লি. কে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হিসাব ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে ATM বলে।

খ ঋণগ্রহীতাকে দেয়া অর্থ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করে। তখন সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে না। ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংক উক্ত হিসাবে ঋণের অর্থ প্রদান করে। এই অর্থ ব্যাংকের কাছে ঋণ আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়। চেকের মাধ্যমে এ হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে ব্যাংকগুলো আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

গ ব্যাংকের তারল্য নীতি ভঙ্গের কারণে উদ্দীপকের ব্যাংকটি গ্রাহকের চেকের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এ নীতি অনুযায়ী ব্যাংক সবসময়ই আমানতকারীদের আমানতকৃত অর্থের কিছু অংশ তরল সম্পদ হিসেবে রেখে দেয়। ফলে আমানতকারীরা চাহিবামাত্র ব্যাংক থেকে টাকা ওঠাতে পারে। আবার বেশি তারল্য সংরক্ষণে যেন ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে না যায়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখে।

উদ্দীপকের মুনস্টার ব্যাংক লি. ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দিয়ে সবার নজরে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়। ফলে ব্যাংকের তারল্য কমে যায়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের উত্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ব্যাংকটি তারল্য সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের তারল্য নীতি ভঙ্গ হয়েছে।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মুনস্টার ব্যাংকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে –আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম হলো অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করা। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আর্থিক সংকটে ঋণ দেয়।

উদ্দীপকের মুনস্টার ব্যাংক লি. গ্রাহকদের ব্যাপক পরিমাণ ঋণ দেয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে ১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়। ফলে ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পড়ে। বর্তমানে ব্যাংকটি গ্রাহকদের উত্থাপিত চেকের টাকা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে।

মুনস্টার ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সাহায্য চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন অন্য উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংকটের সময়ে ঋণের শেষ আশ্রয় হিসেবে সহায়তা প্রদান করে। তাই মুনস্টার ব্যাংককে ঋণ মঞ্জুর করা যৌক্তিক হয়েছে।

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-৩ : বাণিজ্যিক ব্যাংক

৪৯. 'Banker to the poor' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ক এ্যালান জোনিয়া
খ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ মাইকেল ক্যালিস
ঘ সালেহ উদ্দিন আহমেদ — খ

৫০. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৮টি — খ

৫১. চাইবামাত্র পাওনা পরিশোধ করার ক্ষমতাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক তারল্য নীতি খ সচ্ছলতার নীতি
গ সততার নীতি ঘ সেবার নীতি — ক

৫২. বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তারল্য হার কত? (জ্ঞান)
ক ১৬% খ ১৬.৫%
গ ১৮.৫% ঘ ১৯% — ঘ

৫৩. সুনাম কোন ধরনের সম্পদ? (জ্ঞান)
ক স্পর্শনীয় খ অস্পর্শনীয়
গ স্থায়ী ঘ চলতি — খ

৫৪. প্রতিটি ঋণই কী সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)
ক সুদ খ মুনাফা
গ আমানত ঘ বিনিয়োগ — গ

৫৫. কোনটি বাণিজ্যিক ঋণের দলিল? (জ্ঞান)
ক ভ্রাম্যমাণ নোট খ ভ্রাম্যমাণ চেক
গ ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র ঘ প্রত্যয়পত্র — ঘ

৫৬. ব্যাংক ড্রাফটের সাথে কয়টি পক্ষ জড়িত? (জ্ঞান)
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৫টি — গ

৫৭. PIN অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক Private Informational Number
খ Proportion of Identification Number
গ Personal Information Number
ঘ Personal Identification Number — ঘ

৫৮. ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কী প্রদান করে? (অনুধাবন)
ক স্বল্পমেয়াদি ঋণ খ লভ্যাংশ
গ শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঘ ঋণের সুদ — ক

৫৯. বাণিজ্যিক ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মধ্যমণি বলা হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক এ ব্যাংক একটি দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে কাজ করে
খ এ ব্যাংককে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনীতি আবর্তিত হয়
গ এ ব্যাংক সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে
ঘ এ ব্যাংক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে — খ

৬০. শিল্পখাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে পৃষ্ঠপোষকতামূলক সহায়তা দিয়ে থাকে? (অনুধাবন)
ক পণ্য নির্বাচন
খ পণ্যের মান উন্নয়ন
গ শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি
ঘ শিল্পোদ্যোক্তার প্রশিক্ষণ — খ

৬১. ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৌশল হলো — (অনুধাবন)
i. বিল বাট্টাকরণ ii. বিনিয়োগ
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৬২. ইস্যুকৃত ভ্রমণকারীর চেকের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংক পেতে পারে — (অনুধাবন)
i. বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা থেকে
ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক অধীনস্থ এটিএম বুথ থেকে
iii. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধির কাছ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

৬৩. পে-অর্ডারে ব্যাংকের একই শাখার অন্তর্ভুক্ত হয় — (অনুধাবন)
i. আদেষ্টা ii. আদিষ্ট
iii. প্রস্তুতকারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৬৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সকল আধুনিক সেবা প্রদান করে সেগুলো হলো — (অনুধাবন)
i. লকার ভাড়া ii. এটিএম বুথ
iii. অনলাইন ব্যাংকিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

Teachingbd.com

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব রহমত একজন স্বর্ণকার। তিনি লোকজনের স্বর্ণালঙ্কার মজুদ রাখার বিনিময়ে তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার হিসেবে প্রদান করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর চাহিবামাত্র স্বর্ণালঙ্কারগুলো ফেরত দেন।

৬৫. জনাব রহমতের কার্যাবলির সাথে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ সরকারি ব্যাংক ঘ বিমা কোম্পানি

উত্তর: ক

৬৬. জনাব রহমতের মতো শ্রেণির লোকজন বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আমানত গচ্ছিত রাখার মাধ্যমে
ii. ধার প্রদানের মাধ্যমে
iii. ধার প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহাদত সর্বদাই ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। বিনিয়োগ করার জন্য তিনি আরেকটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করার কথা ভাবছেন।

৬৭. মি. শাহাদত কোন ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করেন? (প্রয়োগ)

ক বিশেষায়িত ব্যাংক খ মার্চেন্ট ব্যাংক
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ মিশ্র ব্যাংক

উত্তর: গ

৬৮. বিনিয়োগের লক্ষ্যে মি. শাহাদত কোন ধরনের ব্যাংকের সুবিধা পেতে পারেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ সমবায় ব্যাংক
গ মার্চেন্ট ব্যাংক ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

উত্তর: গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব পলক একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের কাজে পলককে সর্বদা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। কিন্তু পলক সর্বদা নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য 'ক' ব্যাংকের সহায়তা গ্রহণ করে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক পলককে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ঋণদান, পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করে।

৬৯. অন্য ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও জনাব পলক কেন 'ক' ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়েছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ব্যাংকের ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায়
খ ব্যবসায়ে উৎসাহ সৃষ্টি করায়
গ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবসা ভালো হওয়ায়
ঘ অন্য ব্যাংকের তুলনায় সুনাম বেশি থাকায়

উত্তর: ক

৭০. 'ক' ব্যাংক জনাব পলককে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য যে ধরনের সহায়তা করে, তা হলো — (প্রয়োগ)

i. অর্থ নিরাপদে স্থানান্তর
ii. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
iii. তথ্য ও পরামর্শ প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৪: ব্যাংক হিসাব

প্রশ্ন ▶১ আড়পাড়ার আনিস সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করেন। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকেন, যা স্থানীয় 'নবগঙ্গা ব্যাংক'-এ জমা হচ্ছে। তবে তিনি এবার দেশে ফিরে কিছু টাকা একত্র করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিক লাভজনক ব্যাংক হিসাবে রেখে দেয়ার কথা চিন্তা করছেন। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আনিস সাহেব কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনিস সাহেবের নতুন হিসাবে টাকা জমা করা কি অধিক লাভজনক হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত যে ছাপানো কার্ডে গ্রাহক তার নাম ও নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে। এই কার্ডে গৃহীত অনুরূপ স্বাক্ষর দিয়েই গ্রাহককে পরবর্তীতে ব্যাংকের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। চেকের স্বাক্ষরের সাথে কার্ডের স্বাক্ষরে কোনো অমিল হলে ব্যাংক চেকটি ফেরত দেয়। তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের আনিস সাহেব সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা করছেন।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাহক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে। সাধারণত এ হিসাবে কার্যদিবসে যতবার প্রয়োজন অর্থ জমা দেয়া যায় এবং সপ্তাহে সর্বোচ্চ দু'বার অর্থ উত্তোলন করা যায়।

উদ্দীপকে আনিস সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত একজন প্রবাসী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠান। উক্ত টাকা স্থানীয় 'নবগঙ্গা ব্যাংক'-এ জমা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দেশীয় একটি ব্যাংকে টাকা জমা রাখছেন। যেহেতু সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা পাঠান, সেহেতু বলা যায় তিনি সঞ্চয়ী হিসাবেই টাকা জমা করছেন।

ঘ উদ্দীপকের আনিস সাহেব যে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার চিন্তা করছেন সেটি হলো স্থায়ী হিসাব। উক্ত হিসাবে টাকা জমা করা তার জন্য অধিক লাভজনক হবে।

অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহকরা ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খুলে থাকে। মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহকরা অধিক মুনাফাসহ জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান।

উদ্দীপকে আনিস সাহেব তার সঞ্চয়ী হিসাবের জমাকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভজনক হিসাবে জমা রাখতে আগ্রহী। অর্থাৎ এমন একটি ব্যাংক হিসাব খোলার চিন্তা করছেন যা থেকে তিনি নির্দিষ্ট সময় পরে অধিক মুনাফা সহ জমাকৃত অর্থ ফেরত পাবেন।

উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে আনিস সাহেবের জন্য ব্যাংকের স্থায়ী হিসাব অধিক উপযোগী। কারণ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংক হিসাবের তুলনায় সর্বাধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন, যা আনিস সাহেবের চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২ খুলনার মি. সালেক একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক ব্যয় নির্বাহ করার পর তিনি কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। চিত্রা ব্যাংকে তিনি একটি হিসাব খুলেছেন। উক্ত হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার কয়েকদিন পরেই অর্থ উত্তোলন করতে ব্যাংকে গেলে, শর্ত পূরণ হয়নি বলে, তাকে টাকা দিতে ব্যাংক অপারগতা জানায়। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে, নিয়মিত জমা ও উত্তোলন করা যায় এমন একটি হিসাবে অর্থ জমা রাখার সিদ্ধান্ত নেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. একজন ছাত্রের জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মি. সালেক ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিয়মিত অর্থ জমা রাখা ও উত্তোলনের বিষয়ে মি. সালেক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা কতটুকু বাস্তবসম্মত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ একজন ছাত্রের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ী হিসাব হলো এমন এক ধরনের হিসাব, যে হিসাবে আমানতকারী দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দিতে পারেন কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে উত্তোলন করতে পারেন না । যেকোনো পরিমান টাকা এই হিসাবে জমা করা যায়। তাই ছাত্ররা তাদের খরচের টাকা থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে এ হিসাবে জমা রাখতে পারে।

গ উদ্দীপকে মি. সালেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। উক্ত সময়ের পূর্বে সাধারণত এধরনের হিসাব হতে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকে মি. সালেক একজন চাকরিজীবি। তিনি প্রতি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। তিনি চিত্রা ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক এতে অপারগতা জানায়। সাধারণত, স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রেই গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। মি. সালেকও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রেখেছেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তিনি এ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। তবে তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, মি. সালেকের ব্যাংক হিসাবটি হলো স্থায়ী হিসাব।

ঘ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ জমা রাখা ও উত্তোলনের বিষয়ে মি. সালেকের সিদ্ধান্তটি যথেষ্ট বাস্তব সম্মত হয়েছে ।

সঞ্চয়ী হিসাবে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দেয়া যায়। এই হিসাব খোলার জন্য নূন্যতম জমার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। স্বল্প বা স্থায়ী আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এ হিসাব বিশেষ উপযোগী। বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকই এই হিসাব থেকে যতবার খুশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। উদ্দীপকে মি. সালেক তার সঞ্চিত অর্থ চিত্রা ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে জমা রাখেন। হিসাব খোলার পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তিনি নিয়মিত অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায় এমন হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেন।

মি. সালেক স্থায়ী হিসাবের পরিবর্তে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে এ সুবিধা পেতে পারেন। সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই। তাই সঞ্চয়ের পাশাপাশি যেকোনো সময়ে সহজে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং, চিত্রা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে মি. সালেক তার সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶৩ মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য পদ্মা ব্যাংকে একটি হিসাবও খোলেন। কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে সঞ্চয় করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে যা সঞ্চয় করেন তা আবার উঠিয়ে নেন। এক সহকর্মীর পরামর্শে তিনি ঐ ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন।

https://teachingbd24.com

যেখানে তিনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেন। এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. KYC বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিসেস সাহিদা প্রথমে কী হিসাব খুলেছিলেন? সেই হিসাবে ঠিকমতো সঞ্চয় করতে না পরার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস সাহিদা পরবর্তীতে কী হিসাব খুলেছিলেন? 'এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র তাকে ফেরত দানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলা হয়।

খ জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেনদেন রোধে গ্রাহকের তথ্য সম্বলিত ফরমকে KYC ফরম বলে।

KYC-এর পূর্ণরূপ হলো 'Know Your Customer' অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ দেশে চালু হওয়ার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা বন্ধ হয়েছে। অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় এ ধরনের ফরম পূরণ গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

এ হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের সুবিধাও লাভ করে থাকেন। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী দিনে প্রয়োজনমত অর্থ জমাদানের সুযোগ পেয়ে থাকলেও সপ্তাহে দুই বার অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পায়।

উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে পদ্মা ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তবে তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রয়োজনে তিনি তুলেও ফেলেন। যার ফলে তিনি কোনোভাবেই সঞ্চয় করতে পারছেন না। অর্থাৎ তার গৃহীত হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি অর্থ সঞ্চয় করলেও তা উত্তোলন করছেন।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা পরবর্তীতে বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

এ হিসাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটি মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চয়ের সুযোগ থাকে। মেয়াদান্তে একযোগে বা চুক্তি অনুযায়ী তা উত্তোলনও করা যায়।

উদ্দীপকে মিসেস সাহিদা একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। তবে এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় প্রয়োজনে তিনি তা উঠিয়ে নেন। পরবর্তীতে সহকর্মীর পরামর্শে দশ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। যে হিসাবে তিনি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখেন।

মিসেস সাহিদার গৃহীত পরবর্তী হিসাবটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে তাকে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদান্তে তিনি এককালীন উত্তোলনের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এ হিসাবে বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারের সঞ্চয়ে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ মাসুদ এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। খরচের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য তার বাবা একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা বলেছে। মাসুদকে ব্যাংকের ম্যানেজার তার জন্য উপযোগী একটি ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শ দিল। *[চ. বো. ১৭]*

ক. চেক বই কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক বই প্রদান করে না? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. ব্যাংক ম্যানেজার মাসুদের জন্য কোন হিসাব খোলার পরামর্শ দিল এবং কেন? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তোমার মতে ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী? আলোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক যে বই সরবরাহ করা হয় তাকে চেক বই বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহককে ব্যাংক কোনো ধরনের চেক বই প্রদান করে না।

নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য এককালীন ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত এ হিসাবের অর্থ গ্রাহক উত্তোলন করে না, অন্যদিকে এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রশিদ প্রদান করে। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

গ উদ্দীপকে মাসুদ ছাত্র হওয়ার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্যেই সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। এ হিসাবে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমাদান করা যায়। সাধারণত সপ্তাহে দুবারের বেশি এ হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে মাসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। খরচের টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যেই তার বাবা তাকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে। মাসুদকে ব্যাংক ম্যানেজার একটি উপযুক্ত হিসাব খোলার পরামর্শ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বোত্তম ব্যাংক হিসাব হলো সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাব খোলার মাধ্যমে মাসুদের বাবা যেকোনো সময় যতবার খুশি টাকা পাঠাতে পারবে। আবার মাসুদ যেহেতু ছাত্র সেহেতু তার খরচ কম হওয়ায় সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া এ হিসাবের মাধ্যমে মাসুদ সঞ্চয় করে স্বল্প হারে আয়ও করতে পারবে। এ কারণেই ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে বলেছে।

ঘ ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো গ্রাহকের প্রকৃতি, লেনদেনের প্রকৃতি, ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ও সুদ ইত্যাদি।

প্রতিটি ব্যাংকই গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয়। কিন্তু এসব হিসাবের ধরণ বিভিন্ন রকম হওয়ায় সঠিক হিসাব নির্ধারণের জন্য কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। উদ্দীপকে মাসুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবীন ছাত্র। তার বাবা টাকা পাঠানোর জন্য তাকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে। ছাত্র হওয়ার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে বলে।

ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রকৃতি একটি উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়। এখানে মাসুদের পরিবর্তে কোনো ব্যবসায়ী হলে তাকে অবশ্যই চলতি হিসাব নির্বাচন করতে হতো। কেননা চলতি হিসাব ব্যবসায়ীরা নিয়মিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ ও জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা পায়। আবার মাসুদ একজন ছাত্র না হয়ে যদি চাকরিজীবী হতো তাহলে তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা থাকতো। সেক্ষেত্রে তার জন্য স্থায়ী হিসাব নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত হতো। এছাড়া কোন গ্রাহক সঞ্চয়ের পাশাপাশি আয়ের প্রত্যাশা করলে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব নির্বাচন করা যৌক্তিক। এছাড়াও ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা, সুদের হার, ব্যাংকিং সুবিধা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব আনোয়ার অবসরকালীন সময়ে ১০,০০,০০০ টাকার পেনশন পেয়েছিলেন। অধিক মুনাফার লক্ষ্যে তিনি টাকাটি ১০ বৎসর মেয়াদে এমন একটি হিসাবে জমা রাখেন যার বিপরীতে তাকে কোনো চেক বই বা ATM কার্ড দেয়া হয়নি। একারণে সংসারের মাসিক খরচ নির্বাহের বিষয়ে তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়লে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে আরেকটি হিসাব খোলার পরমার্শ দিলেন। এ হিসাবে আগের হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা প্রতি মাসে জমা হবে। এ হিসাবের বিপরীতে তাকে চেক বই ও জমা বইও দেয়া হলো। মাঝে মাঝে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেকেও এ হিসাব থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। *[চ. বো. ১৭]*

https://teachingbd24.com

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১
খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন হিসাব উত্তম এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'পরবর্তীতে খোলা হিসাবটি তার মাসিক খরচ কিছুটা লাঘব করবে'— বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।
যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছে অর্থ জমাদান ও প্রয়োজনে তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন করতে হয়। এজন্য তার নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে, যা অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় না। একারণেই মূলত ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।
স্থায়ী হিসাব মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়। এ হিসাবের বিপরীতে গ্রাহক অধিক হারে সুদ বা মুনাফা পায়। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে গ্রাহক এ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না।
উদ্দীপকের জনাব আনোয়ার অবসরকালীন সময়ে ১০,০০,০০০ টাকা পেনশন পেয়েছেন। অধিক মুনাফার লক্ষ্যে তিনি উক্ত টাকা ১০ বছর মেয়াদে একটি হিসাবে জমা রাখেন। তার এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো চেক বই বা ATM কার্ড দেয়নি। অর্থাৎ তার এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের কোনো সুযোগ নেই। সাধারণত স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রেই মেয়াদের পূর্বে গ্রাহক অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায় না। উদ্দীপকেও জনাব আনোয়ার তার ব্যাংক হিসাব হতে মেয়াদের পূর্বে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না, কিন্তু অধিক হারে সুদ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব আনোয়ারের প্রথমে খোলা হিসাবটি হলো স্থায়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আনোয়ারের পরবর্তীতে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটি তার মাসিক খরচ অবশ্যই কিছুটা লাঘব করবে।
সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহক দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা করতে পারেন। তবে সপ্তাহে দু'বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান না। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্বল্প হারে সুদও প্রদান করে।
উদ্দীপকে জনাব আনোয়ার তার পেনশনের টাকা প্রথমে ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে জমা করেন। এতে মেয়াদের পূর্বে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ না পাওয়ায় তিনি পরবর্তীতে আরেকটি হিসাব খোলেন। তার নতুন ব্যাংক হিসাবে আগের হিসাবটিতে রাখা আমানতকৃত অর্থের সুদ জমা হয় এবং তিনি চেকের মাধ্যমে উক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।
উদ্দীপকের জনাব আনোয়ারের পরবর্তীতে খোলা হিসাবটি হলো সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে তার পরিবারের জন্য খরচের টাকা এ হিসাব হতে তিনি উত্তোলন করতে পারবেন। অপরদিকে, আগের ব্যাংক হিসাবের সুদের টাকাও এ হিসাবে নিয়মিতভাবে জমা হবে। আবার, সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে একদিকে তার সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যয় করার প্রবণতা হ্রাস পাবে। সুতরাং বলা যায়, জনাব আনোয়ার সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে মাসিক খরচ কিছুটা লাঘব করতে পারবেন — বক্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব মাহবুব গত পাঁচ বছর যাবত অগ্রণী ব্যাংকে একটি ডিপিএস হিসাব পরিচালনা করেছিলেন, যার মেয়াদ পূর্তিতে তিনি ৫ লক্ষ টাকা পান। এ প্রাপ্ত অর্থ হতে ২০ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন যেখানে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখা গেলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভিতরে থেকে টাকা উত্তোলন করতে হয়। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় ভিন্ন ধরনের একটি ব্যাংক হিসাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা রাখেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১
খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উত্তম এবং কেন? ২
গ. জনাব মাহবুব ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ২০ হাজার টাকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে গ্রাহকের নামে ব্যাংক যে হিসাব খোলে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।
যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছে অর্থ জমাদান ও প্রয়োজনে তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে। একজন ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন করতে হয়। এজন্য তার নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তার প্রয়োজন পড়ে, যা অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে পাওয়া যায় না। একারণেই মূলত ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিশ হাজার টাকা ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করেছেন।
এ ধরনের হিসাব মূলত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খোলা হয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহকগণ কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমাদানের সুবিধা ভোগ করলেও তা উত্তোলনের সুযোগ পান সপ্তাহে দুইবার।
উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস এর মেয়াদপূর্তিতে তা থেকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। এ প্রাপ্ত অর্থ হতে বিশ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। তবে উক্ত হিসাবে তিনি দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখতে পারলেও তা উত্তোলনে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অর্থাৎ জনাব মাহবুব তার গৃহীত হিসাব হতে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। সঞ্চয়ী হিসাবধারীদের ক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলনে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, জনাব মাহবুব ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে স্থায়ী হিসাবে দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমাদানের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।
স্থায়ী হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত রাখা হয়। যা মেয়াদপূর্তিতে গ্রাহক অন্যান্য হিসাবের তুলনায় অধিক লাভসহ উত্তোলন করতে পারেন।
উদ্দীপকে জনাব মাহবুব ডিপিএস এর মেয়াদপূর্তিতে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। যা থেকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। অবশিষ্ট অর্থ তিনি আর্থিক লাভের আশায় দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য একটি হিসাবে জমা রাখেন। জনাব মাহবুব অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবে বিনিয়োগ করেন।
স্থায়ী হিসাবের অর্থ ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পায়। এ কারণেই এ হিসাবের গ্রাহকরা ব্যাংক হতে সর্বাধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন। জনাব মাহবুবের প্রত্যাশাই ছিল অধিক মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং, প্রত্যাশা পূরণে স্থায়ী হিসাবটি যথেষ্ট হওয়ায় উক্ত হিসাবটি গ্রহণ তার জন্য যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমান এর ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে পনের লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায় লাভের ১০,০০,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদে একই হিসাবে জমা দিতে গেলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পৃথক একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। *[বি. বো. ১৭]*

ক. বিমা সঞ্চয়ী হিসাব কী? ১
খ. একজন চাকরিজীবীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জিনিয়া রহমান কোন ধরনের হিসাব পরিচালনা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জিনিয়া রহমানকে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধাদি ভোগ করার পাশাপাশি বিমার সুবিধা ভোগ করে তাকে বিমা সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

খ একজন চাকরিজীবীর জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে এই ধরনের হিসাব খোলেন। একজন চাকরিজীবী মাস শেষে নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে তা ব্যাংকে জমা রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনে কিছু অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর গ্রাহক সুদ পান। এর মাধ্যমে গ্রাহক চেকের অর্থ সংগ্রহ, অর্থ স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা বা সুবিধা গ্রহণ করেন। তাই একজন চাকরিজীবী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জিনিয়া রহমান চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।

চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করা যায়। এমনকি এ হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগও দেয়া হয়। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব বেশ সুবিধাজনক।

উদ্দীপকে সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমানের ব্যাংক হিসাবে দশ লক্ষ টাকা রয়েছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি এ হিসাব হতে পনের লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। অর্থাৎ তার এই হিসাব থেকে তিনি জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পেয়েছেন। এরূপ জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ মূলত চলতি হিসাবের গ্রাহকগণই পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ ব্যাংকে জিনিয়া রহমানের হিসাবটি হলো একটি চলতি হিসাব এবং তিনি এ হিসাবই পরিচালনা করছেন।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন : ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের চাইতে বেশি অর্থ উত্তোলন করাই ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন। শুধু চলতি হিসাবে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার জিনিয়া রহমানকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দেন।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। এ হিসাবের বিপরীতে গ্রাহক অন্যান্য হিসাবের তুলনায় অধিক হারে সুদ পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে সফটওয়্যার রপ্তানিকারক জিনিয়া রহমান ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব পরিচালনা করেন। তিনি এ হিসাব থেকে জমাতিরিক্তসহ পনের লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যবসায়ের লাভ হতে দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমা করতে যান। তখন ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নতুন আরেকটি হিসাবে এ অর্থ রাখার পরামর্শ দেন।

এখানে, দীর্ঘমেয়াদে অর্থ জমা রাখার জন্য ব্যাংক ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খুলতে বলেন। কেননা এ হিসাব থেকে তিনি অধিক হারে আয় পাবেন। আবার প্রয়োজন হলে এ হিসাবের বিপরীতে তিনি ঋণও নিতে পারবেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. রহমান 'সোনালী ব্যাংক, দিনাজপুর শাখায়' একটি ব্যাংক হিসাব খুলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখেন। টাকার দরকার হওয়ায় হিসাব খোলার কিছুদিন পরে ব্যাংকে গেলে ব্যাংক তাকে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে তিনি ব্যাংকারের পরামর্শে ঐ ব্যাংকে নিয়মিত টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে এমন একটি হিসাব খোলেন। *[বি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. গোপনীয়তা ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রহমানের প্রথম হিসাবটি কী ধরনের ছিল তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রহমানের আগে ও পরে খোলা হিসাব দুইটির মধ্যে কোনটি তার জন্য উত্তম? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলা হয়।

খ গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্য প্রযুক্তিগত সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিকে গোপনীয়তার নীতি বলে।

ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার বিষয়টি প্রত্যেক গ্রাহকই বিবেচনা করে থাকেন। কারণ, প্রত্যেক আমানতকারীই চান তার ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা বজায় থাকুক। আমানতকারী ব্যাংক-কে গোপনীয়তা রক্ষার উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন। এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষও গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলেই ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে মি. রহমানের প্রথম হিসাবটি ছিল স্থায়ী হিসাব।

এ হিসাবে মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। আমানতকারী জমাকৃত এ অর্থ মেয়াদপূর্তির পূর্বে উত্তোলন করতে পারেন না। তবে আমানতকারী উক্ত হিসাবের মেয়াদপূর্তিতে অধিক মুনাফা পেয়ে থাকেন।

উদ্দীপকে মি. রহমান সোনালী ব্যাংকের দিনাজপুর শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন। এ হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। হিসাব খোলার কিছুদিন পর তিনি অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি এমন একটি ব্যাংক হিসাব খুলেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ নেই। সুতরাং মি. রহমানের হিসাবের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তিনি ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. রহমানের আগে ছিল স্থায়ী হিসাব এবং পরবর্তীতে তিনি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেন। এ হিসাবটি তার জন্য উত্তম।

সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহক দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দিতে পারেন। তবে এ হিসাবে সপ্তাহে দু'বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না। এ হিসাবে আমানতকারীকে স্বল্প হারে সুদও দেয়া হয়।

উদ্দীপকে মি. রহমান সোনালী ব্যাংকের দিনাজপুর শাখায় একটি স্থায়ী হিসাব খোলেন। হঠাৎ তার অর্থের প্রয়োজন পড়লেও তিনি এ হিসাব থেকে কোনো অর্থ উত্তোলন করতে পারেননি। তাই পরবর্তীতে ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে আরেকটি হিসাব খোলেন যেখানে নিয়মিত টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে।

অর্থাৎ তার পরের ব্যাংক হিসাবটি হলো সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ার কারণে তার মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবণতা সৃষ্টি হবে। আবার প্রয়োজনে অর্থ উত্তোলনের সুযোগও পাবেন। এ হিসাব হতে মি. রহমান সপ্তাহে দু'বার অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। এতে তার অর্থ ব্যয় করার প্রবণতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং, মি. রহমানের জন্য পরবর্তীতে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটি উত্তম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. লামা একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতি মাসে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। এ হিসাব হতে তিনি কিছু টাকা লাভ পেয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তার ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করেন। এবার তিনি বাংলাদেশ হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটালের একটি লটারি কিনলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার পেলেন। এখন তিনি ভাবছেন আপাতত ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন। *[চা. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাবে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন পড়ে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মি. লামা কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. লামা লটারির টাকা ব্যাংকের কোন হিসাবের রাখার বিষয়ে ভাবছেন বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক তার আমানতকারীর আমানতের গচ্ছিত গ্রহীতা ও স্বার্থ সুরক্ষাকারী। সর্বাবস্থায় গ্রাহকের এ স্বার্থ সুরক্ষার্থে তাদের ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন পড়ে।

একজন গ্রাহক প্রথমত ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য। এ নিরাপত্তা বলতে কেবল অর্থ হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বোঝায় না, বরং গ্রাহকের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কিংবা লেনদেন

https://teachingbd24.com

সংক্রান্ত তথ্যের নিরাপত্তাকেও বোঝায়। এসব তথ্য আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ পেলে তাতে গ্রাহকের বিভিন্ন সমস্যা বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে ব্যাংকের উচিত গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

গ উদ্দীপকে মি. লামা সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। স্বল্প ও স্থায়ী আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এই হিসাব বিশেষ উপযোগী। এই হিসাবের আমানতকারীকে ব্যাংক লাভ বা সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. লামা একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতি মাসে কিছু টাকা জমা রাখেন এবং সেখান থেকে কিছু লাভও পেয়ে থাকেন। আবার প্রয়োজন হলে উত্তোলন করার সুবিধাও পান। সাধারণত সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইচ্ছেমতো জমা করতে পারেন তবে উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ মেনে উত্তোলন করেন। এছাড়া, সঞ্চয়কৃত অর্থের ওপর স্বল্পহারে সুদ পান। সুতরাং, বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, মি. লামা সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. লামা লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন বলে আমি মনে করি।

যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। সাধারণত এ হিসাবে মেয়াদপূর্তির আগে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। উদ্দীপকে মি. লামা একটি লটারি কিনেন এবং ভাগ্যক্রমে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার পেলেন। তাই তিনি ভাবছেন ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন।

বর্তমানে মি. লামা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেন। এই হিসাবে স্বল্প পরিমাণ আয় হয়। আবার চলতি হিসাবে তিনি যদি টাকা রাখেন তাহলে কোনো আয়ই করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখেন তাহলে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। তবে অধিক আয় উপার্জন করতে পারবেন। সুতরাং, আমি মনে করি তিনি স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার বিষয়ে ভাবছেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব জোহরা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বেতন হতে কিছু পরিমাণ অর্থ মাঝে মাঝে তার ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। কয়েক বছর পর তিনি ব্যাংক হিসাবে জমানো টাকাগুলো একত্রে অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে আরো লাভজনক খাতে দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে রাখা যায় কিনা তা ভাবলেন। সে মোতাবেক তিনি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে একটি অধিক লাভজনক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার পরামর্শ পেয়েছেন। *[রা. বো. ১৬]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সুদ প্রদান করে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস জোহরা প্রথম কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস জোহরার ২য় পর্যায়ে হিসাব খোলার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন করার সময় আবেদনকারীকে যে কার্ডে পরপর তিনটি স্বাক্ষর করতে হয় তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীকে কার্ড দিয়ে যতবার ইচ্ছা ততবার টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে তাকে চলতি হিসাব বলে।

চলতি হিসাবের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কোনো প্রকার সুদ প্রদান করে না বরং কমিশন চার্জ করে। চলতি হিসাবের জমাকৃত অর্থ ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করার সুযোগ পায় না। যেহেতু গ্রাহক যে কোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে চাইতে পারে সেহেতু চলতি হিসাবের টাকা তরল হিসেবে ব্যাংক-কে সবসময় হাতেই রাখতে হয় এবং ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে না। বিনিয়োগ করতে না পারায় ব্যাংক এই অর্থ হতে কোনো প্রকার আয় উপার্জন করতে পারে না। তাই এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকের মিসেস জোহরা প্রথমে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

যে ব্যাংক হিসাব সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খোলা হয়, যেকোনো সময় টাকা জমা দেয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত স্বল্পআয়ের মানুষজন, যেমন- চাকরিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক এদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে মিসেস জোহরা একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি চাকরিজীবী এবং তার বেতন থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ মাঝে মাঝে তার ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। অর্থাৎ তিনি তার সঞ্চয়ী হিসাবে বেতনের কিছু কিছু অংশ জমা করেন। উল্লেখ্য, সঞ্চয়ী হিসাবে যে কোনো সময় টাকা জমা দেয়া যায় এবং সাধারণত স্বল্পআয়ের মানুষজন স্বল্পহারে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এই হিসাব খুলে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, চাকরিজীবী মিসেস জোহরা প্রথমে যে ব্যাংক হিসাব খুলেছিলেন তা সঞ্চয়ী হিসাব ছিল।

ঘ মিসেস জোহরার দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী হিসাব খুলে লাভজনক খাতে টাকা জমা রাখার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকে না তাই হলো স্থায়ী হিসাব। এই হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংক থেকে অধিক সুদ বা লাভ প্রাপ্ত হয়। যাদের নিকট অলস অর্থ থাকে তারা এই ধরনের হিসাব খুলে ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ লাভ করে।

উদ্দীপকে মিসেস জোহরা প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব খুললেও কয়েক বছর পর যখন দেখেন তার হিসাবে অনেক টাকা জমা হয়েছে তখন তিনি তা আরো লাভজনক খাতে দীর্ঘমেয়াদে জমা রাখার চিন্তা করলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকের পরামর্শ নিতে গেলে অধিক লাভজনক অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার পরামর্শ পেয়েছেন।

স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখা মিসেস জোহরার জন্য লাভজনক হবে। তার আগের সঞ্চয়ী হিসাবের তুলনায় এই হিসাবে সুদের হার বেশি। তাছাড়াও তার অনেক টাকা জমা হওয়ায় তিনি তা দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাংকে রাখতে চান। এই সুযোগটা স্থায়ী হিসাবই প্রদান করে থাকে। সুতরাং অধিক লাভ ও দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখার উদ্দেশ্যে মিসেস জোহরা যে স্থায়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব রাশেদ সুরমা ব্যাংকের একজন গ্রাহক। ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে তিনি উক্ত ব্যাংকের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আবার ব্যাংক হিসাবের বিপরীত কোনো সুদ না পেলেও জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা পান। বর্তমানে তিনি লেনদেনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানা, নগদ অর্থ জমাদান, অন্যের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর, বিল প্রদান ইত্যাদি সুবিধাসহ ব্যাংক হিসাবের ওপর সুদ পেতে চান। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. বিক্রয় সেবা বিন্দু বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রাশেদ বর্তমানে কোন ব্যাংক হিসাবের আওতায় রয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাশেদের ইচ্ছা বাস্তবায়নে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উপযুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক পদ্ধতি, যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা হয়।

খ বিক্রয় সেবাবিন্দু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত একটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা, যার মাধ্যমে গ্রাহক তার সুবিধাজনক স্থানে সব ধরনের পণ্য ক্রয় ও মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

বিক্রয় বিন্দু ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতার হিসাবে ডেবিট এবং বিক্রেতার হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ গ্রাহক চেক প্রদান করলে বিক্রেতা তার যথার্থতা আগে যাচাই করে নেয়। যাচাইয়ের পর চেকটি যথার্থ হলে ব্যবসায়ী চেক গ্রহণ করে যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট করে মূল্য গ্রহণ করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের জনাব রাশেদ বর্তমানে চলতি ব্যাংক হিসাবের আওতায় রয়েছেন।

যে ব্যাংক হিসাবে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায় কিন্তু হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি হিসাব খুলে থাকেন।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ সুরমা ব্যাংকের একজন গ্রাহক। তিনি তার ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ পান না। তবে তিনি জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা পান। চলতি হিসাব সাধারণত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। জরুরি অর্থের প্রয়োজনে চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয়, যে সুবিধাটি অন্য কোনো হিসাব হলে জনাব রাশেদ পেতেন না। আবার চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যাংক কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে না বলে এর বিপরীতে সুদ প্রদান করা সম্ভব হয় না। জনাব রাশেদও তার হিসাবের বিপরীতে সুদ পান না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রাশেদ চলতি হিসাবের আওতায় আছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রাশেদের ইচ্ছা বাস্তবায়নে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যে হিসাব খোলা হয় এবং যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ বর্তমানে চলতি হিসাবের আওতায় রয়েছেন। কিন্তু তিনি চলতি হিসাব বাদ দিয়ে এমন একটি হিসাব খুলতে চান যেখানে তিনি লেনদেনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারবেন, যে কোনো সময় নগদ অর্থ জমা দিতে পারবেন, অর্থ পণ্যের হিসাবে স্থানান্তর, বিল প্রদান করতে পারবেন এবং সুদ পাবেন। এক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত হলো সঞ্চয়ী হিসাব।

সঞ্চয়ী হিসাব খুললে জনাব রাশেদ যেকোনো সময় তার হিসাবে টাকা স্থানান্তর করতে পারবেন। তিনি নগদে টাকা বহন না করে তার হিসাবের মাধ্যমেই অন্যের হিসাবে টাকা স্থানান্তর ও বিল পরিশোধ করতে পারবেন সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে। আবার সঞ্চয়ী হিসাব থেকে যেহেতু সুদও পাওয়া যায়, তাই জনাব রাশেদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলাই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১২ মি. সুমনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাশেই নতুন একটা ব্যাংক শাখা খোলা হচ্ছে। শাখা ম্যানেজার বললেন, আপনাকে এমন হিসাব খুলে দেই যেখান থেকে আপনি দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে ও উঠাতে পারবেন। চাইলে জমাতিরিক্ত ঋণও নিতে পারবেন। বেশি টাকা জমা থাকলে তার ওপর স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সুদ পাবেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. KYC কী? ১

খ. 'ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার'- বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের শাখা ম্যানেজার মি. সুমনকে যে হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন সেটি কোন ধরনের হিসাব? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তার সুদ প্রাপ্তিতে কি কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ফরমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ থাকে তাকে KYC ফরম বলে।

খ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের আমানত জমা করে, অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে এবং ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

ব্যাংক হিসাব হলো গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও আর্থিক লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ব্যাংক হিসাব না খুলে কোনো ব্যাংকিং সেবা, সুবিধা লাভ সম্ভব নয়। তাই ব্যাংক হিসাব হলো গ্রাহকের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রবেশদ্বার।

গ উদ্দীপকের শাখা ম্যানেজার মি. সুমনকে বিশেষ চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

যে চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধার সঙ্গে সীমিত সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব বিশেষ উপযোগী।

উদ্দীপকে মি. সুমনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাশেই একটি ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হয়েছে। উক্ত ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার তাকে এমন একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দিলেন যাতে মি. সুমন দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে ও উঠাতে পারবেন। এছাড়া উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলনেরও সুযোগ পাবেন। এখানে ব্যাংক ম্যানেজার মি. সুমনকে বিশেষ সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব অনুযায়ী এছাড়া মি. সুমনের হিসাবে বেশি টাকা জমা থাকলে আমানত হিসেবে গণ্য করে তার ওপর সুদ পাবেন। এটি বিশেষ চলতি হিসাবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মি. সুমনের হিসাবটি বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যতায় একটি বিশেষ চলতি হিসাব।

ঘ উদ্দীপকের মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তা তার সুদ প্রাপ্তিতে প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি।

বিশেষ চলতি হিসাবের বেশি অর্থ জমা থাকলে সীমিত হারে সুদ বা লাভ পাওয়া যায়। আর জমা মাত্রাতিরিক্ত কম হলে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

উদ্দীপকে মি. সুমন ব্যবসায়ী হিসেবে একটি বিশেষ চলতি হিসাব পরিচালনা করেন। এ হিসাবের মাধ্যমে তিনি দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ পান। জমাতিরিক্ত উত্তোলন ছাড়াও হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর স্বল্পমেয়াদে সুদ পান।

তবে মি. সুমনের হিসাবে জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হলে তার সুদ প্রাপ্তিতে প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে হিসাবে জমার পরিমাণ কম হলে বিশেষ চলতি হিসাবের সুবিধা পাওয়া যাবে না। কারণ, এ হিসাবে বড় পরিমাণের অর্থ জমা থাকলেই স্বল্পকালীন আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ স্বল্পকালীন আমানতের ওপর সীমিত সুদ প্রদান করা হয়। তাই মি. সুমনের হিসাবে যদি জমার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম হয় সেক্ষেত্রে তার হিসাবটি বিশেষ চলতি হিসাবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব মাহবুব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। চাকরিকালীন সময়ে তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। বর্তমানে তিনি চাকরি ছেড়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। দিন দিন তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহের তিনটি ভিন্ন কর্মদিবসে চেক তিনটি ব্যাংক উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক প্রথম উপস্থাপিত ২টি চেক মঞ্জুর করে এবং পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও ৩য় চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। জনাব মাহবুব ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার হিসাবের ধরন পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. প্রমিসরি নোট কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক বই প্রদান করে না? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব মাহবুব চাকরিকালীন সময়ে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা রাখতেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব মাহবুব কর্তৃক নতুন ধরনের হিসাব খোলা কি যৌক্তিক হবে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে পাওনাদারের প্রতি দেনাদারের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরে প্রদানের প্রতিশ্রুতি করা হয় তাকে প্রমিসরি নোট বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহককে ব্যাংক কোনো ধরনের চেক বই প্রদান করে না।

নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য এককালীন ব্যাংকে অর্থ জমা দিয়ে যে হিসাব খোলা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত এ হিসাবের অর্থ গ্রাহক উত্তোলন করে না, অন্যদিকে এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রশিদ প্রদান করে। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জনাব মাহবুব চাকরি চলাকালীন সময়ে সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখতেন।
সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে যে হিসাব খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চলাকালে যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়া যায়। কিন্তু সপ্তাহে দুইবারে বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না।
উদ্দীপকে জনাব মাহবুব চাকরিকালীন সময়ে একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন। বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ হিসাবে তিনি জমা রাখতেন। বর্তমানে তিনি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহে চেকগুলো তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে প্রথম দুটি চেক মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ তার হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব। কেননা, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে কেবল সপ্তাহে দু'বার অর্থ উত্তোলন করা যায়।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে মাহবুব কর্তৃক চলতি হিসাব খোলা যথেষ্ট যৌক্তিক হবে বলে আমি মনে করি।
যে হিসাবে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় ও কোনো সুদ পাওয়া যায় না তাকে চলতি হিসাব বলে। যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে এবং যাদের ঘন ঘন টাকা উঠানোর দরকার হয় তাদের জন্য এ হিসাব অধিক উপযোগী।
উদ্দীপকে মাহবুব একজন ব্যবসায়ী। চাকরিকালীন সময়ে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব ছিল। কিন্তু এখন আর সঞ্চয়ী হিসাবটি দিয়ে তার লেনদেন সুষ্ঠুভাবে চলছে না। কেননা, এ হিসাব থেকে তিনি সপ্তাহে দুবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন না। তাই ব্যাংক ম্যানেজার তাকে হিসাবের ধরন পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। চলতি হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হয়। নগদ ঋণ, ধার ও জমাতিরিক্ত ঋণেরও প্রয়োজন হতে পারে। তাই চলতি হিসাবের মাধ্যমেই একজন ব্যবসায়ী এ ধরনের সুবিধা পাবেন। উদ্দীপকে মাহবুব যদি তার ব্যাংক হিসাবটি পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খোলেন তাহলে তিনিও চলতি হিসাবের এসব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। তাই ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব মাহবুবের হিসাবের ধরন পরিবর্তন করার অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সানজিদা বিথীকা একজন প্রভাষক। শিক্ষা বোর্ড সংক্রান্ত কাজের সম্মানী প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ড তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত একটি ব্যাংকে হিসাব খুলতে বলেন। ব্যাংকে হিসাব খুলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সম্মানীর পুরো টাকা উত্তোলন না করে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে অধিক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবেন *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. ব্যাংক কীভাবে পরের ধনে পোদ্দারি করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সানজিদা বিথীকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিথীকার জমাকৃত অর্থ কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়তা করে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো একটি আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

খ ব্যাংকের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। বরং, ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে ধারক ও পরে ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজের কাছে কিছু রেখে বাকি অর্থ ঋণ দেয়।
ব্যাংক স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশ করে। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ ধারণ করার পর তা থেকে কিছু ঋণ দিয়ে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। আর এভাবেই ব্যাংক পরের ধনে পোদ্দারি করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে সানজিদা বিথীকা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এ হিসাবের মাধ্যমে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়ার সুযোগ থাকলেও উত্তোলনে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় এ হিসাব গ্রাহকের মাঝে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরি করে।
উদ্দীপকে সানজিদা বিথীকা একজন প্রভাষক। শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ত কাজের সম্মানী প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। তবে তার চাহিদা অনুযায়ী তিনি এমন একটি হিসাব খুলতে চান, যাতে তিনি সম্মানীর পুরো টাকা না উঠিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। পরবর্তীতে সঞ্চয়কৃত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন, যা একজন গ্রাহককে ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে। সুতরাং, সানজিদা বিথীকার প্রয়োজনীয় ও চাহিদাকৃত হিসাবটির বৈশিষ্ট্য সঞ্চয়ী হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তিনি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের বিথীকার জমাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণদানে সহায়ক, যা মূলধন গঠনে সহায়তা করবে।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকেন। গ্রাহকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনে এ হিসাব সহায়তা করে।
উদ্দীপকে সানজিদা বিথীকা একটি সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে তার উপার্জিত অর্থ সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে হিসাবটি তাকে তার চাহিদামতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করতে সাহায্য করবে।
সানজিদা বিথীকা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সঞ্চয়ী হিসেবে জমা রেখে তার ওপর কিছু সুদ পাবেন, যা উক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। এছাড়া এ হিসাবের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকায় তিনি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবেন। সঞ্চয়ী হিসাব সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি করায় সানজিদা বিথীকা নিজের কাছে থাকা অলস অর্থও এ হিসাবে জমা রাখবেন। এ আমানত থেকে ব্যাংক নতুন ঋণ সৃষ্টি করবে, যা দেশের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. সালমান মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে চান। লেনদেন পরিচালনার জন্য ব্যাংকে হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ইস্যু করে। তিনি আরও সহজে বহনযোগ্য ও নিরাপদ কিছু দাবি করেন। ব্যাংক তাকে তার চাহিদামত জিনিসটি সরবরাহ করে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১
খ. কোন চেক অধিক নিরাপদ? ২
গ. উদ্দীপকে মি. সালমান কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুললেন? কেন? ৩
ঘ. ব্যাংক মি. সালমানকে যে জিনিসটি দিলেন তা চেকের থেকেও নিরাপদ কেন? যুক্তিসহ বুঝিয়ে দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।
বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম প্রান্তে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়ি দাগ টানলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয় বলে এ চেক হারানো বা চুরি গেলেও এর অর্থ কেউ সহজে উঠাতে পারে না। তাই এ চেকের মাধ্যমে লেনদেন অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে মি. সালমান একজন ব্যবসায়ী হিসেবে চলতি হিসাব খুললেন।
যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবের বিপক্ষে কোনো সুদ দেয়া হয় না তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাবের সুবিধা বিচারে একজন ব্যবসায়ীই চলতি হিসাব থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করতে পারে।
উদ্দীপকে মি. সালমান মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরে ব্যবসায় করতে চান এবং এ জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তাই ব্যবসায় পরিচালনায় সর্বোচ্চ সুবিধাসম্পন্ন একটি ব্যাংক হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই প্রদান করে। এটি ব্যাংক তার একজন ব্যবসায়ী গ্রাহককে চলতি হিসাব খোলার বিপরীতে ইস্যু করে থাকে।

https://teachingbd24.com

একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সালমানকে প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হবে এবং ধার, নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সহায়তা নিতে হবে। চলতি হিসাব ছাড়া ব্যাংক অন্য হিসাবের গ্রাহককে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করে না। তাই মি. সালমানের জন্য উপযোগী হিসাব চলতি হিসাব হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক মি. সালমানকে এটিএম কার্ড প্রদান করেছে, যা চেকের থেকেও অধিক নিরাপদ।

মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাকেই এটিএম বলে। এটিএম পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করে। এ কার্ড গ্রাহককে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং চেক ইস্যুর জটিলতা থেকে মুক্ত করে।

উদ্দীপকে মি. সালমান ব্যাংকে চলতি হিসাব খুললে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ইস্যু করে। তবে তিনি সহজে বহনযোগ্য ও অর্থ উত্তোলনে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে এমন কোনো ব্যবস্থা দাবি করেন। গ্রাহকের চাহিদামতো সেবা সরবরাহই ব্যাংকের নীতি হওয়ায় ব্যাংক তাকে একটি এটিএম কার্ড প্রদান করে, যা তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মি. সালমানের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক তাকে ATM কার্ড সরবরাহ করে, যাতে প্রতিটি কার্ডে ইউনিক নম্বর, গ্রাহকের নাম, স্বাক্ষর ইত্যাদি Megnetic Stripe-এ খোদাই করা থাকে। প্রত্যেক গ্রাহককে আলাদা Personal Identification Number প্রদান করে। এ PIN কেবলমাত্র গ্রাহক দ্বারা জ্ঞাত হয় বলে তা গ্রাহকের অর্থের অধিক নিরাপত্তা প্রদান করে। অন্যদিকে চেক ইস্যুর পর তা হারানো গেলে তা ইস্যুকারীর অর্থকে অধিক ঝুঁকিতে ফেলে এবং চেক তৈরিতে জটিলতা লক্ষ করলে ব্যাংকে তা অমর্যাদা করতে পারে। তাই মি. সালমান কর্তৃক প্রাপ্ত চেকের বিবেচনায় এটিএম কার্ড তাকে অধিক নিরাপত্তা প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. হক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি অবসরকালীন ১০,০০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ পাবেন ভেবে ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। বাকি অর্থ দিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. রাকিবের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। যথারীতি মি. হক ও মি. রাকিবকে ব্যাংকে আরও একটি হিসাব খুলতে হলো। *[য. বো. ১৬]*

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. হক প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. হকের হিসাবটি ও পরবর্তী হিসাবটির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলনের সুযোগ থাকে তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে Know your customers বা KYC ফরম বলে।

KYC ফরমের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, পেশা, কাজের বৈধতা এবং অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। এতে হিসাব গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ জমা হবে তার উৎস কী, হিসাব গ্রহীতা কোন ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত, গ্রাহকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, হিসাব গ্রহীতার তথ্য বিবেচনায় তার লেনদেনে ঝুঁকির মাত্রা ইত্যাদি বিষয় লেখা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. হক প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।

যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা হয়। মেয়াদ শেষে লাভসহ উত্তোলন করা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের জন্য আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকেন। এ হিসাবে মোট আমানত একসঙ্গে জমা দিতে হয়। এ হিসাবের অর্থ মেয়াদ উত্তীর্ণের সাপেক্ষে পরিশোধযোগ্য।

উদ্দীপকে মি. হক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি তার অবসরকালীন ১০,০০,০০০ টাকা এমন একটি হিসাবে জমা দিয়েছেন, যেখানে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দ্বিগুণ অর্থ ফেরত পাবেন। অর্থাৎ, তিনি স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন। কেননা, স্থায়ী হিসাব হচ্ছে এমন একটি ব্যাংক হিসাব যা এককালীন টাকা জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং ওই মেয়াদ শেষে না হলে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। স্থায়ী হিসাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদ প্রদান করা হয়; তাই মি. হক নির্দিষ্ট সময় শেষে জমাকৃত অর্থের দ্বিগুণ ফেরত পাবেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. হকের স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তীতে খোলা চলতি হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায়িক লেনদেন দ্রুত ও নিরাপদে সম্পাদন করার জন্য ব্যবসায়ীরা চলতি হিসাব করে থাকেন এতে যতবার খুশি ততবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে স্থায়ী হিসাবে অর্থ দীর্ঘমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা রাখা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে মি. হক তার অবসরকালীন প্রাপ্ত ১০,০০,০০০ টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী হিসাবে জমা করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তিনি দ্বিগুণ টাকা ফেরত পাবেন। বাকি অর্থ দিয়ে তিনি তার বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায়ের জন্য তাদেরকে আলাদা একটি চলতি হিসাব খুলতে হলো।

প্রকৃতি অনুযায়ী চলতি হিসাব স্থায়ী হিসাব থেকে পৃথক। স্থায়ী হিসাবের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে জমা রাখা হয়। কিন্তু চলতি হিসাবের টাকা যেকোনো সময় উত্তোলন করা যায়। উদ্দীপকে চলতি হিসাব থেকে মি. রাকিব ও মি. হক কোনো সুদ পাবেন না। অন্যদিকে, মি. হক তার স্থায়ী হিসাব থেকে নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ টাকা ফেরত পাবেন। চলতি হিসাব থেকে তারা ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু স্থায়ী হিসাব থেকে মি. হক কোনো ধরনের ঋণ নিতে পারবেন না। তাই মি. হকের স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তীতে খোলা চলতি হিসাবটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। ভবিষ্যতের চিন্তা করে প্রতি মাসে কিছু অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা করেন। এ হিসাব হতে তিনি কিছু লাভ পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনে টাকা উত্তোলন করেন। এবার তিনি ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের লটারি কিনলেন। ঈদের পূর্বে সৌভাগ্যক্রমে লটারি থেকে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন। এখন তিনি ভাবছেন আপাতত ব্যাংকে বেশি আয়ের একটি হিসাব খুলবেন। *[ব. বো. ১৬]*

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. একটি ব্যবসায়ের জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. মোসলেম ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মোসলেম লটারির টাকা কোন হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন? এর পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক চলাকালে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যবসায়ের জন্য চলতি হিসাব খোলা উত্তম।

চলতি হিসাবে প্রয়োজন অনুযায়ী বহুবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে। সাধারণত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেন করতে হয়। তাছাড়া ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণেরও প্রয়োজন হয়, যা চলতি হিসাব থেকেই পাওয়া যায়। তাই ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব উত্তম।

গ উদ্দীপকে মি. মোসলেম ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলেন তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনের একজন চাকরিজীবী। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি প্রতিমাসে কিছু টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা দেন। এ থেকে তিনি কিছু লাভ পেয়ে থাকেন। এটি সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা দিতে পারলেও দুবারের বেশি উত্তোলন করতে পারে না। ফলে গ্রাহকের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে এবং এ হিসাবে ব্যাংক অল্প পরিমাণে সুদ প্রদান করে। উদ্দীপকে মোসলেম সাহেবও স্বল্পআয়ের মানুষ হওয়ায় এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ জমা করায় বলা যায়, তিনি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ মি. মোসলেম লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন। যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা যায় এবং মেয়াদ শেষে উচ্চহারে প্রাপ্ত সুদসহ মূলধন ফেরত পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী হিসাব বলে।

উদ্দীপকে মোসলেম সাহেব স্বল্প বেতনে চাকরি করেন। ঈদের আগে সৌভাগ্যক্রমে তিনি লটারি থেকে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেলেন। তাই এখন তিনি বেশি আয়ের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা ভাবছেন।

স্থায়ী হিসাবে অন্যান্য হিসাবের তুলনায় বেশি সুদ প্রদান করা হয়। এ হিসাবের টাকা চাইলেই উত্তোলন করা যায় না। ফলে এটি মূলধন গঠনে সাহায্য করে। যাদের কাছে অলস অর্থ থাকে তারা এ ধরনের হিসাব খুলে ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ লাভ করে। উদ্দীপকে মোসলেম সাহেবের কাছে যেহেতু ২০ লক্ষ টাকা আছে, তাই তিনি যদি স্থায়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখেন তবে তিনি অধিক সুদ প্রাপ্তির মাধ্যমে মেয়াদ শেষে অনেক টাকা পাবেন, যা তার জন্য লাভজনক হবে। তাই বলা যায়, মি. মোসলেম লটারির টাকা স্থায়ী হিসাবে রাখার বিষয়ে ভাবছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য 'মদিনা ব্যাংকে' একটি হিসাবও খোলেন। কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে সঞ্চয় করতে পারছে না। মাঝে মাঝে যা সঞ্চয় করেন তা আবার উঠিয়ে নেন। এক সহকর্মীর পরামর্শে তিনি ওই ব্যাংকে ১০ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। সেখানে তিনি প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেন। এখন তিনি একটু কষ্ট করে হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. KYC ফর্ম কী? ১

খ. হিসাব খুলতে নমিনির প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিসেস ইশরাত প্রথমে কী হিসাব খুলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস ইশরাত পরবর্তীতে কী হিসাব খুললেন?' এখন তিনি একটু কষ্ট হলেও সঞ্চয় করতে পারছেন" –উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্মে বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC বলে।

খ হিসাবধারীর অনুপস্থিতিতে হিসাবের উদ্বৃত্ত হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নমিনির প্রয়োজন হয়।

নমিনি বলতে হিসাবগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তিকে বোঝায়। হিসাব খোলার সময় নমিনির ছবি এবং স্বাক্ষরসমেত বিস্তারিত তথ্য দিতে হয়। হিসাবগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে বা পাগল হলে ব্যাংক নমিনির কাছে হিসাবের উদ্বৃত্ত হস্তান্তর করে হিসাব বন্ধ করে দেয়।

গ মিসেস ইশরাত প্রথমে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাব স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী। তারা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে স্বল্প পরিমাণে সুদ পায়।

উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী। এজন্য মদিনা ব্যাংকে তিনি একটি হিসাব খোলেন। কিন্তু তিনি সে হিসাবে মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন আবার উঠিয়ে নেন। ফলে তার ইচ্ছা থাকলেও তিনি সঞ্চয় করতে পারছেন না। তার হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি বারবার টাকা জমা করতে পারছেন আবার টাকা উত্তোলনও করতে পারছেন। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক তাকে স্বল্প পরিমাণে সুদও প্রদান করে। সুতরাং বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, মিসেস ইশরাতের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত পরবর্তীতে বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছিলেন।

এ হিসাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটি মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চয়ের সুযোগ থাকে। মেয়াদান্তে একযোগে বা চুক্তি অনুযায়ী তা উত্তোলনও করা যায়।

উদ্দীপকে মিসেস ইশরাত একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। তবে এ হিসাবে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় প্রয়োজনে তিনি তা উঠিয়ে নেন। পরবর্তীতে সহকর্মীর পরামর্শে দশ বছর মেয়াদি আরেকটি হিসাব খোলেন। যে হিসাবে তিনি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখেন।

মিসেস ইশরাতের গৃহীত পরবর্তী হিসাবটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। এ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে তাকে জমা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদান্তে তিনি এককালীন উত্তোলনের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ এ হিসাবে বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারের সঞ্চয়ে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. নাফি একটি ফার্মে চাকরি করেন। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুরমা ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। ৫ বছর মেয়াদি এ হিসাবে বারবার অর্থ জমা দিতে পারলেও ৫ বছর পূর্বে অর্থ উত্তোলন অসম্ভব। হিসাব খোলার দুই বছর পর পারিবারিক সমস্যায় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি এখন কোনোভাবেই অর্থ জোগাড় করতে পারছে না। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. ব্যাংক হিসাব খোলায় একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন দলিলটি প্রয়োজন? ১

খ. স্থায়ী হিসাব বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়ক হয়? ২

গ. সুরমা ব্যাংকে মি. নাফি কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিস্থিতি অনুযায়ী মি. নাফির জন্য কোন হিসাব খোলা উপযুক্ত ছিল বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একমালিকানা ব্যবসায়ের ব্যাংক হিসাব খোলায় এর ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত প্রতিলিপি প্রয়োজন।

খ স্থায়ী হিসাব মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

স্থায়ী হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত এর অর্থ উত্তোলন করা যায় না। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে এবং সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা এই হিসাবে জমা করা হয়। মেয়াদ শেষে সেই টাকা সুদসহ আরো বেশি হয়, যা হিসাবধারী মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এভাবে মূলধন গঠনের মাধ্যমে স্থায়ী হিসাব বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকে মি. নাফি বিশেষ পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাবে বারবার টাকা জমা দেয়া যায় এবং মেয়াদ শেষে একবারই বা কিস্তিতে টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে। এ হিসাবে স্থায়ী হিসাবের মতই মেয়াদ শেষ না হলে টাকা উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে মি. নাফি একজন চাকরিজীবী। তিনি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুরমা ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছেন। তার হিসাবটির মেয়াদ পাঁচ বছর। এই ৫ বছরের মধ্যে তিনি বারবার টাকা জমা দিতে পারলেও মেয়াদপূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলন করা অসম্ভব। তার এই হিসাবটির মধ্যে আমরা স্থায়ী হিসাবের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেও এটি স্থায়ী হিসাব নয়। কারণ এতে বারবার টাকা জমা দেয়া যায়। বারবার টাকা জমা এবং মেয়াদ শেষে উত্তোলন করতে পারার হিসাবটি পৌনঃপুনিক হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং বলা যায়, মি. নাফি সুরমা ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে মি. নাফির বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব খোলা উপযুক্ত ছিল বলে আমি মনে করি।

যে স্থায়ী হিসাবের জমার টাকা ৭ দিনের নোটিশে বা অনুরূপ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নোটিশে উত্তোলন করা যায় তাকে বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব বলে। এ হিসাবে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে মি. নাফি একটি ফার্মে চাকরি করেন। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সুরমা ব্যাংকে ৫ বছর মেয়াদি একটি পৌনঃপুনিক হিসাব

https://teachingbd24.com

খোলেন। হিসাবটিতে তিনি বারবার অর্থ জমা করতে পারেন। কিন্তু উত্তোলন করতে পারবেন একেবারে মেয়াদ শেষে। তবে হিসাব খোলার দুই বছর পর পারিবারিক সমস্যায় অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলেও মি. নাফি কোনোভাবেই অর্থ জোগাড় করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে মি. নাফির হিসাবটি বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব হলে তিনি টাকা উত্তোলন করতে পারতেন।

বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাবে মি. নাফি ৭ দিনের নোটিশে কিংবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের নোটিশে টাকা উত্তোলন করতে পারতেন। আবার তিনি উক্ত হিসাবে নির্দিষ্ট হারে সুদও পেতেন। অর্থাৎ পৌনঃপুনিক হিসাবের মতো তিনি সুদও পেতেন আবার পারিবারিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য টাকাও উত্তোলন করতে পারতেন। সুতরাং বলা যায়, পরিস্থিতি অনুযায়ী টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনে মি. নাফির বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব খোলা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২০ মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে তিনি ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা এবং স্বল্প আয় করতে চান। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মি. সুজন পেনশন বাবদ কিছু টাকা পেয়েছেন। এই টাকা এমন একটি হিসাবে রাখতে চান যাতে তার কিছু বাড়তি আয় হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাজন যে ব্যাংকিং সুবিধা চায় তার জন্য কোন হিসাব উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সুজন কোন ধরনের হিসাব খোলে বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবে বলে তুমি মনে করো? যৌক্তিকসহ মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাব গ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।

KYC-এর পূর্ণরূপ হলো– Know Your Customer. অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হওয়ার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা ও অন্যায় লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ মি. রাজনের চাহিদা অনুযায়ী তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উত্তম।

যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে তিনি ATM ও অনলাইন ব্যাংকিংসহ আরো অন্যান্য সুবিধা পেতে চান। সাথে তিনি স্বল্প হারে আয়ও করতে চান। এজন্য তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলা উচিত। কারণ সঞ্চয়ী হিসাবেই ব্যাংক এটিএম কার্ডসহ অন্যান্য অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা দিয়ে থাকে। আবার সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদও দিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের উদ্দেশ্যই হলো স্বল্প আয়ের মানুষদের যেমন: চাকরিজীবীদের সঞ্চয়ের সুবিধা দেয়া। মি. রাজন চাকরিজীবী হওয়ায় তিনি সেই সুবিধা পাবেন। সুতরাং বলা যায়, মি. রাজন যে ব্যাংকিং সুবিধা চান তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাবই উত্তম।

ঘ মি. সুজন স্থায়ী হিসাব খুলে বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক অধিক হারে সুদ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে মি. রাজন একজন চাকরিজীবী। তার চাহিদা অনুযায়ী তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব যথোপযুক্ত। অন্যদিকে মি. সুজন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি তার পেনশন বাবদ বেশ কিছু টাকা পেয়েছেন। এই টাকা তিনি একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে চান এবং ব্যাংক হিসাব থেকে বাড়তি কিছু আয় করতে চান। তার জন্য স্থায়ী হিসাব উপযুক্ত। কারো কাছে বেশি পরিমাণে অলস অর্থ থাকলে তা তিনি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারেন। নতুবা ব্যাংকে রেখে সুদ আয় করতে পারেন। ব্যাংকে রাখার ক্ষেত্রে হিসাব নির্বাচনের ব্যাপার আছে। কেউ যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ সুদ আয় করতে চায় তাহলে তাকে স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা করতে হবে। আবার কেউ স্বল্পহারে সুদ আয় করতে চাইলে এবং হিসাবের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে লেনদেন করতে চাইলে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত। মি. সুজন তার পেনশন বাবদ বেশকিছু টাকা পেয়েছেন, যা তার জন্য অলস টাকা। তিনি টাকাগুলো ব্যাংকে রেখে যেহেতু আয় করতে চান, তার জন্য স্থায়ী হিসাব উপযুক্ত। কারণ এতে তিনি সর্বোচ্চ পরিমাণ আয় করতে পারবেন। তবে তিনি মেয়াদপূর্তির পূর্বে ওই টাকা উত্তোলন করার কোনো সুযোগ পাবেন না। সর্বোপরি বলা যায়, স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমেই মি. সুজন বাড়তি আয় নিশ্চিত করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব হাসান এগারো বছর ধরে জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস হিসাব পরিচালনা করছিলেন, যার মেয়াদপূর্তিতে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা পান। এ প্রাপ্ত অর্থ থেকে ৩৫ হাজার টাকা তিনি নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। যেখানে দৈনিক যতবার খুশি টাকা জমা রাখা গেলেও কিছু বাধ্যবাধকতার ভেতরে থেকে টাকা উত্তোলন করতে হয়। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় একটি ব্যাংক হিসাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা রাখেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ বা লাভ দেয় না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ চলতি হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা তাদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে এই হিসাব খুলে থাকে। এই হিসাবে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয় এবং আমানত বেশি সময় ধরে ব্যাংকে থাকে না বলে ব্যাংক এই হিসাবের বিপরীতে কোনো ধরনের সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকে ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হয়েছে।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষজনের জন্য এই হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে জনাব হাসান এগারো বছর ধরে জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস (DPS) পরিচালনা করে মেয়াদপূর্তিতে ১৫ লক্ষ টাকা পান। তিনি এই অর্থ থেকে ৩৫ হাজার টাকা নতুন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। নতুন হিসাবটিতে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। অর্থাৎ তার নতুন এই হিসাবটি সঞ্চয়ী হিসাব হওয়ায় তিনি সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। আবার এই হিসাবের বিপরীতে তিনি স্বল্প পরিমাণে সুদও পাবেন। পরিশেষে বলা যায়, ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৩৫ হাজার টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অবশিষ্ট অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য একটি ব্যাংক হিসাবে অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে রাখার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে। সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা জমা রাখার জন্য এই হিসাব খোলা হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জনাব হাসান জনতা ব্যাংকে একটি ডিপিএস (DPS) হিসাব পরিচালনা করতেন। মেয়াদপূর্তিতে তিনি সেখান থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পান। এর মধ্যে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি নতুন সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। অবশিষ্ট টাকা তিনি অধিক লাভের আশায় একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখার সিদ্ধান্ত যৌক্তিকভাবেই নিয়েছেন।

ডিপিএস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় তিনি যদি দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থায়ী হিসাবে জমা রাখেন তাহলে তিনি উচ্চ হারে ব্যাংক থেকে অধিক সুদ আয় করতে পারবেন। এতে তার অধিক লাভ করার যে উদ্দেশ্য সেটি অর্জিত হবে। এছাড়া তিনি তার স্থায়ী আমানতের রসিদটি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। সর্বোপরি বলা যায়, স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা রাখার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব সুমনের এবিসি ব্যাংকের তিনটি শাখার হিসাব বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শাখার নাম	আমানত (টাকা)	উত্তোলন (টাকা)	মুনাফা (টাকা)
ধানমন্ডি	২০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	-
গুলশান	১০,০০,০০০	২,০০,০০০	১৫,০০০
রামপুরা	১৬,০০,০০০	-	৯০,০০০

জনাব সুমন আগামী মাসে চাকরি থেকে অবসর নিবেন এবং অবসরকালীন ভাতা হিসেবে ২০,০০,০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কোনো ব্যবসায়ের সাথে জড়িত না হয়ে সাধারণ জীবনযাপন করবেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১

খ. "ব্যাংককে কেন ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধানমন্ডি শাখায় জনাব সুমন কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অবসরকালীন ভাতা জমানোর জন্য জনাব সুমনের কোন শাখার হিসাবটি বেশি উপযোগী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চলতি হিসাবে ব্যাংক অবস্থা ভেদে স্বল্প পরিমাণ সুদ পরিশোধ করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে।

খ আমানতকারীর অর্থের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায় পরিচালনা করার কারণে একে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক একটি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। এটি আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থই গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের নিজস্ব কোনো অর্থ সংশ্লিষ্ট থাকে না বিধায় ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ধানমন্ডি শাখায় জনাব সুমন চলতি হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই হিসাব উপযোগী। চলতি হিসাবের বিপরীতে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক এই হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব সুমনের এবিসি ব্যাংকের তিনটি শাখায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি হিসাব রয়েছে। এর মধ্যে ধানমন্ডি শাখায় তার বর্তমান আমানত আছে ২০,০০,০০০ টাকা এবং তিনি উত্তোলন করেছেন ১,৫০,০০০ টাকা। এই হিসাবের বিপরীতে কোনো মুনাফা নেই। জনাব সুমনের অন্য দুটি হিসাবে মুনাফা যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা এবং ৯০,০০০ টাকা। ধানমন্ডি শাখায় মুনাফা না থাকায় বলা যায়, এ হিসাবটি একটি চলতি হিসাব এবং ব্যাংক এই হিসাবে কোনো সুদ প্রদান করে নি।

ঘ অবসরকালীন টাকা জমানোর জন্য রামপুরা শাখার হিসাব উপযোগী।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং যার বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। সাধারণত বড় অঙ্কের টাকা দীর্ঘমেয়াদে জমা রাখার জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সুমনের তিনটি ব্যাংক হিসাব আছে। এর মধ্যে রামপুরা শাখার হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব। কারণ এই হিসাবে জনাব সুমনের আমানতের পরিমাণ ১৬,০০,০০০ টাকা। এখানে উত্তোলনের পরিমাণ শূন্য এবং মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ। জনাব সুমন চাকরি থেকে অবসর নেবেন আগামী মাসে। অবসরকালীন ভাতা হিসেবে তিনি ২০,০০,০০০ টাকা পাবেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে তার টাকাটি স্থায়ী হিসাবে রাখাটা বেশি উপযুক্ত হবে।

কারণ স্থায়ী হিসাব থেকে তিনি যে মুনাফা পাবেন সেটি দিয়ে তার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। অন্য কোনো হিসাবে যেমন সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা রাখলে তিনি স্থায়ী হিসাবের মতো সুদ পাবেন না। আবার চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখা তখনই যৌক্তিক হতো যদি তিনি ব্যবসায় করতেন। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপন করতে আগ্রহী হওয়ায় স্থায়ী হিসাবই জনাব সুমনের জন্য উপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জালাল সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তখন সামান্য সুদে দেয় এমন একটি হিসাব পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করার পর তিনি আরেকটি হিসাব খোলেন। এর পর তিনি বিদেশ চলে যান। পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে ফেরত এসে তিনি তার উভয় হিসাব চালু করতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি চালু করার পরামর্শ দেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. কীভাবে ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করা হয়? ২

গ. জালাল সাহেব প্রথম কোন হিসাব পরিচালনা করতেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কেন পরবর্তী হিসাব চালু করার পরামর্শ দিলেন? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যাংক কিংবা গ্রাহক নিজেই ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দিতে পারে।

কোনো গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাব বন্ধ করতে চাইলে তাকে ব্যাংকের অব্যবহৃত পাস বই এবং চেকের ফরমগুলো ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে হয়। ব্যাংক তখন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ সংক্রান্ত খরচ বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ফেরত দেয়। এরপর ব্যাংকের খতিয়ানে হিসাব গ্রহীতার নাম কেটে দেওয়া হয়। ওই হিসাবের পাশে 'হিসাব বন্ধ' কথাটি লিখে দেয়।

গ জালাল সাহেব প্রথমে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করতেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত চাকরিজীবী, ছাত্র, কৃষক এরকম স্বল্প আয়ের মানুষজন এ হিসাব খুলে থাকে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সামান্য সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জালাল সাহেব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। চাকরিরত সময়ে তিনি ব্যাংকের একটি হিসাবে টাকা জমা রাখতেন। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক তাকে সামান্য সুদ দিত। তার হিসাবটি ছিল একটি সঞ্চয়ী হিসাব। কারণ প্রথমত, জালাল সাহেব একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। দ্বিতীয়ত, তার পরিচালিত হিসাবে ব্যাংক সামান্য পরিমাণ সুদ দেয়। আর আমরা জানি ব্যাংক চলতি হিসাবে কোনো সুদ দেয় না এবং স্থায়ী হিসাবে উচ্চ হারে সুদ দেয়। সুতরাং বলা যায়, জালাল সাহেবের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব।

ঘ জালাল সাহেব চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় শুরু করার কারণে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি অর্থাৎ চলতি হিসাব চালু করার পরামর্শ দেন।

যে হিসাব দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ পরিশোধ করে না। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের হিসাব খুলে থাকেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জালাল সাহেব চাকরিরত অবস্থায় ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করতেন। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন এবং ব্যাংকে আরেকটি হিসাব খোলেন। তার পরের হিসাবটি ছিল চলতি হিসাব কারণ সেসময় তিনি ব্যবসায় করতেন। এরপর তিনি বিদেশ চলে যান এবং পাঁচ বছর পর ফিরে এসে উভয় হিসাব চালু করতে চান। কিন্তু ম্যানেজার তাকে পরবর্তী হিসাবটি চালু করার পরমার্শ দেন।
জালাল সাহেব একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় তার একটি চলতি হিসাবের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়িক দেনা-পাওনা পরিশোধ বা আদায় করতে পারবেন। চলতি হিসাবটির মাধ্যমে তিনি জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। আর সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করা তার এখন দরকার নেই। কারণ অর্থ সঞ্চয় না করে সেই অর্থ তিনি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। সুতরাং জালাল সাহেব ব্যবসায়ী হবার কারণেই ব্যাংক ম্যানেজার চলতি হিসাবটি চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব সাফিনের ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে পনের লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। পরবর্তী সময়ে ব্যবসায় লাভের দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদে একই হিসাবে জমা দিতে গেলে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে পৃথক একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. KYC ফর্ম কী? ১
খ. একজন কৃষকের জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উত্তম? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব সাফিন কোন ধরনের হিসাব পরিচালনা করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জনাব সাফিনকে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC (Know Your Customer) ফর্ম বলে।

খ একজন কৃষকের জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব উত্তম।
যে হিসাবের মাধ্যমে দিনে যতবার খুশি অর্থ জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন: চাকরিজীবী, কৃষক— এদের জন্য এই হিসাব উপযোগী। এই হিসাবের মাধ্যমে তারা স্বল্প হারে সুদ পেতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাফিন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমাদান এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য এই ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে। এই হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায়।
উদ্দীপকে জনাব সাফিনের ব্যাংক হিসাবের স্থিতির পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে ১৫ লক্ষ টাকা তার হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। আমানতের চেয়েও বেশি পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যায় শুধু চলতি হিসাবে। আবার জনাব সাফিন পরবর্তীতে দশ লক্ষ টাকা একই হিসাবে জমা রাখতে চাইলে ম্যানেজার তাকে নতুন অন্য একটি হিসাব খোলার জন্য বলেন। কারণ জনাব সাফিনের বর্তমান হিসাবটি চলতি হিসাব। সুতরাং বলা যায়, জনাব সাফিন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজার কর্তৃক জনাব সাফিনকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শটি যৌক্তিক।
যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে।
উদ্দীপকে জনাব সাফিন একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকে তার একটি চলতি হিসাব আছে। তিনি চলতি হিসাবটি থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করেন এবং পরবর্তীতে একই হিসাবে দশ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য জমা রাখতে চান। কিন্তু ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নতুন করে একটি স্থায়ী হিসাব খুলে টাকা জমা রাখার পরামর্শ দেন। স্থায়ী হিসাবে টাকা জমা দেয়ায় মাধ্যমে জনাব সাফিন উচ্চ হারে সুদ পাবেন। আবার তার দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখার উদ্দেশ্যও হাসিল হবে। পক্ষান্তরে চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখলে তিনি কোনো সুদ পাবেন না। সুতরাং চলতি হিসাবে দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা রাখতে চাওয়া জনাব সাফিনের জন্য যৌক্তিক নয় বরং ম্যানেজারের পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং নানামুখী প্রয়োজনে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারে এবং মক্কেলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক হিসাবের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি ছাড়া সাধারণত ব্যাংকগুলো কারো সাথে লেনদেন করে না। বিভিন্ন গ্রাহক তার নানামুখী প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সঠিক ব্যাংক হিসাব খুলে থাকে। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. পাস বই কী? ১
খ. বাহক চেক অনিরাপদ-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণনানুযায়ী ব্যাংক হিসাব খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৩
ঘ. ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে তার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংক ক্ষুদ্রাকৃতির যে বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

খ বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে পরিশোধ করে বিধায় এটি অনিরাপদ।
যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হওয়া মাত্রই ব্যাংক নগদে পরিশোধ করে দেয় তাকে বাহক চেক বলে। কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যাংক টাকা বাহক চেকের উপস্থাপককে পরিশোধ করে দেয়। এজন্য চেক হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে চেকের আসল মালিকের আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই বাহক চেক অনিরাপদ।

গ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যাংক হিসাব হলো মক্কেলের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক রক্ষা এবং আর্থিক লেনদেনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে অর্থ জমা ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকে ব্যাংক হিসাবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিধিও। ব্যাংক তার গ্রাহকদের সুবিধার্থে এবং অনেক সময় ব্যাংকের নিজের সুবিধার্থে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকে। ব্যাংক হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তারা ঝুঁকিবিহীন আয়ের সুযোগ পায়। আবার ব্যাংক জাতীয় মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব ছাড়া ব্যাংকের সাথে আর্থিক লেনদেনের যথাযথ হিসাব ব্যাংক বা গ্রাহক কেউই রাখতে পারত না। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে ব্যাংক হিসাব খোলা বাঞ্ছনীয়।

ঘ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মধ্যে যথাযথ হিসাবটি নির্বাচনের জন্য গ্রাহককে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।
ব্যাংক তার গ্রাহককে বিভিন্ন ধরনের হিসাবের সুবিধা প্রদান করে। চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্থায়ী হিসাব এর মধ্যে অন্যতম। তবে সব হিসাবই সব ধরনের গ্রাহকের জন্য নয়। গ্রাহকদের হিসাব নির্বাচনের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

https://teachingbd24.com

ব্যাংকগুলো সাধারণত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। ভুল হিসাব নির্বাচন করলে গ্রাহকেরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রাহকের প্রকৃতি। এর ওপর ভিত্তি করেই মূলত হিসাবের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন: ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে চলতি হিসাব আবার স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব। গ্রাহকের প্রকৃতির সাথে লেনদেনের পরিমাণ ও প্রকৃতিও সম্পর্কিত। যেমন ব্যবসায়ীদের দিনে অসংখ্যবার লেনদেন করতে হয়। এছাড়াও বিবেচনা করতে হয় সুদের হার এবং ঋণের সুবিধা। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সুদের হারের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন যার অনেক পরিমাণ অলস অর্থ আছে তিনি চাইবেন সর্বোচ্চ পরিমাণ সুদ আয় করতে। আবার একজন ব্যবসায়ী চাইবেন তিনি যেন অসংখ্যবার লেনদেন করতে পারেন। তার উচ্চ হারে সুদ প্রয়োজন নেই। সর্বশেষ একজন গ্রাহককে ব্যাংকিং সুবিধা অর্থাৎ কত সহজে তিনি ব্যাংকিং সেবা পেতে তা বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করলে তাকে এমন একটি হিসাব খুলতে বলেন যেখানে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। যা জনাব সেলিমের জন্য উপযুক্ত তথা লাভজনক। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক সুদ প্রদান করে না কেন? ২

গ. ম্যানেজার জনাব সেলিমকে কোন হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সেলিমের জন্য উক্ত হিসাব খোলার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান বা উত্তোলন করা যায়।

পুনঃপুনঃ লেনদেনের কারণে এই হিসাবের আমানত ব্যাংকে বেশিক্ষণ অবস্থান করে না এবং ব্যাংক এই আমানত থেকে ঋণ প্রদান করতে পারে না। কারণ গ্রাহক যে কোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে। এজন্য ব্যাংক চলতি হিসাবে কোনো সুদ দেয় না, বরং সার্ভিস চার্জ কেটে নেয়।

গ ম্যানেজার জনাব সেলিমকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ১ মাস থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে বলেন, যেখানে নির্দিষ্ট সময় শেষে টাকা দ্বিগুণ হবে। স্থায়ী হিসাবেই শুধু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টাকা জমা রাখলে সুদসহ একত্রিত হয়ে টাকা দ্বিগুণ হবার সুযোগ আছে। চলতি বা সঞ্চয়ী বা অন্য কোনো হিসাবে এ সুযোগ নেই। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার জনাব সেলিমকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঘ জনাব সেলিমের জন্য স্থায়ী হিসাবটি খোলা যৌক্তিক।

স্থায়ী হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং সাধারণত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে উত্তোলনের কোনো সুযোগ থাকে না। এই হিসাবের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অন্যান্য হিসাবের তুলনায় এর সুদের হার সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো মেয়াদপূর্তির আগে টাকা উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে জনাব সেলিম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। তিনি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করলে ম্যানেজার একটি স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য বলেন। কারণ এই হিসাবটিই জনাব সেলিমের জন্য সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে।

জনাব সেলিম ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সংরক্ষণ করতে চান। তিনি অবসরকালীন সময়ে একটি বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছেন। এই টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখলে সেটি তার জন্য লাভজনক হতো না। আবার চলতি হিসাব খোলার কোনো যৌক্তিকতা জনাব সেলিমের জন্য নেই। কারণ তিনি ব্যবসায়ী নন। তিনি যেহেতু ভবিষ্যতের জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদে টাকা সংরক্ষণ করতে চান এবং লাভজনকভাবে সংরক্ষণ করতে চান সেহেতু স্থায়ী হিসাব খোলাটা তার জন্য যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মি. রবিন ও মি. নবীন দুই ভাই। প্রথমজন ব্যবসায়ী ও অন্যজন চাকুরে। মি. রবিনের হিসাবে ২০,০০,০০০ এবং মি. নবীনের হিসাবে ১০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। মি. নবীন বছর শেষে তার হিসাব থেকে কিছু আয় পেলেও মি. রবীন তা পান না। জরুরি অবস্থায় দুই ভাই তাদের হিসাবের সমুদয় অর্থের অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের নিমিত্তে ব্যাংকে চেক জমা দিলেন। কিন্তু ব্যাংক মি. রবিনকে অর্থ দিলেও মি. নবীনকে অর্থ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে মি. নবীন মনঃক্ষুণ্ন হন। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. রবিন এর হিসাব কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. নবীনের হিসাবের প্রকৃতি তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় –এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের নামে যে হিসাব খুলে ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যাংকিং সেবা নেয়ার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ যে হিসাবে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসে মাসে টাকা জমা করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে একবারে উত্তোলন করে তাকে পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

সাধারণ বেসরকারি চাকরিজীবী ও সকল ধরনের পেশাজীবী মানুষ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ উভয় সুবিধা লাভের জন্য পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে। ডিপোজিট পেনশন স্কিম (DPS), হজ্ব একাউন্ট ইত্যাদি পেনশন সঞ্চয়ী হিসাবের আওতাভুক্ত।

গ মি. রবিনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

যে ব্যাংক হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব উপযোগী। চলতি হিসাবের বিপরীতে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা যায় এবং এ হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না।

উদ্দীপকে মি. রবিনের ব্যাংক হিসাবে ২০,০০,০০০ টাকা আছে। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার হিসাবের বিপরীতে কোনো ধরনের সুদ পান না। আবার জরুরি অবস্থায় তিনি তার হিসাব থেকে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করার জন্য চেক প্রদান করেন। ব্যাংক মি. রবিনকে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেয়। অর্থাৎ মি. রবিন তার হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করেন। মি. রবিন তার হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ পান না এবং জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ শুধু চলতি হিসাবে থাকায়, বলা যায় মি. রবিনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ মি. রবিনের হিসাবের প্রকৃতি তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় –বক্তব্যটি যথার্থ।

যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মি. নবীন একজন চাকরিজীবী। ব্যাংকের হিসাবে তার ১০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি তার হিসাব থেকে বছর শেষে সুদের মাধ্যমে কিছু আয় পান। কিন্তু জরুরি অবস্থার কারণে মি. নবীনের কিছু অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। তার ভাই মি. রবিনের একই পরিস্থিতি হওয়ায় তিনি ব্যাংকে চেক জমা দেন। ব্যাংক মি. রবিনকে টাকা প্রদান করলেও মি. নবীনকে প্রদান করে নি। এতে মি. নবীন মনঃক্ষুণ্ন হন।

বৈশিষ্ট্য বিচারে মি. নবীনের হিসাবটি একটি সঞ্চয়ী হিসাব। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সামান্য হারে সুদ প্রদান করে এবং এখানে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের কোনো সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ থাকে বিধায় ব্যাংক মি. রবিনকে টাকা দেয়। তাই মি. রবিনকে টাকা দেয়ায় এবং মি. নবীনকে টাকা না দেয়ায় তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি অবসরকালীন ১০ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা তিনি সঞ্চয়ী হিসাবে রেখেছেন। কিন্তু চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সাপ্তাহিক অর্থ উত্তোলনে সীমাবদ্ধতা থাকায় তিনি ব্যাংকের কাছে সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য কিছু দাবি করেন।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. KYC ফরম কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দীর্ঘমেয়াদের জন্য কোন হিসাবে অর্থ সংরক্ষণ করলে রুমানা বেগম লাভবান হবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে কোন জিনিসটি দাবি করেছেন বলে তুমি মনে করো? বর্ণনা দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয় তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।

KYC-এর পূর্ণরূপ হলো Know Your Customer. মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হবার পর থেকে ভুয়া নামে হিসাব খোলা ও অন্যায়ভাবে লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় এই ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। অর্থাৎ ভুয়া লেনদেন, আর্থিক কেলেঙ্কারি ইত্যাদি রোধ করার জন্য KYC ফর্ম প্রয়োজনীয়।

গ দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থায়ী হিসাবে অর্থ সংরক্ষণ করলে রুমানা বেগম লাভবান হবেন।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং মেয়াদপূর্তির আগে সাধারণত অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক অধিক হারে সুদ প্রদান করে।

রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি তার অবসরকালীন অর্থের ১০ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান। তিনি একটি স্থায়ী হিসাব খুলে উক্ত অর্থ জমা রাখতে পারেন। এতে তিনি শুধু মেয়াদ শেষেই টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে ব্যাংক তাকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করবে। মূলত স্থায়ী হিসাবেই সুদের হার সবচেয়ে বেশি। এই হিসাবের মেয়াদ দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় রুমানা বেগম স্থায়ী হিসাবে অর্থ জমা করলে লাভবান হবেন।

ঘ উদ্দীপকে রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড দাবি করেছেন বলে আমি মনে করি।

যে ইলেক্ট্রনিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক এটিএম বুথ থেকে ২৪ ঘণ্টা অর্থ উত্তোলন ও জমাদান করতে পারে তাকে এটিএম কার্ড বলে। এটিএম কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করার জন্য গ্রাহককে ব্যাংকে যেতে হয় না। আবার গ্রাহক যতবার খুশি লেনদেন করতে পারে।

উদ্দীপকে রুমানা বেগম সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি অবসরকালীন ১০ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রেখেছেন। কিন্তু সঞ্চয়ী হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ না থাকায় তিনি ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড চান, যা সহজে বহনযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য।

এটিএম কার্ডের মাধ্যমে রুমানা বেগম দিনে যতবার খুশি অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। আবার এই কার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে তার লেনদেন সহজ হয়ে যাবে। ই-ব্যাংকিং এর অন্যতম একটি অংশ হলো এটিএম কার্ড। এটি সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং বহনযোগ্য। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের লেনদেনের সীমাবদ্ধতা দূর করা যায়। সুতরাং বলা যায়, রুমানা বেগম ব্যাংকের কাছে এটিএম কার্ড দাবি করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব মিজবাহ একজন চাকুরে। জেড ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। ব্যাংক চেক বই না দিলেও তিনি খুব খুশি। কিন্তু অন্য ব্যাংক থেকে টাকা তার হিসেবে পাঠানো যাচ্ছে না। প্রয়োজনে তিনি জমার রসিদকে জামানত হিসেবে ব্যাংকে রেখে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি এখন এমন একটি ব্যাংক হিসাব খোলার কথা ভাবছে যেখানে তিনি অব্যাহতভাবে অর্থ লেনদেন করতে পারবেন। আয় কম হলেও অনলাইন, ক্রেডিট কার্ডসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাবেন।

[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আয় কম হলেও নতুন ব্যাংক হিসাবটি জনাব মিজবাহর ব্যাংক সম্পৃক্ততা বাড়বে —এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি হওয়ায় এটি উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক লেনদেনের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে গ্রাহকের নামে ব্যাংক যে হিসাব খোলে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করার সুযোগ পায়। আবার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই আমানত সংগ্রহ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আর এ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য ব্যাংক হিসাব ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের জন্য অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি স্থায়ী হিসাব।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে এর অর্থ উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক গ্রাহককে একটি স্থায়ী আমানত রসিদ (FDR) প্রদান করে এবং এই হিসাবে কোনো ধরনের চেকবই ইস্যু করে না। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব মিজবাহ একজন চাকরিজীবী। জেড ব্যাংকে তার একটি হিসাব আছে। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই ইস্যু না করলেও বেশি পরিমাণে সুদ দিয়ে থাকে। যার কারণে জনাব মিজবাহ খুশি। কিন্তু অন্য কোনো ব্যাংক থেকে জনাব মিজবাহর এই হিসাবে টাকা প্রেরণ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, জনাব মিজবাহর হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব। আর এ হিসাবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি যে স্থায়ী আমানত রসিদ (FDR) পেয়েছেন সেটি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব মিজবাহর প্রথম হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব।

ঘ আয় কম হলেও নতুন ব্যাংক হিসাবটি জনাব মিজবাহর ব্যাংক সম্পৃক্ততা বাড়াবে —বক্তব্যটি যথার্থ।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

https://teachingbd24.com

সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে এবং এই হিসাবে ই-ব্যাংকিং এর সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব মিজবাহর একটি স্থায়ী হিসাব আছে জেড ব্যাংকে। কিন্তু এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি অন্য ব্যাংক থেকে তার হিসাবে টাকা জমা করতে পারছেন না। এ কারণে তিনি অন্য একটি হিসাব খোলার কথা ভাবছেন। হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে তিনি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা পেতে চান এবং অব্যাহতভাবে অর্থ লেনদেন করতে চান। এক্ষেত্রে তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত এবং এই হিসাব ব্যাংকের সাথে তার সম্পৃক্ততা বাড়াবে।

সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনাব মিজবাহ অন্য ব্যাংক থেকে টাকা তার হিসাবে জমা করতে পারবেন, যেটি তার আগের হিসাবে অর্থাৎ স্থায়ী হিসাবে সম্ভব ছিল না। আবার তিনি অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব মিজবাহর সঞ্চয়ী হিসাব থাকায় ব্যাংকের সাথে তার সম্পৃক্ততা বাড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মিসেস বিথী তার পারিবারিকে সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক আমানত হিসাবে জমা দিতে ইচ্ছুক। সে ক্ষেত্রে, তার মূল উদ্দেশ্য অধিক সুদ প্রাপ্তি। তিনি সম্ভাব্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণ করলেন যাতে তাঁর আমানত ঝুঁকির মুখে না পড়ে যেহেতু বাংলাদেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলছে, তাই তিনি তুলনামূলক অধিক সুদে ব্যাক ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখতে স্বস্তি বোধ করছেন।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. খোলা প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ফ্যাক্টরিং থেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ফোরফেইটিং এর কার্যপরিধি ব্যাপক –আলোচনা করো। ২

গ. মিসেস বিথী ব্যাংকে যে হিসেবে টাকা জমা দিতে চান সে হিসাব খোলার পদ্ধতি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্যুকারী ব্যাংক যেকোনো সময় প্রত্যয়পত্র বাতিল করতে পারবে এই মর্মে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করলে তাকে খোলা প্রত্যয়পত্র বলে।

খ ফোরফেইটিং এর মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন করায় এর কার্যপরিধি ব্যাপক।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্ত বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেইটিং বলে। অপরদিকে, প্রাপ্য বিল কোনো ফ্যাক্টরের কাছে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকে ফ্যাক্টরিং বলে। ফোরফেইটিং এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকের উৎপাদন কাজে অর্থায়ন করে সহায়তা দেয়া হয়। এজন্যই ফ্যাক্টরিং এর চেয়ে ফোরফেইটিংয়ের কার্যপরিধি ব্যাপক।

গ স্থায়ী হিসাব খোলার প্রক্রিয়া মোট তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা করা হয় এবং মেয়াদ পূর্তি না হওয়া পার্যন্ত টাকা সাধারণত উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক সর্বোচ্চ হারে সুদ প্রদান করো।

উদ্দীপকে মিসেস বিথী তার পারিবারিক সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা দিতে ইচ্ছুক। তার মূল উদ্দেশ্য অধিক সুদ প্রাপ্তি হওয়ায় আমরা বলতে পারি তিনি স্থায়ী হিসাবে টাকা রাখতে চান। স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য মিসেস বিথীকে প্রথমেই ব্যাংকে গিয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। এরপর আবেদন ফরম এবং তার সাথে KYC ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এরপর তাকে অর্থ জমা দিতে হবে এবং স্থায়ী আমানত রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে মিসেস বিথীর স্থায়ী হিসাব খোলা সম্পন্ন হবে। তার সংগৃহীত স্থায়ী আমানত রসিদটি দিয়ে তিনি মেয়াদ শেষে সুদসহ আমানতের টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যাসেল (Basel) এর কথা বলা হয়েছে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য Bank of International Settlement (BIS) কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দেশনা বা বিধি বিধান ব্যাসেল নামে পরিচিত। ব্যাসেল-১ প্রবর্তন করার পর ব্যাসেল-২ প্রবর্তন করা হয়।

উদ্দীপকে মিসেস বিথী তার সঞ্চয়ের ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে আমানত হিসেবে রাখার জন্য কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণ করেন। বাংলাদেশের সকল ব্যাংকই এই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যাসেল মেনে চলে। তাই তিনি বিভিন্ন ব্যাংক বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক ব্যাংকে টাকা জমা রাখাই অধিক নিরাপদ মনে করেন।

ব্যাসেল নামক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডটির মূল কথা হলো ব্যাংক কোম্পানির মূলধন যেন এমন অপর্যাপ্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ না হয়ে পড়ে যাতে আমানতকারীদের আমানত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। এই মানদণ্ডটি অনুসরণ করার কারণেই ব্যাংকসমূহ পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করে। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশে ব্যাসেল পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সম্পর্ক রেখে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নির্দেশনা (Risk Based Capital Adequacy/RBCA) জারি করেছে। মিসেস বিথী এই মানদণ্ডটির আলোকেই ব্যাংকগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মি. নাদিম একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন ভেবে ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। বাকি অর্থ দিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. জাভেদের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ে যুক্ত হলেন। যথারীতি মি. নাদিম ও মি. জাভেদকে ব্যাংকে আরও একটি হিসাব খুলতে হলো।

[ঢাকা কলেজ]

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. নাদিম প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছিলেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. নাদিমের হিসাবটি ও পরবর্তী হিসাবটির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক হিসাবের ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক কর্মদিবসে প্রয়োজন অনুযায়ী যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দিতে ও উত্তোলন করতে পারে তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ যে ফরমের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে KYC ফর্ম বলে।

KYC শব্দের পূর্ণরূপ হলো "Know your customer" অর্থাৎ তোমার গ্রাহককে জানো। ভুয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা এই ফর্মের উদ্দেশ্য। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ফর্মের সত্যতা যাচাই করে গ্রাহকের হিসাব চালু করে। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে এ ফর্ম পূরণ করা গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক।

গ মি. নাদিম প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন।

স্থায়ী হিসাবে একজন আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। এ হিসাবে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে মি. নাদিম অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকা পান। এর মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। এই হিসাব থেকে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। এখানে তিনি প্রথমে সুবিধা গ্রহণের জন্য স্থায়ী হিসাব খুলেছিলেন। এই হিসাবের ক্ষেত্রে তাকে একত্রে সব অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা দিতে হয়েছে। এই জমাকৃত আমানতের ওপর তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন।

Teachingbd24.com

তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষে তিনি জমাকৃত অর্থ সুদসহ উত্তোলন করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, মি. নাদিম যে হিসাবটি খুলেছিলেন তা একটি স্থায়ী হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. নাদিমের হিসাবটি একটি স্থায়ী হিসাব ও পরবর্তী হিসাবটি হলো চলতি হিসাব।

স্থায়ী হিসাবে একজন আমানতকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে হয়। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে গ্রাহক কার্যদিবসে প্রয়োজনমত অর্থ জমা ও উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকে মি. নাদিম অবসরকালীন ৩০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ২০,০০,০০০ টাকা ব্যাংকে রাখেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থের আশায় তিনি ব্যাংকে একটি স্থায়ী হিসাব খোলেন। বাকি অর্থ দিয়ে তিনি মি. জাভেদের সাথে ব্যবসায় শুরু করেন। মি. নাদিম ও মি. জাভেদ ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলেন।

মূলত চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উপযোগী। একজন ব্যবসায়ীকে একই কার্যদিবসে বহুবার ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার প্রয়োজন হয়। তবে এই হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না। কিন্তু মি. নাদিমের স্থায়ী হিসাবে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একত্রে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পূর্বে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পাবেন না। এ স্থায়ী আমানত থেকে তাকে সবচেয়ে বেশি সুদ দেয়া হয়। সুতরাং আমি মনে করি, উদ্দীপকে মি. নাদিমের হিসাব ও পরবর্তী হিসাবের মধ্যে হিসাবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৩২ ফাহিম আইডিয়াল কলেজের একজন ছাত্র। ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে সে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা চায়। অন্যদিকে তার বাবা ঢাকার চক বাজারের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে চান। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. KYC ফর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফাহিমের ব্যাংকিং সেবার ভিত্তিতে কোন হিসাব খোলা উত্তম? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফাহিমের বাবা ফাহিমের ব্যাংক হিসাব খুললে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য ব্যাংক আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর যে কার্ডে সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।

খ হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীর বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে হিসাবগ্রহীতাকে যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম বলে।

লেনদেনের জালিয়াতি রোধ করার জন্য KYC (Know Yours Customer) ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক। দেশে মানি লন্ডারিং আইন চালু হবার পর অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য হিসাব খোলার সময় KYC ফর্ম অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ফাহিমের ব্যাংকিং সেবার ভিত্তিতে তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলা উচিত।

যে ব্যাংক হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চেক প্রদান করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

উদ্দীপকে ফাহিম আইডিয়াল কলেজের একজন ছাত্র। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা চায়। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে সে উক্ত সেবাসমূহ পেতে পারে। একজন ছাত্র হওয়ায় তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ সঞ্চয় সে বারবার ব্যাংকে জমা করতে পারবে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সুদও দেয়। আবার অনলাইন ব্যাংকিংসহ অন্যান্য ই-ব্যাংকিং সেবাও দিয়ে থাকে। ফাহিম সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে চেক বই পেতে পারে। সুতরাং ফাহিমের চাহিদা এবং সঞ্চয়ী হিসাবের যাবতীয় সুবিধা বিবেচনায় তার সঞ্চয়ী হিসাব খোলাই উত্তম।

ঘ উদ্দীপকের ফাহিমের বাবা ফাহিমের ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ সঞ্চয়ী হিসাব খুললে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

সঞ্চয়ী হিসাব সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায় বিধায় এটি ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

উদ্দীপকে ফাহিম কলেজের ছাত্র। সে তার ব্যাংক হিসাব থেকে ATM, অনলাইনসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা চায়। তার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, তার বাবা ঢাকার চক বাজারের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে চান। এক্ষেত্রে তিনি যদি ফাহিমের মতো সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন তাহলে তার জন্য সমস্যা হবে। কারণ তিনি একজন ব্যবসায়ী আর ফাহিম একজন ছাত্র। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ফাহিমের বাবাকে দৈনিক অসংখ্য পরিমাণ লেনদেন করতে হবে। তার ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে দৈনিক অনেকবার জমা বা উত্তোলন করা লাগতে পারে। যা শুধু চলতি হিসাবের মাধ্যমেই সম্ভব। সঞ্চয়ী হিসাবে সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফাহিমের বাবার ব্যবসায়ে সপ্তাহে দুইবার টাকা উত্তোলন করে পরিচালনা করা সম্ভব না। আবার ব্যবসায়ের কাজে তার অনেক সময় জমাতিরিক্ত উত্তোলন করা লাগতে পারে যা সঞ্চয়ী হিসাবে সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, ফাহিমের বাবার সঞ্চয়ী হিসাব খুললে সমস্যার সৃষ্টি হবে, এজন্য তার চলতি হিসাব খোলা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তিনি সোনালী ব্যাংকের টঙ্গী বাজার শাখায় একটি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বারবার অর্থ জমা দিতে পারবেন এবং মেয়াদান্তে একবারে বা কিস্তিতে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। জামালের ভাই কামাল জাপানে থাকেন। বাংলাদেশে তার মাকে টাকা পাঠানোর জন্য সোনালী ব্যাংকে তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। উক্ত হিসাবে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরপূর্বক জমা রাখা হয়। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. জমা রসিদ বই কী? ১

খ. জাতীয় মূলধন গঠনে ব্যাংক হিসাবের ভূমিকা আলোচনা করো। ২

গ. জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাপান প্রবাসী কামাল যে ধরনের হিসাব খুলেছেন তা কি তার জন্য উপযুক্ত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমাদানকারী গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ছাপানো যে রসিদ বই সরবরাহ করা হয় তাকে জমা রসিদ বই বলে।

খ জাতীয় মূলধন গঠনে ব্যাংকসমূহ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

ব্যাংক হিসাব জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অর্থ সংগ্রহ করে। এসব অর্থ দিয়ে ব্যাংক বড় ধরনের মূলধন গঠন করে শিল্প ও বড় বড় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে সম্ভব না।

গ জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাবে আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বারবার অর্থ জমা করতে পারে এবং মেয়াদান্তে একবারে বা কিস্তিতে টাকা উত্তোলন করতে পারে তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলে।

উদ্দীপকের জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তিনি সোনালী ব্যাংকের টঙ্গী বাজার শাখায় একটি হিসাব খোলেন। তার হিসাবটিতে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বারবার টাকা জমা দিতে পারবেন। কিন্তু

https://teachingbd24.com

উত্তোলন করতে পারবেন একেবারে মেয়াদ শেষে। মেয়াদান্তে জনাব জামাল তার হিসাবের টাকা একেবারেও উত্তোলন করতে পারেন, আবার কিস্তিতেও উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া এই হিসাবে তিনি সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে বেশি হারে সুদ পাবেন। কারণ হিসাবটিতে সঞ্চয়ী হিসাবের মতো বারবার অর্থ জমা দেয়া গেলেও উত্তোলন করা যায় শুধু মেয়াদ শেষে। ফলে ব্যাংক উক্ত আমানতটি ঋণদানের কাজে ব্যবহার করতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, জনাব জামাল সোনালী ব্যাংকে পৌনঃপুনিক হিসাব খুলেছেন।

ঘ জাপান প্রবাসী কামালের অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাবটি তার জন্য উপযুক্ত।

কোনো নাগরিক দেশের বাইরে অবস্থানকালে দেশের কোনো শাখায় সঞ্চয়ী বা স্থায়ী হিসাব খুললে তাকে অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাব বলে। এরূপ হিসাবে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরপূর্বক জমা রাখা হয়।

উদ্দীপক জনাব জামাল টঙ্গীতে বসবাস করেন। তার ভাই কামাল জাপান থাকেন। বাংলাদেশে তার মাকে টাকা পাঠানোর জন্য তার একটি সঞ্চয়ী হিসাব আছে সোনালী ব্যাংকে। উক্ত হিসাবে বিদেশ থেকে জনাব কামালের প্রেরিত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় জমা করা হয়। কামালের হিসাবটি একটি অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাব, যা আমরা হিসাবটির বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝতে পারি।

হিসাবটি জনাব কামালের জন্য উপযুক্ত। কারণ এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি অর্থ প্রেরণ করার ফলে তা দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে জমা হয়। কামাল যেহেতু তার মাকে টাকা পাঠান, দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করার ফলে তার মাকে ঝামেলা পোহাতে হয় না। অর্থাৎ অনাবাসিক বহিঃস্থ হিসাবটি থাকার কারণে কামাল সহজে লেনদেন করতে পারছেন বিধায় হিসাবটি তার জন্য উপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনাব আলিমুদ্দিন চাকরিজীবন শেষে চাকরিরত সন্তানদের রেখে সস্ত্রীক গ্রামে চলে এসেছেন। তিনি অবসর সময়ে এককালীন যে টাকা পেয়েছিলেন তা গ্রামের অদূরে একটি ব্যাংকে এমন একটা হিসাব জমা রেখেছেন যেখান থেকে আয় বেশি আসবে। তবে তিনি চেক বই পাননি। ব্যাংক কর্মকর্তাদের কথামতো তিনি আরেকটি হিসাব খুলেছেন। যেখানে আগের হিসাব থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় এ হিসাবে জমা হয়। তাকে চেক বই ও জমা বই দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও তার হিসাবে টাকা পাঠায়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম ও কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আলিমুদ্দিন ব্যাংকে প্রথমে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরে খোলা হিসাবটিতে আয় কম হলেও তিনি এর মাধ্যমে অধিক ব্যাংকিং সেবা পাবেন –বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন করার ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ একজন ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব উত্তম।

ব্যবসায়ীদের সাধারণত বেশি বেশি লেনদেন করতে হয় তাদের ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য। আর চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায়। এ কারণেই চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উত্তম।

গ উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন ব্যাংকে প্রথমে স্থায়ী হিসাব খুলেছেন।

যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে, কিন্তু কোনো চেক বই প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন চাকরিজীবন শেষে চাকরিরত সন্তানদের রেখে সস্ত্রীক গ্রামে চলে এসেছেন। তিনি অবসর সময়ে এককালীন যে টাকা পেয়েছিলেন তা গ্রামের অদূরে একটি ব্যাংক হিসাবে রেখেছিলেন। যেখান থেকে বেশি পরিমাণে আয় আসবে। তবে ব্যাংক জনাব আলিমুদ্দিনকে এই হিসাবের বিপরীতে কোনো চেক বই ইস্যু করে নি। শুধু স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক চেক বই ইস্যু করে না। কারণ স্থায়ী হিসাবের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে তোলা যায় না। আবার স্থায়ী হিসাবে সুদের হার সর্বোচ্চ হওয়ায় আয়ের পরিমাণও বেশি। তাই বলা যায় জনাব আলিমুদ্দিনের প্রথম হিসাবটি ছিল স্থায়ী হিসাব।

ঘ পরে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবটিতে আয় কম হলেও তিনি এর মাধ্যমে অধিক ব্যাংকিং সেবা পাবেন –উক্তিটি যথার্থ।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক চেক বই ইস্যু করে। এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং, ফান্ড ট্রান্সফার নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব আলিমুদ্দিন তার চাকরিজীবনের শেষে গ্রামে চলে এসেছেন এবং যে টাকা পেয়েছেন তা একটি স্থায়ী ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন। স্থায়ী হিসাবে ব্যাংক কোনো চেক বই ইস্যু করে না। ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আরেকটি হিসাব খোলেন। এ হিসাবে আগের স্থায়ী হিসাব থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় এসে জমা হয়। তাছাড়াও তিনি এ হিসাবের বিপরীতে একটি চেক বই এবং একটি জমা বই পেয়েছেন। তার চাকরিরত ছেলেমেয়েরাও এই হিসাবে টাকা পাঠায়। অর্থাৎ পূর্বের হিসাবের চেয়ে তিনি পরের হিসাবটিতে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন।

স্থায়ী হিসাব সাধারণত খোলা হয় অলস টাকা হাতে না রেখে ব্যাংকে রাখার জন্য। যাতে ব্যাংক থেকে সুদ পাওয়া যায়। এ হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা করা হয়, সময় শেষে সুদসমেত পুরো টাকা উত্তোলন করা হয়। এ হিসাবে কোনো চেক বইয়ের প্রয়োজন হয় না। যার ফলে জনাব আলিমুদ্দিনকে কোনো চেক বই দেয়া হয় নি। পক্ষান্তরে সঞ্চয়ী হিসাবকে অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন জনাব আলিমুদ্দিন সেখান থেকে সুদ পাচ্ছেন। তার ছেলেমেয়েরা টাকা পাঠাতে পারছে, তিনি চেকবই পেয়েছেন ইত্যাদি। আবার ইচ্ছা করলে তিনি অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধাও নিতে পারবেন। এগুলোর কোনোটিই স্থায়ী হিসাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত উক্তিটি পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ বাবুল সাহেবের হিসাবে ১,৫০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। ঐ দিনই বিকাল ৩টায় চেকের টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক করিম সাহেবকে টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে বাবুল সাহেবের ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বাহক চেক কী? ১

খ. চেকে দাগকাটা হয় কেন? ২

গ. বাবুল সাহেব কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায়ে সুনাম বজায় রাখতে এখানে কী করণীয়? ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকের অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক বাহককে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলে।

খ অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেকে দাগকাটা হয়।

দাগকাটা চেক গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এই চেকের টাকা প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। সাধারণত বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে দাগকাটা চেক বেশি ব্যবহার করা হয়। তাই এ চেক অধিক নিরাপদ।

https://teachingbd24.com

গ বাবুল সাহেব সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেছেন।
সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী দিনে যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেয়। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। উদ্দীপকে বর্ণিত বাবুল সাহেবের হিসাবে ১,৫০,০০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। কিন্তু বিকাল ৩টায় ব্যাংক করিম সাহেবকে চেকের অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে চেকের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। সাধারণত এ হিসাবে ১ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে ১ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংককে আগেই নোটিশ দিতে হবে। তাই বলা যায়, বাবুল সাহেব সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেছেন।

ঘ ব্যবসায়ে সুনাম বজায় রাখতে বাবুল সাহেবের চলতি হিসাব পরিচালনা করা উচিত।
চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দিতে এবং উত্তোলন করতে পারে। ব্যবসায়ীর জন্য চলতি হিসাব উপযোগী।
উদ্দীপকে বর্ণিত বাবুল সাহেব ২০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে সকাল ১০টায় ১,০০,০০০ টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। দুপুর ১২ টায় ৭৫,০০,০০০ টাকা জমা দেন। বিকাল ২টায় করিম সাহেবকে ৯০,০০,০০০ টাকার চেক প্রদান করেন। কিন্তু বিকাল ৩টায় করিম সাহেবকে চেকের অর্থ প্রদানে ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।
বাবুল সাহেবের সঞ্চয়ী হিসাবে চলতি হিসাবের মতো বহুবার অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুযোগ নেই। ফলে বাবুল সাহেবের ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এজন্য তার ব্যবসায়ের প্রয়োজন পূরণে চলতি হিসাব উপযুক্ত। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে তিনি জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় চাহিবামাত্র উত্তোলন করতে পারবেন। এভাবে তিনি প্রয়োজন মতো লেনদেন করার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়াও তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ নিতে পারবেন। সুতরাং, চলতি হিসাবে লেনদেন করে বাবুল সাহেব তার ব্যবসায়ের সুনাম বজায় রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ আনিকা সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিংয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তার জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। আনিকা এ অর্থ জমা ও উত্তোলনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে গেলে ব্যাংক আবেদন ফর্ম ছাড়াও বিশেষ একটি ফর্ম পূরণ করতে বলে। উক্ত ফর্মে গ্রাহকের নাম, পেশা, অর্থের উৎস প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়। এটি পূরণ করা আইনত বাধ্যতামূলক। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১
খ. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আনিকার জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উপযুক্ত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আনিকা ব্যাংক হিসাব খোলার সময় যে বিশেষ ফর্ম পূরণ করেছে ব্যাংকের জন্য উক্ত ফর্মের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাপ্য বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

খ চেকের স্বাক্ষর ঠিক আছে কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য হিসাব খোলার সময় ব্যাংক যে কার্ডে গ্রাহকের স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে তাকে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড বলে।
নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের সাথে স্বাক্ষর মিলিয়ে ব্যাংক চেকের বৈধতা যাচাই করে। অর্থাৎ হিসাব খোলার সময় গ্রাহক যে স্বাক্ষর প্রদান করেছিল সেটি চেকের স্বাক্ষরের সাথে মিল আছে কিনা তা দেখার জন্য নমুনা স্বাক্ষর কার্ড সংরক্ষণ করা হয়।

গ আনিকার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক সামান্য সুদ দেয় এবং চেক বই ও জমা বই ইস্যু করে। এই হিসাব স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী।
উদ্দীপকে আনিকা সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তার জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। আনিকা এই টাকা জমা ও উত্তোলন করার জন্য একটি হিসাব খুলতে চান। তিনি একজন ছাত্রী হওয়ায় তার লেনদেনের পরিমাণ হবে অনেক কম। ফলে তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হলো সঞ্চয়ী হিসাব। এছাড়া এই হিসাবের মাধ্যমে আনিকা অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা, এটিএম কার্ড এবং অন্যান্য ই-ব্যাংকিং সুবিধা পাবেন, যা অন্য কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব না। তাই বলা যায়, আনিকার জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত।

ঘ আনিকার ব্যাংক হিসাব খোলার সময়ের বিশেষ ফর্মটি KYC ফর্ম।
ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর বিভিন্ন তথ্য সংবলিত যে ফর্ম বাধ্যতামূলকভাবে হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয় তাকে KYC ফর্ম (Know Your Customer) বলে। ভুয়া লেনদেন ঠেকানো এবং অবৈধ অর্থের লেনদেন বন্ধ করার জন্য এই ফর্মের গুরুত্ব রয়েছে।
উদ্দীপকে আনিকা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা তাকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠান। সেই টাকা জমা ও উত্তোলন করার জন্য আনিকা একটি হিসাব খুলতে চায়। সঞ্চয়ী হিসাব খোলা তার জন্য উপযুক্ত হবে। তবে হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের পাশাপাশি তাকে একটি বিশেষ ফর্ম অর্থাৎ KYC ফর্ম পূরণ করতে হয়। উক্ত ফর্মে তার নাম, পেশা, অর্থের উৎস ইত্যাদি তথ্য দিতে হয়। আর এই ফর্মটি পূরণ করা বাধ্যতামূলক।
মানি লন্ডারিং আইন দেশে চালু হবার পর থেকে ভুয়া হিসাব খোলা ও লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব খোলার সময় KYC ফর্ম পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে যে তথ্যসমূহ দেওয়া হয় তা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন KYC ফর্মে হিসাবগ্রহীতার পেশা কী, তার অর্থের উৎস কী, হিসাবগ্রহীতা কোন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত, প্রত্যাশিত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। এতে করে উক্ত হিসাবের লেনদেনে কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য হলেই ব্যাংক তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং অবৈধ হলে তা প্রতিহত করতে পারে। তাই উদ্দীপকের আনিকা বাধ্যতামূলকভাবে KYC ফর্ম পূরণ করেছেন। এ থেকে বলা যায়, ব্যাংক হিসাব নিয়ন্ত্রের জন্য KYC ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ কুবের মাঝি চাঁদপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত মাছ ব্যবসায়ী। এবার ইলিশের মৌসুমে বড় অঙ্কের লেনদেন বেশি হওয়ায় সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেন তিনি ব্যাংকের মাধ্যমেই করেছেন। ১০ নভেম্বর তিনি ৫ লক্ষ টাকার তিনটি চেক ইস্যু করেন। ব্যাংকের সময় ও নিয়ম অনুযায়ী চেক ভাঙাতে গেলে সকল বৈধতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে ব্যাংক অর্থ পরিশোধে অপারগতা জানায়। এরূপ ঘটনা আরও অনেক গ্রাহকের ক্ষেত্রেও ঘটে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক পাস বই কী? ১
খ. ব্যাংক হিসাব খুলতে পরিচয়করণের প্রয়োজন পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কুবেরের ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের হিসাব? এ ধরনের ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংকের উক্ত অপারগতায় কোন নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে? যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ী হিসাবের গ্রাহককে তার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাংক ক্ষুদ্রাকৃতির যে বই সরবরাহ করে তাকে ব্যাংক পাস বই বলে।

https://teachingbd24.com

ঘ কোনো শাখায় নতুন হিসাব খোলার জন্য আবেদনকারীকে পরিচয়করণের প্রয়োজন পরে।

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্র জমা দানের পর একজন পরিচয়কারীকে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে তার হিসাব নম্বর উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া আবেদনকারীর ছবিও পরিচয়দানকারী সত্যায়িত করেন। নতুন শাখায় হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা এই পরিচয়করণের কাজটি করে থাকেন।

গ কুবেরের হিসাবটি চলতি হিসাব।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্য উপযোগী। এই হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। তবে জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে চাঁদপুরের কুবের মাঝি একজন প্রতিষ্ঠিত মাছ ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ের লেনদেনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবারের মৌসুমে তিনি তার সমস্ত কাজ ব্যাংকের মাধ্যমে করেছেন। চলতি হিসাবে যেহেতু দিনে যতবার খুশি টাকা উত্তোলন করা যায়, তাই তিনি একই দিনে ৩টি চেক ইস্যু করেন। আবার তিনি ব্যবসায়ী হবার কারণে তার জন্য সবচেয়ে ভালো হিসাব হচ্ছে চলতি হিসাব। এই হিসাবের বিপরীতে ইচ্ছা করলে তিনি জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। সর্বোপরি বলা যায়, কুবের মাঝির হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংকের তারল্য নীতির ব্যত্যয় ঘটেছে।

তারল্য নীতি অনুযায়ী ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ হাতে রাখতে হয়। যেন কোনো গ্রাহক তার আমানত ফেরত চাওয়ামাত্র ব্যাংক তা ফেরত দিতে পারে। তারল্য নীতির ব্যত্যয় ঘটলে ব্যাংকের সুনাম কমে যায়।

উদ্দীপকের কুবের মাঝি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের লেনদেন এই মৌসুমে ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তিনি একই দিনে ৫ লক্ষ টাকার তিনটি চেক ইস্যু করেন। কুবের মাঝির চেকটি নিয়ম, সময়সহ সবদিক দিয়েই বৈধ ছিল। কিন্তু ব্যাংক তাদের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে চেকের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। মূলত ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তরল সম্পদ না থাকায় গ্রাহকের চেক অমর্যাদা হয়। শুধু কুবের মাঝির ক্ষেত্রেই নয়, এরকম আরো অনেক গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে। ব্যাংকটি পর্যাপ্ত নগদ অর্থ হাতে না রেখে বিনিয়োগ করে ফেলেছে। ফলে ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারল্য ঝুঁকির চূড়ান্ত প্রকাশ হচ্ছে আমানতকারীর চেক অমর্যাদা হওয়া। কুবের মাঝির ব্যাংকটি তারল্য সমস্যার কারণে আমানতকারীর চেক অমর্যাদা করেছে। ফলে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়ে গ্রাহক কমে যাবে এবং ব্যাংকটি দেউলিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, চেকের অর্থ পরিশোধ করতে না পারা তারল্য নীতির ব্যত্যয়।

প্রশ্ন ▶৩৮ জনাব নাহিদুল ইসলাম একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। তিনি তার চাকরির অবসরের টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করলে ম্যানেজার তাকে এমন একটি হিসাব খুলতে বলেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন, যা জনাব নাহিদুলের জন্য উপযুক্ত ও লাভজনক। */লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ/*

ক. ব্যাংক হিসাব কত প্রকার? ১

খ. চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে পৃথক কেন? ২

গ. অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব নাহিদুল ইসলামকে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য উক্ত হিসাব খোলা কতটুকু যৌক্তিক হবে? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাব তিন প্রকার যেমন-- চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, স্থায়ী হিসাব।

খ চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে প্রয়োজনমতো যতবার ইচ্ছা অর্থ জমা দেওয়া ও উত্তোলনের সুযোগ দেয়। সঞ্চয়ী হিসাবে দিনে বহুবার অর্থ জমা দেওয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ নেই। চলতি হিসাবের আমানতের ওপর ব্যাংক সাধারণত কোনো সুদ দেয় না। তবে ব্যাংক এ হিসাবের ক্ষেত্রে জমাতিরিক্ত ঋণের সুযোগ দেয়। সঞ্চয়ী হিসাবে ব্যাংক এই ধরনের সুবিধা দেয় না। এসব কারণে চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব থেকে পৃথক।

গ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব নাহিদুল ইসলামকে স্থায়ী হিসাব খোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্থায়ী হিসাবের ক্ষেত্রে আমানতকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখেন। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। এ হিসাবে আমানতের সমস্ত অর্থ একত্রে জমা দিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব নাহিদুল ইসলাম তার চাকরির অবসরের অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চান। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে বলেন, যে হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময় শেষে দ্বিগুণ অর্থ পাবেন। এখানে হিসাবের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব দেন। উক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে পারবেন। এছাড়া তিনি এ হিসাবে আমানতের ওপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে সুদ পাবেন। সবদিক বিবেচনায় বলা যায়, ম্যানেজার তাকে স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দেন।

ঘ জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা যুক্তিসঙ্গত হবে।

এই হিসাবে একজন আমানতকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ জমা রাখতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। আমানতকারীর অলস অর্থ জমার রাখার জন্য এই হিসাব উপযোগী।

উদ্দীপকে জনাব নাহিদুল ইসলাম তার চাকরির অবসরের অর্থ সঞ্চয় করার জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য তিনি তার নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে আলাপ করেন। ম্যানেজার তাকে একটি হিসাব খুলতে পরামর্শ দেন, যে হিসাব তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদ দেবে।

উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে একটি স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য পরামর্শ দেন। এ হিসাবে তিনি একত্রে সমস্ত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা দিতে পারবেন। তার এই জমাকৃত আমানতের ওপর তিনি অধিক হারে সুদ পাবেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষে তিনি জমাকৃত অর্থ উচ্চ সুদসহ উত্তোলন করতে পারবেন। তাই জনাব নাহিদুল ইসলামের জন্য স্থায়ী হিসাব খোলা উপযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩৯ মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। ভালো ব্যবসায় করছেন। ব্যাংকের সঙ্গে তার যথেষ্ট লেনদেন। যথেষ্ট টাকা ও জমা থাকছে কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে। নতুন বিনিয়োগে যেতে চান না। বন্ধু মি. খান তাকে তার লাভজনক ব্যবসায়ে কিছু বিনিয়োগ করতে বললেন। কিন্তু মি. চৌধুরী ভাবছেন, আপাতত ব্যাংকেই নতুন হিসাব খুলে টাকা রাখবেন। এতে কিছু আয়ও হবে। পরে ভেবে চিন্তে বিনিয়োগ করা যাবে। যথারীতি তিনি ব্যাংকে হিসাব খুললেন। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই দেয়নি। */মদনমোহন কলেজ, সিলেট/*

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. একজন চাকরিজীবীর জন্য কোন ধরনের হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. চৌধুরীর পূর্বে খোলা হিসাবটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. চৌধুরীর প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন হিসাবটি মানানসই হয়েছে –তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে।

খ একজন চাকরিজীবীর জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এই হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। চাকরিজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এই হিসাব উপযোগী।

গ মি. চৌধুরীর পূর্বে খোলা হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।
চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেওয়া যায় এবং উত্তোলন করা যায়। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এই হিসাব খুলে থাকেন। ব্যবসায়ীরা তাদের লেনদেন সঠিকভাবে বা সহজে নিষ্পত্তি করার জন্য চলতি হিসাব ব্যবহার করে। এই হিসাবের বিপরীতে কোনো সুদ দেয়া হয় না।
উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। তিনি ভালো ব্যবসায় করছেন। ব্যাংকের সঙ্গে তার যথেষ্ট লেনদেন আছে। তার ব্যাংক হিসাবে যথেষ্ট টাকাও জমা থাকছে। তিনি ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংকে তার হিসাবটি ছিল একটি চলতি হিসাব। এই হিসাবের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ের যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করেন। এছাড়া কোনো ধরনের ধরাবাধা নিয়ম না থাকায় তিনি ইচ্ছামতো টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারেন; এছাড়া তিনি হিসাবটির বিপক্ষে জমাতিরিক্তও উত্তোলন করতে পারবেন। তবে এই হিসাব থেকে কোনো ধরনের সুদ আয় করতে পারবেন না। কারণ এ হিসাবে ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। সুতরাং বলা যায়, মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় লেনদেনের সুবিধার্থে চলতি হিসাব খুলেছিলেন।

ঘ মি. চৌধুরীর প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন হিসাবটি (স্থায়ী হিসাব) মানানসই হয়েছে –আমি বক্তব্যটি সমর্থন করি।
যে হিসাব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। এই হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ দেয়। মেয়াদপূর্তির আগে টাকা উত্তোলন করা যায় না বিধায় ব্যাংক কোনো চেক বই ইস্যু করে না।
উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকের সাথে তার যথেষ্ট লেনদেন রয়েছে। যথেষ্ট টাকা জমা থাকছে তার ব্যাংক হিসাবে। তার বন্ধু মি. খান তাকে লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার জন্য বলেন। তবে তিনি ব্যাংকে একটি নতুন হিসাব খুললেন যেখান থেকে তিনি কিছু পরিমাণ আয়ও করতে পারবেন। ব্যাংক তাকে কোনো চেক বই দেয়নি। অর্থাৎ মি. চৌধুরীর নতুন হিসাবটি স্থায়ী হিসাব।
মি. চৌধুরী ব্যবসায় করার ফলে তার ব্যাংক হিসাবে অনেক পরিমাণ টাকা জমা আছে। তিনি আর নতুন কোনো বিনিয়োগ করতে চান না বিধায় তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হচ্ছে স্থায়ী হিসাব। কারণ তার অনেক টাকা চলতি হিসাবে জমা থাকলেও তিনি সেগুলো থেকে কোনো আয় পান না। আবার যেহেতু বিনিয়োগও করবেন না, তাই তার উত্তম বিকল্প হলো স্থায়ী হিসাবে জমা রাখা এবং উচ্চ হারে সুদ আয় করা। সুতরাং, মি. চৌধুরীর নতুন হিসাবটি তার প্রয়োজন অনুযায়ী মানানসই হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। ১৫ মার্চ সকাল ১০টায় তিনি ৫০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন এবং দুপুর ১২টায় ৭৫,০০০ টাকা জমা দেন। দুপুর ২টায় মি. খানকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মি. সেন তার সব আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করেন।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ

ক. ব্যাংক হিসাব কী? ১

খ. ব্যাংক হিসাব কীভাবে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে। ২

গ. মি. সেন কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সেন চলতি হিসাবের মাধ্যমে কী সুবিধা লাভ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের ছোট ছোট সঞ্চয় সংগ্রহ করে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে।
সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক অল্প পরিমাণ অর্থও সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করে। ফলে যে কেউ তাদের সঞ্চিত অর্থ অল্প হলেও তা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে পারে এবং সুদ আয় করতে পারে। এতে বেশি বেশি সঞ্চয় করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়।

গ মি. সেন চলতি হিসাব পরিচালনা করছেন।
যে হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের হিসাব খুলে থাকে।
উদ্দীপকে মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। ১৫ মার্চ সকাল ১০টায় তিনি ৫০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। দুপুর ১২টায় ৭৫,০০০ টাকা জমা দেন। আবার ঐ দিনই দুপুর ২টায় মি. খানকে ১০,০০০ টাকার একটি চেক দেন। মি. সেন তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই সমস্ত লেনদেন করেন। আর একজন ব্যবসায়ী হওয়ায় তার জন্য উপযুক্ত হিসাব হচ্ছে চলতি হিসাব। কারণ তার ব্যবসায়ের লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য দিনে অনেকবার লেনদেন করা প্রয়োজন। ব্যাংকের অন্য কোনো হিসাবের মাধ্যমে তিনি বারবার লেনদেন করতে পারবেন না। যেমনটি তিনি করেছেন তার বর্তমান হিসাবে। তাই বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, মি. সেনের হিসাবটি একটি চলতি হিসাব।

ঘ ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হিসাব হলো চলতি হিসাব।
চলতি হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমাদান এবং উত্তোলন করা যায়। এ হিসাবে জমাকৃত টাকার ওপর ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এই ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে।
উদ্দীপকে মি. সেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা জমা আছে। তিনি ১৫ মার্চ মোট তিনবার লেনদেন করেন। যা থেকে বোঝা যায় তার হিসাবটি একটি চলতি হিসাব। এভাবে তিনি চলতি হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনকভাবে তার সব লেনদেন সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ চলতি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করা তার জন্য অনেক সুবিধাজনক।
মি. সেন তার চলতি হিসাব থেকে যে সুবিধাসমূহ পাবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো তিনি তার ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করার জন্য দিনে যতবার দরকার লেনদেন করতে পারবেন। প্রয়োজনে তিনি এ হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করতে পারবেন। অর্থাৎ তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন যা অন্য কোনো হিসাবে সম্ভব নয়। আবার তিনি ব্যাংককে প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে পাওনা আদায় করাতে পারবেন এবং দেনা পরিশোধ করতে পারবেন। এই সুবিধাসমূহ শুধু চলতি হিসাব থেকেই মি. সেন পাবেন যা অন্য কোনো হিসাব থেকে পাওনা সম্ভব নয়। তাই তার মতো ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব সুবিধাজনক।

https://teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-৪ : ব্যাংক হিসাব

৭১. আমানতকারী ব্যাংকে টাকা জমা দিলে ব্যাংক কী করে? (জ্ঞান)
ক ডেবিট করে খ ক্রেডিট করে
গ হিসাব সংরক্ষণ করে
ঘ টাকার পরিমাণ লিখে রাখে
খ

৭২. চেকের মেয়াদ কত দিন থাকে? (জ্ঞান)
ক ৩০ দিন খ ৯০ দিন
গ ১২০ দিন ঘ ১৮০ দিন
ঘ

৭৩. কোন হিসাবের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী যতবার ইচ্ছা টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারে? (জ্ঞান)
ক চলতি হিসাব খ সঞ্চয়ী হিসাব
গ স্থায়ী হিসাব ঘ বিশেষ চলতি হিসাব
ক

৭৪. নমুনা স্বাক্ষর গ্রহণের পর আমানতকারীকে ব্যাংকে কী জমা দিতে হয়? (জ্ঞান)
ক ন্যূনতম অর্থ খ দলিলাদি
গ নমুনা স্বাক্ষর কার্ড ঘ ছবি
ক

৭৫. KYC দ্বারা কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক Know your consumer
খ Know your customer
গ Knock your customer
ঘ Knock your consumer
খ

৭৬. উত্তোলনকৃত টাকা আমানতকারীর হিসাবে কী করা হয়? (অনুধাবন)
ক ডেবিট করা হয় খ ক্রেডিট করা হয়
গ বাদ দেয়া হয় ঘ সংরক্ষণ করা হয় না
ক

৭৭. চলতি হিসাব থেকে কত টাকার উর্ধ্বে উত্তোলন করলে আগাম নোটিশ দিতে হয়? (জ্ঞান)
ক ১০ লাখ খ ৫ লাখ
গ ৪ লাখ ঘ নোটিশ দিতে হয় না
ঘ

৭৮. কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলনের সুযোগ কোন হিসাবে? (জ্ঞান)
ক চলতি হিসাবে খ সঞ্চয়ী হিসাবে
গ স্থায়ী হিসাবে ঘ ঋণ আমানত হিসাবে
ক

৭৯. শিল্পাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা খোলা হয় কাদের জন্য? (জ্ঞান)
ক শ্রমিকদের খ মহিলাদের
গ গৃহিণীদের ঘ ছাত্র-ছাত্রীদের
ক

৮০. শফিক সাহেব অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তার পেনশনের ১০,০০,০০০ টাকা দিয়ে যমুনা ব্যাংকে একটি স্থায়ী হিসাব খোলেন। ব্যবসায়িক কারণে তার ঋণের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি ৮০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাবেন। শফিক সাহেব কত টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন? (প্রয়োগ)
ক ৪,০০,০০০ টাকা খ ৮,০০,০০০ টাকা
গ ৬,০০,০০০ টাকা ঘ ৭,০০,০০০ টাকা
খ

৮১. ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে কীসের সম্পর্ক বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক লেনদেনের খ বিশ্বস্ততার
গ গোপনীয়তার ঘ ক্ষতিপূরণের
খ

৮২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলগুলো হলো — (অনুধাবন)
i. বিনিময় বিল ii. প্রত্যয়পত্র
iii. বিমাপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৮৩. আবেদনকারী একক ব্যক্তি হলে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে — (অনুধাবন)
i. পাসপোর্ট সাইজের ছবি
ii. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
iii. চেক বই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৮৪. KYC ফরমের মাধ্যমে হিসাবকে ভাগ করা যায় — (অনুধাবন)
i. ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে
ii. কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে
iii. ঝুঁকিহীন হিসাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

Teachingbd.com

৮৫. হিসাব বন্ধের সময় আমানতকারীকে ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হবে — (অনুধাবন)

i. পাস বই
ii. চেক বই
iii. টাকা জমার রসিদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৬. ব্যাংক হিসাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সুদের পরিমাণ
ii. সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলন
iii. ঋণ সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আহমেদ একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি অবসর গ্রহণ করায় এককালীন বড় অঙ্কের টাকা পেল, যা তিনি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যাংকে জমা করে রাখতে চান।

৮৭. মি. আহমেদের জন্য উপযুক্ত হিসাব কোনটি? (প্রয়োগ)

ক চলতি হিসাব খ সঞ্চয়ী হিসাব
গ স্থায়ী হিসাব
ঘ বিশেষ চলতি হিসাব **গ**

৮৮. মি. আহমেদের স্থায়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখার অন্যতম কারণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আয়ের সুযোগ ii. ঋণ সুবিধা
iii. মূলধন বাড়ানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. মাসুদ প্রতিষ্ঠানের হিসাব খুলতে গেল। ব্যাংক বলল, তাকে চলতি হিসাব খুলতে হবে। এজন্য অন্যান্য দলিলের সাথে স্মারকলিপিও জমা দিতে হবে।

৮৯. মি. মাসুদের প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

ক একমালিকানা খ অংশীদারি
গ কোম্পানি ঘ অব্যবসায়ী **গ**

৯০. এ হিসাব খুলতে মাসুদকে যে সকল দলিলপত্র জমা দিতে হবে তা হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সিদ্ধান্তের কপি
ii. পরিমেল নিয়মাবলি
iii. ট্রেড লাইসেন্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. জামাল হোসেন ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার আশায় ব্যাংকে একটি হিসাব খুলল। উক্ত হিসাব থেকে তিনি নানাবিধ সেবা সুবিধা পেয়ে থাকেন। উক্ত হিসাব ব্যতীত অন্য হিসাব থেকে এসকল সেবা সুবিধা পাওয়া যায় না।

৯১. মি. জামালের ব্যবহৃত হিসাবটির নাম কী? (প্রয়োগ)

ক চলতি হিসাব খ স্থায়ী হিসাব
গ সঞ্চয়ী হিসাব ঘ বিশেষ চলতি হিসাব **ক**

৯২. মি. জামাল হোসেন যে সকল সেবা পেয়ে থাকেন তা হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বিল পরিশোধ
ii. অর্থ আদায়
iii. প্রত্যয়পত্র ইস্যু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৫: হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

প্রশ্ন ▶১ মি. কামাল 'রূপসা ব্যাংকে' চাকরি করেন। ঈদ সেলামি হিসেবে তিনি তার মেয়ে ঐশীকে কিছু ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার নতুন নোট উপহার দিলেন। ঐশী জানতে চাইল, এই নতুন টাকাগুলো 'রূপসা ব্যাংক' ছাপায় কিনা? মি. কামাল বললেন যে, কিছু টাকা সরকার ও কিছু টাকা 'গড়াই ব্যাংক' ছাপায় কিন্তু 'রূপসা ব্যাংক' কোনো টাকা ছাপাতে পারে না। *[চি. বো. ১৭]*

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নোটগুলো কী ধরনের নোট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গড়াই ব্যাংকে'র পক্ষে বাংলাদেশের প্রচলিত ১ টাকা ও ২ টাকার নোট প্রচলন করা কী সম্ভব? ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট বলতে এমন কোনো পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

খ হস্তান্তরের মাধ্যমে যে দলিলের মালিকানার পরিবর্তন ঘটে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

যথানিয়মে একহাত থেকে অন্যহাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এ দলিলের হস্তান্তরগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা অর্জন করে। আমাদের দেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুসারে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখ্য ৫ টাকা হলো সরকারি নোট এবং ১০ টাকা ও ২০ টাকা হলো ব্যাংক নোট।

সরকারি নোট মূলত দেশের সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইস্যু করে থাকে। অন্যদিকে, ব্যাংক নোট সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যে ৫, ১০ ও ২০ টাকার নোটের উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত নোটগুলোর মধ্যে ৫ টাকার নোট সাধারণত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত। অর্থাৎ এ নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে, যা সরবারি নোটের পরিচয় বহন করছে। বাংলাদেশের সরকার ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট ইস্যু করে থাকে। উক্ত তিনটি নোট ব্যতীত সকল নোটই ব্যাংক নোট। তাই উল্লেখ্য ১০ টাকা ও ২০ টাকার নোটকে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক নোট বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের 'গড়াই ব্যাংক' দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হওয়ায় ব্যাংকটির পক্ষে বাংলাদেশের প্রচলিত ১ ও ২ টাকার সরকারি নোট প্রচলন করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাধারণত সরকারি নোট ছাপা হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এরূপ নোট প্রচলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের ঐশী কৌতুহলের বশে জানতে চাইলো ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার নোট তার বাবা অর্থাৎ মি. কামালের ব্যাংকটি ছাপায় কিনা। মি. কামাল তাকে বললেন, কিছু টাকা সরকার ও কিছু টাকা 'গড়াই ব্যাংক' ছাপায়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত ৫ টাকার নোট সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত। আর বাকি দু'টি নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'গড়াই ব্যাংক' ইস্যু করে।

উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়াই ব্যাংকের পক্ষে কেবল ব্যাংক নোটগুলো ইস্যু করা সম্ভব। অর্থাৎ সরকারি নোট হিসেবে চিহ্নিত ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট 'গড়াই ব্যাংক' ইস্যু করে না, যা শুধু সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচলন করা হয়।

প্রশ্ন ▶২ রাজশাহীর রানু দাস ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের মনু মোল্লাকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মনু মোল্লা সেটি তার হিসাবে জমা দেন। তবে ১ জানুয়ারি তারিখে ইস্যুকৃত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে জমা দেন। *[চি. বো. ১৬]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের? এ চেকের সুবিধা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মনু মোল্লা কীভাবে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক হতে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকদের যে প্রমাণপত্র প্রদান করে তাকে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলে।

লভ্যাংশ ওয়ারেন্টে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে। এরূপ ওয়ারেন্ট দাগকাটা না হলে যথানিয়মে অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। এর দ্বারা হস্তান্তরগ্রহীতা এর অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হয়।

গ উদ্দীপকে মনু মোল্লা কর্তৃক প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম প্রান্তে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়ি দাগ টানলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

উদ্দীপকে রাজশাহীর রানু দাস ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক ঢাকার মনু মোল্লাকে প্রদান করে। মনু মোল্লা চেকটি তার হিসাবে জমা দেন। অর্থাৎ তিনি চেকের অর্থ তার হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, যা কেবল দাগকাটার চেকের একক বৈশিষ্ট্য। দাগকাটা চেকের টাকা নগদায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মূলত ব্যাংক কাউন্টার থেকে নগদে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। তা ব্যক্তির হিসাবে জমাদান পূর্বক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়। এক্ষেত্রে মনু মোল্লা তার প্রাপ্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য দাগকাটা চেকের অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি অনুসরণ করায় বলা যায় তার প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকের মনু মোল্লার চেকটি বাসি হওয়ায় তার প্রাপ্য টাকা আদায়ে তিনি বাসি চেকের অর্থ প্রাপ্তির পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

প্রস্তুতের তারিখের পর থেকে চেক ভাঙানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে। চেক ইস্যুর তারিখ থেকে পরবর্তী ছয় মাস উত্তীর্ণ হলে চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে রাশাহীর রানু দাস ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে ঢাকার মনু মোল্লাকে একটি ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার চেক ইস্যু করে। রানু দাস চেকটি জানুয়ারির ১ তারিখে ইস্যু করলেও মনু মোল্লা উক্ত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ চেকটি ইস্যু তারিখ থেকে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই এটি বাসি চেকে রূপান্তরিত হয়েছে। মনু মোল্লা বাসি চেকের অর্থপ্রাপ্তিতে তা পুনরায় নবায়ন করে এর অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। অর্থাৎ মনু মোল্লা রানু দাসের কাছে পুনরায় বাসি চেকটি উপস্থাপন করবে। এরপর রানু দাস চেকের তারিখ পরিবর্তনের পর উক্ত স্থানে স্বাক্ষর সংযুক্ত করে চেকটিকে পুনরায় নবায়ন করবে। নবায়নকৃত চেকটি ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে মনু মোল্লা বাসি চেকের অর্থ আদায়ে সক্ষম হবেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩ ফাতেমাকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। সে বাসে যেতে তার ব্যাগ থেকে একটা নোট বের করল যার ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা এবং অর্থসচিব এতে স্বাক্ষর করেছেন। *[ব. বো. ১৬]*

ক. পে-অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংক ড্রাফট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বড় ধরনের লেনদেনে বাবা প্রদত্ত নোট ফাতেমার নিকট থাকা নোট অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ'- বক্তব্যের সত্যতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা কর্তৃক অন্য শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

এটি ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণের দলিল। এর মাধ্যমে একস্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে কম খরচে যেকোনো অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করা যায়। আমাদের দেশে ব্যাংক ড্রাফট-এ শুধু প্রাপককে অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকে।

গ ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা সরকারি নোট।

একটি দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে। বাংলাদেশে এ নোট বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে।

উদ্দীপকে ফাতেমা তার ব্যাগ থেকে যে নোটটি বের করল তার উপর 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' লেখা আছে এবং এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর আছে। বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার কাগজি নোট সরকারি নোট। বাংলাদেশে কাগজী নোটে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'/'বাংলাদেশ সরকার' ইত্যাদি শব্দসমূহ লেখা থাকে। এছাড়াও এর ওপর সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতীক এবং সরকারের পক্ষে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে, যা উদ্দীপকে ফাতেমার নোটের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা সরকারি নোট।

ঘ বড় ধরনের লেনদেনে বাবা প্রদত্ত নোট ফাতেমার নিকট থাকা নোট অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ— বক্তব্যটি সত্য।

সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজি মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে। এ নোটে ব্যাংকের গভর্নর-এর স্বাক্ষর থাকে। উদ্দীপকে ফাতেমাকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে ব্যাংকের লেগো আছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে যা ব্যাংক নোট। কিন্তু ফাতেমা ব্যাগ থেকে একটি নোট বের করে দেখল তাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা এবং অর্থ সচিব-এর স্বাক্ষর রয়েছে, যা সরকারি নোট।

বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার কাগজি নোট ব্যতীত বাকি সব নোট ব্যাংক নোট। অর্থাৎ ৫, ১০, ২০ ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটগুলো ব্যাংক নোট। যে কোনো দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক নোটের ব্যবহার সর্বাধিক। ১ টাকা ও ২ টাকার সরকারি নোট ব্যবহার করে বড় লেনদেন করা সম্ভব নয়। যেমন- ১০ টাকার বিনিময়ের জন্য যেখানে ১টি ১০ টাকার নোটই যথেষ্ট সেখানে ২ টাকার নোট প্রয়োজন হবে ৫টি, যা ঝামেলাদায়ক। এছাড়া যখন লেনদেন লক্ষ বা কোটিতে করা হয় তখন তা সরকারি নোটে করা অসম্ভব। তাই ব্যাংক নোটই লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটা দলিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব জাভেদকে অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন। তৈরির পর তিনি মি. আবদালের নিকট দলিলটি পাঠিয়ে তাতে স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন এবং জনাব জাভেদকে দিলেন। জনাব জাভেদ যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব হাবীবকে প্রদান করলেন। জনাব হাবীব তা তার ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণ করতে চাইছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. বাহক চেক কী? ১

খ. বিনিময় বিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব জাভেদ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন পক্ষ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাবীবের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক কী দলিলটি বাট্টাকরণ করবে? যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের স্থানের পর 'কে অথবা বাহক কে' শব্দসমূহ লেখা থাকে তাকে বাহক চেক বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যেখানে একজন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেয়।

বিনিময় বিল প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ঋণের দলিল, যার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয়। বিনিময় বিল ব্যাংক থেকে বাট্টা করে আগাম অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

গ উদ্দীপকে জনাব জাভেদ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রাপক।

বিনিময় বিলের অর্থ যাকে প্রদান করার জন্য আদিষ্টকে নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকেই বিলের প্রাপক বলে।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল বা বিনিময় বিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- 'অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব জাভেদ অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন।' বিলটি তৈরির পর তিনি আবদালের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তাতে স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে জনাব জাভেদকে তিনি বিলটি প্রদান করলেন। যেহেতু এখানে প্রস্তুতকারক জনাব ইকবাল মি. আবদালকে আদেশ প্রদান করেন ২ মাস পর জনাব জাভেদকে টাকা দিতে, তাই জনাব জাভেদ এখানে প্রাপক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব জাভেদ বিলের পিছনে স্বাক্ষর করে জনাব হাবীবকে প্রদান করেন, তাই হাবিবের দলিলটি বা বিলটি ব্যাংক বাট্টাকরণ করবে।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করাকেই বিলের বাট্টাকরণ বলে।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি বিনিময় বিল প্রস্তুত করেন এবং তাতে উল্লেখ করেন মি. আবদালকে ২ মাস পর জনাব জাভেদকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে । জনাব জাভেদ বিলটি পাওয়ার পর পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব হাবীবকে প্রদান করেন। এক্ষেত্রে জাভেদ স্বাক্ষর করে হাবীবকে (পরবর্তী প্রাপক) জানালেন, তিনি চাইলে ব্যাংকে বাট্টাকরণ করতে পারবেন।

বিনিময় বিল অর্থসংস্থানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেখানে প্রাপক বা বিলের ধারক ব্যাংকে বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে নগদ অর্থ পেয়ে থাকেন। যেহেতু জনাব জাভেদ স্বাক্ষর প্রদান করে হাবীবকে অনুমোদন বলে প্রাপক করেন তাই হাবীব সহজেই ব্যাংকে বিলটি বাট্টাকরণ করতে পারবেন; কারণ বিনিময় বিল প্রাপককে এ অধিকার প্রদান করে। সুতরাং বলা যায়, দলিলটি বিনিময় বিল হওয়ায় জনাব হাবীবের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক দলিলটি বাট্টাকরণ করবে।

প্রশ্ন ▶৫

স্ট্যাম্প — XYZ কম্পিউটার, বাংলা বাজার, ঢাকা — তারিখ ১১/০৪/২০১৭

১০,০০০ টাকা

অদ্য ২২০৭-২০১৭ তারিখে মি. হাসানকে বা তার আদেশ অনুসারে প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা প্রদান করুন।

মি. মামুন

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

https://teachingbd24.com

ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল কী? ১
খ. ব্যাংক ড্রাফট পে-অর্ডার হতে ভিন্ন কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব হাসান কোন পক্ষ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটি কোন ধরনের দলিল? এর সাথে জড়িত পক্ষগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ঋণের দলিল হস্তান্তরের মাধ্যমে দলিলের মালিক-এর মালিকানা অন্যকে হস্তান্তর করে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডারের ভিন্নতার স্বরূপ নিম্নে দেওয়া হলো–

ক্রমিক নং	ব্যাংক ড্রাফট	পে-অর্ডার
১	ব্যাংক ড্রাফট হস্তান্তরযোগ্য ঋণের একটি দলিল।	পে-অর্ডার হস্তান্তর অযোগ্য ঋণের দলিল।
২	দেশে-বিদেশে সর্বএই ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহার করা যায়।	কেবল দেশে এবং একই নিকাশ ঘরের অধীনে বিদ্যমান ব্যাংকগুলোতে পে-অর্ডার ব্যবহার করা যায়।
৩	ব্যাংক ড্রাফটের ওপর সাধারণ বেশি হারে কমিশন ধার্য করা হয়।	পে-অর্ডারে অপেক্ষাকৃত কম হারে কমিশন ধার্য করা হয়।
৪	ব্যাংক ড্রাফটে ৩টি পক্ষ থাকে। যথা: প্রস্তুতকারক, প্রাপক ও প্রদানকারী	পে-অর্ডারে দু'টি পক্ষ থাকে। যথা: প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।

গ উদ্দীপকে জনাব হাসান প্রাপক হিসেবে বিবেচিত।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলে যাকে অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় তিনি হচ্ছেন প্রাপক। অর্থাৎ দলিলে যার নাম উল্লেখ করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় তিনিই প্রাপক।
উদ্দীপকে একটি দলিলের চিত্র দেওয়া রয়েছে। চিত্রের দলিলটিতে লেখা আছে, মি. হাসানকে বা তার আদেশানুসারে প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এ দলিলটি হলো বিনিময় বিল। এখানে, বিনিময় বিলটিতে মি. মামুন তার বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করেন। বিলটিতে এ মূল্য গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় মি. হাসানকে বা তার আদেশানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে। এভাবে জনাব হাসানকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জনাব হাসান দলিলটির প্রাপক।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটি হলো বিনিময় বিল এবং এর সাথে জড়িত পক্ষগুলো হলো– আদেষ্টা, অদিষ্ট ও প্রাপক।
বিনিময় বিল হলো এমন একটি দলিল, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করে। এ দলিল বিক্রেতা প্রস্তুত করে এবং ক্রেতা এতে স্বাক্ষর দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে।
উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটিতে মি. মামুন প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে অর্থ প্রদানের আদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ মি. মামুন তার ক্রেতাকে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করেন। এ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, এটি নিঃসন্দেহে বিনিময় বিল।
চিত্রে প্রদর্শিত বিনিময় বিল দলিলটিতে তিনটি পক্ষ রয়েছে। এখানে দলিলটি প্রস্তুত করেছেন মি. মামুন এবং তিনি হলেন এ দলিলের আদেষ্টা। আবার, মি. মামুন মি. হাসানকে অর্থ প্রদান করার জন্য তার ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাই এখানে মি. হাসান হলো প্রাপক। এখানে আদিষ্ট ও প্রাপক দু'জন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ক্রেতা মি. হাসান হলো আদিষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব আবিদ তার দেনাদার মি. কাশেম বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্যে বাবদ জনাব তাহেরকে অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন। তৈরির পর তিনি মি. কাশেমের নিকট দলিলটি পাঠিয়ে তাতে স্বীকৃতি সূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন এবং জনাব তাহেরকে দিলেন। জনাব তাহের যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব রহিমকে প্রদান করলেন। জনাব রহিম তা তার ব্যাংক হতে বাট্টাকরণ করতে চাইছেন।
[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. চেকের অনুমোদন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব তাহের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন পক্ষ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রহিমের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক কী দলিলটি বাট্টাকরণ করবে? যুক্তি দেখাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।
চেক অনুমোদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা। অর্থাৎ চেকের অধিকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব বা মালিকানা দান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকে অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। তবে হুকুম চেকে এরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব তাহের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রাপক হিসেবে বিবেচিত।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলে যাকে অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় তিনিই হচ্ছেন প্রাপক। অর্থাৎ দলিলে যার নাম উল্লেখ করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তিনি প্রাপক।
উদ্দীপকে জনাব আবিদ তার দেনাদার মি. কাশিম বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল তৈরি করেন। মূলত বিক্রীত পণ্যেল মূল্য আদায়ের জন্য তিনি মি. কশিম বরাবর দলিলটি প্রস্তুত করেন। দলিলটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাহেরকে অথবা আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এখানে অর্থ গ্রহণের দাবিদার তাহের অথবা তার অনুমোদনে অন্য কোন ব্যক্তি। এভাবে তাহেরকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তাহের হলো এ দলিলের প্রাপক পক্ষ।

ঘ উদ্দীপকে রহিমের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক দলিলটি বাট্টাকরণ করবে।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বাট্টাকরণ বলতে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ব্যাংক হতে কম মূল্যে বিক্রয় করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ বাট্টাকরণ করা হলে দলিলে লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে নগদ অর্থ গ্রহণ করতে হয়।
উদ্দীপকে জনাব আবিদ বিক্রীত পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য দেনাদার মি. কাশিম বরাবর একটি দলিল তৈরি করেন। অর্থাৎ জনাব আবিদ বিনিময় বিল প্রস্তুত করলেন। দলিলটিতে তিনি উল্লেখ করেন জনাব তাহেরকে অথবা তাহেরের আদেশানুসারে অর্থ প্রদান করুন। পরবর্তীতে মি. কাশিম স্বীকৃতি সূচক স্বাক্ষর করে তা তাহেরকে দেন এবং তাহের যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা রহিমকে প্রদান করেন।
অর্থাৎ রহিম এখানে অনুমোদন বলে প্রাপক। তাই দলিলের মূল্য গ্রহণ করার আইনগত অধিকার রহিমের রয়েছে। এ অধিকারের বলেই তিনি এ দলিলটি ব্যাংক হতে বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। তাই বলা যায়, দলিলে রহিমের নাম না থাকলেও তিনি তা বাট্টাকরণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ সামি ৫০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা রাফি ১ মাস পর টাকা দিতে চায়। সামি বললেন, আপনি স্ট্যাম্পযুক্ত একটি কাগজে ১ মাস পর আমাকে টাকা দেবেন এটি লিখে দিন। অন্যদিকে সামি, রাসেল থেকে নিজেই ৭০,০০০ টাকার মাল কিনেছেন। এক মাস পর টাকা দিতে চাইলে রাসেল বললেন, আমি স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে একটি দলিল তৈরি করে দেই। আপনি তাতে স্বীকৃতি লিখে স্বাক্ষর করবেন। সামি স্বাক্ষর কেন করতে হবে-এ নিয়ে ভাবছেন।
[বেগজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার; ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. চেক স্তূপ পরিষ্কারকরণ কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং হোম ব্যাংকিং অপেক্ষা উত্তম কেন? ২
গ. রাফি প্রদত্ত দলিলটি কোন ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল-এর লিখিত দলিলে সামির স্বাক্ষরের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক স্তূপ পরিষ্কারকরণ বলতে জমাকৃত চেক অমকর্যাদাকৃত হলে তা গ্রাহককে জানানোর উদ্দেশ্যে ফেরত দেওয়াকে বোঝায়।

খ মোবাইল ব্যাংকিং-এ জটিলতা তুলনামূলক কম হওয়ায় এটি হোম ব্যাংকিং, অপেক্ষা উত্তম।

হোম ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে গ্রাহকরা ঘরে বসেই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন: টেলিফোনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ, কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে লেনদেন ইত্যাদি। অন্যদিকে, মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন করা হয় মোবাইল ব্যাংকিং এ। যেমন: বিকাশ ও রকেট সেবা মোবাইল ব্যাংকিং-এ গ্রাহক যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। এমনকি গ্রাহকের নিজের মোবাইল না থাকলেও ব্যাংকের এজেন্টের মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে। এরূপ সহজ সিস্টেম হওয়ার কারণেই এটি অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে রাফি প্রদত্ত দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র।

অঙ্গীকারপত্র বলতে এমন দলিলকে বোঝায়। যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় পর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এটি একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

উদ্দীপকে সামি রাফির নিকট ৫০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা রাফি ১ মাস পর এ টাকা দিতে চায়। তাই সামি বলেন, আপনি স্ট্যামপযুক্ত কাগজে ১ মাস পর টাকা দেবেন তা লিখে দেন। অর্থাৎ সামি এরূপ দলিল চাচ্ছেন যেখানে তাকে ১ মাস পর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এখানে দলিলটি রাফি নিজেই তৈরি করবে এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক নিজেই স্বাক্ষর প্রদান করবে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বলা যায়, রাফি প্রদত্ত দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র। কেননা, অঙ্গীকারপত্রেই এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে রাসেল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দলিলটি বিনিময় বিল হওয়ায় সামিরের স্বাক্ষরের আবশ্যকতা রয়েছে।

বিনিময় বিল হলো এমন একটি দলিল, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করে। এ দলিল বিক্রেতা প্রস্তুত করে এবং ক্রেতা তা স্বাক্ষর দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে।

উদ্দীপকে সামি রাসেল থেকে ৭০,০০০ টাকার পণ্য কিনেছেন। তবে সামি একমাস পর এ মূল্য দিতে চাইলে রাসেল একটি দলিলের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে দলিলটি রাসেল প্রস্তুত করবে এবং সামি তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবে।

এখানে সামি হলো ক্রেতা এবং রাসেল হলো বিক্রেতা। দলিলটিতে বিক্রেতা রাসেল ক্রেতা সামিকে অর্থ প্রদানের আদেশ দিবে। অর্থাৎ এ দলিলটি হলো বিনিময় বিল। বিনিময় বিলে ক্রেতা হিসেবে সামি স্বাক্ষর না দিলে এটি আইনগতভাবে বৈধ হবে না। তাই এক্ষেত্রে সামির স্বাক্ষরের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ হায়দারকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নারের স্বাক্ষর রয়েছে। আবার সে খেয়াল করে ১ টাকার নোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা হয়েছে এবং অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. পে-অর্ডার কী? ১

খ. সরকারি নোট কাকে বলে? ২

গ. ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সরকারি নোট ও ব্যাংকের নোটের মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো শাখা তার প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে সরকারি নোট বলে।

সরকারি নোটে সাধারণত অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে। এ মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিহিত মুদ্রা হওয়ার কারণে এ নোটের আইনগত বৈধতা নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠে না। বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটগুলো হলো সরকারি নোট।

গ উদ্দীপকে ৫ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট এবং ১০ টাকার নোটটি হলো ব্যাংক নোট।

সরকারি নোট বলতে সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। অপরদিকে, ব্যাংক নোট বলতে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়।

উদ্দীপকে হায়দারকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখলো ৫ টাকার নোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা হয়েছে এবং অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ ৫ টাকার নোটটি সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয়েছে বিধায় এটি সরকারি নোট। অপরদিকে, ১০ টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ ১০ টাকার নোটটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো হয়েছে বিধায় এটি ব্যাংক নোট।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫ টাকার নোটটি অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয় এবং এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

ঘ উদ্দীপকে বিনময়ের মাধ্যম হিসেবে সরকারি নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত এবং ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত নয়।

সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে সরকারি নোট ছাপানো হয় বিধায় এটি সবসময় বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত। তবে ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা না হলেও সরকার এই নোটের দায়িত্ব নেওয়ায় জনগণ এ নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় না।

উদ্দীপকে হায়দার তার বাবার কাছ থেকে দুই ধরনের নোট পেয়েছে। একটি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিঃসন্দেহে সরকারি নোট। অন্যটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিঃসন্দেহে ব্যাংক নোট।

এখানে হায়দারের গৃহীত সরকারি নোটটি গ্রহণে জনগণ সবসময় বাধ্য থাকে। অর্থাৎ এ নোট অচল হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, ব্যাংক নোট আইনসঙ্গতভাবে বিহিত মুদ্রা নয়, এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবে বিবেচিত। তবে এ নোট কোনো কারণে অচল করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সমপরিমাণ মূল্য প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই এ নোট গ্রহণে জনগণ বাধ্য না থাকলেও অস্বীকৃতি জানায় না। তাছাড়া সরকারি নোটের মূল্যমান ব্যাংক নোটের চেয়ে কম। ছোট খাট লেনদেনে সরকারি নোট আর বড় লেনদেনে ব্যাংক নোট ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯

ABC Bank Ltd.

XYZ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা

DDMMYY

A/C 34224585

নাজমুল কে অথবা বাহককে

টাকা ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ৩০,০০০/-

আলম

স্বাক্ষর

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. হুকুম চেক কী? ১

খ. ব্যাংক নোট বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এরূপ চেকের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে।

খ সরকারের অনুমতিক্রমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রাকে ব্যাংক নোট বলে।

সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এ নোটে স্বাক্ষর করে থাকেন। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি আইন সঙ্গত বিহিত মুদ্রা নয়। তবে যেহেতু এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিহ্নিত মুদ্রা প্রদানে বাধ্য থাকে তাই জনগণ এ নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় না। এ নোটগুলো সাধারণত উচ্চ মূল্যমানের হয়। যেমন: দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।
দাগকাটা চেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দু'টি রেখা অঙ্কিত থাকে। এক্ষেত্রে রেখা দুটির মাঝে কিছু লেখা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।
উদ্দীপকে একটি চেকের চিত্র দেওয়া রয়েছে। চেকটির বামকোণে উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে দু'টি সমান্তরাল রেখা টানা হয়েছে। রেখা দু'টির মাঝে লেখা আছে 'ABC Bank Ltd' অর্থাৎ এ চেকের অর্থ ABC ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। এভাবে আড়াআড়িভাবে রেখা টানা এবং রেখার মাঝে ব্যাংকের নাম উল্লেখ আছে বিধায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে চিত্রে প্রদর্শিত দাগকাটা চেকটি লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ।
দাগকাটা চেক বলতে চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দু'টি রেখাযুক্ত চেককে বোঝায়। এ চেকের অর্থ প্রাপককে তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়।
উদ্দীপকে একটি দাগকাটা চেকের চিত্র প্রদর্শিত রয়েছে। চেকটিতে লেখা আছে নাজমুলকে অথবা বাহককে ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এ চেকটির প্রাপক হলো নামজুল।
চেকটি দাগকাটা হওয়ার কারণে ব্যাংক এ চেকের অর্থ নগদে প্রদান করবে না। তাই প্রাপক নাজমুলকে চেকটি উল্লিখিত ABC ব্যাংকে তার হিসাবে জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে তার হিসাবে এ অর্থ জমা হবে। এভাবে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ জমা হয় বিধায় অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। তাই চেকটি হারিয়ে বা চুরি বা ছিনতাই হয়ে গেলেও কোনো ঝুঁকি নেই। তাই বলা যায়, দৈনন্দিন লেনদেনে এ চেকের ব্যবহার নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶ ১০

AB Bank Ltd

শাপলা ব্যাংক লি. | সং ৫ ১ ২ ৬
.... শাখা | তারিখ: ০২.১০.১৭

AB: 09876543

হাসান .... কে অথবা বাহককে
টাকা .... বিশ হাজার টাকা .... মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ২০,০০০/- | হানিফ
স্বাক্ষর

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. উপহার চেক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এরূপ চেক পাওয়ার পর প্রাপক হিসেবে তোমার করণীয় কী ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় বিল হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেয়।

খ আপনজনদেরকে উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে যে চেক ব্যবহৃত হয় তাকে উপহার চেক বলে।
এ চেক প্রাইজবন্ডের অনুরূপ। এ চেক ইস্যুকারী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ভাঙানো যায়। এতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদ পাওয়া যায়। এমনকি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনাও এ চেকে রয়েছে।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের।
কোনো চেকের উপরিভাগে বামকোণে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি দাগটানা থাকলে সেটি দাগকাটা চেক হিসেবে বিবেচিত। বাহক বা হুকুম চেক এরূপ দাগটানার মাধ্যমে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করা যায়।
উদ্দীপকে একটি চেকের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। চেকটিতে বলা হয়েছে হাসানকে বা বাহককে বিশ হাজার টাকা প্রদান করুন। এছাড়া চেকের উপরিভাগে বামকোণায় দুটি দাগটানা রয়েছে। দুটি দাগের মাঝে 'AB Bank Ltd' লেখা রয়েছে। আড়াআড়ি রেখার মাঝে ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকায় এটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। এরূপ দাগটানার কারণে এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে পরিশোধ করবে না। এ চেকের অর্থ ব্যাংক শুধু প্রাপক অর্থাৎ হাসানের হিসাবেই জমা করবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, প্রদর্শিত চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ এরূপ দাগকাটা চেক পাওয়ার পর প্রাপক হিসেবে আমার করণীয় হলো চেকটি উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া।
দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে বামকোণে সমান্তরালভাবে দুটি দাগটানা থাকে। এই দুই দাগের মাঝে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম লিখা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।
উদ্দীপকে একটি দাগকাটা চেকের চিত্র রয়েছে। এ চেকের সমান্তরাল দুটি দাগের মাঝখানে 'AB Bank Ltd.' কথাটি লিখা রয়েছে। তাই এটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। এ চেকটির অর্থ অবশ্যই 'AB Bank Ltd.' এর হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে।
এক্ষেত্রে প্রাপক হিসেবে আমাকে অবশ্যই চেকটি AB ব্যাংকে আমার ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে। যদি AB ব্যাংকে আমার কোনো হিসাব না থাকে তাহলে প্রথমেই ঐ ব্যাংকে আমার হিসাব খুলতে হবে। হিসাব খোলার পর ঐ ব্যাংকে আমার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। কেননা, দাগদ্বয়ের মাঝে ঐ ব্যাংকের নাম থাকায় ঐ ব্যাংক ব্যতীত এ চেকের অর্থ আদায় সম্ভব নয়। অথবা চেকের প্রস্তুতকারী কর্তৃক দাগ অপসারণ করিয়ে এ চেকের অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১

সুরমা ব্যাংক লিমিটেড
তাং- ১৫ অক্টোবর ২০১৭
যশোর শাখা, যশোর

DD No- SB 1510210 | টাকা: ২০,০০,০০০/-

To,
চাহিবা মাত্র 'মুমতাহ' কে আদেশ অনুসারে টাকা- বিশ লক্ষ টাকা মাত্র প্রদান করুন।

বরাবর, | স্বাক্ষর
সুরমা ব্যাংক লি. | হিসাবরক্ষক

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. চেক কী? ১
খ. সরকারি নোট রূপান্তর যোগ্য নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি যে শ্রেণির ব্যাংক দলিল— তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি মুমতার জন্য কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকে চেক বলে।

খ সরকারি নোট আইনসম্মতভাবে বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত বিধায় এটি রূপান্তরযোগ্য নয়।
সরকারি নোট সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ছাপানো হয়। এ কারণে একে বিহিত মুদ্রা বলা হয় এবং জনগণ এ মুদ্রা গ্রহণে সবসময় বাধ্য থাকে। তাই এ নোট অচল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবসময় এ নোট বৈধ বিহিত মুদ্রা হওয়ার কারণে এটি রূপান্তরযোগ্য নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট।
ব্যাংক ড্রাফট হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋনের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য অন্য কোনো শাখাকে নির্দেশ প্রদান করে।
উদ্দীপকে একটি ব্যাংক দলিলের চিত্র দেওয়া আছে। এতে লিখা আছে মুমতাহকে বা আদেশানুসারে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ সুরমা ব্যাংক তার কোনো শাখাকে এ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশানুসারে অন্য কাউকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় বলা যায়, এটি হলো ব্যাংক ড্রাফট। কেননা, ব্যাংক ড্রাফটের ক্ষেত্রেই ব্যাংকের একটি শাখা অন্য কোনো শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংক ড্রাফট দলিলটি মুমতাহের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
ব্যাংক ড্রাফট হলো হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা আদেশানুসারে অন্য কাউকে অর্থ প্রদানের জন্য ঐ ব্যাংকের অন্য কোনো শাখাকে নির্দেশ দেয়।
উদ্দীপকে একটি ব্যাংক ড্রাফটের চিত্র দেওয়া আছে। এতে বলা হয়েছে মুমতাহকে বা আদেশানুসারে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ ব্যাংক ড্রাফট দলিলটির প্রাপক হলো মুমতাহ।
ব্যাংক ড্রাফট হওয়ার কারণে মুমতাহকে এ দলিল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কেননা, হারিয়ে গেলে কিংবা চুরি হয়ে গেলেও ব্যাংক অন্য কাউকে এ দলিলের অর্থ প্রদান করবে না। তবে মুমতাহ যদি স্বাক্ষর দিয়ে অন্য কাউকে প্রদানের নির্দেশ দেয় তাহলে ব্যাংক শুধু ঐ ব্যক্তিকেই-এর মূল্য পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, নিরাপদ লেনদেন করার জন্য মুমতাহের কাছে এ দলিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১২ মিস যুথী মি. মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। পণ্যের বিপরীতে মিস যুথী একটি দলিল প্রেরণ করেন যাতে লিখা আছে 'অদ্য হতে ৫ মাস পর মি. মাইকেলকে অথবা তার নির্দেশ অনুসারে ৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।' মি. মাইকেল এই দলিলের পিছনে স্বাক্ষর করে তার পাওনাদার মি. জর্জকে প্রদান করেন এবং মি. জর্জ এর হস্তান্তর গ্রহীতা হিসেবে বৈধ মালিকানা লাভ করল। কিন্তু বিনিময় হার নির্ধারণে ব্যবহৃত তত্ত্বটি অবাধ বাণিজ্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ATM কার্ড কী? ১
খ. দুর্দশাগ্রস্থ ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আবর্তন হার হ্রাস পায় –ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তাবলীগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণের কোন তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে –আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত সাংকেতিক নাম্বারযুক্ত এক ধরনের বিশেষ প্লাস্টিক কার্ডকে ATM কার্ড বলে।

খ কোনো কারণে ঋণের কিস্তি ফেরত পাওয়া না গেলে এবং ঐ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ঐ ঋণকে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ বলে।
ঋণের অর্থ আদায় করে উক্ত অর্থ থেকে ব্যাংক পুনরায় ঋণ বিতরণ করে। দুর্দশাগ্রস্থ ঋণ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যমান ঋণ আদায় করা যায় না। এতে ব্যাংকের হাতে নগদ টাকার আন্তঃপ্রবাহ কমে যায়। যা ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস করে। আর ঋণদান হ্রাস পেলে ব্যাংকের ঋণ আবর্তন হারও হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো অর্থের পরিমাণ, অর্থ পরিশোধের তারিখ, পরিশোধকারীর নাম, প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করা।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আবশ্যকীয় শর্তাবলী বলতে সেই সকল শর্তাবলিকে বোঝায়, যা পালন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কোনো একটি শর্ত পালিত না হলে হস্তান্তর অবৈধ বলে গণ্য হবে।
উদ্দীপকে মিস যুথী মি. মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। পণ্যের বিপরীতে তিনি একটি দলিল প্রেরণ করেন। মি. মাইকেল এই দলিলের পিছনে স্বাক্ষর করে তার পাওনাদার মি. জর্জকে প্রদান করেন। এখানে হস্তান্তরযোগ্য দলিলটি মিস যুথী প্রস্তুত করার পর তাকে অবশ্যই স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। এতে প্রস্তুতের তারিখ, অর্থ পরিশোধের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। আবার, মি. মাইকেল যখন এটি তার পাওনাদারকে হস্তান্তর করবেন তখনও তাকে স্বাক্ষর প্রদান করে হস্তান্তর করতে হবে। এই হস্তান্তরযোগ্য দলিলটির হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী অবশ্যই মানতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে।
চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী, দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ তত্ত্বকে বিনিময় হয়ে নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মিস যুথী মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। তিনি মূলত হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কিন্তু বিনিময় হার নির্ধারণে ব্যবহৃত তত্ত্বটি অবাধ বাণিজ্যের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে।
এখানে, বিনিময় বিলের লিখিত মূল্য দ্বারা মি. মাইকেল তার দেনা পরিশোধ পারবে কিনা তা অনিশ্চিত। কেননা অবাধ বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় বিধায় এ হার সবসময় পরিবর্তনশীল।
তাই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এবং যোগান হ্রাস পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পেলে এবং যোগান বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান হ্রাস পায়। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, এখানে বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে লিখছেন, 'প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে' মি. করিমকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অদ্য হতে ১ মাস পরে ২০,০০০ টাকা প্রদানের বাধা থাকবে। পাওনাদার মি. করিম তার ব্যাংক দলিলটি বাট্টা করতে গেলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে মি. করিম তার পাওনাদার কর্তৃক স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে ১০,০০০ টাকার জন্য প্রস্তুত একটি দলিলে স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরৎ দিয়েছেন। পাওনাদার তার ব্যাংক থেকে দলিলটি বাট্টা করতে পেরেছেন। *[গুলশান কর্মাস কলেজ, ঢাকা]*

ক. পে-অর্ডার কী? ১
খ. ব্যাংক নোট কোনো বিহিত মুদ্রা নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্তি দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পাওনাদার প্রস্তুতকৃত দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতাসম্পন্ন হলেও যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তা বাট্টাকরণ করা গেছে- উক্তির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা-এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ ব্যাংক নোট সরাসরি সরকার কর্তৃক ছাপানো হয় না বিধায় এটি বিহিত মুদ্রা নয়।
ব্যাংক নোট হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোট। মূলত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ইস্যু করে থাকে। সরকার নিজস্ব তত্ত্বধানে ও ক্ষমতা বলে এ নোট ইস্যু করা হয় না বিধায় এটির আইনসঙ্গত স্বীকৃতি নেই। এমনিক জনগণ এ নোট গ্রহণে বাধ্য নয়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, ব্যাংক নোট কোনো বিহিত মুদ্রা নয়।

গ উদ্দীপকে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের 'শর্তহীন আদেশ' বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি।
হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি শর্তহীন প্রকৃতির হবে। অর্থাৎ কোনো প্রকার শর্ত প্রদান করলে ঐ দলিল হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
উদ্দীপকে জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে একটি দলিল প্রদান করেন। দলিলটিতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে ১ মাস পর ২০,০০০ টাকা প্রদানে তিনি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ দলিলটিতে তিনি 'পণ্য বিক্রয়পূর্বক' এরূপ শর্ত জুড়ে দেন। এভাবে শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণে দলিলটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আবশ্যকীয় শর্তাবলিপূরণ হয়নি। আর এ জন্যই মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি ব্যাংক হতে বাট্টাকরণ করতে পারেননি।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে পাওনাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিনিময় বিল দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলেও যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাট্টাকরণ করা গেছে– উক্তিটি যথার্থ।

বিনিময় বিল হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। সাধারণত এ দলিল বিক্রেতা বা পাওনাদার প্রস্তুত করে থাকে এবং ক্রেতা তাতে স্বীকৃতি প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. করিম তার পাওনাদারের নিকট হতে একটি দলির গ্রহণ করেন। দলিলটি তার পাওনাদার প্রস্তুত করেছে এবং তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মি. করিম স্বাক্ষর প্রদান করে এ দলিলটি পাওনাদারকে ফেরত দেন।

অর্থাৎ মি. করিম এখানে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। কেননা, বিনিময় বিলের ক্ষেত্রেই এরূপ স্বীকৃতির প্রয়োজন পড়ে। এভাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দলিলটি আইনসঙ্গত হস্তান্তরযোগ্য দলিলে পরিণত হলো। আইনসঙ্গত হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময় পর মি. করিম এ বিলের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ বৈধ বা আইনসঙ্গত দলিলে পরিণত হওয়ায় এটি ব্যাংক বাট্টা করেছে। তাই বলা যায়, বিনিময় বিলে অনেক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হলেও এ দলিল ব্যাংক বাট্টা করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ হাতিল আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে নগদ বিক্রয়ের পাশাপাশি ধারেও বিক্রয় করতে হয়। অফিস সাজানোর জন্য UCB ট্রেডার্স হাতিল থেকে ১ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করল। হাতিল নগদ টাকার পরিবর্তে একটি দলিল গ্রহণ করল, দলিলটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দুই মাস পর অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু বিশ দিন পরেই প্রতিষ্ঠানটির অর্থের প্রয়োজন হয়।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. শেয়ার ওয়ারেন্ট কী? ১

খ. চলতি হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক সুদ দেয় না কেন? ২

গ. হাতিল কোন ধরনের দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হাতিল ২০ দিন পরেই কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ারের পূর্ণমূল্য পাওয়ার পর শেয়ার গ্রহীতাকে যে প্রামাণ্য দলিল প্রদান করে তাকে শেয়ার ওয়ারেন্ট বলে।

খ ব্যাংক চলতি হিসাবের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় না এ হিসাবের গ্রাহকদেরকে সুদ দেয় না।

চলতি হিসাবের গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায়। তাই ব্যাংককে সবসময় তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এ কারণে ব্যাংক এ হিসাব হতে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় না। অন্যদিকে এ হিসাবে অর্থ জমা ও উত্তোলনের তথ্য সংরক্ষণে ব্যাংক অধিক শ্রম দেয় বিধায় ব্যয় ও বেশি হয়। এ সকল কারণেই ব্যাংক এ হিসাবের গ্রাহকদেরকে কোনো সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকে হাতিল বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করল।

বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এই বিলের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। মূলত বিক্রেতাই ক্রেতাকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে হাতিল আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি নগদ বিক্রয়ের পাশাপাশি ধারেও বিক্রয় করে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি UCB ট্রেডার্সের নিকট ১ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় করে। হাতিল প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে নগদ টাকার পরিবর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে। সাধারণত বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিলের মাধ্যমে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও ক্রেতা UCB ট্রেডার্স একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়ে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই বলা যায়, হাতিল প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে হাতিল প্রতিষ্ঠানটি ২০ দিন পর বিনিময় বিলটি বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

মেয়াদপূর্তির পূর্বে কমিশনের বিনিময়ে এ বিলের অর্থ ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা যায়। এভাবে কমিশনের বিনিময়ে বা কম মূল্যে অর্থ সংগ্রহ করাকেই বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে।

উদ্দীপকে হাতিল আসবাবপত্র বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিলের মাধ্যমে UCB ট্রেডার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে গৃহীত বিনিময় বিলটির মেয়াদ হলো দুই মাস।

অর্থাৎ দুই মাস পর UCB ট্রেডার্স এ বিলের মূল্য পরিশোধ করবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রয়োজন হয়। হাতিল প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে ব্যাংকের সহায়তা পেতে পারে। কেননা, ব্যাংক কমিশনের বিনিময়ে এরূপ বিলে মেয়াদপূর্তির পূর্বে ক্রয় করে থাকে। মেয়াদপূর্তিতে ব্যাংক এ বিল স্বীকৃতিকারীর নিকট হতে বিলের অর্থ আদায় করে। তাই বলা যায়, হাতিল প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিল ব্যাংক হতে বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থ আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. চয়ন সিলেটে একটি জমি রেজিস্ট্রি করবেন। তাই ঢাকা থেকে সিলেট ২৫ লক্ষ টাকা নিতে হবে। ব্যাংক কর্মকর্তার পরামর্শে ব্যাংক কর্তৃক লেখা এমন একটা দলিল সংগ্রহ করলেন যা সিলেটে যেয়ে নির্দিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করে তিনি টাকা উঠাতে পারবেন। সিলেট পৌঁছে মি. চয়ন জমি বিক্রেতাকে এমন নোট দিতে চাইলেন যার প্রতিটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। বিক্রেতা বলল, আমাকে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত এমন দলিল সংগ্রহ করে দিন যেখানে আমাকে অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থাকবে।

[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

ক. সরকারি নোট কী? ১

খ. কোন দলিল স্বীকৃত না হলে মূল্যবান দলিলের মর্যাদা পায় না? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের মি. চয়ন প্রথমে ব্যাংক থেকে কোন ধরনের দলিল সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নোট না নিয়ে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলটি নেওয়া বিক্রেতার জন্য কতটা নিরাপদ হবে –উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে সরকারি নোট বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটগুলো হলো সরকারি নোট।

খ বিনিময় বিল স্বীকৃত না হলে মূল্যবান দলিলের মর্যাদা পায় না।

সাধারণত ধারে পণ্য ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে এ দলিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট তারিখে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেয়। ক্রেতা এ দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিলে বিক্রেতা তা ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণ করতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতা স্বীকৃতি না দিলে দলিলটি আইনগতভাবে বৈধ হয় না। তাই ক্রেতা কর্তৃক স্বীকৃতি ছাড়া এ দলিলের কোনো মর্যাদাই নেই।

গ উদ্দীপকে মি. চয়ন প্রথমে ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট নামক দলিল সংগ্রহ করেছেন।

ব্যাংক ড্রাফট হলো অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত একটি দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো শাখা অপর কোনো শাখাকে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে মি. চয়ন সিলেটে একটি জমি রেজিস্ট্রি করবেন। তাই ঢাকা থেকে তিনি সিলেটে ২৫ লক্ষ টাকা নিবেন। এজন্য তিনি একটি ব্যাংক দলিল সংগ্রহ করেন। দলিলটি তিনি সিলেটে যেয়ে নির্দিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। অর্থাৎ এখানে ব্যাংকটির ঢাকা শাখা সিলেট শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণত ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমেই ব্যাংকের একটি শাখা অপর কোনো শাখাকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে। তাই বলা যায়, মি. চয়ন ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেছিলেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক নোটের পরিবর্তে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলটি বিক্রেতার জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ হবে।

ব্যাংক নোট বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। বাংলাদেশে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১,০০০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলো হলো ব্যাংক নোট।

উদ্দীপকে মি. চয়ন জমি রেজিস্ট্রি করার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে সিলেটে যান। মি. চয়ন সিলেটের জমি বিক্রেতাকে এমন নোট দিতে চাইলেন, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা এই নোটের পরিবর্তে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিল দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যা চেক বা ব্যাংক ড্রাফট হতে পারে।

এখানে, বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর প্রধান কারণ হলো নিরাপত্তা। কেননা, নগদ অর্থ বা ব্যাংক নোট যে কেউ ছিনতাই বা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলের ক্ষেত্রে এরূপ চুরি বা ছিনতাইয়ের কোনো ঝুঁকি নেই। কেননা, ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলের অর্থ বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারবে না। তাই বলা যায়, বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিল গ্রহণের বিষয়টি নিরাপদ এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে লিখলেন, 'প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অদ্য হতে ১ মাস পর ২০,০০০ টাকা প্রদানে বাধ্য থাকবো'। পাওনাদার মি. করিম তার ব্যাংকে দলিলটি বাট্টা করতে গেলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে মি. করিম তার পাওনাদার কর্তৃক স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে ১০,০০০ টাকার জন্য প্রস্তুত একটি দলিলে স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরত দিয়েছেন। পাওনাদার তার ব্যাংক থেকে দলিলটি বাট্টা করতে পেরেছেন।

[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

ক. ব্যাংক হিসাব কাকে বলে? ১

খ. বিনিময় বিল বলতে কি বোঝ? ২

গ. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাওনাদার প্রস্তুতকৃত দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন, যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তা বাট্টাকরণ করা গেছে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে অর্থ জমাদান ও উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

এ দলিলের মাধ্যমে ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করে। ক্রেতা স্বাক্ষর প্রদান করে এ দলিলে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে, বিক্রেতা দলিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যাংক হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পার। অথবা মেয়াদপূর্তিতে ক্রেতার নিকট বিল উপস্থাপন করে সরাসরি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের শর্তহীন আদেশ। বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের হস্তান্তর বলতে দলিলের সত্ত্বা কর্তৃক যথানিয়মে এর মালিকানা অন্যের নিকট হস্তান্তর করাকে বোঝায়। তবে এরূপ হস্তান্তর শর্তহীন হতে হয়।

উদ্দীপকে মি. করিম জনাব শিমুলের নিকট থেকে স্ট্যাম্পযুক্ত একটি হস্তান্তযোগ্য দলিল পেয়েছেন। তবে তিনি দলিলটি বাট্টা করতে চাইলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। কেননা, দলিলটিতে লিখা ছিল প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে ২০ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ জনাব শিমুল অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এরূপ শর্ত থাকলে তা কখনই বৈধ হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, শর্তহীন আদেশ বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম দলিলটি বাট্টাকরণ করতে পারেননি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় দলিলটিতে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অপরিহার্য শর্তাবলী পূরণ করায় তা বাট্টাকরণ সম্ভব হয়েছে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুত ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছু অপরিহার্য শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন তারিখের উল্লেখ, প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর, শর্তহীন নির্দেশ ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মি. করিম তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি দলিল গ্রহণ করেন। তিনি দলিলটির স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরত দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

এখানে, বিনিময় বিল দলিলটি যথাযথ নিয়মেই পাওনাদার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। আবার, এ দলিলটি ক্রেতা কর্তৃক অর্থাৎ মি. করিম কর্তৃক স্বীকৃতি হয়েছে। এছাড়া এতে সরকারি বিধি-নিষেধ অনুযায়ী স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সকল শর্ত পূরণ করায় তা বাট্টাকরণ সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রাকিবের বাবা একজন ব্যাংকার। গতকাল তিনি রাকিবকে একটি নতুন পাঁচ টাকার নোট দিলেন। রাকিব দেখল এই নতুন নোটটি পূর্বের পাঁচ টাকার নোট থেকে অনেক ব্যতিক্রম। এছাড়া নোটটি উপরে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দসমূহ লেখা আছে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]

ক. অঙ্গীকার পত্র কী? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত নোটটি কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা-- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে অঙ্গীকারপত্র বলে।

খ হস্তান্তরের মাধ্যমে যে দলিলের মালিকানার পরিবর্তন ঘটে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

যথানিয়মে একহাত থেকে অন্যহাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এ দলিলের হস্তান্তরগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা লাভ করে। আমাদের দেশের আইনে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন পাঁচ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটই সরকারি নোট। এ নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

উদ্দীপকে রাকিব তার বাবার কাছ থেকে নতুন পাঁচ টাকার নোট পেয়েছে। রাকিব দেখলো এই নতুন পাঁচ টাকার নোটের সাথে পূর্বের পাঁচ টাকার নোটের অনেক পার্থক্য রয়েছে। নতুন এ নোটটির গায়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দদ্বয় লেখা আছে। অর্থাৎ এ নোটটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয়েছে। কেননা, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটেই এরূপ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' লিখা থাকে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন পাঁচ টাকার নোটটি সরকারি নোট।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঁচ টাকার নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা।

সাধারণত, সরকারি নোট কম মূল্যমানের হয়। অপরদিকে, ব্যাংক নোট অধিক মূল্যমানের হয়।

উদ্দীপকে রাকিব তার বাবার কাছ থেকে একটি নতুন পাঁচ টাকার নোট পেয়েছে। নোটটির গায়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দসমূহ লেখা আছে। অর্থাৎ নতুন পাঁচ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

বাংলাদেশে এরূপ সরকারি নোটের সাথে সাথে ব্যাংক নোটও প্রচলিত রয়েছে। সরকারি নোট হওয়ায় ৫ টাকার নোটে অবশ্যই অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকবে। অপরদিকে, ব্যাংক নোটগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। সাধারণত, সরকারি নোটগুলো কম মূল্যমানের হয়ে থাকে। অপরদিকে ব্যাংক নোটগুলো অধিক মূল্যমানের হয়ে থাকে। সরকারি নোট হওয়ায় ৫ টাকার নোটটি বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে বড় অঙ্কের ব্যাংক নোটগুলো (১০০ ও ৫০০) বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে "উল্লিখিত নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা"– উক্তিটি যথার্থ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. জাবেদ একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি গ্রামের বাজার থেকে আলু, টমেটো, শিম ইত্যাদি ক্রয় করে শহরে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করেন। ঈদের আগে টমেটোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে টমেটো ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ টাকা তার কাছে না থাকায় তিনি ৩ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। এতে তিনি বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. বড় অঙ্কের লেনদেনে চেক অপেক্ষা পে-অর্ডার উত্তম কেন? ২

গ. মি. জাবেদ কোন দলিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. জাবেদের উক্ত দলিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ ব্যাংক পে-অর্ডারের অর্থ প্রাপক ব্যতীত অন্য কাউকে পরিশোধ করে না বিধায় বড় অঙ্কের লেনদেনে এটি চেক অপেক্ষা উত্তম।

পে-অর্ডার হলো হস্তান্তর অযোগ্য ঋণের দলিল। দলিলে প্রাপক হিসেবে যার নাম থাকে ব্যাংক শুধু তাকেই অর্থ প্রদান করে। অন্যদিকে চেক হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল হওয়ায় ব্যাংক যে কাউকেও এ দলিলের অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ পে-অর্ডার হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলেও আর্থিক ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই বড় অঙ্কের লেনদেনে এটি চেক অপেক্ষা উত্তম।

গ উদ্দীপকে মি. জাবেদা বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করেন।

বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি গ্রামের বাজার থেকে আলু, টমেটো, শিম ইত্যাদি ক্রয় করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করেন। ঈদের আগে টমেটোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে টমেটো ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত নগদ টাকা না থাকায় তিনি ৩ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। অর্থাৎ তিনি বিনিময় বিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। কেননা বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিলে মাধ্যমেই মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. জাবেদের বিনিময় বিল দলিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা পুরোপুরি যৌক্তিক।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময় পর মূল্য পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। ক্রেতা তাতে স্বাক্ষর প্রদান করে স্বীকৃতি দেয়।

উদ্দীপকে মি. জাবেদা একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। ঈদের আগে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করতে চাইলেন। পর্যাপ্ত নগদ অর্থ না থাকায় তিনি বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করলেন।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করায় মি. জাবেদকে কোনো নগদ অর্থ ব্যয় করতে হবে না। তিনি পণ্য বিক্রয় করে ৩ মাস পর এ মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। অন্যদিকে এ দলিলটি আইনগতভাবে প্রামাণ্য দলিল হওয়ায় বিক্রেতাও মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাবে। ফলে মি. জাবেদের সাথে বিক্রেতার সুসম্পর্কও বজায় থাকবে। তাই বলা যায়, বিনিময় বিলের মাধ্যমে মি. জাবেদের পণ্য সংগ্রহ করার বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি খাগড়াছড়ির মি. হোসেন থেকে একটি দলিল পান, যেটি তিনি পূবালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি ছাড়া অন্য কোন শাখা হতে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না এবং দলিলটি কারো নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয়। অপরদিকে, তিনি মি. মিল্টন সোনালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি শাখা থেকে একটি দলিল পান যেটি সোনালী ব্যাংক, গুলিস্তান শাখা, ঢাকায় ভাঙ্গানো যাবে। এটি সোনালী ব্যাংক এক শাখা কর্তৃক অপর শাখাকে টাকা প্রদানের নির্দেশ। যেটির ভিতরে লিখা ছিল মি. কালামকে অথবা আদেশানুসারে চাহিদা মাত্র ২০,০০০ টাকা (বিশ হাজার টাকা মাত্র) প্রদান করেন।

[খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ]

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী? ১

খ. 'ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা নয়' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. কালাম মি. হোসেন থেকে যে দলিলটি পান সেটি কোন ধরনের দলিল? দলিলটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত দলিলটি কোন ধরনের? উল্লিখিত দলিলের সাথে উক্ত দলিলের পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হস্তান্তরের মাধ্যমে যে ঋণপত্র বা দলিলের মালিকালা হস্তান্তর করা যায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: বিনিময় বিল, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি হলো এরূপ হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

খ ব্যাংক নোট সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছাপানো হয় না বিধায় এটি বিহিত মুদ্রা নয়।

তবে সরকার এরূপ নোটের দায়িত্ব নেওয়ায় তা আইনগত বৈধতা লাভ করে। কোনো কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ব্যাংক নোট অচল ঘোষণা করলে সমপরিমাণ মূল্যের নতুন ব্যাংক নোট প্রদানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাধ্য থাকে। এ নোটকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. কালাম মি. হোসেন থেকে যে দলিলটি পান সেটি হলো পে-অর্ডার।

পে-অর্ডারের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা-এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ব্যাংকের যে শাখা এ দলিল ইস্যু করে শুধু সেই শাখাই এটি পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি খাগড়াছড়ির মি. হোসেন থেকে একটি দলিল পান। তিনি পূবালী ব্যাংকের খাগড়াছড়ি শাখা ছাড়া অন্য কোনো শাখা হতে এ দলিলের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। দলিলটি কারো নিকট হস্তান্তরযোগ্যও নয়। সাধারণত পে-অর্ডার হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা হতেই মূল্য গ্রহণ করতে হয়। তাই বলা যায়, মি. কালাম মি. হোসেন থেকে পে-অর্ডার পেয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট।

ব্যাংক ড্রাফট হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের অর্থ ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা বা অন্য কোনো শাখা হতে উত্তোলন করা যায়। ব্যাংক এ দলিলের অর্থ প্রাপককে অথবা তার আদেশানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধ করে থাকে।

উদ্দীপকে মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি মি. মিল্টন থেকে একটি দলিল পেয়েছেন। দলিলটি সোনালী ব্যাংকের খাগড়াছড়ি শাখা ইস্যু করলেও তা এ ব্যাংকের গুলিস্তান শাখা থেকেও ভাঙ্গানো যাবে। দলিলটিতে এটিও লেখা ছিল যে মি. কালামকে অথবা আদেশানুসারে অন্য কাউকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করা হউক। অর্থাৎ দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট

মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাফট দলিলটির সাথে মি. হোসেন থেকে প্রাপ্ত পে-অর্ডারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এখানে ব্যাংক ড্রাফট দলিলটি মি. কালাম প্রয়োজনে হস্তান্তর করতে পারবেন। কিন্তু পে-অর্ডার দলিলটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। এছাড়া ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ মি. কালাম নিজে অথবা আদেশানুসারে অন্য কাউকে দিয়েও উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে ব্যাংক শুধু মি. কালামকেই অর্থ প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ সুমনের বাবা প্রতিদিন স্কুলের টিফিন বাবদ তাকে ১২ টাকা করে প্রদান করেন। সুমন খেয়াল করল সে, তার বাবার দেওয়া ১২ টাকার মধ্যে একটি ১০ টাকার নোট এবং আরেকটি ২ টাকার নোট। সুমন আরও দেখল নোট দু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাক্ষর। একটিতে বাংলাদেশের অর্থ সচিবের স্বাক্ষর এবং অন্যটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের স্বাক্ষর। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর সুমন তার বাবাকে নোট দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার বাবা বললেন, একটি সরকারি নোট, আরেকটি ব্যাংক নোট।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

https://teachingbd24.com

ক. পে-অর্ডার কী? ১
খ. বিনিময় বিল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমনের ১২ টাকার নোট দু'টির মধ্যে কোনটি কী নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত নোট দু'টির স্বতন্ত্র গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা তার প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।
মূলত ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে সৃষ্ট দেনা পরিশোধে এ দলিল ব্যবহৃত হয়। ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। সাধারণত কোনো প্রাপকের নাম উল্লেখ করে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য এরূপ নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সুমনের ১০ টাকার নোটটি হলো একটি ব্যাংক নোট এবং ২ টাকার নোটি হলো সরকারি নোট।
সরকারি নোট বলতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। অন্যদিকে ব্যাংক নোট বলতে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়।
উদ্দীপকে সুমনকে তার বাবা স্কুলের টিফিনের জন্য ১২ টাকা প্রদান করে। সুমন খেয়াল করলো, ১২ টাকার মধ্যে একটি নোট হলো ১০ টাকার এবং অন্য নোটটি হলো ২ টাকার। সুমন আরো দেখল একটি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর এবং অন্য নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর। বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে বিধায় এগুলো হলো সরকারি নোট। অন্যদিকে ১০ টাকা, ২০ টাকা বা তার অধিক মূল্যমানের নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে বিধায় এগুলো হলো ব্যাংক নোট। তাই বলা যায়, সুমনের ১০ টাকার নোটটি হলো ব্যাংক নোট এবং ২ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

ঘ উদ্দীপকে সরকারি নোট ও ব্যাংক নোট উভয়টিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব রয়েছে।
সরকারি নোট হলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোট। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোট হলো ব্যাংক নোট।
উদ্দীপকে সুমনের বাবা সুমনকে টিফিনের জন্য ১২ টাকা প্রদান করেন। এতে একটি নোট হলো ১০ টাকার এবং অন্যটি হলো ২ টাকার। এক্ষেত্রে ১০ টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিশ্চিতভাবে ব্যাংক নোট। অন্যদিকে ২ টাকার নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিশ্চিতভাবে সরকারি নোট।
এখানে ২ টাকার মতো সরকারি নোটগুলো সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত। এরূপ বিহীত মুদ্রা হওয়ার কারণে এ নোটে চাহিবামাত্র-এর গ্রাহককে ফেরতৎ দিতে বাধ্য থাকবে' এমন প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত কম মূল্যমানের নোটগুলো সরকারি নোট হওয়ায়-এর ব্যবহার সীমিত। অন্যদিকে ১০ টাকার মতো ব্যাংক নোটগুলো বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত নয়। তাই এতে 'চাহিবামাত্র-এর গ্রহাককে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে'-এরূপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত অধিক মূল্যমানের নোটগুলো ব্যাংক নোট হওয়ায়-এর ব্যবহার ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পান। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে এমন একটি দলিল দিয়েছেন যা উক্ত সময়ের পর আর তার কাছে উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না। মি. হাসান এতে রাজি না হয়ে তাকে এমন একটা দলিল লিখে দিতে বললেন যা তিনি তার ব্যাংক থেকে ১০% সুদে বাট্টা করতে পারবেন। মি. কামাল এরূপ দলিল লিখে দিয়েছেন। *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১
খ. দাগকাটা চেক কিভাবে ভাঙ্গানো যায়? এটি অধিক নিরাপদ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মি. কামাল প্রথমে কোন ধরনের দলিল দিতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কিছু ক্ষতি হলেও পরের দলিলটি মি. হাসানের দ্রুত টাকা পেতে সহায়ক হবে –উক্তিটির যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা অন্য শাখাকে যে লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

খ প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার মাধ্যমে দাগকাটা চেক ভাঙ্গানো যায়।
দাগকাটা চেকে সাধারণত চেকের উপরিভাগে বামকোণে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা টানা থাকে। এরূপ রেখা বা দাগটানার ফলে এ চেকের অর্থ শুধু প্রাপকের হিসাবেই জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রাপক তার হিসাব হতে চেক কেটে অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না বিধায় এটি অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে মি. কামাল প্রথমে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন।
চেক হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেকে ইস্যুর তারিখ উল্লেখ না করে কোনো ভবিষ্যৎ তারিখের উল্লেখ করা হলে সেটি পরবর্তী তারিখের বা ভবিষ্যৎ চেক বলে গণ্য হয়।
উদ্দীপকে মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পাবেন। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে একটি দলিল দিতে চেয়েছিলেন।
চেক হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেকে ইস্যুর তারিখ উল্লেখ না করে কোনো ভবিষ্যৎ তারিখের উল্লেখ করা হলে সেটি পরবর্তী তারিখের বা ভবিষ্যৎ চেক বলে গণ্য হয়।
উদ্দীপকে মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পাবেন। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে একটি দলিল দিতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে, উক্ত সময়ের পর কামালের নিকট এ দলিলটি উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ মি. কামাল এমন দলিল দিতে চেয়েছেন যেটি তার পক্ষ হয়ে ব্যাংকই পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে, পরবর্তী তারিখের উল্লেখ করায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মি. কামাল মি. হাসানকে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. হাসানের কিছু ক্ষতি হলেও পরবর্তীতে প্রাপ্ত অঙ্গীকারপত্রটি তার জন্য দ্রুত টাকা পেতে সহায়ক হবে।
অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের লিখিত অঙ্গীকার করে। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময় পর অঙ্গীকার প্রদানকারী ব্যক্তি উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. কামাল মি. হাসানকে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, মি. হাসান এতে রাজি হয় নি। মি. হাসান এমন দলিল চান, যে দলিল তিনি ব্যাংক থেকে ১০% সুদে বাট্টা করতে পারবেন। মি. কামাল তাকে সেই দলিলই প্রদান করেন।
ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণের সুবিধা ও অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের দ্বিতীয় দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র, অঙ্গীকারপত্র হওয়ার কারণে মি. হাসান এটি সহজেই ব্যাংক থেকে বাট্টা করতে পারবে। অর্থাৎ তিনি এই দলিলের লিখিত মূল্য থেকে কিছু কম মূল্য গ্রহণ করবেন। এতে কিছু টাকা কম নিলেও তিনি দলিলটি পাওয়ার সাথে সাথেই তা নগদে রূপান্তর করতে পারবেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যটি যথার্থ।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৫ : হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

৯৩. বাংলাদেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিলগুলো কত সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৭৮১ সালের খ ১৮৮১ সালের
গ ১৮৯১ সালের ঘ ১৯৮১ সালের **খ**

৯৪. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করে কে? (জ্ঞান)
ক পাওনাদার খ দেনাদার
গ ব্যাংক ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক **গ**

৯৫. I.O.U-এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান)
ক I offer you খ I am over you
গ I am for you ঘ I owe you **ঘ**

৯৬. কোন ধরনের চেকে 'অথবা বাহককে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে? (জ্ঞান)
ক বাহক চেক খ প্রাপক চেক
গ হুকুম চেক ঘ দাগকাটা চেক **ক**

৯৭. কোনটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল নয়? (অনুধাবন)
ক চেক খ পে-অর্ডার
গ বিনিময় বিল ঘ প্রমিসরি নোট **খ**

৯৮. ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক চেক খ ড্রাফট
গ পে-অর্ডার ঘ ব্যাংক গ্যারান্টি **ক**

৯৯. নোটারি পাবলিক মনোনীত করে কে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্র খ সরকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ স্পিকার **খ**

১০০. একটি চেক আইনগত দলিলে পরিণত হয় কখন? (অনুধাবন)
ক তারিখ উল্লেখের পর
খ অর্থ প্রদানের পর
গ গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর
ঘ চেকটি উপস্থাপনের পর **গ**

১০১. লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান)
ক অঙ্গীকারপত্র খ চেক
গ বিনিময় বিল ঘ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র **খ**

১০২. সরকারি নোটের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা হয়
খ এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে
গ এর ব্যবহারিক গুরুত্ব কম
ঘ এটি প্রতিশ্রুত নোট **খ**

১০৩. ব্যাংক নোট ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশ ব্যাংক খ সোনালী ব্যাংক
গ বিশ্ব ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ সরকার **ক**

১০৪. কোনটি ব্যাংক নোট বহির্ভূত? (অনুধাবন)
ক ৫০ টাকার নোট খ ১০০ টাকার নোট
গ ৫০০ টাকার নোট ঘ ১ টাকার নোট **ঘ**

১০৫. বাংলাদেশ ব্যাংক কত ধরনের ব্যাংক নোট ইস্যু করে? (জ্ঞান)
ক ৭ খ ৮
গ ৯ ঘ ১০ **ক**

১০৬. ব্যাংক নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কত % রিজার্ভ সংরক্ষণ করে? (জ্ঞান)
ক ২০% খ ২৫%
গ ৩০% ঘ ৩৫% **গ**

১০৭. সরকারি নোটে কার স্বাক্ষর থাকে? (জ্ঞান)
ক গভর্নরের খ প্রধানমন্ত্রীর
গ অর্থমন্ত্রীর ঘ অর্থ সচিবের **ঘ**

১০৮. এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে অর্থ স্থানান্তরের আজ্ঞাপত্রকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ব্যাংক অগ্রিম খ ব্যাংক ড্রাফট
গ ভ্রাম্যমাণ নোট ঘ ভ্রমণকারীর চেক **খ**

১০৯. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিহিত মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ যোগ্য হয় — (অনুধাবন)
i. অঙ্গীকারপত্রের ক্ষেত্রে
ii. বৈদেশিক বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে
iii. ট্রাভেলার্স চেকের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১১০. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অবশ্যকীয় শর্ত হলো — (অনুধাবন)
i. তারিখের উল্লেখ ii. প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
iii. অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১১১. প্রত্যয়পত্রের দ্বারা ব্যাংক সেতুবন্ধক হিসেবে কাজ করে — (অনুধাবন)
i. আমদানিকারকের সাথে
ii. উৎপাদকের সাথে
iii. রপ্তানিকারকের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

১১২. শেয়ার ওয়ারেন্টে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন)

i. মালিকের নাম ii. শেয়ারের নামিক মূল্য

iii. শেয়ারের ক্রমিক নম্বর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১১৩. শেয়ার সার্টিফিকেট হলো — (অনুধাবন)

i. অ-হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

ii. মূলধন সংগ্রহের জন্য ইস্যু করা হয়

iii. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১১৪. ব্যাংক ড্রাফটের বৈশিষ্ট্য হলো — (অনুধাবন)

i. দেশে-বিদেশে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

ii. কমিশনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি

iii. গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১১৫. পে-অর্ডারের পক্ষসমূহ হলো — (অনুধাবন)

i. প্রস্তুতকারক ii. প্রাপক

iii. প্রদানকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৬ ও ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. মাহবুব হাসান তার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য হস্তান্তরযোগ্য এক ধরনের কাগজি দলিল ব্যবহার করেন। হস্তান্তরযোগ্য আইনের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে এ দলিল তৈরি হয় বলে তাকে হস্তান্তরের বিভিন্ন শর্ত পালন করতে হয়।

১১৬. মি. মাহবুব হাসান হস্তান্তরযোগ্য কোন দলিল ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)

ক মুনাফার দলিল খ ঋণের দলিল

গ সুদের দলিল ঘ ক্ষতির দলিল **খ**

১১৭. মি. মাহবুব হাসানকে হস্তান্তরের সময় যেসব শর্ত পালন করতে হয় — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. প্রস্তুতের তারিখ উল্লেখ করতে হয়

ii. অর্থ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর থাকতে হয়

iii. অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৮ ও ১১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব রহিম সৌদি আরব থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য রপ্তানিকারক ব্যাংকের নিশ্চয়তা চাইলেন। এজন্য তিনি রূপালী ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

১১৮. কীসের মাধ্যমে ব্যাংক জনাব করিমের পক্ষে রপ্তানিকারককে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে? (প্রয়োগ)

ক ব্যাংক ড্রাফট খ পে-অর্ডার

গ প্রত্যয়পত্র ঘ ওভারড্রাফট **গ**

১১৯. রূপালী ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়পত্র ইস্যুতে উপকৃত হয় — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রপ্তানিকারক ii. আমদানিকারক

iii. সরকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৬: চেক, বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট

প্রশ্ন ▶ ১ মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে দিলেন। চেকে প্রাপকের ঘরে কোনো নাম লেখা ছিল না। জনাব সিফাত চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার জন্য তার কর্মচারীকে ব্যাংকে পাঠালেন। তবে জমা দেয়ার আগে চেকের বামপাশে দুটি রেখা পাশাপাশি টেনে দেন। প্রাপকের নাম না থাকায় ব্যাংক কর্মকর্তা ম্যানেজার সাহেবকে বিষয়টি জানান। ম্যানেজার সাহেব বললেন, চেকের টাকা মি. সিফাতের হিসাবে জমা করে দিলে কোনো সমস্যা নেই। *[চি. বো. ১৭]*

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে কোন ধরনের চেক প্রদান করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চেকটি জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রস্তুত তারিখের পর থেকে চেক ভাঙানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা ধারক কর্তৃক চেকের উল্টোপিঠে কিংবা উক্ত কাগজে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেক একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেক হস্তান্তরের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। চেক অনুমোদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা অর্থাৎ অনুমোদনকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব প্রদান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকে অনুমোদন প্রয়োজন হয় না কিন্তু দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে বাহক চেক প্রদান করেছিলেন।

এই চেকের টাকা ব্যাংক যেকোনো বাহককে প্রদান করে। চেকে প্রাপকের নাম লেখা থাকলেও ব্যাংক চেকের অর্থ এর বাহককে পরিশোধ করে থাকে। এই চেকটি কেবল হাত বদলের দ্বারাই স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে প্রদান করেন। অর্থাৎ মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে চেকটি প্রদানের মাধ্যমে এর স্বত্ব হস্তান্তর করেছেন। আর শুধু বাহক চেকের ক্ষেত্রেই হাত বদলের দ্বারা স্বত্ব পরিবর্তীত হয়। তবে উক্ত চেকে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকা ছিল, যা বাহক চেক হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে প্রাপকের নাম ছাড়া দাগকাটা চেকটি জমা দেয়ার কোনো প্রকার যৌক্তিকতা নেই।

বাহক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুটি আড়াআড়ি দাগ টানা চেকই মূলত দাগকাটা চেক। এ চেকের অর্থ প্রাপ্তিতে চেকে অবশ্যই প্রাপকের নাম উল্লেখ করতে হয়।

উদ্দীপকের মি. সাজ্জাদ তার ব্যাংক হিসাবের একটি চেক জনাব সিফাতকে দিলেও তাতে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকা ছিল। অর্থাৎ মি. সাজ্জাদ, জনাব সিফাতকে একটি বাহক চেক ইস্যু করেছিল। পরবর্তীতে জনাব সিফাত চেকটিতে দুটি দাগ টেনে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করেন। তবে দাগকাটার মাধ্যমে চেকটি দাগকাটা চেকে পরিণত হলেও তাতে প্রাপকের নামের স্থানটি ফাঁকাই ছিল।

জনাব সিফাত পরবর্তীতে চেকটি জমা দিতে তার কর্মচারীকে ব্যাংকে পাঠালেন। ব্যাংক কর্মকর্তা ব্যাংকের ম্যানেজারের পরামর্শে জনাব সিফাতের ব্যাংক হিসাবে চেকটি জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে দাগকাটা চেক কেবল গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নগদায়ন (In cash) হওয়ায় এ চেকে প্রাপকের নাম থাকা অবশ্যক, যা জনাব সিফাতের গৃহীত চেকে ছিল না। তাই বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজারের আদেশে চেকটি জনাব সিফাতের হিসাবে জমা দেয়ার সিদ্ধান্তটি অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২ মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি চেক পান যার বাম পাশে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগের মধ্যে 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' কথাটি লেখা ছিল। চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ম্যানেজার সাহেব সরাসরি চেকের টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে টাকা ওঠানোর জন্য তিনি মি. রহিমকে একটি সহজ উপায় বলে দেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. হুকুম চেক কী? ১

খ. অগ্রিম চেক বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. রহিম পাওনাদারের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন সেটি কী চেক? এ চেকের তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে টাকা উঠানোর জন্য কী সহজ উপায় বলে দেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে "অথবা আদেশানুসারে" শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বা আদেশ চেক বলে।

খ যে চেক ভবিষ্যতের কোনো তারিখ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় তাকে অগ্রিম চেক বলে।

এ ধরনের চেক প্রস্তুতে চেক ইস্যুর তারিখ উল্লেখ না করে কোনো ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী তারিখের উল্লেখ করা হয়। আর উল্লিখিত তারিখের পূর্বে এ চেক ভাঙ্গানো যায় না।

গ উদ্দীপকে মি. রহিম পাওনাদারের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন তা একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।

যদি কোনো দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝখানে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ না থাকে তবে উক্ত চেক সাধারণভাবে দাগকাটা চেক হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের চেকে দুই দাগের মাঝখানে এন্ড কোং, প্রাপকের হিসাব, হস্তান্তরযোগ্য নয় শব্দদ্বয়ের উল্লেখ থাকে।

উদ্দীপকে মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি চেক গ্রহণ করেন। চেকটির উপরিভাগের বাম প্রান্তে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানা ছিল। অর্থাৎ মি. রহিমের প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক। তবে চেকটিতে দুই দাগের মাঝখানে 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' কথাটির উল্লেখ ছিল। এ চেকের দুইদাগের মাঝখানে এ ধরনের শর্তে 'ব্যাংক' শব্দের উল্লেখ না থাকায় তা সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উক্ত চেকের অর্থ মি. রহিম নিজের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য

দাগকাটা চেক : বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বামকোণে কিছু লিখে বা না লিখে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানলে সেটি দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনে চেকের প্রস্তুতকারী দ্বারা চেকের দাগ অপসারণের বিষয়টি অবগত করেন।

দাগকাটা চেকের অর্থ নগদায়নে চেকটি প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকে উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়। যার প্রেক্ষিতে ব্যাংক চেকের অর্থ প্রাপকের হিসাবে জমা করে। অর্থাৎ এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান করে না।

উদ্দীপকে মি. রহিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার পাওনাদার হতে একটি দাগকাটা চেক সংগ্রহ করেন। তবে চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক ম্যানেজার নগদে চেকের অর্থ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহিমকে চেকের টাকা নগদায়নের একটি সহজ উপায় বলে দেন। ব্যাংক ম্যানেজার মূলত মি. রহিমকে চেকটির দাগ অপসারণের বিষয়ে পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে মি. রহিম চেকের প্রস্তুতকারী দ্বারা চেকের বাম প্রান্তের আড়াআড়ি দাগ দুটি কেটে নিতে পারেন। তবে উক্ত স্থানে চেক প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরও গ্রহণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দাগকাটা চেকটি হুকুম চেকে পরিণত হবে। যার অর্থ ব্যাংক এর প্রাপককে নগদে প্রদানে বাধ্য থাকবে।

সহায়ক তথ্য

নগদায়ন : নগদায়ন বলতে নগদ অর্থে রূপান্তরকে বোঝায়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩ জনাব সোহেল একজন ব্যবসায়ী। তিনি জনাব রাশেদের নিকট থেকে ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক আনার জন্য তার ম্যানেজারকে পাঠাল। তিনি একটু চিন্তায় ছিলেন, কারণ চেকটি বড় অঙ্কের অর্থের। চেক হাতে পাওয়ার পর তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ চেকটির বামপার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগ কাটা আছে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী? ১

খ. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ২০ লক্ষ টাকার চেকটি কি ধরনের দাগ কাটা চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চেকটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক নোট ও সরকারি নোটের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক একই হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	সরকারি নোট	ব্যাংক নোট
১. সংজ্ঞা	দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।	সরকারের অনুমতিক্রমে সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে।
২. মূল্যমান	বাংলাদেশের এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোটগুলো সরকারি নোট।	এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোট ব্যতীত বাকি সব কাগজী নোটগুলো হলো ব্যাংক নোট।
৩. ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	সরকারি নোট অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইস্যু হয়ে থাকে।	ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ইস্যু হয়ে থাকে।
৪. রূপান্তরযোগ্যতা	সরকারি নোট অহস্তান্তরযোগ্য বিহিত মুদ্রা হওয়ায় এটি চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্তর করা যায় না।	ব্যাংক নোট চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্তরযোগ্য।

গ উদ্দীপকের ২০ লক্ষ টাকার চেকটি হলো সাধারণ দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেক দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত সাধারণ দাগকাটা চেক এবং দ্বিতীয়ত বিশেষ দাগকাটা চেক। সাধারণ দাগকাটা বলতে চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টানাকেই বোঝায়। অর্থাৎ সাধারণ দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে দুই রেখার মাঝে কোন ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছু লেখা থাকে না।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল একজন ব্যবসায়ী। তিনি জনাব রাশেদের নিকট হতে ২০ লক্ষ টাকার চেক আনার জন্য তার ম্যানেজারকে পাঠান। চেকটি পাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, চেকটির বাম পার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগ টানা আছে। চেকটির দুই দাগের মাঝে কোন ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছু লেখা ছিল না। অর্থাৎ চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, সাধারণ দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রেই শুধু আড়াআড়ি দাগটানা থাকে।

ঘ উদ্দীপকের সাধারণ দাগকাটা চেকটি অন্যান্য চেকের তুলনায় অধিক নিরাপদ।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি হিসাবধারী গ্রাহকের অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশনামা। চেক মূলত তিন প্রকার। বাহক চেক, হুকুম চেক এবং দাগকাটা চেক। এর মধ্যে দাগকাটা চেক সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এ চেকের অর্থ সবাই উত্তোলন করতে পারে না।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল তার ম্যানেজারের মাধ্যমে জনাব রাশেদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক গ্রহণ করেন। চেকটি আনার জন্য তিনি তার ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলেন। চেকটি গ্রহণের পর তিনি দেখলেন, চেকটির বাম পার্শ্বে দুটি আড়াআড়ি দাগটানা রয়েছে। অর্থাৎ চেকটি হলো দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেক হওয়ার-কারণে চেকটি হারিয়ে বা ছিনতাই হয়ে গেলেও জনাব সোহেল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন না। কেননা, এ চেকের অর্থ শুধু জনাব সোহেলের ব্যাংক হিসাবেই জমা হবে। এমনকি তার ম্যানেজার চাইলেও জালিয়াতি করে অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। এছাড়া, ভবিষ্যতে কোন আইনি ঝামেলা সৃষ্টি হলে এ চেকটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবেই দাগকাটা চেকটি অন্যান্য চেক হতে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶৪ মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে গত ০১-০৬-২০১৬ তারিখে ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পান। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণে অঙ্কিত আড়াআড়ি দু'টি সমান্তরাল রেখার মাঝখানে 'এন্ড কোম্পানি' শব্দদ্বয় লেখা আছে। মিসেস সুলতানা দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করার পর দেশে ফিরে গত ০১-০১-২০১৭ তারিখে চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক নগদ টাকা প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণেরর দলিল কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস সুলতানা তার দেনাদারের নিকট হতে কোন ধরনের দাগকাটা চেক পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোই স্বাভাবিক'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

সহায়ক তথ্য

হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহ : বাংলাদেশে বহাল ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রাপকের নির্দেশমতো কোনো ব্যক্তিকে অথবা বাহককে প্রদেয় অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেককে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয়।

খ চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্তান্তরে চেকের অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ।

বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারীর দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই একটি সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদারের নিকট হতে সাধারণভাবে দাগকাটা চেক পেয়েছিলেন।

চেকের প্রকৃতি অনুযায়ী দাগকাটা চেককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সাধারণভাবে দাগকাটা চেক এবং দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে দাগের মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম লিখা থাকে না। তবে "এন্ড কোং" বা এরূপ কোনো শব্দ সংক্ষেপের উল্লেখ থাকতে পারে।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পান। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণে দুটি আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা রয়েছে। রেখাদ্বয়ের মাঝখানে "এন্ড কোম্পানি" শব্দ সংক্ষেপে লেখা আছে। অর্থাৎ আড়াআড়ি দুই দাগের মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ করে শর্তারোপ করা হয়নি। চেকে আড়াআড়ি দুটি সমান্তরাল রেখা ও "এন্ড কোম্পানি" শব্দদ্বয় থাকার বিষয়টি সাধারণ দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, মিসেস সুলতানা কর্তৃক গৃহীত চেকটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোই স্বাভাবিক' — উক্তিটি যথার্থ।

দাগকাটা চেক বলতে কোনো চেকের বাম প্রান্তের উপরিভাগে আড়াআড়ি দুটি সমান্তরাল রেখা আঁকা চেককে বোঝায়। এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে না দিয়ে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা তার দেনাদার মিসেস জাকিয়ার নিকট হতে একটি দাগকাটা চেক পান। তিনি দীর্ঘদিন পর চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক নগদ টাকা প্রদানে অপারগতা জানায়।

https://teachingbd24.com

দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক সাধারণত সরাসরি পরিশোধ করে না। মিসেস সুলতানা দাগকাটা চেকটি তার ব্যাংক হিসাবে জমা দিলে পরবর্তীতে তিনি উক্ত হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তিনি চেকটি পেয়েছেন ০১-০৬-২০১৬ তারিখে এবং জমা দিয়েছেন ০১-০১-২০১৭ তারিখে। অর্থাৎ চেকের আইনগত মেয়াদ (৬ মাস) পার হয়ে যাওয়ার কারণেও তিনি এ চেকের অর্থ তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারবেন না। তাই বলা যায়, মিসেস সুলতানার চেকের অর্থ পরিশোধে ব্যাংক স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করে। যার বামপাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টানা ছিল। কিন্তু হস্তান্তরের পূর্বেই তিনি মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দ্রুত অবহিত করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট হলো এমন এক ধরনের পত্র বা দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

অঙ্গীকারপত্র : সাধারণত ঋণ গ্রহণের অঙ্গীকার পত্রই হচ্ছে প্রমিসরি নোট। এটি সরাসরি অর্থ প্রদানের একটি অঙ্গীকার মাত্র। এতে দুটি পক্ষ থাকে, যথা- পাওনাদার ও দেনাদার। এটি পাওনাদারের প্রতি দেনাদারের অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশনামা। এটি সাধারণত এক কপি প্রস্তুত করতে হয়। এ প্রমিসরি নোট বাট্টাকরণের সুযোগ নেই। ফলে প্রত্যাখ্যাত হলে নোটিং ও প্রতিবাদকরণেরও প্রয়োজন নেই। এটা কেবল দেশের ভিতরেই কার্যকর।

খ চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হওয়ায় তা বিনিময় বিল অপেক্ষা অধিক নিরাপদ।

বিনিময় বিল ও চেক উভয়ই হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দাগকাটা চেকের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এছাড়াও এই ধরনের চেক চুরি বা হারানো গেলেও ঝুঁকি থাকে না। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বিনিময় বিল প্রাপক কর্তৃক ব্যাংকে উপস্থাপন করলেই অর্থ প্রদান করা হয়। তাই নিরাপত্তা বিবেচনায় চেকের ব্যবহার অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি একটি দাগকাটা চেক।

বাহক বা হুকুম চেকের বামপ্রান্তের উপরিভাগে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দাগকাটা চেক প্রস্তুত করা হয়। এ চেকের মাধ্যমে লেনদেনের অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। দাগকাটা চেকের অর্থ শুধু চেকে উল্লিখিত ব্যক্তির হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করেন। তবে তিনি চেকটির বামপ্রান্তের উপরিভাগের কোণায় দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। অর্থাৎ তিনি জনাব রহিমের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত চেকটিকে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করেন, যা কেবল জনাব রহিমের হিসাবে জমাদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।

ঘ উদ্দীপকে হারিয়ে যাওয়া চেকটি দাগকাটা চেক, যার অর্থ কেবল প্রাপকের হিসাবে প্রদেয় হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলেছেন।

চেকের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে আধুনিক ব্যাংকিং জগতে দাগকাটা চেকের প্রচলন ঘটেছে। এরূপ চেকের অর্থ সরাসরি উত্তোলন করা যায় না। প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে এর অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একটি দাগকাটা চেক প্রস্তুত করেন। উক্ত চেকে প্রাপকের নামের স্থানে জনাব রহিমের নাম উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ চেকটি কেবল জনাব রহিমের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। তবে চেকটি হস্তান্তরের পূর্বেই জনাব রানা তা হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার পরামর্শ দেন। চেকটির অর্থ কেবল চেকে উল্লিখিত প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমেই প্রদান করা হবে, যা জনাব রানার প্রস্তুতকৃত চেকের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে। তাই হারিয়ে গেলেও চেকের অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এরূপ আশ্বাস প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬

ডেলটা ব্যাংক লি.

কর্ণফুলী ব্যাংক লিমিটেড
আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম

তারিখ: ১২/১১/২০১৬

চলতি হিসাব নং
123456

প্রদান করুন: কিশোর কে অথবা বাহককে

টাকা (কথায়): পাঁচ হাজার মাত্র

টাকা = ৫,০০০/-

মুসা
স্বাক্ষর

চেকটি ০৮/০৪/২০১৭ তারিখে আলফা ব্যাংক লি.-এর প্রাপকের হিসাবে জমা করা হলে চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। *[য. বো. ১৭]*

ক. চেক কী? ১

খ. বাহক চেক, হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আলফা ব্যাংক লি. কর্তৃক প্রাপকের হিসাবে জমাকৃত চেকটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকে চেক বলে।

খ বাহক চেক কেবল অর্পনের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য বলে তা হুকুম চেক অপেক্ষা কম নিরাপদ।

হুকুম চেকের প্রাপক অন্য কোনো ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করলে চেকে যথাযথ অনুমোদন থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপকের যথার্থতা যাচাই করে অর্থ প্রদান করে। আর বাহক চেকে এ সুযোগ থাকে না বিধায় তা কম নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

দাগকাটা চেক দুই ধরনের। যথা- সাধারণভাবে দাগকাটা চেক এবং বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে দুটি আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা থাকে। বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে এ দুই রেখার মাঝে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে।

উদ্দীপকে কিশোর নামক একজন প্রাপককে একটি চেক দেয়া হয়েছে। চেকটির উপরিভাগে বাম কোণায় দুটি আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল রেখা টানা রয়েছে। রেখা দুটির মাঝে ডেলটা ব্যাংক লি. এর নাম রয়েছে। তাই চেকের প্রাপক কিশোরকে এ চেকের অর্থ উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে। চেকটিতে দুটি সমান্তরাল রেখার মাঝে ডেলটা ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকার নির্দ্বিধায় বলা যায় চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে আলফা ব্যাংক লি. প্রাপকের হিসাবে জমাকৃত চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।

বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখার মাঝে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে। প্রাপককে ঐ নির্দিষ্ট ব্যাংক হতেই তার হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটির উপরিভাগে বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টানা রয়েছে। রেখাদ্বয়ের মাঝে ডেলটা ব্যাংক লি. এর

https://teachingbd24.com

নাম উল্লেখ থাকায় চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হয়েছে। চেকটি ৮/০৪/২০১৭ তারিখে আলফা ব্যাংকে প্রাপকের হিসাবে জমা করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।
চেকটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে প্রাপককে অবশ্যই ডেলটা ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে এর অর্থ উত্তোলন করতে হবে। অন্য কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে চেকটি উপস্থাপিত হলে এর অর্থ পরিশোধিত হবে না। সুতরাং, আলফা ব্যাংক কর্তৃক চেকটি প্রত্যাখ্যাত করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক। কারণ এটি অন্য ব্যাংকের উপর অঙ্কিত চেক।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব শাকিনুর একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাকিতে লেনদেন করেন। লেনদেনকৃত বাকি টাকা পরবর্তীতে নগদে এবং চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। অতি সম্প্রতি তিনি দু'টি চেকের মাধ্যমে বাকি টাকা জনাব ফরিদের নিকট থেকে পেয়েছেন। জনাব শাকিনুর জনতা ব্যাংকে লেনদেন করেন। কিন্তু তিনি চেক দু'টি জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকের নামে পেয়েছেন। তিনি চেক দুটি নিয়ে তার লেনদেনকৃত জনতা ব্যাংকে যান। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের টাকা দিতে চাইলেও অন্যটির জন্য সাত দিন সময় চাইল। *[বি. বো. ১৭]*

ক. নিকাশ ঘর কী? ১
খ. সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা কি ইচ্ছামত যত খুশি যখন তখন তোলা সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনতা ব্যাংক জনাব শাকিনুরকে কোন চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে চাইল এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক কেন অন্য চেকের টাকা দিতে সাত দিন সময় চাইল? দু'টি চেকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশ ঘর।

খ সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা ইচ্ছামতো যত খুশী যখন তখন তোলা সম্ভব নয়।
এ হিসাবের গ্রাহকগণ ব্যাংক চলাকালীন যতবার খুশি হিসাবে অর্থ জমাদানের সুযোগ পেলেও সপ্তাহে দুই বারের বেশি অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পান না। সাধারণত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক এ ধরনের হিসাব খুললেও সীমিত ব্যাংকিং লেনদেনেরও সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গ উদ্দীপকে জনতা ব্যাংক শাকিনুরকে বাহক চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে চেয়েছে।
বাহক চেকের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' শব্দদ্বয় লিখা থাকে। এ চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা মাত্রই ব্যাংক এর অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে জনাব ফরিদের নিকট হতে জনাব শাকিনুর দুটি চেক পেয়েছেন। তিনি চেক দুটি নিয়ে তার লেনদেনকৃত জনতা ব্যাংকে যান। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের অর্থ প্রদানে রাজি হয়। সাধারণত বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক তৎক্ষণাৎ প্রদান করে থাকে। এখানেও জনাব শাকিনুর চেকটি জনতা ব্যাংকে উপস্থাপন করা মাত্রই ব্যাংক তার অর্থ প্রদান করেছে। তাই চেকের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনতা ব্যাংক জনাব শাফিনুরকে বাহক চেকের অর্থ পরিশোধ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে অন্য চেকটি দাগকাটা হওয়ার কারণে ব্যাংক নিকাশ ঘর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সাত দিন সময় চেয়েছে।
নিকাশ ঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের চেক, বিনিময় বিল, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদির দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব শাকিনুর জনাব ফরিদের কাছ থেকে দুটি চেক গ্রহণ করেন। তিনি একটি চেক জনতা ব্যাংকের নামে এবং অন্যটি অগ্রণী ব্যাংকের নামে পেয়েছেন। একটি চেক বাহক চেক হওয়ার কারণে জনতা ব্যাংক সাথে সাথেই তা পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু অন্য চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে ব্যাংক সাত দিন সময় চায়।
উদ্দীপকের জনাব শাকিনুরের জনতা ব্যাংকে হিসাব রয়েছে। কিন্তু অন্য চেকটি পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংকের। অর্থাৎ তার অন্য চেকটি হলো দাগকাটা চেক। তাই নিকাশঘর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ চেকের অর্থ আদায় করতে হবে। ব্যাংক এ নিকাশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যই এতদিন সময় চেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার কর্মচারীদের চেকের মাধ্যমে বেতন দেন। হাসিব নামে এক নতুন কর্মচারী তার কাছ থেকে একটি চেক পায়। হাসিব চেকের বাম কোণে দুটি রেখা ও এর মধ্যে A/C Payee লেখাটি দেখতে পায়। হাসিবকে তার বন্ধু নাছির জানায়, চেকটি অধিক নিরাপদ। *[বি. বো. ১৭]*

ক. চেকের প্রাপক কে? ১
খ. ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা কি চেকের অমর্যাদার মধ্যে পড়ে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকটি নিরাপদ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব শিহাবের সাথে কর্মচারীদের আর্থিক লেনদেন কি সঠিক? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের আদেষ্টা অর্থ পরিশোধের নিমিত্তে যার নাম চেকের পাতায় উল্লেখ করে তাকে চেকের প্রাপক বা Payee বলে।

সহায়ক তথ্য

প্রাপক : আদেষ্টাই চেকের উপর প্রাপকের নাম লিখে থাকেন। অবশ্য আদেষ্টা নিজে অর্থ গ্রহণ করলে তিনিই প্রাপক হবেন।

খ ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও চেক ইস্যু করা হলে উপস্থাপনের পর ব্যাংক তা প্রত্যাখান করলে সেটি চেকের অমর্যাদা হিসেবে গণ্য হয়।
ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ প্রদানের অঙ্গীকৃতিই মূলত চেকের অমর্যাদা। আর চেক ব্যাংকে উপস্থাপন মাত্র কোনো প্রকার অনিয়ম না থাকলে ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে একটি বৈধ চেকও কতগুলো অপরিহার্য শর্তের ঘাটতির কারণে স্বভাবতই অমর্যাদাকৃত হতে পারে। আর এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংক হিসাবে আমানতকারীর পর্যাপ্ত টাকা না থাকা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চেকটি হলো দাগকাটা চেক এবং অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। তাই এ ধরনের চেক অধিক নিরাপদ।
দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে বামকোণায় আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা টানা থাকে। এই দুই রেখার মাঝে কিছু লেখা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।
উদ্দীপকে জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার নতুন কর্মচারী হাসিবকে একটি চেক প্রদান করেন। হাসিব চেকের বামকোণায় দুইটি রেখা ও এর মধ্যে A/C Payce লেখাটি দেখতে পায়। অর্থাৎ চেকটি হলো দাগকাটা চেক। এ চেকের অর্থ শুধু প্রাপক হাসিবের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই উত্তোলন করতে হবে। তাই চেকটি হারিয়ে গেলে বা ছিনতাই হলেও হাসিব আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ কারণেই এ চেকটি অধিক নিরাপদ।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শিহাব কর্তৃক কর্মচারীদের সাথে দাগকাটা চেকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা অবশ্যই সঠিক।
দাগকাটা চেকের অর্থ প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ টাকা উত্তোলন করতে পারে না। এক্ষেত্রে চেকের প্রাপককে অবশ্যই তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে হয়।
উদ্দীপকে জনাব শিহাব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি তার অন্যান্য কর্মচারীর মতো হাসিবের সাথেও দাগকাটা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন।
দাগকাটা চেক হওয়ার কারণে হাসিব ব্যতীত অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। কেননা, এরূপ চেকের অর্থ শুধু প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে প্রদেয়। ফলে এ চেক চুরি বা ছিনতাই হয়ে গেলেও কোনো কর্মচারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব শিহাবের কর্মচারীদের সাথে আর্থিক লেনদেন করার পদ্ধতি বা কৌশলটি সঠিক এবং যৌক্তিক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ রহিম, করিমের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক পেল। করিম চেকটির বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দু'টি রেখা টেনে তার মাঝখানে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কথাটি লিখে দিল। রহিম চেকটি তার এক্সিম ব্যাংক শাখায় উপস্থাপন করলে ব্যাংকটি তাকে তার চেকটি প্রাইম ব্যাংক শাখায় উপস্থাপনের পরামর্শ দিল। *[বি. বো. ১৬]*

ক. আদেষ্টা কে? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. করিম কী প্রক্রিয়ায় চেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেকটি কি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি চেক প্রস্তুত করেন তিনিই আদেষ্টা।

খ যথানিয়মে এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে যে দলিলের হস্তান্তরগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা লাভ করে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

বাংলাদেশে প্রচলিত হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক। এসব দলিলের ক্ষেত্রে দেনাদার এ মর্মে শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রাপককে বা তার নির্দেশ অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে বা বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করবে।

গ উদ্দীপকে করিম দাগকাটায় উল্লিখিত ব্যাংকের হিসাবের মাধ্যমে এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

যে দাগকাটা চেকে দুই দাগের মাঝখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে তাকে বিশেষ দাগকাটা চেক বলে।

উদ্দীপকে রহিম করিমের নিকট পাওনার নিষ্পত্তিতে ৫ লাখ টাকার একটি চেক গ্রহণ করল। চেকটির বাম কোণে আড়াআড়ি দু'টি রেখা অঙ্কিত এবং এর মধ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের নাম উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ দুই দাগের মাঝখানে নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকায় চেকটি বিশেষ দাগকাটা চেক। এক্ষেত্রে রহিম চেকের টাকা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তার এক্সিম ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে ব্যাংক কর্মকর্তা তাকে প্রাইম ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপনের পরামর্শ দিল। চেকের অর্থ উত্তোলনে তাকে প্রাইম ব্যাংকে তার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। তবে প্রাইম ব্যাংকে তার কোনো হিসাব না থাকলে সে করিম কর্তৃক চেকের দুই দাগের মাঝখানে ব্যাংকের নাম কেটে করিমের স্বাক্ষর সংযুক্ত করে তার এক্সিম ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকের দাগকাটা চেকটি ঋণ আমানত সৃষ্টি করতে পারে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক যখন সরাসরি ঋণ মঞ্জুর না করে ঋণগ্রহীতার আমানত হিসেবে স্থানান্তরপূর্বক পুনরায় ঐ আমানত থেকে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

উদ্দীপকে রহিম করিমের নিকট থেকে ৫ লাখ টাকার একটি দাগকাটা চেক পায়। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে প্রদান করে না। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেক জমাপূর্বক ব্যাংক চেকের অর্থ সংগ্রহ করে গ্রাহকের হিসাবে স্থানান্তর করে। ফলে উক্ত চেকের অর্থ পুনরায় ব্যাংকে জমা হয়, যা আমানত ও একই প্রক্রিয়ায় ঋণের সৃষ্টি করে। রহিমের প্রাপ্ত দাগকাটা চেকটি দিয়ে সে সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে নগদে উত্তোলন করতে পারবে না। এর অর্থ ব্যাংক তাকে তার হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করবে। যা ব্যাংকে নতুন আমানতের সৃষ্টি করবে। রহিম যদি এ অর্থ উত্তোলন না করে তবে ব্যাংকের এ আমানত থেকে ব্যাংক নতুন ঋণের সৃষ্টি করবে। সুতরাং রহিমের চেকটি ঋণ আমানত সৃষ্টিতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব রহমান একটি দশ তলাবিশিষ্ট ভবনের মালিক। তিনি তার ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে নগদে অথবা চেকের মাধ্যমে মাসিক বাড়িভাড়া গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের ভাড়া বাবদ তিনি পাঁচজন ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে মোট ৯০,০০০ টাকার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড আগ্রাবাদ শাখায় পাঁচটি চেক পান। জনাব রহমানের সোনালী ব্যাংক লি. আগ্রাবাদ শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব আছে। প্রাপ্ত চেক ৫ টিতে জনাব রহমানকে অথবা বাহককে' কথাটি লেখা ছিল। তিনি চেক পাঁচটির বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে দিয়ে সোনালী ব্যাংকে জমাদানের জন্য তার এক নিকটাত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করলেন। উক্ত আত্মীয় ব্যাংকে চেক পাঁচটি জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড কী? ১

খ. চেকের আদিষ্ট কে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব রহমান ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে কী ধরনের চেক পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক চেকের কোণায় লাইন টেনে দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের স্বাক্ষর যথার্থ কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য ব্যাংক যে কার্ডে আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে তাই নমুনা স্বাক্ষর কার্ড।

খ আদেষ্টা চেক প্রস্তুত করে মূলত যার প্রতি অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয় সেই চেকের আদিষ্ট।

যে ব্যাংকের ওপর চেক কাটা হয় ঐ ব্যাংকই চেকের আদিষ্ট বা টাকা প্রদানকারী। আদিষ্ট চেকের দ্বিতীয় পক্ষ বলে পরিচিত। চেক প্রস্তুতের মাধ্যমে মূলত আদিষ্টকেই চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমান ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে বাহক চেক পেয়েছিলেন।

যেকোনো ব্যক্তি বা বাহক ব্যাংকে উপস্থাপন করে যে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাকে বাহক চেক বলে। এ চেকে প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় লেখা থাকে। অনুমোদন ছাড়াই এ চেক হস্তান্তর করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রহমানের একটি দশতলা ভবন রয়েছে। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের ভাড়া বাবদ তিনি ৫টি চেক পান। চেকগুলোতে জনাব রহমানকে অথবা বাহককে কথাটি লেখা ছিল। ব্যাংকে এ চেকগুলো উপস্থাপন করলে ব্যাংক জনাব রহমানকে অথবা বাহককে অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ, জনাব রহমানের প্রাপ্ত চেকগুলো বাহক চেক।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক বাহক চেকের কোণায় লাইন টেনে দাগকাটা চেকে পরিণত করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

বাহক বা হুকুম চেকের উপরে বামকোণে আড়াআড়িভাবে দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। এ চেকের টাকা উত্তোলন সহজসাধ্য নয়। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ চেক উপস্থাপন করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রহমান নগদে বা চেকের মাধ্যমে ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে মাসিক বাড়িভাড়া গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ভাড়া বাবদ তিনি ৫টি বাহক চেক পান। তিনি চেক পাঁচটির বাম কোণায় রেখা টেনে দাগকাটা চেক প্রস্তুত করেন। তার এক আত্মীয় ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাবি প্রত্যাখ্যাত করে।

দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট সর্বাধিক নিরাপত্তাবোধ করে। দাগকাটা চেকের অর্থ কেবল প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমেই সংগ্রহ করতে হয়। এতে তার অর্থের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। তাই কেউ ইচ্ছা করলেও এর অর্থ চুরি বা জালিয়াতি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব রহমান কর্তৃক চেকের কোণায় লাইন টেনে দেওয়া যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব আফজাল একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাকিতে লেনদেন করেন। লেনদেনকৃত বাকির টাকা পরবর্তীতে নগদে ও চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তিনি দুটি চেকের টাকা জনাব রাকিবের কাছ থেকে পেয়েছেন। জনাব আফজাল "প্রত্যাশা ব্যাংকে" লেনদেন করেন। কিন্তু তিনি চেক পেয়েছেন দুটি ভিন্ন ব্যাংকের নামে। একটি চেক 'প্রত্যাশা ব্যাংকের' অনুকূলে আরেকটি 'মদিনা ব্যাংকের' অনুকূলে। ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে একটি চেকের টাকা পরিশোধ করলেও অন্যটির জন্য তিন দিন সময় চাইলো। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

https://teachingbd24.com

ক. চেকের অনুমোদন কাকে বলে? ১
খ. "দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ" কেন? ২
গ. প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে কোন চেকের টাকা পরিশোধ করলো এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অন্য চেকটির টাকা পরিশোধে তিনদিন সময় লাগার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রস্তুতকারক বা ধারক হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে যখন চেকের উল্টো পিঠে স্বাক্ষর করেন তখন তাকে চেকের অনুমোদন বলে।

খ বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুইটি সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করে যে চেক প্রস্তুত করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে।
অন্যান্য যেকোনো চেকের তুলনায় দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ। কারণ দাগকাটা চেকের টাকা প্রাপকের ব্যাংক হিসাব ছাড়া অন্য কেউ এর অর্থ আদায় করতে পারে না। এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাই দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

গ প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত চেকের টাকা পরিশোধ করলো।
চেকের উপর বামদিকে আড়াআড়ি দাগ টেনে তার মধ্যে যদি কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে তখন তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। এই ক্ষেত্রে কেবল দাগকাটায় উল্লিখিত ব্যাংকের মাধ্যমেই চেকের টাকা সংগ্রহ করা যায়।
উদ্দীপকের জনাব আফজাল দুইটি চেক পেলেন, যার একটি প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে। জনাব আফজাল প্রত্যাশা ব্যাংকে লেনদেন করেন। প্রত্যাশা ব্যাংকে জনাব আফজালের হিসাব আছে। এজন্য প্রত্যাশা ব্যাংক জনাব আফজালকে উক্ত চেকের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করলো।

ঘ চেকটি অন্য ব্যাংকের হওয়ায় নিকাশ ঘর ব্যবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে বিধায় টাকা পরিশোধে প্রত্যাশা ব্যাংকের তিনদিন সময় নেওয়াটাই যৌক্তিক।
দাগকাটা চেকের অর্থ আদায়ে চেকটি প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে চেকটি ঐ ব্যাংকের হলে ব্যাংক তা সাথে সাথে পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে জনাব আফজাল একজন ব্যবসায়ী। তার প্রত্যাশা ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে তিনি দুটি চেক পান। একটি চেক প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে অন্যটি মদিনা ব্যাংকের অনুকূলে। চেক দুটি জনাব আফজাল তার হিসাবে জমা দিলে প্রত্যাশা ব্যাংকের অনুকূলে চেকটির অর্থ পাওয়া যায়। তবে মদিনা ব্যাংকের অনুকূলে চেকের অর্থ তিন দিন পর পাওয়া যাবে বলে জানায়।
মদিনা ব্যাংকের অনুকূলের দাগকাটা চেকটি প্রত্যাশা ব্যাংক নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করবে, যা সময় সাপেক্ষ। তাই অন্য চেকটির টাকা পরিশোধে প্রত্যাশা ব্যাংকের তিনদিন সময় লাগাটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ মিসেস মিনা একজন চাকরিজীবী। তিনি সকালবেলা বাসা থেকে বের হবার পূর্বে ১০,০০০ টাকার একটি চেক প্রস্তুত করে সেটি কাজের বুয়ার কাছে দিলেন এবং দুপুরে তার ছেলে বাসায় ফিরলে সেটি তাকে দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু কাজের বুয়া চেকটি নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে নিজেই টাকা তুলে পালিয়ে যায়। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রমিসরি নোট কী? ১
খ. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে পরিহার করতে পারতেন বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রমিসরি নোট বলতে সাধারণ অর্থে এমন কোনো পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের অঙ্গীকার করে।

খ লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক থেকে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকদের যে প্রমাণপত্র দিয়ে থাকে তাকে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলে।
লভ্যাংশ ওয়ারেন্টে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ লেখা থাকে। এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে। এরূপ দলিল দাগকাটা না হলে যথা নিয়মে অন্যের নিকট হস্তান্তর করা যায়। এতে হস্তান্তর গ্রহীতা এর অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হয়।

গ মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি ছিল বাহক চেক।
প্রাপকের নামের শেষে "অথবা বাহককে" শব্দটি উল্লেখ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। বাহক চেক তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ। কারণ যে কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারে।
উদ্দীপকে মিসেস মিনা তার কাজের বুয়াকে ১০,০০০ টাকার চেক দিয়ে বলেন দুপুরে তার ছেলেকে দিতে। কিন্তু কাজের বুয়া ব্যাংকে গিয়ে নিজেই টাকা তুলে পালিয়ে যায়। যে কেউ বাহক চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করলেই ব্যাংক টাকা প্রদান করে। তাই মিসেস মিনার প্রস্তুতকৃত চেকটি বাহক চেক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বাহক চেকের উপরের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিহার করতে পারতেন।
বাহক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম পাশে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়িভাবে রেখা অঙ্কন করলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে।
উদ্দীপকে মিসেস মিনা ছেলেকে দেয়ার জন্য একটি বাহক চেক প্রস্তুত করে তা কাজের বুয়ার কাছে রেখে যান। পরবর্তীতে কাজের বুয়া উক্ত চেকের টাকা উত্তোলন করে পালিয়ে যায়।
উদ্দীপকে মিসেস মিনা তার অঙ্কিত চেকটির উপরের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টেনে চেকটির অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতেন। দাগকাটা চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার হতে সংগ্রহ করা যায় না। ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করতে হয়। কারণ মিসেস মিনার বাহক চেকটি সেক্ষেত্রে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত হতো এবং চেকের প্রাপক তা নিজের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতো। সুতরাং, মিসেস মিনা উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিহার করতে চেকটিকে দাগকাটা চেকে পরিণত করতে পারতেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ কুমিল্লার মি. আহমেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের ব্যবসায়ী মি. সিরাজকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মি. সিরাজ সেটি তার হিসাবে জমা দেন। তবে ১ জানুয়ারি তারিখে ইস্যুকৃত চেকটি ১০ আগস্ট তারিখে ব্যাংকে জমা দেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১
খ. ব্যাংক নোট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের এবং চেকের কী ধরনের সুবিধা আছে– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. সিরাজ কীভাবে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন? তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে এবং রপ্তানিকারকের অনুকূলে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী নোটকে ব্যাংক নোট বলে।
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরূপ নোট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরূপ নোট ইস্যু করলেও সরকার এরূপ নোটের দায়িত্ব নেয়ায় তা সরকারি ও আইনগত বৈধতা লাভ করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।
বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বামপাশে কিছু লিখে বা না লিখে দুটি আড়াআড়ি রেখা অঙ্কন করলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। দুই দাগের মধ্যে ব্যাংক শব্দটি থাকলে তা বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। অন্যথায় সাধারণ দাগকাটা চেক।
উদ্দীপকের চেকটি একটি দাগকাটা চেক। কারণ দাগকাটা চেকের টাকা প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে উত্তোলন করতে হয়। উদ্দীপকে মি. সিরাজ চেকটি তার হিসাবে জমা দিয়েছিলেন। সুতরাং চেকটি দাগকাটা চেক ছিল। চেকের ভিতরে যেহেতু কোনো ব্যাংকের নামের উল্লেখ ছিল না তাই চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেক ছিল। এ চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেকের চুরি বা জালিয়াতি হওয়ায় সুযোগ কম থাকে। যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে এই চেক হস্তান্তর করা যায়।

ঘ মি. সিরাজ, মি. আহমেদের কাছ থেকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করিয়ে নিয়ে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন।
কোনো চেক প্রস্তুত করার পর ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ভাঙানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে। চেক বাসি হয়ে গেলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না।
উদ্দীপকে মি. সিরাজ মি. আহমেদের নিকট থেকে যে চেকটি পেয়েছিলেন তা ইস্যু করা হয়েছিল ১ জানুয়ারি তারিখে। মি. সিরাজ উক্ত চেকটি ব্যাংক হিসাবে জমা দেন ১০ আগস্ট তারিখে। অর্থাৎ চেকটি বাসি হয়ে গিয়েছিল।
চেক বাসি হয়ে গেলে সে চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না। সেক্ষেত্রে চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য চেক পুনঃইস্যু করাতে হয়। চেক পুনঃইস্যুর জন্য চেকের প্রাপক চেকের ইস্যুকারীর কাছ থেকে চেক পুনঃইস্যু করিয়ে এর অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এখন যদি মি. সিরাজ তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে চান, তাহলে মি. আহমেদের কাছ থেকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করিয়ে নিয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রানা একজন ব্যবসায়ী। তিনি সুজনের কাছে ৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করলেন। সুজন জনাব রানাকে ২,০০,০০০ টাকা ও ৩,০০,০০০ টাকার দুটি চেক দিলেন। জনাব রানা প্রথম চেকটি মধুমতি ব্যাংক লি.-এ তার হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। তবে দ্বিতীয় চেকটির বাম কোণের ওপরের দিকে দুটি সমান্তরাল রেখা আড়াআড়িভাবে টানা। রেখার অভ্যন্তরে 'কীর্তনখোলা ব্যাংক, মতিঝিল শাখা' লেখা। অথচ ঐ শাখায় তার লেনদেন নেই। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. হুকুম চেক কী? ১
খ. চেকের অনুমোদন কখন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের চেকটি কোন ধরনের? এর সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটির অর্থ দ্রুত উত্তোলনের জন্য জনাব রানার এখন কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা ধারক কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কিংবা উক্ত কাগজে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।
চেক অনুমোনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা। অর্থাৎ অনুমোদনকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব প্রদান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হুকুম চেকের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের চেকটি ছিল সাধারণ দাগকাটা চেক।
যখন সাধারণভাবে চেকের উপর আড়াআড়ি দুটি দাগকাটা হয় তখন তাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলে। সাধারণ দাগকাটা চেকের রেখাদ্বয়ের মধ্যে ব্যাংক শব্দটির উল্লেখ থাকে না।
সাধারণ দাগকাটা চেকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রাপক যেকোনো ব্যাংকে তার হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। যেহেতু উদ্দীপকে জনাব রানা তার লেনদেনকৃত ব্যাংকে তার হিসাবে দাগকাটা চেক জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করেছেন। সুতরাং প্রথম চেকটি সাধারণ দাগকাটা চেক ছিল। সাধারণ দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেকে চুরি বা জালিয়াতি হওয়ায় সুযোগ কম থাকে। যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে এ চেক হস্তান্তর করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের চেকটির অর্থ দ্রুত উত্তোলনের জন্য জনাব রানার এখন সুজনকে দিয়ে দাগকাটা বাতিল করানো উচিত।
দাগকাটা চেকের দুই রেখার মাঝে ব্যাংক শব্দটির উল্লেখ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য দুই দাগের মাঝে উল্লিখিত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে হয়।
উদ্দীপকের জনাব রানা একজন ব্যবসায়ী। তিনি সুজনের কাছে পণ্য বিক্রয় বাবদ দুটি চেক পেলেন। দ্বিতীয় চেকটির বাম কোণায় দুটি রেখা আড়াআড়িভাবে টানা। যার মধ্যে কীর্তনখোলা ব্যাংক, মতিঝিল শাখার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ উক্ত চেকটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। তবে নির্দিষ্ট ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় তার কোনো হিসাব নেই।
উদ্দীপকের জনাব রানা উক্ত চেকের টাকা কেবল নির্দিষ্ট ব্যাংকের, নির্দিষ্ট শাখায় তার হিসাবে জমা দিয়ে উঠাতে পারবেন। তবে উক্ত শাখায় ব্যাংক হিসাব না থাকায় জনাব রানা সুজনের কাছ থেকে তার চেকের দাগকাটা বাতিল করে আনতে পারেন। এক্ষেত্রে সুজনের স্বাক্ষর দরকার। চেকের দাগকাটা বাতিল হয়ে গেলে তখন সেই চেক সাধারণ চেকে রূপান্তর হবে। যার টাকা অতি দ্রুত, খুব সহজেই উত্তোলন করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রাজশাহীর রাসেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের কাশেমকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে। কাশেম সেটি নগদে উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তার নামে একটি হিসাব খুলতে বলে। পরবর্তীতে কাশেম হিসাব খুলে ১ জানুয়ারি ইস্যুকৃত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে জমা দেন এবং টাকা উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালো। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. বাসি চেক কাকে বলে? ১
খ. কোন হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের আদিষ্ট ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের চেক? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যাংক কর্তৃক চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক প্রস্তুত তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে ভাঙানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ চেকের আদিষ্ট হলো ব্যাংক।
হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, চেক হলো একটা বিনিময় বিল, যা কোনো ব্যাংকের ওপর কাটা হয় এবং যার অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধ্য। অর্থাৎ চেকের মাধ্যমে আমানতকারী প্রাপককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়। ব্যাংক সব ঠিক থাকলে চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধে বাধ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।
দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংক সরাসরি প্রদান করে না। এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে গেলে ব্যাংক প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়। আর উক্ত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাব না থাকলে ব্যাংক প্রাপককে তার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে বলে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে রাজশাহীর রাসেদ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের কাশেমকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। কাশেম সেটি নগদে উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংক তার নামে হিসাব খুলতে বলে। শুধু দাগকাটা চেকের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রাপককে তার নামে হিসাব খুলতে বলে। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক কর্তৃক চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যুক্তিসঙ্গত।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি রেখা অঙ্কন করে দাগকাটা চেক বানানো যায়। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন সহজসাধ্য নয়। এ চেক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। এজন্য এ চেক অধিক নিরাপদ।

উদ্দীপকে, কাশেম যখন চেকটি নগদে উত্তোলন করতে গেল, ব্যাংক তখন কাশেমকে তার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে বললো। কারণ চেকটি ছিল দাগকাটা চেক। দাগকাটা চেক ব্যাংক হিসাব ছাড়া জমা দেয়া যায় না বিধায় ব্যাংক তাকে হিসাব খুলতে বললো।

ব্যাংক হিসাব খুলে যখন কাশেম টাকা উত্তোলন করতে গেল ব্যাংক তখন চেকের টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। কারণ চেকটি তৈরি করা হয়েছিল ১ জানুয়ারি এবং উপস্থাপন করা হয়েছিল ৮ জুলাই। যা ৬ মাস বা ১৮০ দিনকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং চেকটি বাসি চেক ছিল। আর বাসি চেকের টাকা প্রদানে ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।

প্রশ্ন ▶ ১৬

ABC Bank Ltd.

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা

DDMMYY

A/C 7243028

কামরুল কে অথবা বাহককে
টাকা ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ৩০,০০০/-

হাসান
স্বাক্ষর

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. বাসি চেক কী? ১
খ. সরকারি নোট বলতে কী বোঝ? ২
গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এরূপ চেক পাওয়ার পর গ্রাহক হিসেবে তোমার কী করণীয় ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক প্রস্তুত তারিখের পর ছয় মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ভাঙ্গানো না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ একটি দেশের সরকার নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।

সরকারি নোট আইনসঙ্গত বিহিত মুদ্রা। তাই এই মুদ্রার বৈধতার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সরকারি নোট গ্রহণে জনগণ আইনানুযায়ী বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট সরকারি নোট হিসেবে ইস্যু করা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বামপাশে দুটি আড়াআড়ি রেখা অঙ্কন করে উক্ত চেককে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করা হয়। আর দুটি রেখার মধ্যে ব্যাংক শব্দের উল্লেখ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে।

উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে বাহক চেককে বিশেষভাবে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করা হয়েছে। কারণ চেকটিতে ওপরে বামপাশে আড়াআড়ি দুটো রেখা অঙ্কন করা হয়েছে এবং দু'রেখার মধ্যে ABC Bank Ltd লেখা হয়েছে। সুতরাং ব্যাংক শব্দটি উল্লেখ থাকায় এটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চেকটি পাওয়ার পর গ্রাহক হিসেবে আমাকে ABC Bank Ltd এ চেকটি জমা দিতে হবে।

যে চেকের ওপরে সাধারণত বামকোণে আড়াআড়ি অঙ্কিত রেখার মধ্যে ব্যাংক শব্দটি উল্লেখ করা হয়, তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলা হয়।

বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের দুই রেখার মধ্যে যে ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা থাকে ঐ ব্যাংকেই চেক জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে হয়। আর এরূপ চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে চেকটি জমা দিতে হয়।

যেহেতু বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য উল্লিখিত ব্যাংকে চেকটি জমা দিতে হয়, তাই প্রথম কাজ হচ্ছে চেকটি ABC Bank Ltd এ জমা দেয়া। দুই দাগের মধ্যে প্রাপকের হিসাব কথাটি লেখা না থাকায় যেকোনো হিসাব থেকেই এ অর্থ উত্তোলন করা যাবে। আর যদি দুই দাগের মাঝে প্রাপকের হিসাব কথাটি উল্লেখ থাকতো তাহলে প্রাপকের হিসাবেই চেকটি জমা দিতে হতো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব রাজন এমন একটি চেক পেয়েছেন যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল কী? ১
খ. সরকারি নোট ও ব্যাংক নোটের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব রাজন কী ধরনের চেক পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জনাব রাজনের চেকটি অধিক নিরাপদ"-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ঋণের দলিল হস্তান্তরের মাধ্যমে গ্রহীতা এর মালিকানা লাভ করে তাকে হস্থান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক নোট ও সরকারি নোটের ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক একই হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	সরকারি নোট	ব্যাংক নোট
সংজ্ঞা	দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে।	সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে।
মূল্যমান	বাংলাদেশের এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোটগুলো সরকারি নোট।	এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার নোট ব্যতীত বাকি সব কাগজী নোট ব্যাংক নোট।
ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	সরকারি নোট অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ইস্যু হয়ে থাকে।	ব্যাংক নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ইস্যু হয়ে থাকে।
রূপান্তরযোগ্যতা	সরকারি নোট অহস্তান্তরযোগ্য বিহিত মুদ্রা হওয়ায় এটি চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্তর করা যায় না।	ব্যাংক নোট চিহ্নিত মুদ্রায় রূপান্তরযোগ্য।

গ উদ্দীপকে জনাব রাজন দাগকাটা চেক পেয়েছেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরের বাম কোণে আড়াআড়ি দুটি রেখা আঁকা থাকলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেক ব্যাংক কাউন্টার থেকে সরাসরি উত্তোলন করা যায় না। এরূপ চেক সাধারণত প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে ভাঙানো যায়।

উদ্দীপকে জনাব রাজন এমন একটি চেক পেয়েছেন যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। যা দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং জনাব রাজন দাগকাটা চেক পেয়েছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে জনাব রাজনের চেকটি দাগকাটা চেক, যা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ।
দাগছাড়া চেক বলতে বাহক বা হুকুম চেককে বোঝায়। এই উভয় চেকের উপরিভাগে বামপাশে দুইটি সমান্তরাল রেখা টানলে তা দাগকাটা চেকে পরিণত হয়। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন করতে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে তা জমা দিতে হয়।
উদ্দীপকে জনাব রাজন একটি চেক পেয়েছেন। যা সরাসরি ব্যাংক কাউন্টার থেকে ভাঙানো যাবে না। জনাব রাজনের হিসাবে চেকটি জমা দিয়ে এর টাকা তোলা যাবে। অর্থাৎ চেকটি দাগকাটা চেক।
দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে চুরি বা জালিয়াতির সুযোগ থাকে না। দাগকাটা চেক চুরি বা হারানো গেলেও যে কেউ এর টাকা তুলে নিতে পারে না। যেহেতু দাগকাটা চেক হারানো গেলেও ক্ষতি হয় না এবং এই চেকের মাধ্যমে জালিয়াতিরও সম্ভাবনা নাই তাই এই চেক অধিকতর নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে ডেকে একটি চেক ব্যাংকে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে বলেন যেটি তিনি শেয়ারে লভ্যাংশ বাবদ পেয়েছিলেন। যাতে লেখা ছিল "জনাব মাহাদিকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করুন"। ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপিত হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আইনের কথা বলে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং চেকটি ফেরত প্রদান করে একটি জায়গায় টিক চিহ্ন দিয়ে তাতে স্বাক্ষর আনতে বলে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. "চেকের মর্যাদার জন্য চেক সঠিকভাবে প্রস্তুত করা উচিত"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কর্মচারী কর্তৃক বহনকৃত চেকটির কোন সমস্যার কারণে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় বলে তুমি মনে করো? ৩
ঘ. কোন আইনের বদৌলতে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সেটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে।

খ আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের লিখিত শর্তহীন নির্দেশকে চেক বলে।
চেকে নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ, স্বাক্ষর, তারিখ ঠিক থাকলে এবং ব্যাংকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করলে ব্যাংক চেকের টাকা পরিশোধ করে। অন্যথায় ব্যাংক টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। তাই ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করার জন্য চেক সঠিকভাবে প্রস্তুত করা উচিত।

গ উদ্দীপকে কর্মচারী কর্তৃক বহনকৃত চেকটির অনুমোদন ছিল না বলে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।
হুকুম চেক বা আদেশ চেকে প্রাপকের নামের স্থানে যার নাম লেখা থাকে ব্যাংক শুধু তাকে বা তার লিখিত অনুমোদন দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। উক্ত চেকের টাকা উঠানোর জন্য প্রাপককে বা অনুমোদন বলে প্রাপককে ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য পরিচিতি দিতে হয়। হুকুম চেক হস্তান্তর করতে হলে চেকের পিছনে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হয়। একে চেকের অনুমোদন বলে।
উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে ডেকে একটি চেক ব্যাংকে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতে বলেন। উক্ত চেকে লেখা ছিল "জনাব মাহাদিকে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করুন", অর্থাৎ চেকটি ছিল হুকুম চেক। হুকুম চেক অন্য কাউকে হস্তান্তর করলে চেকের পিছনে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হয়। তা না হলে ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। জনাব মাহাদি চেকের পিছনে স্বাক্ষর না করায় অর্থাৎ অনুমোদন না দেয়ায় ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ঘ ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৪নং ধারার বদৌলতে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।
অনুমোদন শব্দের অর্থ হলো পিছন পিঠে স্বাক্ষর করা। অর্থাৎ কারও নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের উল্টো পিঠে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে। হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী চেক বৈধ অনুমোদনের দ্বারা একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করা যায়।
উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে দিয়ে ব্যাংকে একটি চেক পাঠান। তবে চেকটি হুকুম চেক হওয়ায় ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ কর্মচারীকে পরিশোধ করেনি।
হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী কোনো হুকুম চেক যদি প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ ব্যাংকে উপস্থাপন করে তাহলে ব্যাংক অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক শুধু অনুমোদন বলে প্রাপককেই অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। উদ্দীপকে জনাব মাহাদি তার কর্মচারীকে দিয়ে যে চেক পাঠান তাতে প্রাপককে অনুমোদন করা ছিল না। তাই হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ অনুযায়ী ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব জামান তার পাওনাদার সালমাকে ৪/১/২০১২ তারিখে একটি চেক ইস্যু করে। চেকের বাম কোণায় দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। সালমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে হয়। তাই জামানের কাছ থেকে প্রাপ্ত চেকটি টাকা উত্তোলনের জন্য ৪/৭/২০১২ তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করেন। ব্যাংক চেকটি প্রত্যাখ্যান করে।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. চেকের আদেষ্টা কে? ১
খ. চেকের হস্তান্তর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের চেকটি কোন প্রকারের দাগকাটা চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক কর্তৃক চেক প্রত্যাখ্যানের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেকের আদেষ্টা হলো ব্যাংকের আমানতকারী যিনি চেক প্রস্তুত করে ব্যাংকের ওপর অর্থ পরিশোধের আদেশ জারি করেন।

খ চেক একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।
ঋণের যে দলিলের মালিকানা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলে গ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা পায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে। চেক সাধারণভাবে নগদ অর্থের মতোই হস্তান্তরযোগ্য হয়ে থাকে। চেক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা এতে স্বত্ব লাভ করে।

গ উদ্দীপকে সালামের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।
সাধারণভাবে দাগকাটা চেকের উপরে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগকাটা হয়। চেকের অঙ্কিত রেখাদ্বয়ের মধ্যে 'এন্ড কোং' 'প্রাপকের হিসাব দেয়' বা 'নট নেগোশিয়েবল' ইত্যাদি কথা উল্লেখ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তবে 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' এ ধরনের কোনো শব্দ উল্লেখ থাকে না।
উদ্দীপকে জনাব জামান তার পাওনাদার জনাব সালামকে একটি চেক ইস্যু করেন। চেকের বাম কোণায় দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। অর্থাৎ এটি একটি দাগকাটা চেক। যে ধরনের দাগকাটা চেকে দুই দাগের মাঝখানে 'হস্তান্তরযোগ্য নয়' কথাটি উল্লেখ থাকে না, তা সাধারণভাবে দাগকাটা চেক। জনাব সালামের চেকটিতেও এ ধরনের কোনো কথা লেখা ছিল না। তাই জনাব সালামের চেকটি একটি সাধারণভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ বাসি চেক হওয়ায় উদ্দীপকের চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।
চেক প্রস্তুতের পর থেকে আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকের অর্থ উত্তোলন করা না হলে চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়। যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হলেও বাসি চেকের অর্থ ব্যাংক পরিশোধ করে না।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জনাব জামান তার পাওনাদার সালামকে ০৪/০১/২০১২ তারিখে একটি দাগকাটা চেক ইস্যু করে। বেশ কিছুদিন পর অর্থাৎ ০৪/০৭/২০১২ তারিখে জনাব সালাম অর্থ উত্তোলনের জন্য চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করে। কিন্তু ব্যাংক চেকের অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়।

চেক প্রস্তুতের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেকের অর্থ উত্তোলন না করা হলে উক্ত চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়। আমাদের দেশে চেকের অর্থ উত্তোলনের বৈধ মেয়াদকাল ছয় মাস। এ সময়ের পরের কোনো চেকের অর্থ ব্যাংক পরিশোধে করে না। উদ্দীপকের চেকটি প্রস্তুতের ছয় মাস পরে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ চেকটি বাসি হয়ে গেছে। তাই ব্যাংক কর্তৃক চেকের অর্থ পরিশোধ না করা অবশ্যই যৌক্তিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২০ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. মাসুদ টাকার অঙ্ক না বসিয়ে তার ছেলেকে একটি চেক প্রদান করেন। অন্যদিকে মি. মামুন প্রদত্ত একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপনের পর স্বাক্ষর না মেলার অজুহাতে ব্যাংক কর্তৃক ফেরত দেয়া হয়। *[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]*

ক. MICR কী? ১

খ. কোন চেক অধিক নিরাপদ ও কেন? ২

গ. ছেলেকে মি. মাসুদ কোন ধরনের চেক প্রদান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মামুন কীভাবে তার চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক MICR এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Magnetic Ink Character Recognition.' এর ব্যবহারে চেক প্রোসেসিং এ সময় কম লাগে এবং চেক সম্পর্কিত প্রতারণা কমে।

খ দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টানা হলে ঐ চেককে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের টাকা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ফলে এ চেক চুরি ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এজন্য দাগকাটা চেক অধিক নিরাপদ।

গ মি. মাসুদ তার ছেলেকে ফাঁকা চেক দিয়েছিলেন।

যে চেকের সবকিছু যথাযথভাবে পূরণ করা হলেও টাকায় অঙ্ক লেখার ঘর ফাঁকা রাখা হয় তাকে ফাঁকা চেক বলে। এ ধরনের চেকে প্রাপক নিজের ইচ্ছামত টাকার অঙ্ক বসিয়ে টাকা তুলতে পারে। একান্ত আপনজন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে ফাঁকা চেক প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. মাসুদ টাকার অঙ্ক না বসিয়ে তার ছেলেকে একটি চেক প্রদান করেন। কোনো চেকের টাকার অঙ্ক না বসানো থাকলে তাকে ফাঁকা চেক বলে। এক্ষেত্রে তার ছেলে আপনজন এবং বিশ্বস্ত হওয়ার কারণেই ফাঁকা চেকটি প্রদান করেছিলেন। সুতরাং মি. মাসুদ তার ছেলেকে ফাঁকা চেক দিয়েছিলেন।

ঘ পুনরায় চেক ইস্যু করে যথাযথভাবে স্বাক্ষর দিয়ে মি. মামুন চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

চেকে আদেষ্টার প্রদত্ত স্বাক্ষর ও ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের মিল না থাকলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করে না। ব্যাংক যেকোনো চেক পাবার পরই নমুনা স্বাক্ষরের সাথে যাচাই করে। স্বাক্ষরের গরমিলযুক্ত চেক কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. মামুন প্রদত্ত একটি চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল না থাকায় ব্যাংক কর্তৃক চেকটি ফেরত দেয়া হয়। কারণ ব্যাংকে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর মিল না থাকলে ব্যাংক কোনো অবস্থাতেই সেই চেকের টাকা প্রদান করবে না।

উদ্দীপকের মি. মামুন এই চেকের অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে মি. মামুনকে চেকটি পুনরায় ইস্যু করতে হবে। পুনঃ ইস্যু করায় সময় বিবেচনা করতে হবে যেন চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর ব্যাংকে রক্ষিত স্বাক্ষরের সাথে মিলে যায়।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব কামাল গত মাসের দোকান ভাড়া বাবাদ ৩ জন দোকানদারের নিকট থেকে ১৫,০০০ টাকার ৩টি চেক পেয়েছে। চেকগুলোতে 'জনাব কামাল অথবা বাহককে' শব্দগুলো লেখা ছিল। তিনি চেকগুলোর বাম কোণায় দুটো রেখা টেনে দিয়ে জনতা ব্যাংকে জমাদানের জন্য তাঁর ছোট ভাইকে দিলেন। তাঁর ছোট ভাই চেকগুলো ব্যাংকে জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. বিনিময় বিল কী? ১

খ. চেকের অনুমোদন প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব কামাল দোকানদারের নিকট থেকে কোন ধরনের চেক পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কামাল কর্তৃক চেকের বাম কোণায় রেখা টেনে দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কোনো কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।

চেকের অনুমোদন দ্বারা চেকের মালিকানা পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়ায় চেক হস্তান্তরে চেকের অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ। বাহক চেক শুধু প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন হলেও হুকুম চেকের উল্টো পিঠে অবশ্যই বৈধ অধিকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হয়। চেকের অনুমোদন অবশ্যই সম্পূর্ণ চেকের জন্য হয়ে থাকে।

গ জনাব কামাল তার দোকানদারদের কাছ থেকে তিনটি বাহক চেক পেয়েছেন।

প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' কথাটি উল্লেখ করে বাহক চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রাপকের নাম যাই হোক না কেন ব্যাংকের কাউন্টারে চেক উপস্থাপনকারীকে ব্যাংক অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব কামাল দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানদারদের কাছ থেকে মোট ৪৫,০০০ টাকার তিনটি চেক পেয়েছেন। চেকগুলোতে জনাব কামাল অথবা বাহককে কথাটি উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ তার চেকগুলো বাহক চেক। কেননা কেবল বাহক চেকেই প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে।

ঘ জনাব কামাল চেকের বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে চেকগুলোকে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করেছেন।

বাহক বা হুকুম চেকের উপরে বাম কোণায় আড়াআড়ি দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দাগকাটা চেকে রূপান্তর করা যায়। দাগকাটা চেকের অর্থ সরাসরি সংগ্রহ করা যায় না। প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে এর অর্থ উত্তোলন করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব কামাল তার দোকানদারদের কাছ থেকে তিনটি বাহক চেক পেয়েছেন। তিনি চেক তিনটির বাম কোণায় দুটি করে রেখা টেনে তা দাগকাটা চেকে পরিণত করেন। পরবর্তীতে চেকগুলো জনতা ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য তিনি তার ছোট ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেন। তার ভাই চেক জমা দিয়ে নগদ অর্থ দাবি করলে ব্যাংক তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

দাগকাটা চেকের অর্থ প্রাপকের হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। তাই এটি অধিক নিরাপদ। উদ্দীপকে জনাব কামাল তার প্রাপ্ত চেকগুলোতে দাগ কেটেছেন। এর ফলে যে কেউ এর অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। তাই তার চেকের অর্থ চুরি বা জালিয়াতির কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং জনাব কামাল কর্তৃক চেকের কোণায় রেখা টেনে দেয়া অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ মিস উমা তার আমানত থেকে ২০ হাজার টাকা উত্তোলনের জন্য সোনালী ব্যাংক লি.-এর ফার্মগেট শাখায় গেলেন। চেকে তার নাম লিখার স্থানের পাশে "অথবা বাহককে" শব্দ দুটি লিখা। তিনি ক্যাশ কাউন্টারে চেকটি জমা দিতে গেলে সেখানকার কর্মকর্তা তাকে অন্য আরেকজন কর্মকর্তার কাছে চেকটি জমা দিতে বলেন। কর্মকর্তা তাকে একটি টোকেন নম্বর দিল এবং অপেক্ষা করতে বলল। প্রায় এক ঘণ্টা পর মিস উমা অর্থ উত্তোলন করতে সক্ষম হলেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. দখলহীন বন্ধক কী? ১

খ. ব্যাংকের ড্রাফট ও পে-অর্ডার এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের চেকের কথা বলা হয়েছে –তার সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যাংক হতো তবে মিস উমা গ্রাহক হিসেবে কীভাবে উপকৃত হতেন –আলোচনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য ব্যাংকের দখলে না থেকে ঋণগ্রহীতার দখলে থাকলে তাকে দখলহীন বন্ধক বলে।

খ ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার দুটি দলিলই ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডারের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

পার্থক্যের বিষয়	ব্যাংক ড্রাফট	পে-অর্ডার
হস্তান্তরযোগ্যতা	ব্যাংক ড্রাফট একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যা চাহিবামাত্র হস্তান্তরযোগ্য।	পে-অর্ডার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল নয়। তাই চাহিবামাত্র এটি হস্তান্তরযোগ্য নয়।
পক্ষ	ব্যাংক ড্রাফটের পক্ষ প্রধানত ৩টি। যথা: প্রস্তুতকারী, প্রাপক ও প্রদানকারী।	পে-অর্ডারের পক্ষ প্রধানত ২টি। যথা: প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।
ধরন	ব্যাক ড্রাফট প্রধানত দুই ধরনের। যথা: দেশি ও বিদেশি ব্যাংক ড্রাফট।	পে-অর্ডারের কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই।
কমিশন	ব্যাংক ড্রাফটের ওপর সাধারণত বেশি হারে কমিশন ধার্য করা হয়।	পে-অর্ডারের ক্ষেত্র কম হারে কমিশন ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাহক চেকের কথা বলা হয়েছে।

প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দটি উল্লেখ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। উদ্দীপকে মিস উমা নিজ নামে একটি চেক তৈরি করেন। চেকে প্রাপকের নামের স্থানের পাশে অথবা বাহককে শব্দদ্বয়ের উল্লেখ ছিল। যা মূলত বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য।

বাহক চেকের প্রধান সুবিধা হচ্ছে বাহক চেকের মাধ্যমে সহজে লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। অনুমোদন ছাড়াই এ চেক হস্তান্তর করা যায়। সুবিধার পাশাপাশি বাহক চেকের অনেক অসুবিধা রয়েছে। যেমন: বাহক চেক তুলনামূলক কম নিরাপদ। বাহক চেকে চুরি বা জালিয়াতি সনাক্ত করার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। যে কেউ উপস্থাপন করেই এই চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে ফলে এ চেকের নিরাপত্তা সবচেয়ে কম।

ঘ উদ্দীপকের ব্যাংকটি যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যাংক হতো তাহলে মিস উমাকে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো না।

ব্যাংক যদি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন না হয় তাহলে ব্যাংক সনাতন পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সব হিসাব নিকাশ হাতে কলমে করা হয়। তখন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে গেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কারণ সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংকিং অনেক সময়সাপেক্ষ।

উদ্দীপকের মিস উমাকে টোকেন নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে টাকা উত্তোলন করতে হয়। কারণ ব্যাংকটি সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত।

আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালিত হলে যেকোনো হিসাবের তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হয়। তখন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে অনেক কম সময় লাগে। ফলে যারা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে চান বা টাকা জমা দিতে চান কাউকেই অপেক্ষা করতে হয় না। উদ্দীপকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংকিং হলে মিস উমাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক লেনদেনগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব ইমরান জনতা ব্যাংক লি. থেকে ৩০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে ৪২ কোটি টাকা মূল্যের একটি জমি গ্রহণ করেছেন। জনাব ইমরান তার ঋণ আমানত হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ৫০ পাতার একটি চেক বই গ্রহণ করেছেন। তার প্রস্তুতকৃত একটি চেকের পাতা ব্যাংকে যাবার পথে হারিয়ে গিয়েছে। এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ওয়ান স্টপ সার্ভিস কী? ১

খ. "বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে" –এ ধারণাটির ক্ষেত্রে কী কী শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক? ২

গ. জনাব ইমরানের হারানো চেকটির জন্য করণীয় কী? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব ইমরান যে ধরনের আমানত ব্যবহার করেছেন, তার কোন বৈশিষ্ট্য ব্যাংক বিবেচনা করেছে বলে তুমি মনে করো –আলোচনা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সব সার্ভিস লাভকে বোঝায়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।

ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো– দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের অসংখ্য শাখা থাকতে হবে। বাজারে অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকবে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি কার্যকর থাকবে ও ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে জনগণের সচেতনতা থাকতে হবে।

গ জনাব ইমরানের হারানো চেকের জন্য সর্বপ্রথম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত।

প্রস্তুতের পর বা ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে চেক হারিয়ে গেলে তাকে হারানো চেক বলে। চেক হারিয়ে যাবার পর যদি সে বিষয়ে ব্যাংক অবহিত হওয়ার পূর্বেই চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে ফেলে তবে সেক্ষেত্রে ব্যাংক এবং মক্কেল উভয়ই প্রতারণার স্বীকার হয়। যা উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতি করে।

জনাব ইমরান তার ঋণ আমানত হিসাব থেকে অর্থ তোলার জন্য জনতা ব্যাংক থেকে ৫০ পাতার একটি চেক বই নিয়েছেন। তবে তার প্রস্তুত করা একটি চেকের পাতা হারিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে জনাব ইমরানকে অবশ্যই এ বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট চেকের নম্বর, চেক ইস্যুর তারিখ, চেকের মেয়াদকাল, চেকে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ, চেক হারানোর তারিখ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর উক্ত চেকের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ইমরান ঋণ আমানত ব্যবহার করেছেন। ব্যাংক সরাসরি ঋণের টাকা পরিশোধ না করে আমানত হিসাবের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে ঋণ আমানত সৃষ্টি করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের নোট ছাপানোর কোনো ক্ষমতা নেই। সে কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক একই অর্থ থেকে বারবার আমানত সৃষ্টি করে। ফলে ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহককে নগদে ঋণ না দিয়ে তা আমানতি হিসাবে স্থানান্তর করে দেয়। আর এ ঋণকৃত অর্থ বারবার ঋণ থেকে আমানত এবং আমানত থেকে ঋণ তৈরি করে।

উদ্দীপকে জনাব ইমরান ঋণ আমানত ব্যবহার করেছেন। ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি এই কৌশল এখানে ব্যবহার করেছে।

https://teachingbd24.com

কারণ ব্যাংক প্রথমে জনাব ইমরানের ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং মঞ্জুরকৃত ঋণের টাকা নগদে না দিয়ে জনাব ইমরানের আমানত হিসাবে স্থানান্তর করে দেয়। যা ঋণ আমানত সৃষ্টির ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টির কৌশল।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন: ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি, আমানতকৃত অর্থ হতে ঋণ সৃষ্টি, বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ঋণ আমানত সৃষ্টি ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব সিয়াম বিক্রিত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব তামিমের কাছ থেকে একটি চেক পান। ২০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে তিনি ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপন করেন কিন্তু ব্যাংক তা প্রত্যাখ্যান করে।

Surma Bank Ltd.
Mirpur-10, Branch
Mirpur, Dhaka
SB No. 034026

Date	3	0	0	1	2	0	1	7

Pay to Mr. Siam or Bearer the sum of Taka One Lac Only.

Tk. 1,00,000/=

Md. Tamim
SB A/C: 26985402

Tamim
.....
Signature

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. চেক কী? ১

খ. চেক হারিয়ে গেলে কী করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. কেন চেকটি প্রত্যাখান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সিয়ামের চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের ওপর লিখিত শর্তহীন নির্দেশকে চেক বলে।

খ চেক হারিয়ে গেলে সর্বপ্রথম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট চেকের নম্বর, ইস্যুর তারিখ, মেয়াদকাল, চেকে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ব্যাংক বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর উক্ত চেকের টাকা পরিশোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. চেকটি প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ চেকটি ছিল বাসি চেক।

কোনো চেক প্রস্তুতের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপন না করলে সেই চেককে বাসি চেক বলা হয়। চেক বাসি হলে তা বাতিল চেকে পরিণত হয়। কারণ ব্যাংক বাসি চেকের টাকা প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব সিয়াম বিক্রিত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব তামিমের কাছ থেকে যে চেক পান সেটি তৈরি করা হয়েছিল ৩০/০১/২০১৭ তে। চেকটি উপস্থাপন করা হয়েছিল ২০/০৮/২০১৭ তে। সুতরাং চেকটি ৬ মাস বা ১৮০ দিনের পর ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যা বাসি চেকে পরিণত হয়। বাসি চেক হওয়ায় কারণে সুরমা ব্যাংক লি. চেকটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ঘ জনাব সিয়ামের চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে জনাব তামিমের নিকট থেকে চেকের নতুন তারিখ ইস্যু করে নিতে হবে।

কোনো চেক ইস্যুকৃত তারিখ থেকে ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে তাকে বাসি চেক বলা হয়। বাসি চেককে বাতিল চেকও বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সিয়াম, জনাব তামিমের কাছ থেকে একটি চেক পান। চেকে অর্থ উঠানোর তারিখ হিসেবে ৩০-০১-২০১৭ উল্লেখ ছিল। তবে জনাব সিয়াম চেকটি ২০-০৮-২০১৭ তারিখে উপস্থাপন করেন। জনাব সিয়ামের চেকটি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কারণ চেকটি বাসি চেক ছিল। এখন, চেকটি নগদায়নের ক্ষেত্রে জনাব সিয়ামকে পুনরায় জনাব তামিমের কাছ থেকে চেক ইস্যু করিয়ে নিতে হবে অথবা ইস্যুকৃত তারিখ নতুন করে ইস্যু করিয়ে উক্ত স্থানে জনাব তামিমের স্বাক্ষর নিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব করিম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কাপড় কেনাবেচার টাকা তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমের বরাবর একটি চেক ইস্যু করেন। চেকে "কেবলমাত্র জনাব রহিমকে প্রদেয়" লেখা ছিল। জনাব করিম তার অন্য এক পাওনাদার মিজানকে একটি চেক ইস্যু করেন যার বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুটি দাগ টানা ছিল এবং দাগের মধ্যে "সোনালী ব্যাংক প্রাপকের হিসাব" উল্লেখ ছিল। *[সিদ্ধিকীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. চেকের অমর্যাদা কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমকে কোন ধরনের চেক ইস্যু করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে কোন ধরনের চেক ইস্যু করেছেন? এ ধরনের চেকের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে করণীয় কী ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক ব্যাংকের কাছে উপস্থাপিত হওয়ার পর ব্যাংক যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে চেকের অর্থ পরিশোধ না করলে তাকে চেকের অমর্যাদা বলে।

খ ব্যবহারগত ভিন্নতা ও সুবিধার কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের লিখিত নির্দেশ। চেকে কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কেবল আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকলেই ব্যাংক চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে। বিনিময় বিলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়েরই স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। এসব কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

গ জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমকে হুকুম চেক ইস্যু করেছেন।

হুকুম চেকের মাধ্যমে প্রাপকের নামের পরে অথবা আদেশ অনুসারে কথাটির উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ হুকুম চেকের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ চেকে প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে। ব্যাংক শুধু চেকে উল্লিখিত প্রাপককে চেকের টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব করিম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কেনাবেচার টাকা তিনি চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। জনাব করিম তার পাওনাদার জনাব রহিমের বরাবর একটি চেক ইস্যু করেন। চেকে 'কেবল জনাব রহিমকে প্রদেয়' কথাটির উল্লেখ ছিল। আর এ ধরনের কথার উল্লেখ থাকে কেবল হুকুম চেকে। তাই বলা যায়, পাওনাদার জনাব রহিমকে ইস্যু করা চেকটি হুকুম চেক ছিল।

ঘ জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক ইস্যু করেছেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। অঙ্কিত দুই দাগের মধ্যে ব্যাংক শব্দটির উল্লেখ থাকলে তা বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে একটি চেক ইস্যু করেন। চেক ইস্যুর সময় চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুটি দাগ টেনে দাগের মধ্যে "সোনালী ব্যাংক প্রাপকের হিসাব" উল্লেখ করে দেন। যা বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্য।

জনাব করিম তার পাওনাদার মিজানকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক প্রদান করেন। এ চেকের টাকা উত্তোলন করার জন্য মিজানকে উল্লিখিত 'সোনালী ব্যাংক' যেকোনো শাখায় তার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। যা সোনালী ব্যাংক তার হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব আসিফ চাকরি করতেন। চাকরিকালীন তিনি একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। বর্তমানে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। দিন দিন তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ৩ জন আলাদা পাওনাদারকে তিনি মোট ৩টি চেক প্রদান করেন। একই সপ্তাহের তিনটি ভিন্ন কর্মদিবসে চেক তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক প্রথম উপস্থাপিত ২টি চেক মঞ্জুর করে এবং পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও ৩য় চেকটি প্রত্যাখ্যান করে। জনাব আসিফ ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলে ব্যাংক ম্যানেজার হিসাবের ধরন পরিবর্তনের পরামর্শ দেন।

[ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. বিশেষ চলতি হিসাব কী? ১

খ. স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না কেন? ২

গ. ব্যাংক কর্তৃক জনাব আসিফের চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজারের পরামর্শ অনুযায়ী জনাব আসিফ কর্তৃক নতুন ধরনের হিসাব খোলা কি যৌক্তিক হবে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চলতি হিসাবে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং ব্যাংক হিসাবধারীকে সীমিত সুদ বা লাভ প্রদান করে তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক স্থায়ী আমানতের রসিদ প্রদান করে।

চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব থেকে গ্রাহক প্রয়োজনমতো অর্থ উত্তোলন করে। কিন্তু স্থায়ী আমানতে গ্রাহক তার জমাকৃত টাকা উত্তোলন করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর। স্থায়ী হিসাব ছাড়া অন্য যেকোনো হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহক লেনদেন সম্পাদনের জন্য চেক ব্যবহার করে। কিন্তু স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে চেক ইস্যু করে গ্রাহক লেনদেন সম্পাদন করতে পারে না। এজন্য স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক চেক বই সরবরাহ করে না।

গ ব্যাংক কর্তৃক জনাব আসিফের চেকটি প্রত্যাখ্যানের কারণ হচ্ছে চেকটি সঞ্চয়ী হিসাবের চেক ছিল।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা দেয়া গেলেও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থাকে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। ব্যাংক গ্রাহককে এ জমার বিপরীতে সুদ বা লাভ প্রদান করে। সঞ্চয়ী হিসাবে সপ্তাহে ২ বারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না।

উদ্দীপকে জনাব আসিফ একটি চাকরি করতেন। চাকরিকালীন জনাব আসিফ একটি ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত ঐ ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতেন। চাকরিজীবীরা সাধারণত তাদের বেতনের উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা সপ্তাহে দুবারের বেশি উত্তোলন করা যায় না। এজন্য একই সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন কার্যদিবসে ৩টি চেক উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তৃতীয় চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

ঘ ব্যাংক ম্যানেজার জনাব আসিফকে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন।

যে হিসাবে দিনে যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় এবং উক্ত অর্থের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না তাকে চলতি হিসাব বলে। চলতি হিসাব থেকে আমানতকারী জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় চাহিবামাত্র উত্তোলন করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব আসিফ চাকরি করায় সময় একটা ব্যাংক হিসাব খোলেন এবং বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা ঐ হিসাবে জমা রাখতেন। পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলে চেকে লেনদেন শুরু করেন। তিনি তার ৩ জন পাওনাদারকে আলাদা ৩টি চেক দেন এবং তারা ভিন্ন কার্যদিবসে একই সপ্তাহে চেক তিনটি ব্যাংকে উপস্থাপন করেন। এতে ব্যাংক ৩য় চেকটির টাকা পরিশোধ করে না কারণ সেটি সঞ্চয়ী হিসাবের চেক ছিল।

ব্যাংক ম্যানেজার জনাব আসিফকে চলতি হিসাব খোলার পরামর্শ দেন কারণ চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন জনাব আসিফ যতবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারবেন। হিসাব খোলার সময় মক্কেলের কাছ থেকে এ হিসাবের জন্য কোনো চার্জ গ্রহণ করা হয় না। ব্যবসায়ী হিসাবে এই ধরনের হিসাবে বড় একটা সুবিধা হচ্ছে জমাতিরিক্ত টাকা ঋণ হিসেবে উত্তোলন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি চেকে লেনদেন করতে পছন্দ করেন। সহজে হস্তান্তর করা যায় এমন চেক তিনি ব্যবহার করেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এতে দাগ কেটে নেন। কিন্তু ইতোপূর্বে এক শাখার চেক অন্যত্র নিয়ে ভাঙাতে পারতেন না। ফলে ঢাকায় মাল কিনতে গেলে ব্যাংক ড্রাফট করে নিয়ে ভাঙাতেন। কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। চেক বইয়ের পাতা পকেটে করে নিয়ে যান। তা পূরণ করে প্রয়োজনে কাউন্টার থেকে ভাঙান। পাওনাদারও এখন তার নাটোর শাখায় চেক সহজে গ্রহণ করে।

[নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

ক. বাসি চেক কী? ১

খ. হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মি. ফারুক কোন ধরনের চেক ব্যবহার করেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যেকোনো শাখায় চেক ভাঙাতে পারার মধ্যে দিয়ে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে নতুন ও আধুনিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত মিলেছে –বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক প্রস্তুত তারিখের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

খ লেনদেনে অসুবিধার কারণে হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে। পরিচিত লোক ছাড়া ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করে না বিধায় যাদের ব্যাংকে হিসাব খোলা নেই তাদের জন্য এ চেক অসুবিধাজনক। সহজে হস্তান্তর করা যায় না এ জন্য লেনদেনে সমস্যা হয়। এজন্য হুকুম চেকের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের মি. ফারুক সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামকোণে আড়াআড়ি দুইটি সরলরেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দুই দফার মাঝে ব্যাংক শব্দটি থাকলে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক হয়। অন্যথায় সাধারণ দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি প্রয়োজনে দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন কিন্তু এক শাখার চেক অন্য শাখায় ভাঙ্গাতে পারতেন না। কিন্তু এখন তিনি চেকের পাতা কেটে পকেটে করে নিয়ে যান এবং প্রয়োজনে পূরণ করে কাউন্টার থেকে ভাঙান। পাওনাদারও এখন তার নাটোর শাখায় চেক সহজে গ্রহণ করেন। কারণ এখন তিনি সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করেন। সাধারণ দাগকাটা চেকের মধ্যে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে না। ফলে প্রাপক তার লেনদেনকৃত ব্যাংক থেকে নিজের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এজন্যই পাওনাদার নাটোর শাখা থেকেও চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। সুতরাং মি. ফারুক সাধারণ দাগকাটা চেক ব্যবহার করতেন।

ঘ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখা হতে ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করে, যা কাগজী মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস করেছে।

উদ্দীপকে মি. ফারুক খুলনার বড় ব্যবসায়ী। তিনি ঝুঁকি এড়াতে দাগকাটা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। কিন্তু এক শাখার চেক অন্যত্র ভাঙাতে পারেন না। এখন আর মি. ফারুককে এ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। এখন মি. ফারুক যেকোনো শাখা থেকেই তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে।

মি. ফারুক তার সমস্যার সমাধান হিসেবে এখন ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকেই তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকে টাকা জমা দান, অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি যেকোনো কাজে নির্দিষ্ট শাখায় যেতে হয় না। উদ্দীপকে মি. ফারুকও তার বিভিন্ন কাজসহ পাওনাদারদের লেনদেনও যেকোনো শাখায় করেন। যা আধুনিক ও নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। তিনি পূর্বের ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করে। যার বামপাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টানা ছিল। কিন্তু হস্তান্তরের পূর্বেই তিনি মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে ফেলেন। দ্রুত বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

[কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ]

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তহীন প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে অঙ্গীকারপত্র বলে।

খ ব্যবহারগত ভিন্নতা ও সুবিধার কারণে বিনিময়ে বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের অর্থ পরিশোধের লিখিত নির্দেশ। চেকে কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। কেবল আদেষ্টার স্বাক্ষর থাকলেই ব্যাংক অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ পরিশোধে দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের লিখিত নির্দেশকে বিনিময় বিল বলে। বিনিময় বিলে আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়েরই স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। এসব কারণে বিনিময় বিল অপেক্ষা চেকের ব্যবহার সার্বজনীন।

গ জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরের বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। এ ধরনের চেক প্রাপকের হিসাবে জমা দিয়ে চেকের টাকা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব রানা একজন চাকরিজীবী। ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি তার পাওনাদার জনাব রহিমের নামে একটি চেক ইস্যু করেন। চেক ইস্যুর সময় তিনি চেকের বাম পাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টেনে দেন। যা দাগকাটা চেকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং জনাব রানা কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রানার ইস্যুকৃত চেকটি দাগকাটা চেক হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বলা যৌক্তিক।

দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য চেকটি প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেক জমা না দিলে ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধ করে না।

জনাব রানা তার ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য তার পাওনাদার রহিমের নামে যে চেক ইস্যু করেছিলেন তা ছিল দাগকাটা চেক। কারণ জনাব রানা চেকটি ইস্যু করার সময় চেকের বাম পাশের কোণায় দুইটি সমান্তরাল রেখা টেনে দিয়েছিল। অর্থাৎ উক্ত চেকটি ছিল দাগকাটা চেক।

উদ্দীপকে জনাব রানার চেকটি তার পাওনাদার জনাব রহিমের কাছে হস্তান্তর করার পূর্বেই মানিব্যাগসহ চেকটি হারিয়ে যায়। তবে হারিয়ে গেলেও অন্য কেউ এই চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। কারণ উক্ত চেকটি কেবল জনাব রহিমের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জমা হলেই ব্যাংক তা পরিশোধ করবে। তাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনাব রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে বললেন, যা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। কাদের ট্রেডার্স মি. রহমানকে প্রথম ৪০,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় ৬০,০০০ টাকার দুটি চেক দিল। প্রথম চেকটির অর্থ নগদে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা গেলেও দ্বিতীয় চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেকে উল্লিখিত ব্যাংকে উপস্থাপন করার পরামর্শ দেয়।

[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা]

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. কাদের ট্রেডার্সের প্রথম চেকটি কোন ধরনের চেক বলে তুমি মনে করো? এ ধরনের চেকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. রহমানকে দ্বিতীয় চেকটি উল্লিখিত ব্যাংকে উপস্থাপনের পরামর্শ দেওয়ার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র হলো এক ধরনের দলিল যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে।

খ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর প্রচেষ্টাকে প্রতারণা বা জালিয়াতি বলে।

চেকের তারিখ, টাকার অঙ্ক, প্রাপকের নাম, আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রভৃতি পরিবর্তন করে অথবা স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে চেকের জালিয়াতি বা প্রতারণা সংঘটিত হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান ও প্রতারণামূলকভাবে চেকের লেখার পরিবর্তন করা জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

গ কাদের ট্রেডার্সের প্রথম চেকটি ছিল বাহক চেক।

প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দটি উল্লেখ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। এ চেক যেকোনো ব্যক্তি উপস্থাপন করে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এ চেক অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করা যায়।

মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। কাদের ট্রেডার্স মি. রহমানকে প্রথম ৪০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ৬০,০০০ টাকার দুইটি চেক দিল। প্রথম চেকটির নগদ অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন করা গেল। শুধু বাহক চেকের ক্ষেত্রে চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হলেই ব্যাংক নগদ অর্থ প্রদান করে। তাই উক্ত চেকটি বাহক চেক ছিল।

ঘ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মি. রহমানকে দ্বিতীয় চেকটি উল্লিখিত ব্যাংকে উপস্থাপনের পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের বামপাশে উপরিভাগে আড়াআড়ি দুটি রেখা অঙ্কন করলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দুই দাগের মাঝে 'ব্যাংক' শব্দটির উল্লেখ থাকলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলে। অন্যথায় তা সাধারণ দাগকাটা চেক হবে।

মি. রহমান কাদের ট্রেডার্সের নিকট ১,০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে প্রথম ৪০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয়টি ৬০,০০০ টাকার দুটি চেক পান। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. রহমানকে চেকে উল্লিখিত ব্যাংকে উপস্থাপন করার পরামর্শ দেন। কারণ চেকটি ছিল বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের দুই দাগের মাঝে ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে প্রাপক যদি নগদ অর্থ উত্তোলন করতে চায় তাহলে উক্ত ব্যাংকে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে মি. রহমান এর দ্বিতীয় চেক অর্থাৎ বিশেষভাবে দাগকাটা চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করে এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। তাই ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শটি গ্রহণ করা যৌক্তিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩০ বি.সি.এস. পাস করে মি. আনিস সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাকে প্রথম মাসের বেতন একটি ক্রস্ড চেকে প্রদান করা হয়। চেকটি পেয়ে তিনি চিন্তায় পড়ে যান। পরে তার বন্ধুর পরামর্শে একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করেন।

[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]

ক. ব্যাংক জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে ব্যবহৃত দলিলকে কী বলে? ১

খ. কোন চেকের অর্থ ব্যাংক সরাসরি পরিশোধ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. আনিসের জন্য কোন হিসাব উপযোগী? মতামত দাও। ৩

ঘ. দাগকাটা চেকের টাকা কীভাবে মি. আনিস ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে ব্যবহৃত দলিলকে চেক বলে।

খ বাহক চেকের অর্থ ব্যাংক সরাসরি পরিশোধ করে।

প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা বাহককে' শব্দটি উল্লেখ করে যে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেয়া হয় তাকে বাহক চেক বলে। এই চেক যেকোনো ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপন করে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। কোনো প্রকার অনুমোদন ছাড়াই এই চেক হস্তান্তরিত হয়।

গ জনাব আনিসের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রাহক ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। চাকরিজীবীদের জন্য এ হিসাব সর্বাপেক্ষা উপযোগ।

মি. আনিস বি.সি.এস পাস করে সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি প্রথম মাসের বেতন একটি দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পান। লেনদেনের সুবিধার্থে তিনি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারেন। কারণ সঞ্চয়ী হিসাবে স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবে নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায়। এছাড়া মি. আনিসের জন্য সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে সঞ্চয়ী হিসাব স্থায়ী আয়ের জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। যা মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে এবং অর্থের নিরাপত্তা বিধান করে। সুতরাং মি. আনিসের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব উপযোগী।

ঘ মি. আনিস ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেন।

বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরে বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুইটি রেখা অঙ্কিত থাকলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলনের জন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে হয়।

উদ্দীপকে মি. আনিস বি.সি.এস. পাস করে সিলেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি প্রথম মাসের বেতন একটি দাগকাটা চেকের মাধ্যমে পান এবং চিন্তায় পড়ে যান। পরে তার বন্ধু তাকে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন এবং সমস্যার সমাধান হলো।

উদ্দীপকের মি. আনিস-এর সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যাংক তাকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলে দিলো। এরপর দাগকাটা চেকটি মি. আনিসের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে ব্যাংক এর অর্থ পরিশোধ করে। সুতরাং মি. আনিস তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দাগকাটা চেকের টাকা উত্তোলন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মি. সাইদুর রহমান 'ডেল্টা ব্যাংক লি.' এর শাখা ব্যবস্থাপক। তিনি তার এ ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী। কিন্তু সম্প্রতি তার ব্যাংকে একজন ব্যক্তি চেক জালিয়াতির অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং ম্যানেজারকে অবহিত করেন। ম্যানেজার উক্ত ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করেন। তাছাড়া এ ধরনের যাবতীয় সমস্যাবলি মোকাবিলার জন্য তিনি পূর্বসতর্কতামূলক কতকগুলো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

[সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]

ক. চেকের জালিয়াতি কী? ১

খ. চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে Peter Goldmann কী বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. সাইদুর রহমানের ব্যাংকে উক্ত গ্রাহক কীভাবে চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির অপচেষ্টা করেছিল? আলোচনা করো। ৩

ঘ. মি. সাইদুর রহমান চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিপক্ষে কী কী পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের প্রচেষ্টাকে চেকের জালিয়াতি বলে।

খ Peter Goldmann একজন প্রশিক্ষক, সম্পাদক, লেখক এবং পরামর্শদাতা।

তিনি "Fraud in the Markets : Why it Happens and How to Fight it." বইটি লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, জালিয়াতি আর্থিক খাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তার মতে, নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন করে রাজনৈতিক, শিল্প ও সামাজিক নেতাদের উচিত এসব জালিয়াতি রোধে এগিয়ে আসা।

গ মি. সাইফুর রহমানের ব্যাংকে উক্ত গ্রাহক চেকের তারিখ, টাকার অঙ্ক, প্রাপকের নাম বা আদেষ্টার স্বাক্ষর প্রভৃতির যেকোনো একটি বা একাধিক জায়গায় চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতি করেছিল।

অনসরণীয় নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধ উপায়ে ব্যাংক হতে টাকা ওঠানোর প্রচেষ্টাই হলো প্রতারণা বা জালিয়াতি। চেকের তারিখ, স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন কিছু পরিবর্তন করে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই ধরনের প্রতারণা সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে মি. সাইদুর রহমান ডেল্টা ব্যাংক লি. এর শাখা ব্যবস্থাপক। তিনি তার এ ব্যাংকিং শাখা পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী। সম্প্রতি এক ব্যক্তি চেক জালিয়াতির চেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি বুঝতে পেরে ম্যানেজারকে অবহিত করেন। এক্ষেত্রে জালিয়াতিটি হতে পারে স্বাক্ষরের পরিবর্তন অথবা তারিখের পরিবর্তন অথবা টাকার অঙ্কের পরিবর্তন। এ বিষয়গুলো পরিবর্তন করে তৃতীয় পক্ষ গ্রাহকের হিসাব হতে অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

ঘ মি. সাইদুর রহমান অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চেকের প্রতারণা ও জালিয়াতির বিপক্ষে কিছু পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রদান ও প্রতারণামূলকভাবে চেকের লেখা পরিবর্তন করা জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে মি. সাইফুর রহমানের ব্যাংকে গ্রাহক বিভিন্নভাবে চেকের প্রতারণা বা জালিয়াতির অপচেষ্টা করে থাকতে পারে। যেমন আদেষ্টার স্বাক্ষর জালিয়াতি, হিসাব নম্বর জালিয়াতি, তারিখের জালিয়াতি বা টাকায় অঙ্কের জালিয়াতি। এসব জালিয়াতি প্রতিরোধে মি. সাইদুর রহমান পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকের মি. সাইদুর রহমান উপরোক্ত জালিয়াতির বিরুদ্ধে যে সব পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেকে আদেষ্টার স্বাক্ষর আছে কিনা এবং তা ব্যাংকে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সাথে মিল আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। চেকে ব্যাংক হিসাব নম্বর সঠিকভাবে আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা, চেকে তারিখ আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা, চেকে টাকার অঙ্ক কথায় ও অঙ্কে ঠিক আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা।

Teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-৬: চেক, বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট

১২০. উত্তোলন চিঠার আধুনিক রূপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক ব্যাংক ড্রাফট খ ব্যাংক চেক
গ এটিএম কার্ড ঘ ব্যাংক বিল **খ**

১২১. বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন নিষ্পত্তিতে কোনটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক অঙ্গীকারপত্র খ চেক
গ বিনিময় বিল ঘ টাকা **গ**

১২২. চেক অবশ্যই কার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে? (জ্ঞান)
ক আমানত গ্রহণকারীর
খ আমানতকারীর
গ টাকা জমাদানকারীর
ঘ টাকা উত্তোলনকারীর **খ**

১২৩. কোনটি ঋণের প্রমাণ হিসেবে আদালতে গৃহীত হয়? (অনুধাবন)
ক চেক খ দলিল
গ বিনিয়োগপত্র ঘ অঙ্গীকারপত্র **ক**

১২৪. আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটো রেখা অঙ্কন করা হয় কোন ধরনের চেকে? (জ্ঞান)
ক বাহক চেকে খ দাগকাটা চেকে
গ হুকুম চেকে ঘ বিশেষ চেকে **খ**

১২৫. ভ্রমণকারীর সুবিধার্থে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যাংক কোন ধরনের চেক ইস্যু করে? (অনুধাবন)
ক বিশেষ চেক খ ভ্রমণকারীর চেক
গ দাগকাটা চেক ঘ উপহার চেক **খ**

১২৬. কোন ধরনের চেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর ড্রতে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভবনা থাকে? (অনুধাবন)
ক ফাঁকা চেকে খ উপহার চেকে
গ ভ্রমণকারীর চেকে ঘ মার্কেট চেকে **খ**

১২৭. আধুনিক ব্যাংকিং জগতে বহুল ব্যবহৃত Debit Card, Credit Card কোন ধরনের চেক নামে পরিচিত? (অনুধাবন)
ক মার্কেট চেক খ উপহার চেক
গ ভ্রমণকারীর চেক ঘ অনুমোদনপ্রাপ্ত চেক **ক**

১২৮. চেকের প্রস্তুতকারককে কী বলে? (জ্ঞান)
ক প্রাপক খ অনুমোদনকারী
গ আদেষ্টা ঘ আদিষ্ট **গ**

১২৯. কোন ধরনের চেকে চুরি বা জালিয়াতি সনাক্ত করার কোনো ব্যবস্থা থাকে না? (অনুধাবন)
ক হুকুম চেক খ বাহক চেক
গ বাসি চেক ঘ ফাঁকা চেক **খ**

১৩০. মি. হামিদের একটি চেক চুরি হয়ে গেছে। চেকটিতে কোনো দাগকাটা নেই তবুও চেকের অর্থ অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারবে না। মি. হামিদের চেকটি কোন ধরনের চেক হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাহক চেক খ হুকুম চেক
গ বাসি চেক ঘ ফাঁকা চেক **খ**

১৩১. চেক প্রস্তুতকারী ছাড়া বাহক চেকে রূপান্তর করা যায় না কোন ধরনের চেক? (অনুধাবন)
ক বাহক চেক খ হুকুম চেক
গ বাসি চেক ঘ অগ্রিম চেক **খ**

১৩২. জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যাংকের রক্ষাকবচ কোনটি? (অনুধাবন)
ক আদেষ্টার নমুনা স্বাক্ষর
খ অনুমোদনপ্রাপ্ত চেক
গ KYC ফর্ম
ঘ চেকে দাগকাটা **ক**

১৩৩. আদালত কোনটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে? (অনুধাবন)
ক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে অর্থ প্রদানের
খ কোনো নির্দিষ্ট হিসাবের
গ আমানতকারীর জমা গ্রহণের
ঘ কোনো ব্যক্তির হিসাবের ওপর **ক**

১৩৪. হুকুম চেকের অনুমোদনকারী হতে পারেন কে? (জ্ঞান)
ক আদেষ্টা খ আদিষ্ট
গ প্রাপক ঘ প্রস্তুতকারী **গ**

১৩৫. কে চেকের অমর্যাদা করতে পারে? (অনুধাবন)
ক ব্যাংক খ আদেষ্টা
গ প্রাপক ঘ অনুমোদনকারী **ক**

১৩৬. কোনটির কারণে চেক অমার্যাদাকৃত হতে পারে? (অনুধাবন)
ক আদালত কর্তৃক আদেষ্টার হিসাব বন্ধের ঘোষণা থাকলে
খ চেক হস্তান্তরিত হলে
গ চেক প্রকৃত প্রাপক কর্তৃক উপস্থাপিত হলে
ঘ আদিষ্ট পাগল হলে **ক**

১৩৭. কোন চেক হারিয়ে গেলে সর্বপ্রথম চেকের প্রস্তুতকারক বা ধারক এ বিষয়টি দ্রুত কাকে অবগত করবে? (জ্ঞান)
ক আমানতকারীকে খ প্রাপককে
গ ব্যাংককে ঘ ধারককে **গ**

১৩৮. সাধারণত কোনটির জন্য বিনিময় বিল ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক নগদে ক্রয়-বিক্রয়
খ ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়
গ চেকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়
ঘ অগ্রিম বিক্রয় **খ**

১৩৯. বিনিময় বিল ব্যবহার করে কোনটি হ্রাস করা যায়? (অনুধাবন)
ক ধারে বিক্রয়ের ঝুঁকি
খ নগদ টাকা লেনদেনের ঝুঁকি
গ লেনদেনের ঝুঁকি
ঘ ব্যবসায়ের ঝুঁকি **খ**

Teachingbd.com

১৪০. দাগকাটা চেক হতে পারে — (অনুধাবন)
i. সাধারণ দাগকাটা ii. সম্পূর্ণ দাগকাটা
iii. বিশেষ দাগকাটা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৪১. আধুনিক ব্যাংকিং জগতে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে — (অনুধাবন)
i. ডেবিট কার্ড ii. পাঞ্চ কার্ড
iii. ক্রেডিট কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪২. হুকুম চেকের সুবিধা হলো — (অনুধাবন)
i. তুলনামূলক বেশি নিরাপদ
ii. বড় অঙ্কের লেনদেন করা যায়
iii. অনুমোদন ছাড়াই এ চেক হস্তান্তর করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৪৩. চেক জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হলো — (অনুধাবন)
i. নমুনা স্বাক্ষর যথার্থভাবে মিলানো
ii. প্রাপকের যথার্থতা নিরূপণ
iii. চেকের শুদ্ধতা যাচাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৪. অমর্যাদাকৃত চেকের কারণ হলো — (অনুধাবন)
i. চেকে টাকার পরিমাণ উল্লেখ না থাকলে
ii. টাকার পরিমাণ কথায় ও অঙ্কে ভিন্ন হলে
iii. চেকে শুধু কথায় বা শুধু অঙ্কে টাকার পরিমাণ লেখা হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৫. বিনিময় বিল জারি করা হয় — (অনুধাবন)
i. নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর
ii. নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর
iii. নির্দিষ্ট লেনদেনের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব আসিফ ১০,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। চেকটিতে 'কে অথবা আদেশ অনুসারে' লেখা ছিল। তার হিসাবে জমা দিতে গেলে ব্যাংক জানিয়েছে নর্দান ব্যাংকে আপনার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে।

১৪৬. জনাব আসিফের প্রাপ্ত চেকটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক অনুমোদনপ্রাপ্ত
খ হুকুম চেক
গ সাধারণভাবে দাগকাটা চেক
ঘ বিশেষভাবে দাগকাটা চেক **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. হিমেলের নিকট থেকে মি. কিরণ দিগন্ত ব্যাংক লি. এর ৫০ হাজার টাকার একটি চেক পেয়েছে। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য তার ম্যানেজার মি. হাসানকে চেকটি প্রদান করে।

১৪৭. উক্ত চেকটিতে হাসান কোন পক্ষ বলে বিবেচিত হবে? (প্রয়োগ)
ক আদিষ্ট খ আদেষ্টা
গ অনুমোদনকারী ঘ ধারক **ঘ**

১৪৮. চেকটির অর্থ মি. কিরণের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করার উপায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক চেকের অনুমোদন খ চেক প্রত্যাখ্যান
গ চেক নগদায়ন ঘ চেক দাগকাটা **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মিসেস তুলি একজন চাকরিজীবী মহিলা। তিনি প্রায়ই চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন সম্পাদন করে থাকেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে চেক গ্রহণ করেন এবং চেকটি ব্যাংকে প্রদানের সময় ব্যাংক প্রত্যাখ্যান করে। কারণ চেকটি ছেড়া ছিল এবং পরবর্তীতে মিসেস তুলি সাধারণ রেখাঙ্কিত একটি চেকের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করেন।

১৪৯. মিসেস তুলির চেকটি ব্যাংক কেন প্রত্যাখ্যান করল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধের জন্য
খ নিরাপত্তার জন্য
গ আদালতের নিষেধাজ্ঞার জন্য
ঘ ব্যাংকের স্বার্থে **ক**

১৫০. সাধারণ রেখাঙ্কের বেলায় মিসেস তুলি কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক তার ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিয়ে
খ আমানতকারীর হিসাবে চেক জমা দিয়ে
গ ব্যাংকের নির্দিষ্ট হিসাবে চেক জমা দিয়ে
ঘ নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে চেক জমা দিয়ে **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
হাসান সাহেব তার ব্যবসায়ের লেনদেন সচল রাখতে পণ্য ক্রয় করে অর্থ পরিশোধের দায় স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল প্রদান করেন। প্রতিনিয়ত হাসান সাহেব এ পদ্ধতিতেই ব্যবসায় সম্পাদন করে ব্যবসায়ের প্রসার বিস্তার করেছেন।

১৫১. হাসান সাহেবের প্রতিশ্রুতি প্রদানকৃত দলিলটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ক অঙ্গীকারপত্র খ বিনিময় বিল
গ মানপত্র ঘ ঋণপত্র **ক**

১৫২. হাসান সাহেবের প্রতিশ্রুতি প্রদানকৃত পত্রটির মাধ্যমে কী নিশ্চিত করা যেতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক দেনা ও পাওনা নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ ঝুঁকি হ্রাস
খ ক্রয়ের অর্থ প্রদান
গ ব্যবসায়ের লেনদেন
ঘ বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ **ক**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৭: ব্যাংক তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

প্রশ্ন ▶১ রূপসা ব্যাংকের কাছে A ফার্মের ব্যবস্থাপক চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য দুই কোটি টাকার ঋণের আবেদন করেছেন। অন্যদিকে B কোম্পানি লি. একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান, যেটি পাঁচটি ভিন্ন ধরনের প্রকল্পের জন্য দুই কোটি টাকা ঋণের আবেদন করেছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রতিটির খরচ চল্লিশ লাখ টাকা। অবশ্য রূপসা ব্যাংক শুধু একই ধরনের প্রকল্পে ঋণ না দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে।

[রা. বো. ১৭]

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. ঋণ মঞ্জুরের কালে গ্রাহকের চরিত্র বিবেচনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপসা ব্যাংকটি ঋণ মঞ্জুরের সময় কোন বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপসা ব্যাংকের দুইটি ঋণের মধ্যে কোন ঋণটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব (সঞ্চিতি তহবিল, আমানত) বা বহিস্থ (সাধারণ শেয়ার) উৎস থেকে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলা হয়।

খ ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা যাচাই করার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করতে ঋণগ্রহীতার চরিত্র বিবেচনা করে।

ঋণগ্রহীতার সুনাম ও সততা যাচাই করে দেখা উচিত। কোনো ব্যক্তির সামাজিক সুনাম ও সততা না থাকলে তাকে ঋণ মঞ্জুর করা উচিত নয়। এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করলে উক্ত ঋণের টাকা ফেরত পেতে ব্যাংককে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এজন্য ঋণ মঞ্জুর কালে গ্রাহকের চরিত্র বিবেচনা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকটি ঋণ মঞ্জুরের সময় প্রকল্পের বৈচিত্র্যায়নের বিয়ষটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

ঋণ প্রদানে বৈচিত্রায়ণ বলতে, একই ধরনের প্রকল্পের পরিবর্তে একাধিক খাতকে গুরুত্ব দেয়াকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো যায়।

উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকের কাছে A ও B কোম্পানি ঋণের জন্য আবেদন করেছে। A কোম্পানি চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। অপরদিকে, B কোম্পানি পাঁচটি ভিন্ন ধরণের প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। রূপসা ব্যাংক একই প্রকল্পে ঋণ না দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকে। এতে কোন একটি খাতে লোকসান হলেও অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা তারা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে। তাই বলা যায় যে, রূপসা ব্যাংক বৈচিত্রায়নের নীতিটি অনুসরণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে A কোম্পনিকে ঋণ দেয়া রূপসা ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংক তার নিজের তারল্য, প্রকল্পের বৈচিত্রতা, জামানতের পরিমাণ, ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হলে, ঋণের টাকা ফেরত পেতে ব্যাংকগুলোকে অনেক ঝামেলায় পরতে হয়।

উদ্দীপকে রূপসা ব্যাংকের নিকট A কোম্পানি চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। অপরদিকে B কোম্পানি তাদের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঋণের আবেদন করেছে। কোম্পানি দুটির প্রত্যেকেই দুই কোটি টাকার জন্য উক্ত আবেদন করেছে।

তাই আমরা বলতে পারি যে, A কোম্পানি ঋণ নিয়ে তা কোম্পানির চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করবে। ফলে কোম্পানির লোকসান হলে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পরবে। অন্যদিকে, B কোম্পানি ঋণ নিয়ে তা পাঁচটি ভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। ফলে কোন কারণে একটি প্রকল্পে লোকসান হলেও অন্যগুলোতে মুনাফা করার সুযোগ থাকবে। সুতরাং বলা যায় যে, A কোম্পানিকে ঋণ দেয়া হলে ব্যাংককে অধিক ঝুঁকি বহন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ মি. আজাদ একজন মুরগির খামারি। তার খামারে মূলত মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তিনি তার ফার্মের সকল অর্থ মধুমতি ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির বাচ্চার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়াও তার খামারটি বড় করার লক্ষ্যে তিনি সম্পূর্ণ খামারটি ঐ ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে আরো ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. নগদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. আজাদ প্রথমে যে ঋণ নিয়েছিলেন সেটা কী ঋণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আজাদ কোন কোন জামানতের ভিত্তিতে পরবর্তী ঋণ গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।

খ দক্ষতার সাথে নগদ আদায়, নগদ পরিশোধ এবং কী পরিমাণ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করাকে নগদ ব্যবস্থাপনা বলে।

ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ প্রয়োজন। আবার অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা মোকাবিলা করার জন্যও নগদ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এছাড়াও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে নগদ ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. আজাদ প্রথমে তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন, যা ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ।

চলতি হিসাবে জমার অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগই জমাতিরিক্ত ঋণ। এ ধরনের ঋণ ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহককে প্রদান করে থাকে। স্বল্পমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রাহকরা এ ধরনের ঋণ নেয়।

উদ্দীপকে মি. আজাদ একজন মুরগির খামারী। তার খামারে মূলত মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তিনি তার ফার্মের সকল অর্থ মধুমতি ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। অর্থাৎ তিনি মধুমতি ব্যাংকের একজন চলতি হিসাবধারী। তবে বাজারে মুরগির বাচ্চার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা বেশি উত্তোলন করেন। এ অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা তিনি ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। যা ব্যাংকের চলতি হিসাবের গ্রাহকের জন্য জমাতিরিক্ত ঋণ।

ঘ উদ্দীপকে মি. আজাদ পরবর্তীতে খামার বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ঋণ গ্রহণ করেন, যা জামানতের ভিত্তি অনুযায়ী অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক জামানত।

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না দিয়েও কেবল ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তবে অব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মি. আজাদ মুরগির খামারি। তিনি খামারটি বড় করার লক্ষ্যে ব্যাংক থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ঋণের জামানত হিসেবে ব্যাংকে সম্পূর্ণ খামারটি বন্ধক রাখেন। এছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ঋণের জন্য ব্যাংকে সুপারিশ করেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ এ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য ব্যক্তিগত জামানত হিসেবে কাজ করেছে। মি. আজাদের গৃহীত ঋণের বিপরীতে তার খামারটি জামানত হিসেবে কাজ করেছে, যা স্থাবর সম্পত্তি। অর্থাৎ খামারটি অব্যক্তিক জামানত হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রে মি. আজাদের ত্রিশ লক্ষ টাকা গৃহীত ঋণের বিপক্ষে ব্যাংক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক উভয় ধরনের জামানত গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার তহবিল থেকে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করে ব্যাংককে ঋণ দিতে হয়। কারণ ঋণের অর্থ সময়মত ফেরত না এলে ব্যাংক আর্থিক বিপর্যয়ে পড়বে এবং আমানতিদের অর্থ সময়মত ফেরত দিতে পারবে না। *[কু. বো. ১৭]*

ক. ভ্রাম্যমাণ নোট কী? ১

খ. ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ দানে কোন ধরনের জামানত দিতে হয়? বুঝিয়ে লিখো। ২

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ কতটুকু ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত যে অবাণিজ্যিক ঋণের দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক তার এক বা একাধিক শাখা বা প্রতিনিধিকে কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় তাকে ভ্রাম্যমান নোট বলে।

খ ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণে ব্যক্তিগত জামানত গুরুত্বপূর্ণ।
ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা ঋণের বন্ধক হিসেবে কোনো প্রকার স্থাবর সম্পত্তি জামানত না দিয়ে কেবল নিজস্ব বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা প্রদান করে ব্যক্তিগত জামানতে। এ ধরনের ব্যক্তিগত জামানত ব্যাংক হতে ভোক্তা ঋণ গ্রহণে সহায়ক।

গ উদ্দীপকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ব্যাংক ঋণ বলতে ব্যাংক তার গ্রাহককে যে অর্থসংস্থান করে তাকে বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়ের সাথে ব্যাংক ঋণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কোনো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার তহবিল থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ মূলধন গঠনে সাহায্য করবে। ফলে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজেই এবং দক্ষভাবে নতুন নতুন উৎসে বিনিয়োগ করতে পারবে। আবার ব্যাংক প্রদত্ত রপ্তানিকারককে দেয়া মূল্য পরিশাধের নিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। এছাড়া, শিল্প মালিকেরা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বিদেশ হতে সহজে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। এতে দেশের শিল্পোন্নয়নও নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের ভূমিকা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম কল্পনাই করা যায় না।

ঘ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সময় তারল্য, নিরাপত্তা, লাভজনকতা, বৈচিত্র্যতা, জামানত, গ্রাহকের সম্পদ ও ঋণ ফেরতের উৎস ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।
যথাযথ খাত বিবেচনা করে ঋণ মঞ্জুর করতে পারার ওপর ব্যাংকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ লক্ষ্যেই ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়।
উদ্দীপকে কোনো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়।
ঋণ মঞ্জুরের পূর্বে ব্যাংককে অবশ্যই তারল্য বিবেচনা করতে হবে। কেননা, অধিক পরিমাণ ঋণ দিলে ব্যাংকটি গ্রাহককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে ব্যাংকটি আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে অবশ্যই বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করা উচিত। কেননা শুধু একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ বা ঋণ দিলে তা ফেরত নাও আসতে পারে। অনেকগুলো প্রকল্পে ঋণ দিলে এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়। এছাড়া ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ প্রদত্ত জামানতও ব্যাংককে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনাব সাফি ও তার বন্ধু জনাব রাফি দু'জনই সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। জনাব সাফি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং সেক্ষেত্রে তার বন্ধু জনাব রাফি ব্যাংকটিকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, জনাব সাফির ছোট ভাই একজন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে একই ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে গেলে ব্যাংকটি তার নিকট থেকে তার কারখানার দলিল জামানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে। এক্ষেত্রে শর্ত দেয়া হয় যে, ঋণ পরিশোধ করা না পর্যন্ত কারখানার দলিলটি ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকবে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১

খ. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকটি জনাব সাফিকে কোন ধরনের জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি কি জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের নিকট হতে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করেছে বলে মনে করো? তুলানমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করা সম্ভব হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সীমা (Currency limit) পর্যন্ত একাধিক লেনদেনের জন্য বারে বারে ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।
বারবার ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দেয়ার জন্য এ ধরনের প্রত্যয়পত্রের উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংকটি জনাব সাফিকে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে।
ব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে নিজস্ব ও ব্যবসায়িক সুনাম, দক্ষতা ও খ্যাতি গ্যারিন্টি বা নিশ্চয়তা হিসেবে প্রদান করে। কখনও কখনও ঋণগ্রহীতা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে দেন।
উদ্দীপকে জনাব সাফি ও তার বন্ধু জনাব রাফি দু'জনই সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। জনাব সাফি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তার বন্ধু জনাব রাফি ব্যাংকটিকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ জনাব সাফি তার ঋণের বিপরীতে কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক বা জামানত রাখেননি। উক্ত ঋণের ক্ষেত্রে তার বন্ধুর ব্যক্তিগত সুনাম ও সততাকে জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্রহণ করেছে। সুতরাং বলা যায়, তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তার মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে জনাব সাফি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের নিকট থেকে উপযুক্ত জামানতই গ্রহণ করেছে বলে আমি মনে করি।
ব্যাংক সাধারণত দুই ধরনের জামানতের বিপরীতে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রথমত, অব্যক্তিগত জামানত এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত জামানত। অব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর ও

https://teachingbd24.com

অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকে জামানত রাখতে হয়। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত জামানতের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব সুনাম, খ্যাতি ও দক্ষতা জামানত হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সাফি ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, তার ছোট ভাই একই ব্যাংক হতে কারখানার দলিল ব্যাংকে জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্যাংকটি জনাব সাফির ছোট ভাইকে অব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করেছে। ব্যাংকের এই দু'ধরনের জামানতের মধ্যে জনাব সাফির জামানতটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, জনাব সাফির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়নি। যদি জনাব সাফি ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে ব্যাংক চাইলেও জনাব সাফির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। অপরদিকে, জনাব সাফির ছোট ভাই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে তার কাছ থেকে জামানতকৃত কারখানার দলিল ব্যাংক চাইলেই বাজেয়াপ্ত করে মেয়াদি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। আবার, জনাব সাফির ছোট ভাই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ব্যাংক তার জামানতটি নিলামে বিক্রয় করে ঋণের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। সুতরাং এ সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, ব্যাংক জনাব সাফির ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে উপযুক্ত জামানতই গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব আবিদ এবং জনাব শাহরিয়ার একই এলাকার দু'জন ব্যবসায়ী। তারা দু'জন ABC ব্যাংকের নিকট ভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্যাংক জনাব আবিদকে স্থায়ী সম্পদ জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করে। অন্যদিকে ব্যাংক জনাব শাহরিয়ারকে অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. জমাতিরিক্ত ঋণ কী? ১

খ. ঋণ বিশ্লেষণে আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনাই মুখ্য কেন? ২

গ. ABC ব্যাংক জনাব আবিদকে যে ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে তা প্রকৃতি বিবেচনায় কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ABC ব্যাংক কর্তৃক জনাব শাহরিয়ারকে প্রদত্ত ঋণ জনাব আবিদকে প্রদত্ত ঋণ অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। যুক্তি দেখাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহককে জমাকৃত আমানতের বাইরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ চেক কেটে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করলে ঐ অতিরিক্ত অর্থকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

খ ঋণদানের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি মুখ্য, আর তা নির্ভর করে আবেদনকারীর সার্বিক অবস্থার ওপর।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে গ্রাহকের চরিত্র, সচ্ছলতা, সম্পদ, ঋণ ফেরতদানের রেকর্ড, ঋণ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জণ করার ক্ষমতা । ঋণের খাত, জামানতের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচ্য হলেও আবেদনকারীর ব্যক্তিগত অবস্থা বিবেচনাই এক্ষেত্রে মুখ্য।

গ উদ্দীপকে জনাব আবিদকে ABC ব্যাংক স্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে যে ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে সেটি সাধারণ ঋণ বা ধার।

সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করে। গ্রাহকের নামে ঋণ হিসাব খুলে ব্যাংক তাতে ঋণের টাকা স্থানান্তর করে।

উদ্দীপকে জনাব আবিদ একজন ব্যবসায়ী। ABC ব্যাংকে তিনি প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য আবেদন করেন। ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংক জনাব আবিদের নিকট হতে স্থায়ী সম্পদ জামানত হিসেবে দাবি করে। অর্থাৎ ABC ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরে স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে নেয়ায় তা সাধারণ ঋণ বা ধারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ABC ব্যাংক জনাব শাহরিয়ারকে নগদ ঋণ প্রদান করেছে, যা জনাব আবিদের গৃহীত সাধারণ ঋণ অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

সাধারণ ঋণ ইস্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ হিসাবে স্থানান্তরিত পুরো টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে সুদ ধার্য করে। তবে নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল ঋণ হিসাবের উত্তোলিত অর্থ ও অফেরতকৃত অর্থের ওপর সুদ ধার্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আবিদ ও জনাব শাহরিয়ার একই এলাকার দু'জন ব্যবসায়ী। তারা দু'জনই ABC ব্যাংকের নিকট ভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করেন। ঋণ মঞ্জুরে জনাব আবিদ স্থায়ী সম্পদ জামানত প্রদান করলেও জনাব শাহরিয়ার অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখেন। অর্থাৎ জনাব আবিদ ABC ব্যাংক হতে সাধারণ ঋণ ও জনাব শাহরিয়ার নগদ ঋণ গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত উভয় প্রকার ঋণ প্রদানে ব্যাংক গ্রাহকের নামে একটি ঋণ হিসাব খোলে। মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ নগদে প্রদান না করে উক্ত হিসাবে স্থানান্তর করে, যা গ্রাহক পরবর্তীতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবে স্থানান্তরিত পুরো টাকার ওপর ব্যাংক সুদ ধার্য করে। তবে নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল উত্তোলিত অর্থের ওপর ব্যাংক সুদ ধার্য করে। তাই ABC ব্যাংক কর্তৃক জনাব শাহরিয়ারকে প্রদত্ত ঋণটি নগদ ঋণ হওয়ায় তা অপেক্ষাকৃত লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। কোনো একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে, এ থেকে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে একটি তহবিলে জমা রাখে। এছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ব্যাংকটির যে সংগৃহীত অর্থ তা থেকে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। গ্রাহকের কাছে এ ঋণ স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত ঋণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কারণ এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। *[চা. বো. ১৬]*

ক. পে-অর্ডার কাকে বলে? ১

খ. অতিরিক্ত জামানত কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যাংক প্রদত্ত কোন ধরনের ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিল ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাংক প্রাপককে চাহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকতর নিশ্চয়তা লাভের জন্যই অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করা হয়।

এ ধরনের জামানতকে সহযোগী জামানত হিসেবেই গণ্য করা হয়। মূলত জামানত হতে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় সম্ভব না হলেই শুধু অতিরিক্ত জামানত থেকেই অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস।

ব্যাংক তহবিলের উৎস মূলত দুই ধরনের। যথা: দীর্ঘমেয়াদি উৎস এবং স্বল্পমেয়াদি উৎস। পরিশোধিত মূলধন, সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি হলো দীর্ঘমেয়াদি উৎসের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। তাই আইন অনুযায়ী ১০০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে। এই জমাকৃত অর্থকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে, যা সঞ্চিতি তহবিলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এই বিধিবদ্ধ রিজার্ভের সংস্থান করতে হয়। আইনানুযায়ী এই তহবিল ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার ২০% এ তহবিলে স্থানান্তর করতে হয়। এই সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংকের তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস। অর্থাৎ, উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার অংশটি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাংক প্রদত্ত নগদ ঋণকে ধার অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে।

পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে। অপরপক্ষে, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক কর্তৃক যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাকে ধার বলে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে ব্যাংক সংগৃহীত অর্থ থেকে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেয়। যেহেতু এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না, তাই গ্রাহকরা ধার অপেক্ষা নগদ ঋণে বেশি উৎসাহী। নগদ ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদের হার ধার অপেক্ষা বেশি। কিন্তু ধারের ক্ষেত্রে সমস্ত ধারকৃত অর্থের ওপর সুদ দিতে হয় উত্তোলন যাই হোক না কেন। অথচ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কেবল উত্তোলনকৃত অর্থের ওপর সুদ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও ধারের অর্থ সুদসমেত একত্রে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু নগদ ঋণ সুদসহ কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। তাই সুদের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের নিকট নগদ ঋণ ধার অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ সফল ব্যবসায়ী হিসেবে মি. সালমান রাজশাহীতে বেশ পরিচিত। তার সততা, ব্যাংকের সাথে লেনদেন, সচ্ছলতা ও সুনামের কারণে একটি ব্যাংক তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বড় অঙ্কের অর্থ নিশ্চিন্তে ঋণ মঞ্জুর করে। অন্যদিকে মি. আরমান আরেকজন ব্যবসায়ী তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক ঋণ আবেদন করে। এক্ষেত্রে মি. আকিজ নামে আরেকজন ব্যবসায়ী গ্যারান্টার হয়। কিন্তু উক্ত ব্যাংক মি. আরমানের দোকান ঘর জামানত হিসাবে রাখতে চায়। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ঋণ সুবিধা সম্বলিত ইলেকট্রনিক কার্ড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. সালমানের ব্যাংকটি কোন ধরনের জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আরমানের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যয়পত্র একটি নিশ্চয়তাপত্র যেটি আমদানিকারকের পক্ষে ব্যাংক রপ্তানিকারক বরাবর ইস্যু করে।

খ ঋণ সুবিধা সম্বলিত ইলেকট্রনিক কার্ড বলতে ক্রেডিট কার্ডকে বোঝায়।
যে কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে, তা-ই ক্রেডিট কার্ড। এই কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংক হতে তার ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত কিন্তু মঞ্জুরকৃত সীমা পর্যন্ত অর্থ উত্তোলন বা উক্ত কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করতে পারে। যেকোনো সময় গ্রাহক তার হিসাবে টাকা জমা করলে ব্যাংক তার ঋণকৃত অর্থ সুদসহ কেটে রেখে বাকি অংশ হিসাবে জমা রাখে।

গ উদ্দীপকে মি. সালমানের ব্যাংকটি ব্যক্তিক জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে।
ব্যাংক যখন কোনো প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না রেখে ঋণগ্রহীতার সততা, সচ্ছলতা ও সুনামের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে তখন তাকে ব্যক্তিক জামানত বলে।
উদ্দীপকে মি. সালমান রাজশাহীতে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ পরিচিত। তার সততা, সচ্ছলতা ও সুনামের কারণে ব্যাংক তাকে বড় অঙ্কের অর্থ নিশ্চিন্তে ঋণ মঞ্জুর করেছে। এক্ষেত্রে মি. সালমানের সততা, সচ্ছলতা ও সুনাম জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে মি. সালমানকে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের বিপক্ষে ঋণ প্রদান করেছে।

ঘ মি. আরমান এর ক্ষেত্রে ব্যাংক অব্যক্তিক জামানত চাচ্ছে যা উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত যৌক্তিক।
ব্যাংক যখন ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে জামানত হিসেবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখে তাকে অব্যক্তিক জামানত বলে।
মি. আরমান মি. আকিজকে গ্যারান্টর দেখিয়ে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে মি. আকিজ ব্যক্তিক জামানত। কিন্তু ব্যাংক মি. আরমানের দোকানকে জামানত হিসেবে রেখে ঋণ দিতে চায়। উদ্দীপকের দোকানটি অব্যক্তিক জামানত।
উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আরমানের গ্যারান্টর মি. আকিজের চরিত্র, সততা, সচ্ছলতা বা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাংকটি জ্ঞাত নয়। এক্ষেত্রে মি. আরমান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মি. আকিজ ব্যাংককে ঋণ পরিশোধ করবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে, মি. আরমান যদি দোকানঘর জামানত হিসেবে রেখে ঋণ নেয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা আছে। মি. আরমান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক দোকানঘর বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। তাই ব্যাংকটি অর্থ প্রাপ্তিজনিত অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য ব্যক্তিক জামানতের তুলনায় অব্যক্তিক জামানত রেখে ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে, যা যথার্থই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ দিনাজপুরের জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী। অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি স্থানীয় ব্যাংক হতে জমি বা দালানকোঠাসহ কোনো সম্পদ জামানত ছাড়াই (২) দুই বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অথচ জনাব আব্দুল হাই-এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের একই পদ্ধতিতে ঋণ চাইলে ব্যাংক তার নিকট ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ স্থায়ী সম্পদের দলিল বন্ধক দিতে বলে। *[যি. বো. ১৬]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয় কেন? ২

গ. ব্যাংক জনাব পাটোয়ারিকে জামানত ছাড়া ঋণ প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আব্দুল হাই-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় কেন? যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক জনগণের আমানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ ঝুঁকিগত তারতম্যের কারণে সব ঋণে জামানতের প্রয়োজন হয় না।
সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ঋণে খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় এ ঋণের ঝুঁকি ও সুদের হার উভয়ই বেশি। এ ঝুঁকি হ্রাসকরণে তথা ঋণদানকৃত অর্থ ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকল্পে ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝুঁকি ও খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা দীর্ঘ ও মধ্যমমেয়াদি ঋণ অপেক্ষা তুলনামূলক কম হওয়ায় ব্যাংক প্রায়ই জামানত ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর করে। ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ স্বল্পমেয়াদি ঋণের উত্তম উদাহরণ, যাতে জামানতের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়।

গ জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাকে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করেছে।
ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়। যদি কখনো ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে ব্যাংক উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে অর্থ আদায় করতে পারে। একে জামানত বলে। ঋণগ্রহীতা যখন কোনো সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে তার ব্যক্তিগত সুনাম, সততা কাজে লাগিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তখন তা ব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়।
উদ্দীপকে দিনাজপুরের ব্যবসায়ী পাটোয়ারি সৎ ব্যক্তি। তার ব্যবসায়ের অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে কোনো সম্পদ জামানত ছাড়াই স্থানীয় ব্যাংক থেকে ২ বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ব্যক্তিক জামানত ব্যবহার করেছেন। তাই তার কোনো সম্পত্তি ব্যাংকে জমা দিতে হয়নি। ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে মক্কেলের চরিত্র, সততা, আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। তাই উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংক কোনো অব্যক্তিক জামানত ছাড়াই ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে তাকে ঋণ প্রদান করেছে।

ঘ জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায়, জনাব আব্দুল হাই এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই।
ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে ব্যাংক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা ঋণগ্রহীতা বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা তাকে জামানত হিসেবে

https://teachingbd24.com

গ্রহণ করে। ঋণগ্রহীতা কোনো কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে বা নিশ্চয়তা প্রদানকারী তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সততার জন্য তিনি বেশ পরিচিত। অন্যদিকে আব্দুল হাই সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের মালিক। জনাব পাটোয়ারির মূলধনের প্রয়োজন হলে কোনো জামানত ছাড়াই ব্যাংক থেকে ২ বছরের জন্য ঋণ নিতে পেরেছেন। কিন্তু আব্দুল হাইকে স্থায়ী সম্পত্তির দলিল বন্ধক রেখে ঋণ নিতে হয়েছে।

ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করে আবার কিছু ক্ষেত্রে অব্যক্তিক জামানত, প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত ব্যক্তিক জামানত অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত চরিত্র, সততা, সুনাম ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ দিয়ে থাকে। আর নতুন কোনো ব্যবসায়ী ঋণ আবেদন করলে অব্যক্তিক জামানতের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই উদ্দীপকে জনাব পাটোয়ারি প্রতিষ্ঠিত একজন সৎ ব্যবসায়ী হওয়ায় জনাব আব্দুল হাই এর ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের জামানত চাচ্ছে, জনাব পাটোয়ারির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়— কথাটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৯ একটি ব্যাংক তাদের অন্যান্য উৎস হতে সংগ্রহীত অর্থ থেকে গ্রাহকদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। এই বছর ব্যাংকটি ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এ থেকে আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ৪০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. লিয়েন কী? ১

খ. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কেন জামানত রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকটি কোন ধরনের ঋণ প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার একটি অংশ ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লিয়েন হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপক্ষে গৃহীত জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত রাখে।

উপযুক্ত জামানত ছাড়া ব্যাংক সাধারণত ঋণ প্রদান করে না। কোনো কারণে ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক এ জামানত বিক্রি করে অর্থ আদায় করতে পারবে। এতে ব্যাংকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার জামানত উদ্ধারের জন্যও ঋণগ্রহীতা দ্রুত সময়ে ঋণের অর্থ ফেরতে আগ্রহী হয়। এরূপ নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যেই ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংকটি সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

সাধারণ ঋণ বা ধার মূলত দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি হয়ে থাকে। এ ঋণ অধিক মূল্যমানের হওয়ায় ব্যাংক এক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা জামানত রাখে।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক তাদের অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ব্যাংক তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল হতে ব্যাংকটি গ্রাহকদেরকে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক মূলত অধিক মূল্যমানের ঋণ প্রদানে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি ঋণে ঝুঁকির পরিমাণও বেশি থাকে। এরূপ অধিক মূল্যমানের ঋণ সাধারণ ঋণ বা ধার হিসেবে পরিচিত। আর স্থায়ী সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ প্রদান করায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যাংকটি সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার অংশটি হলো বিধিবদ্ধ রিজার্ভ এবং এটি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

আইন অনুযায়ী, ব্যাংককে মুনাফার কমপক্ষে ২০% একটি আলাদা তহবিলে প্রতি বছর জমা রাখতে হয়। এই আলাদা তহবিলটি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। ব্যাংকটি আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ৪০ কোটি টাকা একটি তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকটি মুনাফার ২০% একটি তহবিলে স্থানান্তর করেছে। বাধ্যতামূলকভাবে এ তহবিল রাখতে হয় বিধায় ব্যাংক এ তহবিলের অর্থ কার্ডকে ফেরত দেয় না। ব্যাংক এ অর্থ দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। এভাবে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বা তহবিল ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মারিয়া একটি ফ্যাশন হাউজ দিতে ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়লে নিকটস্থ একটি ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। ব্যাংকটি তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দিতে স্বীকৃতি জানায় এবং আরও জানায় সমস্ত টাকার উপর সুদ দিতে হবে। স্থায়ী সম্পত্তি না থাকার দরুণ মারিয়া তার শিল্পপতি চাচার ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে ঋণ নিতে সমর্থ হয়।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. পূর্বস্বত্ব কী? ১

খ. আমানত ও জামানত কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যাংক মারিয়াকে কোন ধরনের ঋণ দিতে স্বীকৃতি জানায়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মারিয়া যে জামানত দিতে সমর্থ হয় তা ব্যাংকের গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত কী? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ আমানত ও জামানত একই বিষয় নয়, তা নিম্নে পার্থক্যের দ্বারা দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	আমানত	জামানত
১.	আমানত হলো গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ।	জামানত হলো ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা।
২.	আমানতের বিপরীতে আমানতকারী সুদ গ্রহণ করে।	জামানতের বিপরীতে কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।
৩.	ব্যাংক কখনই আমানত বাজেয়াপ্ত করতে পারে না।	ঋণের অর্থ ফেরত না পেলে ব্যাংক জামানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক মারিয়াকে সাধারণ ঋণ বা ধার দিতে স্বীকৃতি জানায়।

সাধারণ ঋণ বা ধার স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাহক ঋণের টাকা নগদে তুলতে পারে না। কেননা, ঋণ মঞ্জুরকৃত অর্থ গ্রাহকের ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এক্ষেত্রে স্থানান্তরের দিন হতেই সম্পূর্ণ অর্থের ওপর গ্রাহককে সুদ প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকে ফ্যাশন হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য মারিয়ার ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়ে। এজন্য তিনি ব্যাংকের কাছে সহায়তা চান। ব্যাংকটি স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধকের বিপরীতে ঋণ দিতে রাজি হয়। তবে, ব্যাংক জানায় মঞ্জুরকৃত ১০ লক্ষ টাকার ওপরই সুদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ ঋণ সাধারণ ঋণ বা ধারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, মারিয়া তার ঋণ হিসাব হতে যত টাকাই উত্তোলন করুক না কেন তাকে সমস্ত টাকার ওপরই সুদ প্রদান করতে হবে। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, এ ঋণটি ব্যাংকের ধার বা সাধারণ ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে মারিয়া ব্যক্তিক জামানত দিতে সমর্থ হয় এবং এটি ব্যাংকের গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যক্তিক জামানত বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয় না।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মারিয়া ফ্যাশন হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকের নিকট ১০ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন। ব্যাংক এজন্য তাকে স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক দিতে বলে। তার স্থায়ী সম্পত্তি না থাকায় তার শিল্পপতি চাচা ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক তাকে ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ দিয়েছে।

এরূপ ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক থাকলে ব্যাংক ঋণ ফেরত না পেলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। কিন্তু মারিয়ার ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ না হলে ব্যাংক এরূপ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তাই ঋণ মঞ্জুর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় ব্যাংকের ব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব রঞ্জনের একটি মুরগির খামার আছে। তিনি তার খামারের সকল অর্থ রূপসা ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু সুমন সদ্য প্রতিষ্ঠিত মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য রূপালি ব্যাংকে ঋণের আবেদন করেন। তিনি মৎস্য খামারটি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা কেন প্রয়োজন? ২

গ. জনাব রঞ্জন রূপাসা ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছেন তা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের জামানতের ভিত্তিতে সুমন রূপালি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন? ঋণ প্রদানে এ ধরনের জামানতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক নিজস্ব ও বাইরের উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলে।

খ ব্যাংকের তারল্য বলতে চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দানের ক্ষমতাকে বোঝায়।

ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে। ব্যাংক তহবিলের অন্যতম একটি উৎস হলো গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ। ব্যাংককে চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হয়। তাই ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংককে এরূপ অর্থ পরিশোধ ক্ষমতা বা তারল্য বিবেচনা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব রঞ্জন রূপসা ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ব্যাংক চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত আমানতের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত-ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে জনাব রঞ্জনের একটি মুরগির খামার রয়েছে। তিনি তার খামারের সকল অর্থ রূপসা ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা রাখেন। মুরগির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তিনি তার হিসাবে রক্ষিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চলতি হিসাব থাকার কারণে তিনি তার জমাকৃত অর্থের বাইরে ৫ লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে পেরেছেন। এ বিবেচনায় বলা যায়, তার গৃহীত ঋণটি হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

ঘ উদ্দীপকে সুমন রূপালী ব্যাংক থেকে অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক উভয় জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করেন।

অব্যক্তিক জামানত বলতে ঋণগ্রহীতার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করাকে বোঝায়। অন্যদিকে ব্যক্তিক জামানত বলতে ব্যক্তির নিজস্ব অথবা অন্য কারো ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্রদান করে ঋণ গ্রহণ করাকে বোঝায়।

উদ্দীপকে সুমন তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত মৎস্য খামার প্রকল্পের জন্য রূপালী ব্যাংকে ঋণের আবেদন করেন। তিনি মৎস্য খামারটি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা ছাড়াও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখানে সুমন ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক দুই ধরনের জামানতই রেখেছেন।

তিনি ঋণের জন্য তার স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে মৎস্য খামারটি বন্ধক রাখেন, যা অব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, এ ঋণের জন্য তিনি তৃতীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুপারিশের ব্যবস্থাও করেন। অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিক জামানতের ব্যবস্থা করেন। তাই সুমন অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক উভয় জামানতের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ মি. মোক্তার হোসেন একজন হিমায়িত-খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী। তিনি প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তক্রমে তিনি অতিরিক্ত অর্থসংস্থানের জন্য খুলনা ব্যাংক লি.-এর সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে কেবল উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য হয়, মঞ্জুরিকৃত অর্থের ওপর নয়- এমন ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করতে বলেন। ব্যাংকের ক্রেডিট ম্যানেজার মি. ওয়াহিদ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করেন এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম থাকায় জনাব মোক্তার হোসেনকে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে কোন সমস্যা হবে না বলে জানায়।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১

খ. জমাতিরিক্ত ঋণ কী? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. মোক্তার সাহেব ব্যাংকে কোন ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক কর্তৃক জনাব মোক্তারকে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্তটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক নিজস্ব উৎস ও বাইরের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে যে তহবিল সৃষ্টি করে তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

খ চলতি হিসাব থেকে জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনকেই জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।

চলতি হিসাব মূলত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীদেরকে সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যেই ব্যাংক তাদেরকে তাদের জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এই অতিরিক্ত উত্তোলনকেই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে মোক্তার সাহেব ব্যাংকে নগদ ঋণের জন্য আবেদন করেন।

নগদ ঋণ বলতে পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে, মঞ্জুরকৃত ঋণের ওপর সুদ ধার্য না করে শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য করা হয়।

উদ্দীপকে মি. মোক্তার হোসেন প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেন। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি খুলনা ব্যাংক লি. থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী। তিনি ব্যাংক ম্যানেজারকে জানান যে, তিনি এমন ঋণ চান যেখানে শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধার্য হয়, মঞ্জুরিকৃত অর্থের ওপর নয়। অর্থাৎ তিনি ব্যাংকে নগদ ঋণের জন্য আবেদন করেন। কেননা, নগদ ঋণের ক্ষেত্রে তাকে মঞ্জুরিকৃত ঋণের ওপর সুদ দিতে হবে না। বরং ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর তিনি যত টাকা উত্তোলন করবেন, সেই অর্থের ওপর সুদ দিতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার মাত্রা বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক জনাব মোক্তারকে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক নয়।

ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক জামানত গ্রহণ করে। তবে ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এই নিশ্চয়তা কম পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে মোক্তার হোসেন একজন হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি খুলনা ব্যাংক লি. এর কাছে নগদ ঋণের আবেদন করেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম থাকায় জনাব মোক্তার হোসেনকে ব্যাংক কোনো সম্পত্তি জামানত না রেখেই ঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়।

https://teachingbd24.com

এখানে জামানত হিসেবে ব্যাংক মোক্তার হোসেনের সুনামকে বিবেচনা করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করেছে। এরূপভাবে ঋণ মঞ্জুর করা ব্যাংকের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, অব্যক্তিক বা সম্পত্তি জামানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। কিন্তু এখানে মোক্তার হোসেন ঋণ ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে না। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জনাব মোক্তারকে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তটি ব্যাংকের জন্য যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। কোনো একটি ব্যাংক বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে, এ থেকে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে একটি তহবিলে জমা রাখে। এ ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে ব্যাংকটির যে গৃহীত অর্থ তা থেকে গ্রাহকের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করে। গ্রাহকের কাছে এ ঋণ স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত ঋণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। কারণ এতে সম্পূর্ণ টাকার ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। *[ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজ]*

ক. লিয়েন কী? ১

খ. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফা একটি ব্যাংকের কোন ধরনের উৎস হিসেবে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ব্যাংক প্রদত্ত কোন ধরনের ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লিয়েন বা পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণের জামানতের ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

সহায়ক তথ্য

এ অধিকারের মাধ্যমেই গ্রাহক ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানতকৃত সম্পত্তি ব্যাংক বিক্রয় করতে পারে।

খ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো– তারল্য, নিরাপত্তা, বৈচিত্র্যতা, জামানত, ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ও ঋণ ফেরতের উৎস ইত্যাদি।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে সর্বপ্রথম তারল্য বিবেচনা করতে হবে। কেননা, ব্যাংক পরের অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে বিধায় গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানে ব্যাংক বাধ্য থাকে। তাই যথেষ্ট তারল্য রেখে ব্যাংককে ঋণ প্রদান করতে হয়। আবার, কয়েকটি খাতে ঋণ না দিয়ে বহুখাতে ঋণ প্রদান করা উচিত। ঋণের বিপরীতে যথেষ্ট জামানত আছে কিনা তাও ব্যাংককে বিবেচনা করতে হয়। এছাড়া, গ্রাহকের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, ঋণ ফেরতের উদ্দেশ্য, লাভজনক ইত্যাদি ঋণ মঞ্জুরকালে ব্যাংককে বিবেচনা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুনাফার অংশটি হলো বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, যা ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

আইন অনুযায়ী, সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত মুনাফার ২০% বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। এরূপ বাধ্যতামূলক জমার অংশই বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংকটি বছরে ৫০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। এ মুনাফা হতে ১০০ কোটি টাকা আইন অনুযায়ী ব্যাংকটি একটি তহবিলে জমা রাখে। অর্থাৎ ব্যাংকটি তার মুনাফার ২০% বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তর করে বিধায় এটি বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে বিবেচিত। ব্যাংক এ তহবিল বিজার্ভের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারে। তাই এটি ব্যাংক তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ঘ উদ্দীপকে নগদ ঋণকে অধিক পছন্দনীয় বলা হয়েছে।

নগদ ঋণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্থায়ী সম্পদ বন্ধক বা জামানত রাখতে হয় না। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পণ্য বা গ্রাহকের অস্থায়ী সম্পদের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের ঋণের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংক এরূপ ঋণ গ্রাহকের অস্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ এখানে নগদ ঋণের কথা বলা হয়েছে। কারণ নগদ ঋণের ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখা করা হয়।

নগদ ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকৃত সম্পূর্ণ ঋণের ওপর সুদ ধার্য করা হয় না। এক্ষেত্রে গ্রাহক যত টাকা উত্তোলন করে তার ওপর সুদ ধার্য করা হয়। কিন্তু সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থের ওপরই সুদ ধার্য করা হয়। অর্থাৎ সাধারণ ঋণের চেয়ে নগদ ঋণের শর্ত এবং সুদ ধার্যের বিষয়গুলো অধিক নমনীয় এবং সুবিধাজনক। তাই গ্রাহকদের নিকট নগদ ঋণই অধিক পছন্দনীয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানকে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা নগদে না দিয়ে আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত হিসাব থেকে ১০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করা সত্ত্বেও স্থানান্তরের তারিখ থেকে সম্পূর্ণ টাকার ওপর সুদ গণনা করা হয়। অন্যদিকে জনাব আরমানকে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে। নতুন হিসাব খুলতে হয়নি। এক্ষেত্রে উত্তোলিত টাকার ওপর সুদ গণনা করা হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. পূর্বস্বত্ব কী? ১

খ. ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানের প্রদত্ত ঋণকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আরমানকে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণ, ঋণগ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্বস্বত্ব হলো এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপরীতে গৃহীত জামানতের ওপর ব্যাংক বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

খ চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে বিধায় ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা করতে হয়।

তারল্য বলতে নগদ অর্থ বা সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য সম্পদের পরিমাণকে বোঝায়। ব্যাংক অন্যের অর্থে ব্যবসায় করে। তাই গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক ফেরত দানে বাধ্য থাকে। আর এজন্য ব্যাংককে আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করে ঋণ মঞ্জুর করতে হয়। কেননা, অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করলে ব্যাংকে নগদ অর্থ বা তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে। মূলত আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্যই ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য বিবেচনা করতে হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানের প্রদত্ত ঋণকে ধার বলে।

ধার বলতে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে যে ঋণ প্রদান করে তাকে বোঝায়। বর্তমানে সিকিউরিটিজ, বন্ড, এফডিআর ইত্যাদি জামানত রেখে এরূপ ধার মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে ব্যাংক তহবিল থেকে জনাব রাইয়ানকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এ টাকা নগদে না দিয়ে তার আমানত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত হিসাব থেকে জনাব রাইয়ান ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক সম্পূর্ণ টাকার ওপরই সুদ ধার্য করছে। সাধারণত ধারের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণের অর্থ মঞ্জুর করা হয়। তবে এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ না দিয়ে তা গ্রাহকের আমানত হিসাবে স্থানান্তর করে। এক্ষেত্রে স্থানান্তরের দিন থেকে সম্পূর্ণ টাকার ওপর সুদ ধার্য করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, ব্যাংক রাইয়ানকে সাধারণ ঋণ বা ধার প্রদান করেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে জনাব আরমানকে প্রদত্ত জমাতিরিক্ত ঋণ তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
ব্যাংক সাধারণত তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ পায়। এ অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে জনাব আরমানকে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে নতুন কোনো হিসাব খুলতে হয়নি। ব্যাংক শুধু উত্তোলিত টাকার ওপরই সুদ ধার্য করেছে। অর্থাৎ ব্যাংক আরমানকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করেছে।
এরূপ ঋণের ফলে জনাব আরমান তার স্বল্পমেয়াদি অর্থের চাহিদা মেটাতে পারবেন। এমনকি তিনি যদি ব্যবসায় করেন তাহলে চলতি মূলধনের চাহিদাও এ ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে। এ ঋণ ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয় বিধায় কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয় না। তাই ঋণগ্রহীতা সহজেই এ ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ এরূপ জমাতিরিক্ত ঋণ ঋণগ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণে খুবই উপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ১৫ এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত নির্দেশনার কারণে ব্যাংকটিকে প্রতি বছর নিট মুনাফার কমপক্ষে ২০% সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করতে হয়। অন্যদিকে জনাব মুরাদ একজন শিক্ষিত বেকার। এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড তাকে মুরগির খামার করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। আবার মিসেস আদিবা নামে একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবীকে ফ্রিজ কেনার জন্য ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেয়। এরূপ বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে ব্যাংকটি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছে।
[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী; কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১
খ. "জামানত হলো ঋণের নিশ্চয়তা"-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির সঞ্চিতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব (সঞ্চিতি তহবিল, আমানত) বা বহিস্থ (সাধারণ শেয়ার) উৎস থেকে ব্যাংক যে অর্থ সংগ্রহ করে তার সমষ্টিকে ব্যাংক তহবিল বলা হয়।

খ গ্রাহকের কাছ থেকে ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে জামানত বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ আদায় করতে পারে বিধায় জামানতকে ঋণের নিশ্চয়তা বলা হয়।
ব্যাংক তার গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের সময় এটি ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ জামানত গ্রহণ করে থাকে। গ্রাহক তার ঋণকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ঋণের অর্থের জন্য তলব করে। বারবার তলবের পর গ্রাহক যদি এ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে জামানতকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করে।

গ উদ্দীপকের ব্যাংকটি বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি সংরক্ষণ করে।
ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা থেকে প্রতি বছর ২০% হারে যে তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করতে হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বা তারল্য সঞ্চিতি বলে। এরূপ তহবিল সংস্থান তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক।
উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত নির্দেশনার কারণে ব্যাংকটি প্রতি বছর নিট মুনাফার ২০% সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করে। উক্ত সঞ্চিতি তহবিলটি বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংককেই প্রতি বছর তার মুনাফার ২০% বিধিবদ্ধ তহবিলে রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের তহবিল দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। যা ব্যাংকগুলোর জন্য নিজস্ব মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংকটির মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানে বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যতা সৃষ্টি হয়। যা মোট বিনিয়োগ ঝুঁকিকে হ্রাস করে। ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরকালে বিনিয়োগের বৈচিত্র্যতার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখে।
উদ্দীপকের এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। শিক্ষিত বেকার যুবক জনাব মুরাদকে ব্যাংকটি পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। আবার মিসেস আদিবা নামের একজন স্বল্প আয়ের চাকরিজীবীকে ফ্রিজ কেনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ দেয়। অর্থাৎ এনডিবি ব্যাংকটি উৎপাদন খাত, ভোক্তা ঋণসহ ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করছে।
এনডিবি ব্যাংক লিমিটেড ঋণ মঞ্জুরকালে বৈচিত্র্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকটি ঋণ প্রদানে একটি খাতে কেন্দ্রীভূত হয় নি। যার ফলে একটি খাতের লোকসানে এনডিবি ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত মোট মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যা অন্য খাতের মুনাফা দ্বারা মেটানো যাবে। অর্থাৎ ঋণ দানে বৈচিত্র্যতা অনুসরণ করায় ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা যায়, মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান এনডিবি ব্যাংকের জন্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। ২ জানুয়ারি ২০১৭ তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ঐ দিন তিনি ৬ লক্ষ টাকার চেক কেটে হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তিনি এখন নতুন ইউনিট খোলার জন্য ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[নিট গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. ব্যাংক তহবিল কী? ১
খ. ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মূল্য উৎস কোনটি– ধারণা দাও। ২
গ. মি. রাহী-এর গৃহীত ১ লক্ষ টাকা প্রকৃতি অনুযায়ী কোন ধরণের ঋণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মেয়াদ অনুযায়ী কোন ঋণ গ্রহণ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকের নিজস্ব উৎস ও বাইরের উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ মিলিয়ে যে তহবিলের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাংক তহবিল বলে।

খ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের মূল উৎস হলো পরিশোধিত মূলধন।
সাধারণভাবে নিজস্ব উৎস বলতে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বোঝায়। প্রাথমিকভাবে শেয়ার বিক্রি করে ব্যাংক তার তহবিল সংগ্রহ করে। কেননা, একটি ব্যবসায়ের শুরুতে শেয়ার বিক্রির অর্থ ছাড়া বড় ধরনের তহবিল গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্যই এই শেয়ার বিক্রির অর্থ বা পরিশোধিত মূলধনকে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদিও ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হিসেবে বিবেচিত।

গ উদ্দীপকে মি. রাহী-এর গৃহীত ১ লক্ষ টাকা প্রকৃতি অনুযায়ী জমাতিরিক্ত ঋণ।
ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঐ দিনই ৬ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। অর্থাৎ তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেন। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ব্যাংক ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে। এভাবে জমাঅতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করায় বলা যায়, তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ নিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলতে ৫ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য মঞ্জুরকৃত ঋণকে বুঝায়। শিল্প-কারখানা নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি খাতে এ ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মি. রাহী একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমেই ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদন করেন। তার ব্যবসায়টি লাভজনক হওয়ায় তিনি নতুন ইউনিট খুলতে চান। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য তিনি ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এখানে মি. রাহী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ নিবেন। কেননা, নতুন স্থাপিত ইউনিট হতে প্রত্যাশিত মুনাফার মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আসতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। একইভাবে নতুন ব্যবসায় ইউনিট খোলার জন্য মোটা অঙ্কের তহবিল প্রয়োজন। এ অর্থ স্বল্প মধ্যমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা যায় না। তাই নতুন ব্যবসায় ইউনিটের উদ্দেশ্য, মেয়াদি, বিনিয়োগের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, মি. রাহীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রাজ একজন পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা থেকে একটি বড় আকারের অর্ডার পান। তাই তিনি ব্যাংকে ৫,০০,০০,০০০ টাকা থাকলেও ৭,০০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. বাণিজ্যিক ঋণ কি? ১

খ. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ৪টি পার্থক্য লিখ? ২

গ. মি. রাজ ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ সংগ্রহ করেছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ঋণ গ্রহণে মি. রাজের কোন ধরনের জামানত বিবেচিত হয়েছে? এটি কী ব্যাংকের জন্য নিরাপদ? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দেশের শিল্প-কারখানা পরিচালনা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণই হলো বাণিজ্যিক ঋণ।

খ ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ৪টি পার্থক্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	ডেবিট কার্ড	ক্রেডিট কার্ড
১.	ডেবিট কার্ড গ্রহণে ব্যাংক হিসাব থাকা আবশ্যক।	ক্রেডিট কার্ড গ্রহণে ব্যাংক হিসাব থাকা আবশ্যক নয়।
২.	ডেবিট কার্ডে ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকে না।	ক্রেডিট কার্ডে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকে।
৩.	ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকা সাপেক্ষে উত্তোলন করা যায়।	ক্রেডিট কার্ডে অর্থ জমা না থাকলেও উত্তোলন করা যায়।
৪.	ডেবিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বা বাৎসরিক ব্যয় তুলনামূলক কম।	ক্রেডিট কার্ডের সার্ভিস চার্জ বা বাৎসরিক ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

গ উদ্দীপকে মি. রাজ ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহ করেছেন।

ব্যাংক সাধারণত চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। এ হিসাবের গ্রাহকগণ তাদের হিসাবে জমাকৃত অর্থের অধিক অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান। এ অধিক পরিমাণ উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে রাজ একজন পোশাক রপ্তানিকারক। তিনি আমেরিকা থেকে একটি বড় আকারের অর্ডার পান। ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই তিনি ব্যাংক হতে তার হিসাবের মাধ্যমে ৭,০০,০০,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ তিনি তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ পেয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে ঋণ গ্রহণে মি. রাজের ব্যক্তিক জামানত বিবেচিত হয়েছে, যা ব্যাংকের জন্য নিরাপদ নয়।

ব্যক্তিক জামানত বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পত্তির পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রাজ পোশাক রপ্তানি করেন। সম্প্রতি তিনি বড় আকারের একটি রপ্তানি অর্ডার পান। তাই তিনি তার ব্যাংক হিসাব হতে ৭ কোটি টাকা উত্তোলন করেন। তবে এ ৭ কোটির মধ্যে ৫ কোটি টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল। অর্থাৎ তিনি ২ কোটি টাকা জমাতিরিক্ত ঋণ নিয়েছেন।

এরূপ ঋণের ক্ষেত্রে, মি. রাজ কোনো ধরনের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জমা রাখেননি। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত সুনামই ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কোনো ধরনের সম্পত্তি জামানত না থাকায় ব্যাংক ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তাই বলা যায়, এরূপ ঋণ ব্যাংকের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়েন। ব্যবসায় শুরুর এক বছর পর কারখানার জন্য নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করতে তিনি অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]

ক. ভোক্তা ঋণ কী? ১

খ. 'সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়' কেন? ২

গ. জনাব হানিফ শেয়ার ছেড়ে কোন ধরনের তহবিলের সংস্থান করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হানিফ যে ধরনের ঋণ নিয়েছেন তুমি কি তা সমর্থন করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে ভোক্তা ঋণ বলে।

সহায়ক তথ্য

ফ্রিজ, গৃহস্থালী জিনিসপত্র ক্রয়ে প্রদত্ত ঋণ হলো ভোক্তা ঋণ।

খ সুনামধারী ব্যক্তিদেরকে ব্যাংক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে থাকে।

জামানত হলো ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা। ব্যাংক সাধারণত জামানত ছাড়া কোনো ঋণ মঞ্জুর করে না। তবে ঋণের পরিমাণ ও গ্রাহকের ভিন্নতার বিচারে জামানতেরও তারতম্য ঘটে। কখনো কখনো জামানত ছাড়া শুধু সুনামের ওপর ভিত্তি করেও ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এছাড়া চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকেও ব্যাংক জামানত ছাড়াই জমাতিরিক্ত ঋণ দেয়। তাই বলা যায়, সব ঋণে জামানত বাধ্যতামূলক নয়।

গ উদ্দীপকে জনাব হানিফ শেয়ার ছেড়ে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সংস্থান করেছেন।

দীর্ঘমেয়াদি তহবিলে সাধারণত ৫ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য অর্থ সংস্থান করা হয়। মূলত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ তহবিল ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়েন। অর্থাৎ তিনি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন। সাধারণ শেয়ারের অর্থ কোম্পানির বিলোপসাধনের পূর্বে ফেরত দেয়া হয় না। অর্থাৎ এখানে শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব হানিফ শেয়ারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সংস্থান করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব হানিফ স্বল্পমেয়াদি ঋণ বা নগদ ঋণ নিয়েছেন, যা সমর্থনযোগ্য নয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে যে ঋণ প্রদান করে তা নগদ ঋণ হিসেবে বিবেচিত। এ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর হয় বিধায় একে স্বল্পমেয়াদি ঋণও বলা হয়ে থাকে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জনাব হানিফ একজন নবীন শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি কারখানার জন্য নতুন বিল্ডিং করতে চান। তাই তিনি অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেন।
অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ নেয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি নগদ ঋণ বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়েছেন। এ ঋণের মেয়াদ অল্প হওয়ায় তিনি এ ঋণের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে সুবিধা পাবেন না। কেননা, স্বল্প সময়ে এ ঋণের অর্থ ফেরত দিতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব হানিফের গৃহীত ঋণটি সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব সুমন একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে ১০টি গাড়ি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁর বর্তমান এবিসি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে ২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আজিমও ব্যাংককে জনাব সুমনের পরিশোদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র কী? ১
খ. ব্যাংক কখন অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সুমন গাড়ি বন্ধক রেখে কোন ধরনের ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব আজিম কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা ঋণ প্রদানে ব্যাংককে কতটুকু প্রভাবিত করবে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রত্যয়পত্রের গ্রহীতা ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা বা প্রতিনিধির নিকট হতে একবারেই প্রত্যয়পত্রের সম্পূর্ণ অর্থ উঠিয়ে নেয় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে।

খ বড় ধরনের ঋণ বা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে।
মূলত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকতর নিশ্চয়তা লাভের জন্যই ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে। অতিরিক্ত জামানত বলতে স্বাভাবিক জামানতের বাইরে অতিরিক্ত জামানত রাখাকে বোঝায়। সাধারণত শেয়ার, সিকিউরিটিজ, সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি অতিরিক্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বড় কোনো ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ব্যাংক এরূপ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জামানতের বাইরে অতিরিক্ত জামানত গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে জনাব সুমন গাড়ি বন্ধক রেখে নগদ ঋণ নিয়েছেন।
নগদ ঋণ মূলত ব্যবসায়ের পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাহককে উত্তোলিত টাকার ওপরেই সুদ প্রদান করতে হয়।
উদ্দীপকে জনাব সুমন একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশ থেকে ১০টি গাড়ি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য তিনি গাড়িগুলো এবিসি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে ২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখানে, জনাব সুমন গাড়ি ব্যবসায়ী বিধায় আমদানিকৃত গাড়িগুলো হলো তার ব্যবসায়ের পণ্য। অর্থাৎ তিনি তার ব্যবসায়ের পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছেন, যা নগদ ঋণ হিসেবে বিবেচিত। কেননা, নগদ ঋণের ক্ষেত্রেই এরূপ অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আজিম কর্তৃক প্রদত্ত ব্যক্তিক নিশ্চয়তা ঋণ প্রদানে ব্যাংককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।
ব্যক্তিক নিশ্চয়তা হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির সুনাম, সামাজিক মর্যাদা ও তার আর্থিক সচ্ছলতাকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
উদ্দীপকে গাড়ি ব্যবসায়ী সুমন এবিসি ব্যাংকের নিকট ঋণের আবেদন করেন। তিনি আমদানিকৃত গাড়ি ব্যাংকের নিকট জামানত রাখেন। এছাড়া স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আজিমও ব্যাংককে জনাব সুমনের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। এখানে, জনাব আজিম ব্যাংককে ব্যক্তিক জামানত প্রদান করেছে। তিনি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হওয়ায় ব্যাংক জনাব আজিমের সুনাম ও আর্থিক সচ্ছলতাকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করেছে। এখানে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গাড়ি জামানতের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতও পেয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যাংকের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। তাই এরূপ জামানত ঋণ প্রদানে এবিসি ব্যাংককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। ধানের মৌসুমে অধিক পরিমাণ ধান সংগ্রহের জন্য তার ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি ভোলা সদর শাখার সোনালী ব্যাংক থেকে ২ মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। ধান থেকে চাল তৈরি এবং সেই চাল দেশের বড় বড় শহরে সরবরাহ করে তিনি ঋণটি পরিশোধ করতে সমর্থ হন।

[ভোলা সরকারি কলেজ]

ক. নগদ ঋণ কী? ১
খ. 'আমানতই ব্যাংকের জীবনীশক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আরিফ মেয়াদের ভিত্তিতে কোন মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন— ঋণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সোনালী ব্যাংকের ঋণ জনাব আরিফের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষত পণ্য বন্ধকের বিনিময়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদের যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

খ ব্যাংক জনগণের আমানতকৃত অর্থ ঋণ অথবা বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে বিধায় একে ব্যাংকের জীবনীশক্তি বলা হয়।
ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এ আমানতকৃত অর্থ দ্বারা ব্যাংক তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকেই ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগও করে। এভাবে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। আমানত সংগ্রহের পরিমাণ কম হলে ব্যাংকের মুনাফা অর্জন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই একে ব্যাংকের জীবনীশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফ মেয়াদের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন।
স্বল্পমেয়াদি ঋণ বলতে অত্যন্ত কম সময়ের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদেরকে যে ঋণ দেয় তাকে বোঝায়। এ ঋণ সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদের জন্য হতে পারে।
উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি ভোলা সদর শাখার সোনালী ব্যাংক থেকে দুই মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সাধারণত, স্বল্পমেয়াদি ঋণের মেয়াদ ১ বছরের কম হয়ে থাকে। এখানে আরিফ ২ মাসের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন, যা ১ বছরের চেয়ে কম। তাই বলা যায়, এটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সোনালী ব্যাংকের ঋণ আরিফের জন্য চলতি মূলধনের সংস্থান ও ব্যবসায়ের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যাংক ঋণ বলতে নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোঝায়। এটি যেকোনো ব্যবসায়েই চলতি মূলধনের বা স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে জনাব আরিফ একজন চাল ব্যবসায়ী। ধানের মৌসুমে অধিক পরিমাণ ধান সংগ্রহের জন্য তার ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি সোনালী ব্যাংক থেকে ২ মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ধান থেকে তৈরিকৃত চাল বিক্রির অর্থ দিয়ে তিনি এ ঋণ পরিশোধ করেন।

https://teachingbd24.com

এখানে, চাল ব্যবসায়ী জনাব আরিফের স্বল্পমেয়াদের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। মূলত তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন ছিল। এ ঋণের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায়ে চলতি মূলধন সংস্থান করতে পেরেছেন। এ ঋণ না পেলে তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম ব্যহত হতো। এ ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে জনাব আরিফ মুনাফা অর্জনের সক্ষম হয়েছেন। এভাবে অর্জিত মুনাফা দ্বারাই পরবর্তীতে তিনি ঋণের অর্থ পরিশোধ করেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব নাফিস একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের চলতি মূলধনজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য তার অস্থাবর সম্পত্তি (কাঁচামাল ও পণ্য) বন্ধক রেখে সোনালী ব্যাংক লি.-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র উত্তোলিত অর্থের উপর সুদ প্রদান করবেন। অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক লি. স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে যেয়ে দেখতে পেল বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সুদের হার ২% বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে ঋণ খাতে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে ব্যাংকটির ধারণা।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১

খ. 'ই'-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের বিবিধ আয় বৃদ্ধি পায়– আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নাফিস কোন ধরনের ঋণ বা আগাম গ্রহণ করেছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির কথা বলা হয়েছে। অর্থনীতিতে তার প্রভাব আলোচনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন- কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক ইত্যাদি বিশেষায়িত ব্যাংক।

খ "ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিবিধ আয় বৃদ্ধি পায়" –উক্তিটি যথার্থ।

ই-ব্যাংকিং বলতে ইলেকট্রনিক বা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ব্যবস্থায় সহজে ও কম সময়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়। যে সকল ব্যাংকে এরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে সেসকল ব্যাংকে আধুনিক সেবা গ্রহণের জন্য নতুন নতুন গ্রাহক সমাগম ঘটে। ফলে ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ ও ঋণ বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যাংকের আয়ও বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে জনাব নাফিস 'নগদ ঋণ' গ্রহণ করেছেন।

নগদ ঋণ বলতে গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি (বিশেষত পণ্য) বন্ধকের বিনিময়ে মঞ্জুরকৃত ঋণকে বুঝায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের টাকা গ্রাহককে নগদে না দিয়ে নগদ ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করে দেয়। এ ঋণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে স্থানান্তরিত সম্পূর্ণ টাকার পরিবর্তে শুধু উত্তোলিত টাকার ওপর সুদ ধার্য করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব নাফিস একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ে হঠাৎ চলতি মূলধনের সংকট দেখা দেয়। তাই তিনি তার অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে সোনালী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী তিনি শুধু উত্তোলিত অর্থের ওপরই সুদ প্রদান করবেন। এখানে তার জামানতকৃত কাঁচামাল ও পণ্য এবং ঋণের শর্ত বিবেচনায় বলা যায়, তিনি নগদ ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির কথা বলা হয়েছে।

ব্যাংক হার বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সে হারকে বোঝায়। এ হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে-ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে সোনালী ব্যাংক লি. স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সুদের হার ২% বৃদ্ধি করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে ঋণ দেয়, সে ঋণের সুদের হার বা ব্যাংক হার ২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক হার বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করবে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। অর্থাৎ বাজারে ঋণের পরিমাণ আধিক্য বা অত্যধিক হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নীতি অনুসরণ করে কাম্য ঋণস্তর বজায় রাখে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. রফিক বড় শিল্পপতি। সান ব্যাংকে তার লেনদেন। উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে কোনো বস্তুগত জামানত ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অধিক অর্থ চেকে উত্তোলনের সুযোগ দিয়েছে। মি. রফিকের ব্যবসায় বেড়ে যাওয়ায় তাকে এখন অনেক বেশি পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি ও প্রস্তুত পণ্য মজুদ রাখতে হচ্ছে। তাই তিনি চলতি মূলধনের সংকটে রয়েছেন। পূর্বের মঞ্জুরকৃত ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধির কথা বললে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে ভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. ঋণ বিশ্লেষণে আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনা মুখ্য কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সান ব্যাংক মি. রফিককে তার তহবিল থেকে কোন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংক ম্যানেজার মি. রফিককে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মুল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলা হয়।

খ প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া নির্ভর করে আবেদনকারীর অবস্থার ওপর এবং তাই ঋণ বিশ্লেষণে এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঋণ বিশ্লেষণ বলতে ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের কাজকে বুঝায়। এরূপ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা মূলত ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা যাচাই-বাছাই করা হয়। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নির্ভর করে ঋণ আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থার ওপর। এজন্যই ঋণ বিশ্লেষণে আবেদনকারীর অবস্থা বা তার আর্থিক অবস্থা মুখ্যভাবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে সান ব্যাংক মি. রফিককে জমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনই হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

উদ্দীপকে মি. রফিক একজন বড় শিল্পপতি। তিনি সান ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকেন। উক্ত ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে জামানত ছাড়াই অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলনের সুযোগ দিয়েছে। অর্থাৎ তিনি তার চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের পর আরো ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন। এ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, সান ব্যাংক কর্তৃক মি. রফিককে প্রদত্ত ঋণটি হলো জমাতিরিক্ত ঋণ।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রফিককে নগদ ঋণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

নগদ ঋণ বলতে ব্যাংক তার গ্রাহকদের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের বিনিময়ে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে বোঝায়। মূলত ব্যবসায়ের চলতি মূলধনজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য এ ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. রফিক সান ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পাদন করেন। সান ব্যাংকে তার চলতি হিসাব থাকায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা তিনি পাচ্ছেন। বর্তমানে তার ব্যবসায়ের পরিধি বড় হওয়ায় তিনি এ ঋণ সীমা ১০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধির কথা বলেন। তখন ব্যাংক ম্যানেজার তাকে ভিন্ন পরামর্শ দেন।

https://teachingbd24.com

এখানে ব্যাংক ম্যানেজার তাকে নগদ ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তার ব্যবসায়ের মজুদকৃত পণ্য বন্ধক রেখে তিনি এ ঋণ পেতে পারেন। আবার, চলতি মূলধনের সংকট নিরসনে অন্যান্য ঋণের তুলনায় নগদ ঋণ বেশি সুবিধাজনক। এতে মূলধন ব্যয় কম হয় এবং নামমাত্র জামানত দিতে হয়। তাই বলা যায়, ব্যাংক ম্যানেজার যে পরামর্শ দিয়েছেন তা যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আকাশ তার পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ চায়। তার বাবা গ্রাম্য মহাজন থেকে উচ্চ হার সুদ ঋণ নিতে বলে। কিন্তু তার শ্রেণি শিক্ষক তাকে তার গ্রামের ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দেন।

[নোয়াখালী সরকারি কলেজ]

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝ? ২

গ. আকাশ ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ পাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মহাজনের পরিবর্তে আকাশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত কী সঠিক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত বিধি-বিধান হলো ব্যাসেল-২।

ব্যাসেল-২ মূলত ব্যাসেল-১ এর পরিমার্জিত রূপ। বাণিজিক ব্যাংকের ঝুঁকি অনুপাতে মূলধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে আন্তর্জাতিকভাবে একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়। সেই ফ্রেমওয়ার্কই ব্যাসেল-১ ও ব্যাসেল-২ নামে পরিচিত। এই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল রাখার জন্য বাধ্য করে। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক থেকে আকাশ অবাণিজ্যিক ঋণ পাবে।

বাণিজ্যক উদ্দেশ্যের বাইরে যে ঋণ প্রদত্ত হয় তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ বলে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রয়, শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মঞ্জুরকৃত ঋণ অবাণিজ্যিক ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য আকাশের অর্থের প্রয়োজন। তার বাবা তাকে গ্রাম্য মহাজন থেকে উচ্চ হার সুদ ঋণ নিতে বলে। কিন্তু, তার শিক্ষক তাকে গ্রামের একটি ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহের পরামর্শ দেন। ব্যাংক মূলত অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাহককে ঋণ দিয়ে থাকে। এখানে, আকাশ তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ নিবেন বিধায় বলা যায় ব্যাংক তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ প্রদান করবে।

ঘ উদ্দীপকে মহাজনের পরিবর্তে আকাশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

ঋণ বলতে অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়, যা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফেরত দেয়া হবে। এ ঋণ গ্রাম্য মহাজন কিংবা ব্যাংক যেকোনো উৎস থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

উদ্দীপকে আকাশ তার পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার বাবা তাকে গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ নেয়ার পরামর্শ দেয়। অপরদিকে, তার শ্রেণী শিক্ষক তাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরামর্শ দেন।

এখানে, মহাজন থেকে ঋণ নিলে আকাশকে উচ্চ হারে সুদ দিতে হতো। অপরদিকে, ব্যাংকের সুদের হার তুলনামূলক অনেক কম। এছাড়া, গ্রাম্য মহাজনগণ যেকোনো সময় ঋণের অর্থ ফেরত চাইতে পারে। কিন্তু, ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয় বিধায় এটি বেশি সুবিধাজনক। তাই বলা যায়, গ্রাম্য মহাজনের পরিবর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৪ পদ্মা ব্যাংক পূর্বস্বত্ব বন্ধকের আওতায় জনাব সজলকে ১৫ বছরের জন্য ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত অনুযায়ী জনাব সজলের সেভিং সার্টিফিকেট বন্ধক হিসেবে ব্যাংকের দখলে আছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে জনাব সজল অপারগ হন। ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করে। আদালত সজলের পূর্বস্বত্ব বন্ধকটির ধরন বিবেচনা করে ব্যাংকের আবেদন বাতিল করে।

[সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ]

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১

খ. ঋণের বিপরীতে ব্যাংক কেন জামানত গ্রহণ করে? ২

গ. মেয়াদের ভিত্তিতে জনাব সজলের ঋণটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বন্ধকটি কোন ধরনের পূর্বস্বত্ব বিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাংক সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারেনি? যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র প্রাপকের অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা অন্য শাখাকে যে লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

খ ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ করে।

ব্যাংক সাধারণত অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। ঋণগ্রহীতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংক অব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতার বা তার পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সুনাম, চরিত্র, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি ব্যাংক ব্যক্তিক জামানত হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। গ্রাহক গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানত বিক্রয় করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব সজলের ঋণটি মেয়াদের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলতে পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য মঞ্জুরকৃত ঋণকে বোঝায়। এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত ঋণগ্রহীতার স্থায়ী সম্পদ জামানত রাখে।

উদ্দীপকে জনাব সজল পূর্বস্বত্ব বন্ধকের আওতায় পদ্মা ব্যাংক থেকে ১৫ বছরের জন্য ঋণ নেন। ঋণের শর্ত অনুযায়ী, জনাব সজল তার সেভিংস সার্টিফিকেট জামানত হিসেবে ব্যাংকের কাছে জমা রাখেন। অর্থাৎ এখানে তিনি একদিকে স্থায়ী সম্পদ জামানত রেখেছেন এবং অন্যদিকে ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য ঋণ নিয়েছেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জনাব সজলের গৃহীত ঋণটি হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।

ঘ উদ্দীপকের বন্ধকটি সাধারণ পূর্বস্বত্ব হওয়ায় ব্যাংক সেভিংস সার্টিফিকেটটি বিক্রি করতে পারেনি।

পূর্বস্বত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিপক্ষে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর ব্যাংকের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিকার বলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রাহকের সম্পত্তি ব্যাংক নিজের দখলে রাখবে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকলে ব্যাংক ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করার কোনো অধিকার পায় না।

উদ্দীপকে জনাব সজল পদ্মা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। পূর্বস্বত্ব গ্রহণের আওতায় জনাব সজল তার সেভিংস সার্টিফিকেট ব্যাংকের নিকট জমা রেখেছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংক তার সেভিংস সার্টিফিকেটটি বিক্রয় করতে চায়। এ জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হলে আদালত ব্যাংকের আবেদন বাতিল করে দেয়।

এখানে, জনাব সজল সেভিংস সার্টিফিকেট বন্ধক রাখায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি সাধারণ পূর্বস্বত্বের আওতাভুক্ত। আর সাধারণ পূর্বস্বত্বের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি আটকে রাখতে পারে, কিন্তু বিক্রি করার অধিকার পায় না। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, সজলের বন্ধকটি সাধারণ পূর্বস্বত্ব হওয়ায় ব্যাংক তা বিক্রি করতে পারেনি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ সিরাজগঞ্জে শাহিন মিয়া একজন সুনামধারী মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। তিনি সব সময় চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। গত তিন বছর তিনি ৩ কোটি টাকা আয় করেছেন। এ বছর তিনি সুইডেনে মাছ রপ্তানির জন্য যোগাযোগ করেছেন এবং একটি অর্ডারও পেয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে তিনি একটি ব্যাংকের সাথে কথা বলেছেন। *[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. বিদেশে অর্থ প্রেরণ কাকে বলে? ১

খ. ই-মেইল ট্রান্সফার কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. শাহিন মিয়া ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক সমস্যা মি. শাহিন মিয়া কিভাবে সমাধান করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কোনো উপায়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করার কাজকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

খ ই-মেইল ট্রান্সফার হলো বিদেশে অর্থ প্রেরণের একটি উপায় বা পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে প্রেরক ফিসহ অর্থ ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক প্রেরককে একটা গোপন কোড প্রদান করে। অতঃপর ব্যাংক ই-মেইলের মাধ্যমে বিদেশস্থ শাখা বা প্রতিনিধিকে তথ্য ও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রাপক ব্যাংকের শাখায় উক্ত কোড জানানোর মাধ্যমে সরাসরি অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এ প্রক্রিয়াটিই হলো ই-মেইল ট্রান্সফার।

গ উদ্দীপকে মি. শাহন মিয়া ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলেছেন।

চলতি হিসাব হলো এমন হিসাব যেখানে গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। এ হিসাবের গ্রাহকগণ প্রয়োজনে অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগও পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে শাহিন মিয়া একজন স্বনামধন্য মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। তিনি সবসময় চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে শাহিন মিয়ার যেকোনো সময় লেনদেন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যাংক হিসাব খুলেছেন যেখানে অর্থ জমাদান বা উত্তোলনে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এসকল বিষয় পর্যালোচনা করে বলে যায়, তিনি চলতি হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করেন। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যবসায়ীদের জন্য চলতি হিসাব অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে বিধায় তিনি চলতি হিসাবই খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. শাহিন মিয়া জমাতিরিক্ত ঋণের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে জমাকৃত আমানতের অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দেয়। এ অতিরিক্ত উত্তোলনই জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে শাহিন মিয়া একজন মৎস্য খামার ব্যবসায়ী। এ বছর তিনি সুইডেনে মাছ রপ্তানির জন্য একটি অর্ডার পেয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধনের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাংকের সাথে কথা বলেছেন। এখানে তিনি ব্যাংকের চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদন করেন। চলতি হিসাবের গ্রাহক বিধায় তিনি জমাতিরিক্ত ঋণ পাবেন। কেননা, চলতি হিসাবের গ্রাহকরা এ সুবিধা পেয়ে থাকে। একইভাবে শাহিন মিয়া এ জমাতিরিক্ত ঋণ দিয়ে তার ব্যবসায়ের পর্যাপ্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মি. রহমানকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল ঋণের জামিনদার হন। মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থের চেক হস্তান্তরকালে ব্যাংক ম্যানেজার মি. রহমানকে বলেন, 'জামান সাহেবের মতো জামিনদার থাকলে ঋণ দিতে কোনো চিন্তা করতে হয় না।' *[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক জামাতিরিক্ত কী? ১

খ. ব্যাংক কেন জামানত গ্রহণ করে? ২

গ. উল্লিখিত ক্ষেত্রে ব্যাংক কোন ধরনের জামানতের বিপরীত ঋণ মঞ্জুর করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যকে কি তুমি সঠিক মনে করো? মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক তার চলতি হিসাবের গ্রাহকদেরকে তাদের জমাকৃত আমানতের বাইরে যে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বলে।

খ ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে।

জামানত বলতে ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট যে সম্পদ জমা রাখে তাকে বোঝায়। ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ ফেরতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংক এ জামানত বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারবে। এতে ব্যাংক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া জামানত থাকলে ঋণগ্রহীতা জামানতকৃত সম্পদ উদ্ধারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ঋণের অর্থ ফেরত দিতে আগ্রহী হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা যে নিজস্ব নিশ্চয়তা অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে তাই ব্যক্তিক জামানত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিবর্তে নিশ্চয়তা প্রদানকারীর চরিত্র, সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি জামানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে ব্যাংক মি. রহমানকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ঋণের শর্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল ঋণের অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা দেন। অর্থাৎ এখানে মি. রহমানকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো ধরনের সম্পত্তি বন্ধক নেয়নি। এক্ষেত্রে মি. রহমানের পরিচিত এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর মৌখিক নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যাংক তাকে ঋণ প্রদান করে। তাই ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করায় বলা যায়, ব্যাংক এক্ষেত্রে ব্যক্তিক জামানত নিয়ে ঋণ দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যটি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক মূলত পরের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করে। ব্যাংক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক উভয় জামানতের ভিত্তিতেই ঋণ প্রদান করে। তবে ব্যক্তিক জামানত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে মি. রহমান ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে এ ঋণ মঞ্জুর করেছে। ঋণের অর্থ প্রদানকালে ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, জামান সাহেবের মতো জামিনদার থাকলে ঋণ দিতে কোনো চিন্তা করতে হয় না।

এরূপ ব্যক্তিক জামানতের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেয়া ব্যাংকের জন্য যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ। কেননা, মি. রহমান ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে না। অব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার বন্ধককৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা নিতে পারবে না বিধায় ব্যাংক ম্যানেজারের বক্তব্যটি সমর্থনযোগ্য নয়।

Teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-৭: ব্যাংক তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

১৫৩ যেকোনো ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ক গ্রাহক খ হিসাব
গ জামানত ঘ অর্থ **ঘ**

১৫৪. ব্যাংকের নিজস্ব মূলধনের প্রথম ও প্রধান উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
ক বিধিবদ্ধ রিজার্ভ
খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ
গ পরিশোধিত মূলধন
ঘ সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল **গ**

১৫৫. স্বল্পমেয়াদি তহবিলের প্রধান উৎস কী? (জ্ঞান)
ক পরিশোধিত মূলধন খ অবণ্টিত মুনাফা
গ সঞ্চিতি তহবিল ঘ আমানত **ঘ**

১৫৬. একটি ব্যাংকের জীবনীশক্তির মূল উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
ক জামানাত খ ঋণ
গ আমানত ঘ তহবিল **গ**

১৫৭. কোনটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ? (জ্ঞান)
ক ধার খ নগদ ঋণ
গ ওভারড্রাফট ঘ তলবি ঋণ **ক**

১৫৮. ব্যাংকের আগাম কী? (জ্ঞান)
ক ঋণ খ দেনা
গ পাওনা ঘ বিনিয়োগ **ক**

১৫৯. ব্যাংকের চাহিবামাত্র দেয় ঋণের গ্রাহক কে? (জ্ঞান)
ক ব্যবসায়ী
খ শেয়ার বাজারের সদস্য
গ গৃহিনী ঘ চাকরিজীবী **খ**

১৬০. ব্যাংকের ঋণপত্র ব্যাংকের জন্য কোনটি বহন করে? (অনুধাবন)
ক অর্থ খ সুনাম
গ মুনাফা ঘ বিশ্বস্ততা **খ**

১৬১. পে-অর্ডার কেন ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক অর্থ গ্রহণের জন্য
খ স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য
গ মুনাফা বৃদ্ধির জন্য
ঘ অর্থের নিরাপত্তার জন্য **খ**

১৬২. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে কে? (জ্ঞান)
ক রপ্তানিকারক খ আমদানিকারক
গ রপ্তানিকারকের ব্যাংক
ঘ আমদানিকারকের ব্যাংক **ঘ**

১৬৩. কোন ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে C.C হিসাব খুলতে হয়? (অনুধাবন)
ক সাধারণ ঋণ খ ব্যাংক ঋণ
গ নগদ ঋণ ঘ ব্যাংক ওভারড্রাফট **গ**

১৬৪. উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক তারল্য খ অধিক মূল্য
গ স্থানান্তরযোগ্যতা ঘ নির্বাচনযোগ্যতা **ক**

১৬৫. বিভিন্ন প্রকার সিকিউরিটিজ ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কোন ধরনের জামানতের উদাহরণ? (অনুধাবন)
ক ব্যক্তিক জামানত খ অব্যক্তিক জামানত
গ অতিরিক্ত জামানত ঘ মূলবান জামানত **খ**

১৬৬. সাধারণ পদ্ধতিগত দিক হতে কোন ধরনের জামানতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ব্যক্তিক জামানত খ অব্যক্তিক জামানত
গ স্থায়ী জামানত ঘ অস্থায়ী জামানত **খ**

১৬৭. পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন কী? (জ্ঞান)
ক জামানতের ওপর ঋণগ্রহীতার অধিকার
খ জামানতের ওপর ঋণদাতার অধিকার
গ জামানতের ওপর আদালতের অধিকার
ঘ জামানতের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধিকার **খ**

১৬৮. কোন ধরনের যোগ্যতা বিবেচনা পূর্বক ব্যাংক ব্যক্তিক জামিনদার গ্রহণ করে? (অনুধাবন)
ক বিক্রয়যোগ্যতা
খ আর্থিক সামর্থ্যও সচ্ছলতা
গ মূল্য ঘ তারল্য **খ**

১৬৯. ব্যাংক তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হলো — (অনুধাবন)
i. সঞ্চিতি তহবিল
ii. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
iii. সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৭০. ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সফলতা নির্ভর করে — (অনুধাবন)
i. ঋণগ্রহীতার সততার ওপর
ii. আর্থিক সচ্ছলতার ওপর
iii. ঋণের উদ্দেশ্যের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

১৭১. ব্যাংক সাধারণত অগ্রিম বা ঋণদানের ব্যাপারে বিবেচনা করে — (অনুধাবন)

i. ঋণের অর্থ ফেরত পাবার নিরাপত্তা
ii. ব্যাংকের মুনাফা
iii. ব্যাংকের তারল্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭২. ব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় — (অনুধাবন)

i. মক্কেলের সামাজিক মর্যাদা
ii. মক্কেলের আর্থিক সচ্ছলতা
iii. মক্কেলের চরিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৭৩. ব্যাংক ঋণের জামানত হিসাবে অধিক প্রাধান্য দেয় — (অনুধাবন)

i. পণ্যদ্রব্য
ii. স্থাবর সম্পত্তি
iii. শেয়ার, স্টক, ঋণপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৭৪. ঋণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ হলো — (অনুধাবন)

i. পূর্ব সতর্কীকরণ সংকেত
ii. ঋণ ঝুঁকি গ্রেড
iii. ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭৫ ও ১৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সমাজের কয়েকজন বিত্তশালী লোক সুমনা নামের একটি ব্যাংক গঠন করেছিলেন এবং সেই ব্যাংকের তহবিল তারা বিভিন্নভাবে গঠন করতেন। জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ এবং ঋন প্রদান কার্যক্রম ভালোভাবে সম্পাদন করায় সুমনা ব্যাংক এখন দেশের অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

১৭৫. সুমনা ব্যাংকটি তহবিল গঠনে নিজস্ব তহবিল ছাড়াও কোন্ তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিল? (প্রয়োগ)

ক সঞ্চিতি তহবিল খ ঋণকৃত তহবিল
গ জমাকৃত তহবিল ঘ আমানত তহবিল **খ**

১৭৬. সুমনা ব্যাংকটি যেসব দলিল বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আমানত সনদ
ii. ব্যাংক সনদ
iii. সেভিংস বন্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. চৌধুরী বন্ড মার্কেটের অন্যতম ব্যবসায়ী। বিভিন্ন বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি কেনেন এবং সুবিধা মতো স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা বিক্রয় করেন।

১৭৭. মি. চৌধুরীর জন্য সুবিধাজনক ঋণ হতে পারে — (প্রয়োগ)

i. জমাতিরিক্ত ঋণ
ii. চাহিবামাত্র দেয় ঋণ
iii. স্বল্পমেয়াদি নোটিশে দেয় ঋণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. ফকরুল ইসলামের ব্যাংকে ৫ কোটি টাকা জমা আছে। তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় ব্যাংকের নিয়ম অনুসরন করে ৭ কোটি টাকা উত্তোলন করেছেন।

১৭৮. মি. ফকরুলের ২ কোটি টাকা ঋণকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক ধার খ নগদ ঋণ
গ বন্ধকী ঋণ ঘ জমাতিরিক্ত ঋণ **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিবেচনা ব্যাংক পূর্বের কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখল যে, তাদের ব্যাংকের কুঋণের পরিমাণ বিগত দশ বছরের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকটি মূলত ঋণ নীতি নির্দেশক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও ঝুঁকি গ্রেড পদ্ধতি অনুসরণ করে।

১৭৯. বিবেচনা ব্যাংক ঋণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি অনুসরণ করে না? (প্রয়োগ)

ক পূর্ব সতর্কীকরণ সংকেত
খ গ্রেডিং পদ্ধতি
গ কোম্পানি রেটিং
ঘ আর্থিক ঝুঁকি অনুসরণ **ক**

১৮০. যদি ব্যাংকটি পূর্ব সতর্কীকরণ সংকেত ঋণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতো, তবে ব্যাংকটি কোন ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারত? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক CRM গ্রহণের সুবিধা
খ CRG হ্রাসের সম্ভাবনা কমার সুবিধা
গ CPG অনুসরণের সুবিধা
ঘ কু-ঋণের পরিমাণ কমার সুবিধা **খ**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৮: বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা

প্রশ্ন ▶১ জনাব সোহেল খুলনায় 'সোহেল এ্যাপারেলস লি.' নামে একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি অর্ডারের বিপরীতে তিনি ছয় লাখ ডলারের একটি ড্রাফট (Receipt) পেয়েছেন। অন্যদিকে স্বীকৃতি (Letter of credit) দিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত সাত লাখ টাকার কাপড়ের মূল্য তাকে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। *[রা. বো. '১৭]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রপ্তানির বিপরীতে গৃহীত ড্রাফটের অর্থ জনাব সোহেল কীভাবে সংগ্রহ করবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধে সোহেল কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময় হার নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

দুটি দেশের মুদ্রার মূল্যের তুলনা করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে। তাই সাধারণত এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য বৈদেশিক লেনদেন নিষ্পত্তি করতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে রপ্তানির বিপরীতে গৃহীত ড্রাফটি ব্যাংকে ভাঙ্গিয়ে জনাব সোহেল অর্থ সংগ্রহ করবেন।

ব্যাংক ড্রাফট হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যা চাহিবামাত্র হস্তান্তর করা যায়। প্রাপক ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ সরাসরি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল "সোহেল এ্যাপারেলস লি." নামে একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি অর্ডারের বিপরীতে তিনি ছয় লাখ ডলারের একটি ড্রাফট পেয়েছেন। অর্থাৎ উক্ত অর্ডারের বিপরীতে তিনি ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করেছেন। আমদানিকারক যখন ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়েছেন তখন তাকে কমিশনসহ সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে জমা দিতে হয়েছে। তাই জনাব সোহেল ব্যাংক ড্রাফটি ব্যাংকে জমা দিয়ে তার পাওনা অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ঘ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধে জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিল (Bill of exchange) ব্যবহার করতে পারেন।

এরূপ বিলের মাধ্যমে, পাওনাদার অর্থ পরিশোধের জন্য বিদেশি দেনাদারের ওপর একটি শর্তহীন লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। আমদানিকারক বিলে স্বীকৃতি দিলে তা বৈধ বিলে পরিণত হয়। ফলে রপ্তানিকারক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে অথবা আগাম বাট্টা বা বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল খুলনায় একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তাকে যুক্তরাজ্য হতে কাপড় আমদানি করতে হয়েছে। তাই আমদানিকৃত কাপড়ের সাত লক্ষ টাকা মূল্য তাকে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিলের মাধ্যমে কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধ করতে পারবেন। তিনি বিলে স্বীকৃতি দিলে তা বৈধ বিলে পরিণত হবে। ফলে রপ্তানিকারক বিলটি ব্যাংকে বাট্টাকরণ (Discounting) করে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। সুতরাং, জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে দ্রুত পণ্য মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য

বাট্টাকরণ : রপ্তানিকারক কর্তৃক বিনিময় বিলের মূল্যের কিছু কম মূল্যে অর্থ সংগ্রহ করাকে বাট্টাকরণ বলে।

প্রশ্ন ▶২ মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজ একটি পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের ৫ লক্ষ পিস জিন্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মি. খানের ধারণা প্রতি প্যান্ট থেকে তিনি ৮০ টাকা করে মুনাফা করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর মুনাফার পরিমাণ হবে ৪ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবসায় শেষে দেখা গেল মুনাফার পরিমাণ তার ধারণার চেয়ে বেশ কিছু বেশি হয়েছে। *[দি. বো. '১৭]*

ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের যে চুক্তিটি হয় তা কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়? এ প্রক্রিয়ার তিনটি নিয়ম উল্লেখ করো। ৩

ঘ. মি. খাঁনের ধারণার চেয়ে মুনাফা বৃদ্ধির কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাট্টায় প্রাপ্য বিল বিক্রি করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

খ আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে ব্যাংক যে পত্র ইস্যু করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার দূরত্বে মুদ্রার মানের ভিন্নতাসহ বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হয়। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য পরিশোধ বিষয়ে জটিলতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এসব সমস্যা দূর করার জন্য মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে।

গ উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের যে চুক্তিটি হয় তা বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

এ হার নির্ধারণে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তা-ই মূলত বৈদেশিক বিনিময় হার।

উদ্দীপকে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজ পোশাক রপ্তানিকারক। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের পাঁচ লক্ষ পিস জিন্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। এ রপ্তানি চুক্তির মূল্য পরিশোধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দুটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা রপ্তানি মূল্য পরিশোধিত হবে। এছাড়াও এ হার নির্ধারণে স্বর্ণমান ব্যবস্থা এবং মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় মি. খানের ধারণার চেয়ে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস বলতে দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি মুদ্রায় বিদেশের কম মুদ্রা গ্রহণকে বোঝায়। মূলত দুটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের কারণে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠনের সাথে তাদের পাঁচ লক্ষ পিস জিন্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। মি. খান প্রত্যাশা করেন প্রতি প্যান্ট থেকে তিনি ৮০ টাকা করে মুনাফা করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ চার কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবসা শেষে দেখা গেল মুনাফার পরিমাণ প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হয়েছে।

এ রপ্তানি চুক্তিতে দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় মি. খান অধিক মুনাফা করেছেন। অর্থাৎ দেশে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এ পর্যায়ে মি. খান রপ্তানি মূল্য হিসেবে দেশে ডলারের যোগান দেয়ায় তিনি পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি টাকা পেয়েছেন। যার ফলে তার মুনাফার পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস : দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি মুদ্রায় বিদেশের কম মুদ্রা পাওয়া গেলে বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে বলা যায়। ধরা যাক, বাংলাদেশের ৭০ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার $\frac{১}{৭০}$ ভাগ। কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ৮০ টাকা দিয়ে ১ ডলার পাওয়া গেলে বিনিময় হার কমে দাঁড়ায় $\frac{১}{৮০}$ ডলার।

প্রশ্ন ▶৩ আমাদের দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কারণে রপ্তানি আয় আমাদের মুদ্রাকে শক্তিশালী করছে না। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক এখন বিদেশে যাচ্ছে এবং তাদের পাঠানো অর্থ আমাদের বৈদেশিক বিনিময় সামর্থ্যকে ধরে রাখছে। কিন্তু আমাদের পাঠানো অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ বলে তাদের পারিশ্রমিক অনেক কম। যদি দক্ষ শ্রমিক পাঠানো যায়, তবে এই অবস্থার আরো উন্নতি হবে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. বৈদেশিক বিনিময়ের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আমাদের মুদ্রামান কম হওয়ার পিছনে কোন সমস্যাকে বড় বলে দেখানো হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুদ্রার মান উন্নয়নে কোন খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব হলো চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।

দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে কোনো কিছুর দাম যেমনি নির্ধারিত হয় তেমনি অর্থের বিনিময় মূল্যও বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার বিষয়টি দেশগুলোর মধ্যকার লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে আমাদের মুদ্রামান কম হওয়ার পিছনে ঋণাত্মক বাণিজ্যের ভারসাম্য (Negative balance of trade) সমস্যাকে বড় বলে দেখানো হয়েছে।

ঋণাত্মক বাণিজ্যের ভারসাম্য (Negative balance of trade) বলতে আমদানি বেশি কিন্তু রপ্তানি কম এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়। এ অবস্থায় বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে। ফলে দেশীয় মুদ্রার মান কমে।

উদ্দীপকে আমাদের দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কারণে আমাদের দেশের মুদ্রার মান শক্তিশালী হতে পারছে না। কেননা, কোনো দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি হলে বাণিজ্যের ভারসাম্য ঋণাত্মক হয়। এতে বিদেশের বাজারে আমাদের দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে এবং চাহিদা কমে। যার কারণে অধিক পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিয়ে কম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতিকূল লেনদেন ব্যালেন্সের কারণেই দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায়।

ঘ উদ্দীপকে মুদ্রার মান উন্নয়নে রেমিটেন্স খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। রেমিটেন্স বলতে বিদেশে কর্মরত কর্মীদের কর্তৃক নিজ দেশে অর্থ প্রেরণকে বোঝায়। প্রতিটি দেশেই রেমিটেন্স জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কারণে দেশীয় মুদ্রার মান কম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ মুদ্রার মান শক্তিশালী হতে পারে।

প্রবাসী কর্তৃক পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। ফলে এ রেমিটেন্সের কারণে মাথাপিছু আয় এবং রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। আবার, প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় বিধায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে বিনিময় হার দেশের অনুকূলে আসে। এছাড়া এ রেমিটেন্সের অর্থ দেশের অভ্যন্তরে মূলধন গঠনে সাহায্য করে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। ফলে দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶৪ করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া, করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলার-এর মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। করিম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলার-এর চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন। *[য. বো. ১৭]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. ফ্যাক্টরিং-এর চেয়ে ফোরফেইটিং কার্য ব্যাপকতর কেন? ২

গ. উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখ। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ ফোরফেইটিং (Forfaiting) -এ আমদানি-রপ্তানির সমগ্র লেনদেন বিবেচিত হয় বিধায় এটি ফ্যাক্টরিং (Factoring) এর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

ফ্যাক্টরিং (Factoring) এ শুধু বিল ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, বিলের অর্থ আদায় ইত্যাদি মুখ্য। কিন্তু ফোরফেটিং (Forfaiting) এর ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার প্রস্তাবিত পুরো লেনদেনই বিবেচিত হয় বিধায় এর ব্যাপকতা বেশি।

গ উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) পেয়েছিলেন।

নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কথাও উল্লেখ থাকে। এরূপ প্রত্যয়পত্র মেয়াদান্তে বা অর্থ পরিশোধিত হলে বাতিল বলে গণ্য হয়। এ প্রত্যয়পত্রকে স্থায়ী প্রত্যয়পত্রও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব করিম হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয় পত্র করিমকে প্রেরণ করেন। এই ৬ মাসের মধ্যে কোনো কারণে তিনি মারা গেলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। এরূপ নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ ৬ মাসের জন্য প্রত্যয়পত্রটি ইস্যু করায় এটি নির্দ্বিধায় নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র। সুতরাং, করিমের গৃহীত প্রত্যয়পত্রটি ছিলো নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দুদেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ তত্ত্বকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে করিম বাংলাদেশ হতে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। তিনি দেখেন, পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পেয়েছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এতে তিনি আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হন।

অর্থাৎ এখানে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো হলো ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব ও স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ। অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর নানাবিধ অসুবিধার কারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং উদ্দীপকে নির্দেশিত বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৫ মামুন সাহেব বাংলাদেশে ৩ কেজি গম কিনতে ৭৮ টাকা খরচ করেন। ঠিক একই মানের ৩ কেজি গম কিনতে যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রবাসী ভাই খরচ করেন ১ ডলার। এক্ষেত্রে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার ৭৮ ঃ ১। অপরদিকে নিচের চিত্রের মাধ্যমও বিনিময় হার নির্ধারণ দেখানো যায়।

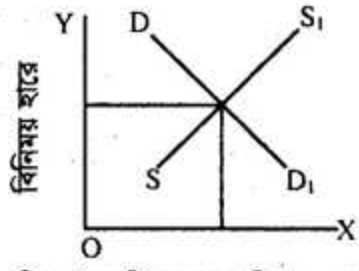

চিত্র : বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

[কু. বো. ১৬]

ক. ফোরফেটিং কী? ১

খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে বিনিময় হার নির্ধারণের কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপরীতে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেটিং বলে।

খ বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রবাসীরা দেশে যে অর্থ পাঠান তাকে রেমিটেন্স বলা হয়।

সাধারণত এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে রেমিটেন্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে কর্মরত বিদেশি কোনো কর্মী যদি তার উপার্জিত অর্থ তার নিজের দেশে প্রেরণ করেন, তাহলে তার দেশের জন্য এ অর্থ হলো রেমিটেন্স। কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশেই এই রেমিটেন্সের অর্থাৎ বিদেশ থেকে আগত টাকার ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয়। এ তত্ত্বে মনে করা হয়, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে যেমন কোনো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, ঠিক একইভাবে মুদ্রার মূল্যও এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই তত্ত্বটিকে বর্ণনা করা হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে X অক্ষ বরাবর দেখানো হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং Y অক্ষ বরাবর দেখানো হচ্ছে বিনিময়ের হার। SS_1 রেখাটি মুদ্রার যোগান এবং DD_1 রেখাটি মুদ্রার চাহিদা নির্দেশ করছে। চাহিদা ও যোগান রেখাদ্বয় যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই মুদ্রার হার নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী এর মূল্য বা বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে।

ঘ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতি দুটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব এবং চাহিদা যোগান তত্ত্বের মধ্যে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বেশি কার্যকর বলে আমি মনে করি।

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বে দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, চাহিদা ও যোগান তত্ত্বে দুই দেশের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের প্রথম অংশে দেখা যায়, মামুন সাহেব বাংলাদেশে ৩ কেজি গম কিনতে ৭৮ টাকা খরচ করেন। ঠিক একই মানের ৩ কেজি গম কিনতে যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রবাসী ভাই খরচ করেন ১ ডলার। এর মাধ্যমে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করা যায় ৭৮ : ১। এটি ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব। আবার উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের পণ্যের মূল্যস্তর নির্ধারণ যেমন কার্যত অসম্ভব তেমনি মূল্যস্তর প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হওয়ায় বিনিময় হার নির্ধারণ করা কঠিন। তাছাড়া কোন কোন পণ্য হিসাবে নেয়া হবে কিংবা মূল্যস্তর নির্ধারণে ভিত্তি বছর কী হবে, তা নির্ধারণ করাও যথেষ্ট জটিল। চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারণে এসব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না বিধায় বর্তমানে এ পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত। তাই বলা যায়, ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বের চেয়ে চাহিদা যোগান তত্ত্ব অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৬

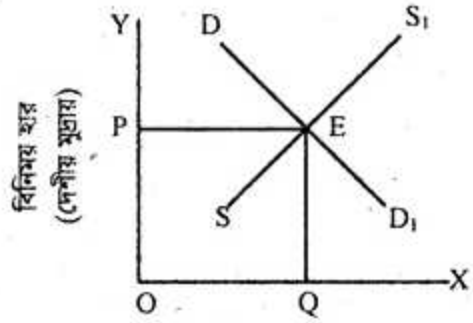

চিত্র : বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

[কু. বো. ১৬]

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২

গ. উপরোক্ত চিত্রের E বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ কতটুকু যৌক্তিক? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটি হচ্ছে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।

দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে যেমন কোনো

Teachingbd24.com

কিছুর দাম নির্ধারিত হয় তেমনি বৈদেশিক বাজারে অর্থের বিনিময় মূল্যও চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ তত্ত্ব সমর্থন করেন বিধায় একে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব বলা হয়।

গ চিত্রের E বিন্দুতে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

বৈদেশিক বিনিময়ের সময় দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বিদেশি মুদ্রার যে পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। আর দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান যে বিন্দুতে মিলিত হয় তা-ই ভারসাম্য বিন্দু।

উদ্দীপকের চিত্রে OX দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার মোট চাহিদা ও যোগানকে এবং OY দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারকে বোঝানো হয়েছে। আবার, DD_1 রেখা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং SS_1 রেখা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি বোঝাচ্ছে। DD_1 ও SS_1 রেখাদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। ফলে এই বিন্দুতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ OP পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে OQ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, E বিন্দুতে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ যথেষ্ট যৌক্তিক হয়েছে।

দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এরূপ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রে SS_1 যোগান রেখা ও DD_1 চাহিদা রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে যা চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দু। এ ভারসাম্য বিন্দুতে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সুবিধার কারণে এ তত্ত্ব অধিক জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে পণ্যের আমদানি-রপ্তানিকে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে এ তত্ত্বটি বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সারা বিশ্বেই বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি এ তত্ত্বের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাই চিত্রে উল্লিখিত চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ সম্পূর্ণ যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৭

RC-0017102356

DBC ব্যাংক লি.
মতিঝিল শাখা, ঢাকা

৳ ১০,০০০,০০০

To,
সার্ক এন্ড কোং
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ আপনাদের পাওনা দশ মিলিয়ন ডলার ২২ জুলাই ২০১৫ তারিখের মধ্যে সার্ক এন্ড কোং দিতে ব্যর্থ হলে আমাদের ওপর একটি বিল প্রস্তুত করুন।

ব্যাংক সিল — স্বাক্ষর
ম্যানেজার

/য. বো. ১৬/

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র ছাড়া কি বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে অঙ্কিত দলিলটি কোন ধরনের ঋণের দলিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সার্ক এন্ড কোং কীভাবে ১০,০০০,০০০ ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে, তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় অঙ্কের লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। তাছাড়া এ লেনদেনগুলো বাকিতে বা ধারে সংঘটিত হয়। এ কারণে রপ্তানিকারক সর্বদা অর্থপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি অনুভব করে। তার এ অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে লেনদেন মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। প্রত্যয়পত্র ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারককে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তাপত্র, যা বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে। তাই প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি একটি প্রত্যয়পত্র।

যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। প্রত্যয়পত্র এক ধরনের ঋণের দলিল। এতে তিনটি পক্ষ থাকে, যথা: আমদানিকারক বা ক্রেতা, রপ্তানিকারক বা বিক্রেতা ও ব্যাংক।

উদ্দীপকে একটি ঋণের দলিলের চিত্র রয়েছে। এতে তিনটি পক্ষ উল্লেখ রয়েছে— DBC ব্যাংক লি., আমেরিকার সার্ক এন্ড কোং ও দেশীয় আমদানিকারক। এতে বলা হয়েছে, আমদানিকারক যদি ২২ জুলাই ২০১৫ এর মধ্যে সার্ক এন্ড কোং-এর রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ তাদের পাওনা ১০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে DBC ব্যাংক লি. এ অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ এটি একটি প্রত্যয়পত্র। কেননা এর মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারক সার্ক এন্ড কোং-এর অনুকূলে DBC ব্যাংক মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এটি একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

ঘ উদ্দীপকের সার্ক এন্ড কোং সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা ফোরফেটিং এর মাধ্যমে ১০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক বিলের টাকা দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক রপ্তানিকারককে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। কেননা ব্যাংক প্রচুর জমা টাকা ও জামানতের বিনিময়ে আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে। এছাড়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে ফোরফেটিং-এর মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকে একটি প্রত্যয়পত্রের চিত্র রয়েছে। সার্ক এন্ড কোং আমেরিকার একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। আর DBC ব্যাংক লি. সার্ক এন্ড কোং এর প্রতি প্রত্যয়পত্র ইস্যু করেছে।

রপ্তানিকারক তার রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্যই প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে। তাই সার্ক এন্ড কোং তাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থ DBC ব্যাংক থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রত্যয়পত্রের মেয়াদপূর্তির দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি এ সময়ের আগেই অর্থ সংগ্রহ করতে চায় তাহলে প্রতিষ্ঠানটিকে ফোরফেটিং-এর আশ্রয় নিতে হবে। ফোরফেটিং বলতে রপ্তানিকারকের প্রাপ্য বিলের বাট্টাকৃত মূল্যকে নগদ পরিশোধ মূল্যে রূপান্তর করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ফোরফেটার আমদানিকারকের ব্যাংকের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তি করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী আমদানিকারককে একটি নির্দিষ্ট তারিখে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রাপ্য বিলের বিপরীতে ঋণের অর্থ সরবরাহ করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৮ জনাব সালেক ও জনাব মালেক দুজনই বৈদেশিক ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমজন ভোজ্যতেল আমদানিকারক আর অপরজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ব্যাংক জনাব সালেকের পক্ষে এক ধরনের পত্র ইস্যু করে না পাঠালে বিদেশি রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায় না। প্রতিনিয়ত এরূপ পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনাব সালেক এক ধরনের পত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে জনাব মালেক তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক প্রেরিত পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে প্রয়োজনীয় কাপড় ও অন্যান্য পণ্য আমদানির জন্য নতুন পত্র সংগ্রহ করেন। *[বি. বো. ১৬]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১

খ. ফ্যাক্টরিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব সালেক কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যয়পত্র কোন ধরনের? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনাব মালেকের সংগৃহীত প্রত্যয়পত্র তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ'- এ বক্তব্যের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হারে মুদ্রাবাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো ফ্যাক্টর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাট্টায় প্রাপ্য বিল বিক্রি করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

ফ্যাক্টরিং-এর মাধ্যমে দেনাসমূহ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত প্রাপ্য বিলসমূহের ফ্যাক্টরিং করা হয়। সাধারণত ফ্যাক্টরিং-এর সময়কাল হলো ১৮০ দিন এবং এটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত জনাব সালেক কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি হলো ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র।

যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সীমা পর্যন্ত বারবার ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব সালেক একজন ভোজ্যতেল আমদানিকারক। প্রতিবার প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে মুক্তির জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের পত্র সংগ্রহ করেন। এ পত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিলের অর্থ পরিশোধ হলে পুনরায় সে অর্থের জন্য মেয়াদ থাকাকালীন বিনিময় বিল তৈরি করা যায়। এ প্রত্যয়পত্র জনাব সালেক একই অঙ্কের টাকার জন্য বারবার ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে একই সময়ে অনেকগুলো লেনদেন মিটানো যায় এবং বারবার প্রত্যয়পত্র খুলতে হয় না। সুতরাং বলা যায়, মি. সালেক ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব মালেকের সংগৃহীত ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেক্ষেত্রে কোনো হস্তান্তর অযোগ্য প্রত্যয়পত্রের গ্রহীতার বিপক্ষে বা জামানতের ভিত্তিতে অন্যের অনুকূলে ব্যাংক থেকে কোনো নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে তাকে ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব মালেক বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। তাই ব্যবসায়িক কারণেই তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক প্রেরিত পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ তিনি ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেন।

একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জনাব মালেককে প্রায়ই প্রয়োজনীয় কাপড় ও অন্যান্য কাঁচামাল জাতীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। ফলে পণ্য আমদানির জন্য তাকে অবশ্যই প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবার গার্মেন্টস পণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে তিনি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। তাই তার গ্রহণকৃত প্রত্যয়পত্র জামানত রেখেই তিনি ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে তা তিনি আমদানি ব্যবসায়ে সহজেই ব্যবহার করতে পারেন এবং নতুন করে প্রত্যয়পত্র খোলার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং জনাব মালেকের সংগৃহীত ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৯ জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী মি. জন কে ১০ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন। এর জন্য তিনি গোল্ডম্যান ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন। পোশাক রপ্তানির পূর্বে ডলার-এর মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। জনাব রায়হান খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, এতে জনাব রায়হান আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বেই প্রাপ্ত বিল বিক্রয় করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকেকে জনাব রায়হান কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ মেয়াপূর্তির পূর্বেই প্রাপ্ত বিল বিক্রয় করাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং করার সময় কম দামে বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে ফ্যাক্টর দেনাদারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। মেয়াদপূর্তিতে যদি দেনাদার অর্থ পরিশোধ না করে তাহলে সে দায় সাধারণত ফ্যাক্টরই বহন করে। প্রাপ্য বিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই টাকায় প্রয়োজন হলে পাওনাদার প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং করে।

গ উদ্দীপকে জনাব রায়হান নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জন্য খোলা হয় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে। মেয়াদান্তে বা অর্থ পরিশোধ হয়ে গেলে এই প্রত্যয়পত্র বাতিল বলে গণ্য হয়।

উদ্দীপকে জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মি. জনের কাছে ১০ লক্ষ টাকার তৈরি পণ্য রপ্তানি করেছেন। মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ তিনি গোল্ডম্যান ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন। তার গৃহীত প্রত্যয়পত্রটি একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র যা ডলারের মূল্য কমে যাওয়ার ফলে জনাব রায়হানের আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। কারণ নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় তিনি যে পরিমাণ ডলার পেয়েছেন তা দেশে নিয়ে এসে ভাঙানোর ফলে তিনি ১০ লক্ষ টাকার কম টাকা পেয়েছেন। ফলে তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব রায়হান নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিটি যৌক্তিক।

দুই দেশের বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পারিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা যোগান তত্ত্ব বলে। এই পদ্ধতিটিকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মি. জনের কাছে পোশাক রপ্তানি করেন। কিন্তু পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, আমদানি কমে যাওয়ায় দেশে ডলারের চাহিদা কমে গেছে। ফলে ডলারের মূল্য হ্রাস পায় এবং জনাব রায়হান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।

চাহিদা-যোগন তত্ত্বটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এর মাধ্যমে কোনো দেশের মুদ্রার মান সে দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর ভিত্তি পরে নির্ধারিত হয়। দেশের আমদানি কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে। পক্ষান্তরে, আমদানি বেড়ে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। ফলে যথাক্রমে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য কমে এবং বাড়ে। অর্থাৎ বিনিময় হারের উপর নির্দিষ্ট কারো কোনো হাতে থাকে না বরং বাজারই বিনিময় হার নির্ধারণ করে নেয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সুতরাং বলা যায়, চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে কার্যকর ও যৌক্তিক পদ্ধতি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১০ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বিশ্বজুড়ে বড় ব্যবসায়। বাংলাদেশের ২০০৩ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত বৈদেশিক বিভিন্ন মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হার সরকার নির্ধারণ করে দিত। এতে দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান নিয়ে সর্বমহলে সংশয় বিরাজ করত। এরপর এ পদ্ধতির অবসান ঘটে। এখন আমাদের টাকার মূল্যমান বিদেশি মুদ্রার সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিণীত হয়। এমতাবস্থায় দুটি দেশের নানান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করেন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. বিদেশে অর্থ প্রেরণ ATM কার্ডের ব্যবহার লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণনা অনুযায়ী বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুদ্রা ব্যবাসয়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারবে —এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ ATM কার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করা যায়

মানুষবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত এ লেনদেন ব্যবস্থা সংক্ষেপে ATM নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ATM কার্ড যেমন VISA, MASTER CARD এগুলোর মাধ্যমে বিদেশে টাকা প্রেরণ করা যায় বা প্রাপক বিদেশ থেকেই অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রা ভাসমান মুদ্রা।

বাজারে মুদ্রার মান সরকার নিজেই নির্ধারণ করে না দিয়ে বাজারের চাহিদা ও যোগান বা সার্বিক বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে। কোনো মুদ্রা ভাসমান হলে বাজারের চাহিদা ও যোগান পূর্বানুমান করে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় করা সম্ভব।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করার আগে ও পরের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময় হার আগে সরকার থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হত। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীরা সব সময় এক ধরনের ভয়ে থাকত। কিন্তু ২০০৩ সালের মে মাসের পরে সেই ভয়ের অবসান ঘটে। এর কারণ হচ্ছে ৩১ মে ২০০৩ সালে বাংলাদেশের মুদ্রাকে বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করা হয়। মুদ্রা ভাসমান হবার কারণেই এখন মুদ্রা ব্যবসায়ীরা বাজার বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের মুদ্রা ভাসমান মুদ্রা।

ঘ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করায় মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারবে।

কোনো দেশের মুদ্রার মান উক্ত দেশের সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারে। আবার বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বা চাহিদা-যোগানের উপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নির্ধারণ হতে পারে। চাহিদা যোগান তত্ত্বটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হওয়ায় সব দেশের সরকারই এখন তাদের মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করছে।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় এবং বাংলাদেশের মুদ্রার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময় হার ২০০৩ সালের আগে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। ফলে দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান নিয়ে সর্বমহলে এক ধরনের সংশয় বিরাজ করত। কিন্তু এই পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং মুদ্রার মান নিয়ে সংশয় দূর হয় ৩১ মে ২০০৩ সালে মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করার পর। ভাসমান মুদ্রার মান নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতির উপর। এখানে মুদ্রার মানের উপর কারো কোনো হাত থাকে না বরং সার্বিক বাজার পরিস্থিতির উপর তা নির্ভর করে। ফলে ব্যবসায়ীরা বাজার এর চাহিদা- যোগান, আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদি বিবেচনা করে মুদ্রার বিনিময় হার পূর্বানুমান করে চুটিয়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মিস জয়ন্তিকা গ্রামের মহিলাদেরকে নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন প্রতিষ্টান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি দেশীয় চাহিদা পূরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর নিকট ৫০,০০০ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানির অর্ডার পান। রিচার্ড এন্ড সন্স লি. ব্যাংকের মাধ্যমে মিস জয়ন্তিকাকে ৫ মাসের মধ্যে অর্থ পরিশোধের একটি নিশ্চয়তাপত্র প্রদান করে। পণ্য রপ্তানির ফরমায়েশপত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। যার ফলে মিস জয়ন্তিকা আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. ফোরফেইটিং কী? ১

খ. আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রেমিটেন্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিস জয়ন্তিকা রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর নিকট থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কী বলে তুমি মনে কর? বৈদেশিক বাণিজ্যে এ ধরনের নিশ্চয়তার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে? তত্ত্বটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকাককে প্রাপ্য বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়ন করার আধুনিক ব্যবস্থাই হলো ফোরফেটিং।

খ বিদেশে কর্মরত জনশক্তি বা প্রবাসীরা বাংলাদেশে যে অর্থ পাঠায় তাই রেমিটেন্স।

রেমিটেন্সের প্রধান ভূমিকা হলো এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়। এছাড়াও রেমিটেন্স জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রেমিটেন্স দেশের মুদ্রার মান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বেকার সমস্যা সমাধান, ভোগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

গ মিস জয়ন্তিকা রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তাস্বরূপ প্রত্যয়পত্র পেয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারককের পক্ষে রপ্তানিকারকে পণ্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমেই ব্যাংক আমাদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে মিস জয়ন্তিকা গ্রামের মহিলাদেরকে নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় চাহিদা পূরণ করার পর সম্প্রতি যুক্তাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্সের নিকট থেকে ৫০,০০০ ডলার পণ্য রপ্তানি করার একটি অর্ডার পায়। রিচার্ড এন্ড সন্স ৫ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে একটি নিশ্চয়তাপত্র মিস জয়ন্তিকাকে পাঠায়। এই নিশ্চয়তা পত্রটিই প্রত্যয়পত্র যা বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন এই নিশ্চয়তপত্রটি পাবার পর মিস জয়ন্তিকা নির্ভয়ে পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। কারণ তিনি প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে তার পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন। প্রত্যয়পত্র এখানে রপ্তানি বাণিজ্যিকে সহজ ও নিরাপদ করেছে। এছাড়াও প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যেকে পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং বলা যায়, মিস জয়ন্তিকার প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি হচ্ছে একটি প্রত্যয়পত্র।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার চাহিদা যোগান অত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব সবার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এটি বৈদেশিক বিনিময় হারের আধুনিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত।

উদ্দীপকে মিস জয়ন্তিকা গ্রামের মহিলাদের নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করেন। সম্প্রতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্সের কাছ থেকে একটি রপ্তানি অর্ডার পান। রিচার্ড এন্ড সন্স একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করে মিস জয়ন্তিকাকে। কিন্তু ফরমায়েশ পত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। ফলে মিস জয়ন্তিকা কিছুটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এখানে ডলার এবং টাকা উভয়ই ভাসমান মুদ্রা হওয়ায় চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ডলারের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। ভাসমান মুদ্রাকে বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। বাজারে চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। মিস জয়ন্তিকার ফরমায়েশপত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া থাকলেও পরবর্তীতে তা কমে যায়, যার সম্ভাব্য কারণ হলো বাংলাদেশে ডলারের চাহিদা কমে যাওয়া। অথবা আমদানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ডলারের যোগান বেড়ে যাওয়া। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী যৌক্তিকভাবেই চাহিদা কমে গেলে বা যোগান বেড়ে গেলে বিনিময় হার কমে যায়। আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার বাড়ে বা কমে বলে এই তত্ত্বটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক। সর্বোপরি বলা যায়, উদ্দীপকের নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ মিস রিয়া ও মিস সীমা দু'জনই বৈদেশিক ব্যবসায়ে জড়িত। মিস রিমার পক্ষে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে যার বিপরীতে রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায়। প্রতিনিয়ত এরূপ প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে মিস সীমা তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যয়পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে পণ্য আমদানির জন্য নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছেন।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. ফোরফেটিং কী? ১

খ. স্থির প্রত্যয়পত্র কী? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. মিস রিমার পরবর্তীতে সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি কোন ধরনের? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. মিস সীমার প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে ভূমিকা রাখছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেইটিং বলে।

খ ইস্যুকারী ব্যাংক মেয়াদউত্তীর্ণ ব্যতীত যে প্রত্যয়পত্র বাতিল করতে পারে না তাকে স্থির প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রত্যয়পত্র খোলা হলে ব্যাংক রপ্তানিকারকের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে যে তার পণ্যের মূল্য অবশ্যই পরশোধ করা হবে। আমদানিকারকের এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করে ব্যাংক। স্থির প্রত্যয়পত্রের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের মৃত্যু ঘটলে বা দেউলিয়া হলেও ব্যাংক প্রত্যয়পত্রটি বাতিল করতে পারে না।

গ মিস রিমার সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র।

ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ পর্যন্ত পৌনঃপুনিকভাবে প্রত্যয়পত্রটি ব্যবহার করা যায়। ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র খোলার আনুষ্ঠানিক থেকে মুক্তি দেয়।

উদ্দীপকে মিস রিমা বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। একটি ব্যাংক তার পক্ষে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। যার বিপরীতে রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায়। প্রতিনিয়ত এরূপ প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি বিশেষ ধরনের প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছেন। তার এ প্রত্যয়পত্রটি একটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র যা তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বারবার আমদানি করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। ধরা যাক, মিস. রিমা ৬ মাসের জন্য ৭ লক্ষ টাকার ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এই প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে তার ব্যাংক মূলত তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমদানি করার জন্য মিস রিমাকে আর কোনো প্রত্যয়পত্র খুলতে হবে না। একই প্রত্যয়পত্রে মিস রিমা বারবার ব্যবহার করতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, মিস রিমা পরবর্তীতে যে প্রত্যয়পত্রটি সংগ্রহ করেছেন সেটি একটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র।

ঘ মিস সীমার প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানে ভূমিকা রাখছে।

প্রত্যয়পত্র হচ্ছে একটি দলিল যার মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে তার পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রত্যয়পত্র একটি নিশ্চয়তাপত্র হওয়ায় এর মাধ্যম অর্থসংস্থান করা সম্ভব।

উদ্দীপকে মিস সীমা বৈদেশিক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। তিনি একজন রপ্তানিকারক। তার অনুকূলে বিদেশি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়পত্র আমদানিকারক তাকে প্রেরণ করেছে। তিনি আবার সেই প্রত্যয়পত্র বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে পণ্য আমদানির জন্য নতুন একটি প্রত্যয়পত্র ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকে নতুন প্রত্যয়পত্র খোলার ক্ষেত্রে তিনি রপ্তানিকারক হিসেবে যে প্রত্যয়পত্রটি পেয়েছেন সেটি ব্যবহার করেছেন নিশ্চয়তা স্বরূপ।

আমদানিকারকের পক্ষে প্রত্যয়পত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি থাকে। কারন কোনো কারণে আমদানিকারক যদি পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে ব্যাংককে তা পরিশোধ করতে হবে। এজন্য ব্যাংক আমদানিকারকের কাছ থেকে নিশ্চয়তা স্বরূপ অর্থ বা কোনো জামানত চায়। মিস সীমার ক্ষেত্রে তার ব্যাংকের জন্য জামানত বা নিশ্চয়তাস্বরূপ কাজ করেছে রপ্তানিকারক হিসেবে প্রাপ্ত তার প্রত্যয়পত্রটি। সুতরাং মিস সীমা প্রত্যয়পত্রটি দেয়ার মাধ্যমে তার আমদানি করার জন্য প্রত্যয়পত্র খোলার খরচ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যয়পত্রটি মিস সীমার ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব হাকিম সাহেব তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মি. আরেফিনের নিকট হতে ব্যাংকের একটি ঋণের দলিলের মাধ্যমে কিছু টাকা ধার করেন। এক্ষেত্রে জনাব হাকিমের পক্ষ থেকে ব্যাংক মি. আরেফিনকে তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা দেয় এবং পরবর্তীতে জনাব হাকিম হঠাৎ করে জাপান চলে যান এবং দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে এ ব্যাপারে মি, আরেফিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

[ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র ছাড়া কি বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ঋণ দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিম অর্থ ধার করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আরেফিন তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কেন বিচলিত হননি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সৃষ্টি হয় তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক সাধারণত অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই আমদানিকারকও পণ্য প্রাপ্তির পূর্বে মূল্য

Teachingbd24.com

পরিশোধে ঝুঁকি নিতে চায় না। আবার, রপ্তানিকারকও মূল্য প্রাপ্তির পূর্বে পণ্য প্রেরণ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। এরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অর্থাৎ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে প্রত্যয়পত্র দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিম অর্থ ধার করেছিলেন।

প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্রাহকের পক্ষে অন্য ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তাপত্র। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে এটি ব্যবহৃত হলেও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে এটি সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে জনাব হাকিম সাহেব মি. আরেফিনের নিকট হতে কিছু টাকা ধার করেন। তবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি দলিলের কারণে মি. আরেফিন হাকিম সাহেবকে অর্থ ধার দেন। কেননা, এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক হাকিম সাহেবের পক্ষে মি আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। অর্থাৎ হাকিম সাহেব ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক এ অর্থ পরিশোধ করবে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, এ দলিলটি হলো প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা প্রদান করায় মি. আরেফিন বিচলিত হননি।

প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র। এ পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক অন্য ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়।

উদ্দীপকে মি. আরেফিন প্রত্যয়পত্র দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিমকে ঋণ প্রদান করেন। মূলত এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক মি. আরেফিনের অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে জনাব হাকিম হঠাৎ জাপান চলে গেলেও মি. আরেফিন বিচলিত হননি।

এখানে জনাব হাকিম ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক এ অর্থ পরিশোধ করবে। কেননা, ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে মি. আরেফিনকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই জনাব হাকিম দেশে না থাকলেও মি. আরেফিনের কোনো ঝুঁকি নেই। আর এ কারণেই তিনি বিচলিত হননি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি জানেন দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০% আসে এ খাত থেকে। তবে তা আমাদের দেশের মুদ্রাকে শক্তিশালী করছে না। এর কারণ জনাব সাঈদের তৈরি পোশাকের জন্য বেশিরভাগ খরচই চলে যায় কাঁচামাল আমদানি বাবদ ব্যয়ে। আবার আরব বিশ্বে বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রমিক নেয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সৌদি আরব আবার শ্রমিক নিবে বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় জনাব সাঈদ ভবিষ্যতে মুদ্রার মূল্যমান শক্তিশালী হবে বলে আশা করছেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সাঈদ টাকা শক্তিশালী না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কারণ উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সাঈদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মুদ্রামান শক্তিশালী হবে কীভাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ব্যবহার করা হয়। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মাঝে ব্যাংক মধ্যস্থতা করে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, কোনো কারণে আমদানিকারক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে।

গ জনাব সাঈদ টাকা শক্তিশালী না হওয়ার ক্ষেত্রে লেনদেনের উদ্বৃত্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের মুদ্রার মান নির্ভর করে মুদ্রাটির চাহিদা ও যোগানের উপর। আবার কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা ঐ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের সাথে সম্পর্কিত। লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূলে হলে বিদেশে দেশিয় মুদ্রার চাহিদা বাড়ে ফলে মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি জানেন যে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। কিন্তু সেটি আমাদের মুদ্রাকে ততটা শক্তিশালী করছে না কারণ জনাব সাঈদের তৈরি পোশাকের বেশির ভাগ খরচই চলে যায় কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত ব্যয়ে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। রপ্তানি থেকে আয় হওয়া বেশিরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির জন্য ব্যয় হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার যোগান কমে যায়। আবার এর বাণিজ্য ঘাটতির কারণে বিদেশে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা কম থাকে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি দেশীয় মুদ্রার মানকে শক্তিশালী করছে না।

ঘ জনাব সাঈদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বেশি রেমিট্যান্স আসার মাধ্যমে মুদ্রামান শক্তিশালী হবে।

দেশে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি দেশের মুদ্রামান কমে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত। তবে আবার বিশ্বে শ্রমিক নেয়া বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ থেকে পুনরায় চালু হওয়ায় তিনি আশাবাদী যে মুদ্রার মান বাড়বে। কারণ বিদেশ থেকে শ্রমিকেরা অর্থ পাঠালে তা বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠাবে এবং দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে। ফলে মুদ্রার মান বাড়বে। রেমিট্যান্স মুদ্রার মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। চাহিদা যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেশি এবং যোগান কম থাকলে দেশীয় মুদ্রার মান কমে। পক্ষান্তরে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান থাকলে দেশীয় মুদ্রার মান বাড়ে। কারণ তখন মানুষ কম টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারে। রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা আসলে দেশে যোগান বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনাব সাঈদের আশা অনুযায়ী দেশের মুদ্রামান শক্তিশালী হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তি এবং আমদানিকৃত পণ্যের প্রাপ্তি নিয়ে যাতে কাউকেই চিন্তার মধ্যে থাকতে না হয় এজন্য একটি বহুল ব্যবহৃত ঋণের দলিল ব্যবহৃত হয়। এই দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে সেটি পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টিসহ সামগ্রিক উন্নয়নে অনস্বীকার্য ভূমিকা রাখছে। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. নগদ ঋণ কী? ১

খ. "জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নিরাপদ"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের এই ঋণের দলিলটির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দলিলটি ব্যবসা বাণিজ্যে কীভাবে সহায়তা করছে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক তার ব্যবসায়ী গ্রাহককে চলতি হিসাবের মাধ্যমে যে ঋণ প্রধান করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

খ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ জামানত নেয় বলে জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নিরাপদ।

ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকে যে সম্পত্তি বন্ধক রাখে বা গ্যারান্টি প্রদান করে তাই জামানত। জামানতযুক্ত ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানতের সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু জামানত বিহীন ঋণের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়। এজন্যই জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য বেশি নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আমদানি-রপ্তানি কাজে সহায়তাকারী দলিলটির নাম হলো প্রত্যয়পত্র।

যে দলিলের মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে এই কর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, কোনো কারণে আমদানিকারক পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে। ব্যাংকের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমেই আমদানি-রপ্তানি সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের আলোচনার মাধ্যমে মূলত প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ফরমায়েশ প্রদান করে উপযুক্ত রপ্তানিকারক নির্বাচন করার পর। রপ্তানিকারক ফরমায়েশপত্রে সম্পত্তি প্রদান করলে আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র পাঠাতে বলে। আমদানিকারক তার ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে একটি প্রত্যয়পত্র খুলে তা রপ্তানিকারকে পাঠায়। রপ্তানিকারক শুধুমাত্র প্রত্যয়পত্র পাওয়ার পরই তার পণ্য পাঠায়। পরে সেই প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমেই পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয় এবং আমাদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রত্যয়পত্র ছাড়া মূলত রপ্তানিকারক পণ্য পাঠাতে সম্মত হত না। কারণ রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যকার পরস্পরের বিশ্বাসের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেছে প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয়পত্রটি ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুদূর প্রসারি ভূমিকা রাখে।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষ হয়ে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য প্রাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তায় মধ্যে থাকতে হয় না প্রত্যয়পত্রের কারণে। এই দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়।

প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যকে সহজ ও নিরাপদ করেছে। রপ্তানিকারক ব্যাংক থেকে নিশ্চয়তাপত্র অর্থাৎ প্রত্যয়পত্র না পেলে সাধারণত পণ্য রপ্তানি করে না। কারণ আমাদিনারক যদি পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করে সেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করায় রপ্তানিকারকের পণ্য প্রেরণে আর কোনো সমস্যা থাকে না। প্রত্যয়পত্র না থাকলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বোঝা পড়ায় কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকত না ফলে আমদানি বা রপ্তানি কমে যেত বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত। আবার প্রত্যয়পত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবেও কাজ করে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্রের সহায়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৬

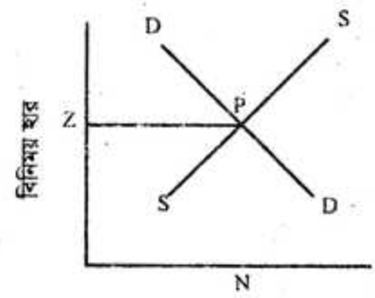

মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. প্রত্যয়পত্র কাকে বলে? ১

খ. মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে P বিন্দু কী নির্দেশ করে। বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চিত্রে কোন পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতিটি মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশগুলো তাদের মুদ্রামান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ বলে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় নির্ধারিত হারটিকে টাকশাল হার (Mint per Exchange) বলে এবং এরূপ হার নির্ধারণ পদ্ধতিটিকে মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব বলে। এরূপ পদ্ধতি বর্তমানকালে প্রচলিত নেই।

গ উদ্দীপকের চিত্রটিতে P বিন্দু বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নির্দেশ করে।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। আবার এই তত্ত্বের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার দেশী মুদ্রার মাধ্যমে কত তা নির্দেশ করা হয়।

চিত্রে আনুভূমিক অক্ষে মুদ্রার চাহিদা বা যোগানের পরিমাণ এবং উলম্ব অক্ষে বিনিময় হার নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের চিত্রের P বিন্দুতে চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS পরস্পর ছেদ করেছে। P বিন্দুতে PN বিনিময় হারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য হয়েছে। অর্থাৎ P বিন্দুতে PN পরিমাণ দেশী মুদ্রার বিনিময়ে ZP পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে এবং চাহিদা ও যোগানের সমতা হবে। অর্থাৎ এই বিনিময় হারে কোনো বাড়তি চাহিদা বা বাড়তি যোগান থাকবে না।

ঘ চিত্রে চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

দু দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয়। এই পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে, আনুভূমিক ও উলম্ব অক্ষে যথাক্রমে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যোগান ও বিনিময় হার দেখানো হয়েছে। DD রেখা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং SS রেখা দিয়ে যোগান বোঝানো হয়েছে। DD ও SS রেখা পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করেছে। অর্থাৎ P ভারসাম্য বিন্দু।

এই পদ্ধতিতে চাহিদা-যোগানের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিনিময় হার বিশ্লেষণ করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। DD রেখাটি নিম্নমুখী যা নির্দেশ করে বিনিময় হার কমলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। আবার SS রেখা উর্ধ্বগামী যা নির্দেশ করে বিনিময় হার বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বাড়ে। P বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান সমান হয় বলে এখানে কোনো উদ্বৃত্ত চাহিদা বা যোগান থাকে না। সর্বোপরি বলা যায়, উপরের চিত্রটি চাহিদা-যোগান তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব নিয়াজ ভারত হতে কয়লা আমদানি করেন। আমদানিকৃত এক টন কয়লার দাম বাংলাদেশি টাকায় ২৫,০০০ টাকা। যা ভারতে প্রায় ১৭,০০০ রুপি। অর্থাৎ বাংলাদেশে ১.৫ টাকায় যে কয়লা পাওয়া যায়, ভারতে ১ রুপিতে তা পাওয়া যায়। এভাবেই তিনি বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। তবে সম্প্রতি সীমান্ত জটিলতার কারণে ভারতের সাথে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। */চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃ কলেজ/*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. রপ্তানি বৃদ্ধিতে রেমিট্যান্স কীভাবে সহায়ক? ২

গ. জনাব নিয়াজের কয়লা আমদানিতে ব্যবহৃত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ায় জনাব নিয়াজের বিনিময় নির্ধারণ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ রপ্তানিকারকের মূলধন সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে রেমিট্যান্স রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

রেমিট্যান্স হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় দেশে টাকা পাঠায় ফলে দেশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানিকারকেরা সহজে মূলধন পান এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেন। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

গ কয়লা আমদানিতে জনাব নিয়াজের ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হলো ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব।

দুটি দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের মূল্যস্তরের উপর এর মুদ্রার বিনিময় হার নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে জনাব নিয়াজ ভারত থেকে কয়লা আমদানি করেন। আমদানিকৃত কয়লার দাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। বাংলাদেশে ১.৫ টাকায় যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় ভারতে একই পরিমাণ কয়লা ১ রুপিতে পাওয়া যায়। এভাবেই তিনি বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি মুদ্রার মান নির্ধারণ করেন। কয়লা এখানে নির্দিষ্ট পণ্য এবং এর দামের উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত বিনিময় হার হলো ১ রুপি সমান ১.৫ টাকা। ধরা যাক কোনো কারণে বাংলাদেশে ২ টাকায় ভারতের ১ রুপির সমপরিমাণ কয়লা পাওয়া যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রার মান কমে যাবে এবং ২ টাকা সমান এক রুপি হবে। এই পদ্ধতিতেই জনাব নিয়াজ বিনিময় হার নির্ধারণ করেন।

ঘ বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার ফলে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বটি তার কার্যকারিতা হারাবে।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয় মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে । কোনো মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এর বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়। একইভাবে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে বিনিময় হার হ্রাস পায়। কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারণের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

উদ্দীপকে জনাব নিয়াজ ভারত থেকে কয়লা আমদানি করেন। তিনি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব ব্যবহার করে বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। কয়লার মূল্যের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় রুপির বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার ১ ঃ ১.৫। তবে সম্প্রতি সীমান্ত জটিলাতর কারণে ভারতের সাথে বাণিজ্যি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। মূলত এই প্রতিবন্ধকতার কারণে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব পদ্ধতিটি অকার্যকর হয়ে পড়বে।

বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে দুটি দেশের পণ্য পাশাপাশি নিয়ে তুলনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবার মূল্যস্তরের সূচক ওঠানামা করে বিধায় নিখুঁতভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ভারতের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে জনাব নিয়াজ বুঝতে পারবেন না ভারতে কয়লার দামের কি পরিস্থিতি। ফলে রুপির সাথে বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ পদ্ধতিটি এর কার্যকারিতা হারাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ইস্টার্ন ব্যাংক লি. ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। ২০১৬ সালে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ছিল ৭০২.৮৬ কোটি টাকা। ব্যাংকটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে ব্যাংকটি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়পত্র, যেমন-দলিলি প্রত্যয়পত্র, ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র, রপ্তানি প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি খোলার ব্যবস্থা করে। তাদের এ সকল সেবা দেশের বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। */ হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা/*

ক. চেক কী? ১

খ. 'জামানতের মূল্যের স্থিতিশীলতা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অন্যতম বিবেচ্য বিষয়' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইস্টার্ন ব্যাংক কোন কোন স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে— আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয়পত্রের সাহায্যে একজন ব্যবসায়ী কীভাবে পণ্য আমদানি করতে পারে? সে প্রক্রিয়া আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের প্রতি লিখিত শর্তহীন একটি নির্দেশ।

খ অব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এর মূল্যের স্থিতিশীলতা বাণিজিক ব্যাংকসমূহের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জামানতের মূল্য স্থিতিশীল না হলে ব্যাংকসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ যে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে ব্যাংক জামানত রেখেছে সেটির বাজারমূল্য ওঠানামা করতে থাকলে সেটি উক্ত ঋণের বিপক্ষে অপর্যাপ্ত জামানত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা ব্যাংকের জন্য বিপজ্জনক। তাই জামানতের মূল্যের স্থিতিশীলতা ব্যাংকের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

গ স্বল্পমেয়াদি উৎসসমূহ ব্যাংকের তহবিলের অন্যতম উৎস।

ব্যাংকের তহবিল দুই ধরনের হতে পারে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি। ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ব্যবসায়ী। তবে পরিশোধিত মূলধন, সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস। স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের উৎস ব্যবহার করে থাকে।

উদ্দীপকে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটি এর স্বল্পমেয়াদি মূলধনের উৎস হিসাবে প্রথমত গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতকে ব্যবহার করে। ব্যাংকটি মুদ্রাবাজার থেকেও প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে। ইস্টার্ন ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি মূলধনের আরেকটি উৎস হতে পারে ব্যাংকটির অবণ্টিত মুনাফা এবং সঞ্চিতি। অদাবিকৃত লভ্যাংশ, লাভ-ক্ষতি হিসাবের জের, ঋণ ক্ষতি সঞ্চিতি হিসাব ইত্যাদি উৎস থেকেও ইস্টার্ন ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

ঘ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের ব্যবহার ব্যঞ্জনীয়।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমদানিকারক কোনো কারণে মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ

https://teachingbd24.com

করে দেবে। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করে বাণিজ্যিক ব্যাংক।
উদ্দীপকে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. সফলতার সাথে ব্যবসায় করে আসছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে ব্যাংকটি বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র ইস্যুর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিকারক উভয়কেই সহযোগিতা করে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানি করতে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।
আমদানি করার জন্য কোনো আমদানিকারককে প্রথমেই তথ্য সংগ্রহ করে রপ্তানিকারক নির্বাচন করে তাকে ফরমায়শপত্র প্রদান করতে হবে। রপ্তানিকারক ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করতে সম্মত বলে আমদানিকারকের কাছে সম্মতিপত্র প্রেরণ করবে এবং প্রত্যয়পত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবে। এরপর আমদানিকারক ইস্টার্ন ব্যাংক থেকে প্রত্যয়পত্র খুলে তা রপ্তানিকারককে পাঠাবে। রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্রকে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ বিবেচনা করে পণ্য পাঠাবে। জাহাজী দলিলসহ বিনিময় বিল তৈরি করে তা আমদানিকারকের নিকট পাঠাবে। এরপর বিনিময় বিলে স্বীকৃতিপূর্বক জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করে এবং রপ্তানিকারকে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে। মূল্য পরিশোধের মধ্য দিয়ে আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি নিয়মিতভাবে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করেন। বার বার প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা এড়াতে তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এর দ্বারস্থ হন। এক্ষেত্রে তিনি আগামী ৬ মাসের জন্য ৩ কোটি টাকার একটি প্রত্যয়পত্র খোলেন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকাবার সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকার লেনদেনের জন্য একটি প্রত্যয়পত্রটি ব্যবহার করতে পারবেন। জনাব অভিক এই সুবিধার জন্য প্রাইম ব্যাংকের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. যথাকালে ধারক কী? ১
খ. 'ব্যাংক এমন স্বচ্ছলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে সকল পক্ষ ব্যাংকের আস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করতে পারে।' BASEL III এর কোন স্তম্ভকে নির্দেশ করেছে তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্রের কথা বলা আছে? আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইম ব্যাংক লি. এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক মূল্যবান বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হলে, পরিশোধের তারিখ পার হবার পূর্বে ধারক হলে এবং গ্রহণকালে প্রদানকারীর স্বত্বে ত্রুটি আছে বলে বিশ্বাসের যদি কোনো কারণ না থাকে তবে ঐ চেকের ধারক, প্রাপক বা অনুমোদনবলে প্রাপককে যথাকালে ধারক বলে।

খ উক্তিটি দ্বারা BASEL-III এর স্তম্ভ-৩ কে নির্দেশ করা হয়েছে।
স্তম্ভ-৩ হচ্ছে বাজার শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত। এরূপ শৃঙ্খলার বিষয় হলো ব্যাংক এমন স্বচ্ছলতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে সকলেই ব্যাংকের অবস্থা, ঝুঁকি ইত্যাদি বুঝতে পারে। এই স্তম্ভটি মূলত বিভিন্ন পক্ষকে ব্যাংক সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়ার জন্য BASEL-III তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হয়েছে।
যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্টপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিকভাবে সমপরিমাণ বা কম পরিমাণ অর্থের জন্য ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।
উদ্দীপকে জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি চীন থেকে নিয়মিতভাবে পণ্য আমদানি করেন। বারবার প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা এড়াতে তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এ আগামী ৬ মাসের জন্য ৩ কোটি টাকার একটি প্রত্যয়পত্র খোলেন। তিনি পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে উক্ত প্রত্যয়পত্রটি একাধিকার ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বারবার ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ তার প্রত্যয়পত্রটি তিনি একবারই খুলেছেন এবং বারবার ব্যবহার করবেন। এটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হচ্ছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইম ব্যাংক লি. এর অবদান অপরিসীম।
একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর। ব্যাংক মানুষের ছোট ছোট সঞ্চয় সংগ্রহ করে এবং মূলধন গঠনে সহায়তা করে। ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকও বটে। অর্থাৎ ব্যাংককে ঘিরেই অর্থনৈতিক অবস্থা আবর্তিত হয়।
উদ্দীপকে জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এর মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র খুলে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করেন। প্রাইম ব্যাংক এখানে জনাব অভিবকে আমদানিতে সহায়তা করেছে। ব্যাংকটি এভাবে আমদানি রপ্তানিতে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটায়। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
প্রথমত প্রাইম ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করে বিভিন্ন ডকুমেন্টের মাধ্যমে। ব্যাংকটি মূলধন গঠন ও সরবরাহে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের লেনদেন সহজে নিষ্পত্তি করার সুযোগ দিয়ে ব্যাংকটি সহায়তা করে। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি, সরকারকে ঋণদান ইত্যাদি বিবিধ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং তার বন্ধু রহিম একজন ব্যাংক ম্যানেজার। জনাব আমির ইন্ডিয়া থেকে চাল আমদানি করেন। ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত দলিলের মাধ্যমে আমদানিকৃত চালের মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি তার বন্ধু ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট গেলেন। সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলার কারণে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে এবং মুদ্রা বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে। তাই আমিরের বন্ধু তাকে পরবর্তীতে আমদানি না করার পরামর্শ দিলেন। *[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]*

ক. ব্যাংক গ্যারান্টি পত্র কী? ১
খ. একজন ছাত্রের জন্য কোন হিসাব উপযোগী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব আমির কোন দলিলে মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জনাব আমিরের বন্ধুর আমদানি না করার পরামর্শ কি যৌক্তিক? যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক গ্যারান্টিপত্র হচ্ছে দেনাদারের পক্ষে ইস্যুকৃত একটি নিশ্চয়তা যাতে ব্যাংক এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, দেনাদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা ব্যাংক পরিশোধ করবে।

খ একজন ছাত্রের জন্য উপযোগী হিসাব হলো স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব।
স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাংক যে বিশেষ হিসাবের সুযোগ দেয় তাতে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এক্ষেত্রে স্কুলে ব্যাংকের শাখা খোলা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে পারে।

Teachingbd24.com

গ জনাব আমির ব্যাংক আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন।

কোনো ব্যাংক শাখা তার অন্য কোনো শাখা ব্যাংককে বা তার প্রতিনিধি ব্যাংককে যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা আদেশানুসারে অন্য কাউকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র প্রদান করার লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলে। এটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল নয়।

উদ্দীপকে জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার বন্ধু রহিম একজন ব্যাংক ম্যানেজার। জনাব আমির ইন্ডিয়া থেকে চাল আমদানি করেন। ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত দলিলের মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি তার বন্ধু রহিমের কাছে গেলেন। ব্যাংক ম্যানেজার রহিমের কাছ থেকে তিনি ব্যাংক আজ্ঞাপত্র নিবেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য এই দলিলটি ব্যবহার করা হয়। দলিলটি জনাব আমির ব্যাংকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রপ্তানিকারককে পাঠাবেন। রপ্তানিকারক উক্ত ব্যাংকের কোনো শাখা থেকে আজ্ঞাপত্রটি ভাঙ্গিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নেবে। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমেই জনাব আমির চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আমিরের বন্ধুর আমদানি না করার পরামর্শটি যৌক্তিক।

কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার অনেকাংশে আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ভর করে। চাহিদা যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী আমদানি বেড়ে গেলে দেশের মুদ্রার দাম কমে কারণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে। আবার উল্টোটাও সত্যি।

উদ্দীপকে জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ইন্ডিয়া থেকে চাল আমাদনি করে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন। তার বন্ধু রহিম তাকে পরামর্শ দেয় পরবর্তীতে আমদানি না করার জন্য। কারণ বাংলাদেশি মুদ্রার দাম এমনিতেই কমে গেছে।

সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। ফলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে। রপ্তানি কমে গেলেও আমদানির পরিমাণ কমেনি। ফলে দেশে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু রপ্তানি কম হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান পর্যাপ্ত হচ্ছে না। ফলে বিদেশি মুদ্রার দাম বাড়ছে। এমতাবস্থায় চাল বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকার পরেও আরো আমদানি করলে দেশীয় মুদ্রার মান আরো হ্রাস পাবে। তাই জনাব আমিরের বন্ধু রহিম মুদ্রার বিনিময় হারের কথা চিন্তা করে জনাব আমিরকে চাল আমদানি করতে নিষেধ করেন যা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তজাতশিল্প পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোন কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। করিম জানতে পারেন যে, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. ফ্যাক্টরিং এর চেয়ে ফোরফেইটিং কার্য কেন ব্যাপকতর? ২

গ. উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর ও লেনদেন নিষ্পত্তির কৌশলকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

খ ফ্যাক্টরিংয়ের চেয়ে ফোরফেটিংয়ের কার্যপরিধি ব্যাপকতর।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের প্রাপ্য বিলের বিপরীতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেইটিং বলে। ফ্যাক্টরিংয়ের ক্ষেত্রে বিল ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, বিলের অর্থ আদায় ইত্যাদিকে মূখ্য বিষয় হিসেবে ধরা হলেও ফোরফেইটিংয়ের কার্যক্রম এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার প্রস্তাবিত পুরো লেনদেনটিকেই বিবেচনায় আনা হয় বলে ফোরফেইটিংয়ের পরিধি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে স্থির প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

যে প্রত্যয়পত্র মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যতীত ইস্যুকারী ব্যাংক বাতিল করতে পারে না তাকে স্থির প্রত্যয়পত্র বলে। যে কোনো অবস্থাতেই এই প্রত্যয়পত্র বাতিল যোগ্য নয়। এমনকি গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে বা দেউলিয়া হলেও এই প্রত্যয়পত্র বাতিলযোগ্য নয়।

উদ্দীপকে করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন। নাদিয়া রপ্তানিকারক করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক বিল পরিশোধ করবে। অর্থাৎ প্রত্যয়পত্রটির মাধ্যমে করিম পণ্য রপ্তানি করলে আমদানিকারকের যাই হোক না কেন তিনি পণ্যের মূল্য পাবেন। এমনকি নাদিয়ার মৃত্যু হলেও প্রত্যয়পত্র বাতিল হবার কোনে সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, করিম নাদিয়ার নিকট থেকে একটি স্থির প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতিটি পুরোপুরি যৌক্তিক।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো মুদ্রার চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে এবং যোগান বাড়লে দাম কমে।

উদ্দীপকে করিম গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়ার নিকট থেকে স্থির প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করার অর্ডার পান। কিন্তু সমস্যা হলো পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। অর্থাৎ আগে ডলারের বিপরীতে ৮৩ টাকা পাওয়া গেলে এখন পাওয়া যাবে ধরা যাক ৮০ টাকা। এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশের আমদানি কমে যাওয়ার কারণে ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে ফলে এর মূল্যও কমে গেছে। অর্থাৎ ডলারের মূল্য কেউ কমিয়ে দেয়নি। বরং বাজারের চাহিদা এবং যোগানের উপর ভিত্তি করে দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে গেছে। এটিই চাহিদা-যোগান তত্ত্বের সুবিধা। কোনো দেশের আমাদনি-রপ্তানি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিমাপকের উপর ভিত্তি করে এর মুদ্রার মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে কেউই মুদ্রার মানের উপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না এবং বাজারে নিখুঁতভাবে মুদ্রার মান নির্ধারিত হবে। যেমনটি হয়েছে উদ্দীপকে ডলারের ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার জন্য সাধারণত ডলারের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু আমদানি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের রিজার্ভে যেই পরিমাণ ডলার ছিল তার চাহিদা কমে গিয়েছিল যা প্রকারান্তরে যোগানের বৃদ্ধি। ফলে চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী ডলারের দাম কমে যায়। সুতরাং বলা যায়, বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য চাহিদা-যোগান তত্ত্বটি যৌক্তিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. জসিম একজন বাংলাদেশি মার্কি প্রবাসী। ঈদ উপলক্ষে তাঁর ছোট ভাই নাসির একটি টাইটান হাতঘড়ি উপহার চাইল। জসিম ভাইয়ের জন্য ৬০০ ডলার দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে একটি ঘড়ি পাঠালেন। নাসির দেখল বাংলাদেশি মুদ্রায় ঘড়িটির দাম ৪৮,০০০ টাকা।

[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১

খ. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটির বিনিময় হার নির্ধারণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটছে, যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ কোনো মুদ্রার মান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য কোনো দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে কতটুকু স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। আর ঠিক ঐ পরিমাণ স্বর্ণ অন্য দেশে কী পরিমাণ মুদ্রার বিপক্ষে সংরক্ষণ করা হয় তা থেকে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। যেমন যদি যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং সমপরিমাণ স্বর্ণ বাংলাদেশে ৮৩ টাকার জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বিনিময় হার হবে ১ ডলার = ৮৩ টাকা। বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না।

গ বিনিময় হার নির্ণয়:

দেয়া আছে,

ঘড়িটির দাম যুক্তরাষ্ট্রে = ৬০০ ডলার

বাংলদেশি মুদ্রায় এর দাম = ৪৮,০০০ টাকা

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার হবে $= \frac{৪৮,০০০}{৬০০} = ৮০$ টাকা

অর্থায়ৎ ১ ডলার = ৮০ টাকা।

উত্তর: ৮০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকটিকে বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে।

দুদেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বটির মতে কোনো দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অন্য দেশের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে মি. জসিম একজন বাংলাদেশি মার্কিন প্রবাসী। ঈদ উপলক্ষে তার ছোটভাই নাসির একটি টাইটান ঘড়ি উপহার চায়। জসিম ভাইয়ের জন্য ৬০০ ডলার খরচ করে একটি ঘড়ি কিনে নিউইয়র্ক থেকে পাঠিয়ে দিল। নাসির দেখল বাংলাদেশি মুদ্রায় ঘড়িটির দাম ৪৮,০০০ টাকা। এখানে বিনিময় হার নির্ধারণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশি ৮০ টাকা সমান যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলার।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব ব্যবহার করে এই বিনিময় হার নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ টাইটান ঘড়িটি যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দিয়ে কিনলে ৬০০ ডলার লাগে। আবার একই ঘড়ি বাংলাদেশে কিনলে ৪৮,০০০ টাকা লাগে। মোট টাকার পরিমাণকে ডলারের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে আমরা বিনিময় হার পেতে পারি। ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলার যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারে, বাংলাদেশের ৮০ টাকা দিয়ে সেই পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং মুদ্রার বিনিময়ে কি পরিমাণ পণ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হওয়ায় এটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের একটি মাত্র উদ্দেশ্যে হলো বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা। বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশের বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। কাজেই এক দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতেই এদেশের মুদ্রার সাথে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ হওয়া উচিত। ১ কেজি গমের দাম জাপানের বাজারে ১০০ ইয়েন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১ ডলার। ডলার ও ইউরোর বিনিময় হার ১ ডলার = ০.৮৬ ইউরো।

[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]

ক. রেমিট্যান্স কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ইউরোপ থেকে ২০,০০০ কেজি গম আমদানির জন্য জাপানের একজন আমদানিকারকের কত ইয়েন প্রয়োজন হবে? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিনিময় হার নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে? বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশে কর্মরত জনশক্তি বিদেশ থেকে দেশে যে অর্থ পাঠায় তাকে রেমিট্যান্স বলে।

খ তারবিহীন টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় মোবাইল হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ও লেনদেন সম্পন্ন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ব্যাংকিং একটি বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে কোনো ধরনের ইন্টারনেট কানেকশান ছাড়াই ঘরে বসে লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। সীমিত আকারের ব্যাংকিং কার্যক্রম হলেও এটি অনেক সুবিধাজনক।

গ গম আমদানি করার জন্য প্রয়োজনীয় ইউরোর পরিমাণ নির্ণয়:

দেয়া আছে

১ ডলার = ১০০ ইয়েন

আবার, ১ ডলার = ০.৮৬ ইউরো

অতএব, ১ ইউরো $= \frac{১০০}{০.৮৬}$ ইয়েন

= ১১৬.২৮ ইয়েন

১ কেজি গমের দাম ১ ডলার বা ০.৮৬ ইউরো

২০,০০০ কেজি গমের দাম (২০,০০০ × ০.৮৬) ইউরো

= ১৭,২০০ ইউরো

১ ইউরো = ১১৬.২৮ ইয়েন

অতএব, ১৭,২০০ ইউরো = (১৭,২০০ × ১১৬.২৮) ইয়েন

= ২০,০০,০১৬ ইয়েন।

সুতরাং, ইউরোপ থেকে ২০,০০০ কেজি গম আমদানি করার জন্য একজন আমদানিকারকের ২০,০০,০১৬ ইয়েন লাগবে।

ঘ উদ্দীপকের ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

দু'দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলে। কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঐ দেশের মুল্যস্তরের উপর নির্ভরশীল। মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা এবং বিনিময় হার সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশের বাজারে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবা বা দ্রব্য ক্রয় করতে পারে তার উপর ভিত্তি করেই ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা উচিত। বিনিময় হার নির্ধারণ করার এই পদ্ধতিটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

Teachingbd24.com

বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অচল। লেনদেনের মাধ্যম মুদ্রা হওয়ায় একটি দেশের সাথে লেনদেন করতে চাইলে অপর দেশের মুদ্রাতেই তা করতে হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমদানি-রপ্তানির ভিত্তিতে সব দেশের মুদ্রার প্রতি এককের মান সমান নয়। এজন্য একটি মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের কি পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করতে হয়। নতুবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন সম্পন্ন করা অসম্ভব প্রায়। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মুনসুর সাহেব একজন গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী। ঢাকার মিরপুরে তার ৫টি কারখানা রয়েছে। তিনি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী জ্যাক পলের সাথে সম্প্রতি ৬০,০০,০০০ ডলারের একটি বাণিজ্য চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিল সংযুক্তসাপেক্ষে বিনিময় বিল প্রস্তুতের শর্তে মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে একটি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অবশ্য মুনসুর সাহেব সর্বদা মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার জন্য মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১

খ. বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লেনদেনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে যে বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা কতটা যৌক্তিক? তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাপ্য বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কোনো ফ্যাক্টরের কাছে কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকেই ফ্যাক্টরিং বলে।

খ এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করাকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

সাধারণত এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির উপায় হিসেবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করার মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। এভাবে বিনিময় বিল, আজ্ঞাপত্র, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতির মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতিতে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করাকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

গ মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে দলিলি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন।

প্রত্যয়পত্র ইস্যুকারী ব্যাংক যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, বিল উপস্থাপনের সময় এর সাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করতে হবে অন্যথায় রিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না তাহলে প্রত্যয়পত্রটিকে দলিলি প্রত্যয়পত্র বলা হয়। প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের মধ্যে মালের চালান রসিদ, বহনপত্র, বিমাপত্র ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মুনসুর একজন গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী। ঢাকার মিরপুরে তার ৫টি কারখানা রয়েছে। তিনি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী জ্যাক পলের সাথে সম্প্রতি ৬০,০০,০০০ ডলারের একটি বাণিজ্য চুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি রপ্তানি করার জন্য চুক্তি করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্তিসাপেক্ষে বিনিময় বিল প্রস্তুতের শর্তে একটি প্রত্যয়পত্র মুনসুর সাহেব গ্রহণ করেন। শর্তানুযায়ী প্রত্যয়পত্রের সাথে প্রয়োজনীয় দলিল যেমন : বহনপত্র, বিমাপত্র, চালান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, মুনসুর সাহেব একটি দলিলি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা-যোগান তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করার তত্ত্বটিই হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকে মুনসুর সাহেব একজন গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী। তিনি নিউইয়র্কের জ্যাক পলের সাথে একট রপ্তানি চুক্তি করেন এবং তিনি দলিলি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। তবে বাণিজ্যি চুক্তি সম্পাদনে তিনি সর্বদা মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থাৎ মুনসুর সাহেবের মতে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারণ হবে। এজন্য তিনি মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নজর রাখেন।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার এককভাবে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। বরং সম্পূর্ণ বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবেই মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গেলে মুদ্রার মান বাড়ে। পক্ষান্তরে চাহিদা কমে গেলে মুদ্রার মান কমে। আবার যোগানের সাথে চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ যোগান বাড়লে মুদ্রার মান কমে এবং যোগান কমলে তা বাড়ে। আর চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত হয় সে দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বলা যায়, মুনসুর সাহেব যে চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেই তত্ত্বটি বিনিয়ম হার নির্ধারণের জন্য যথার্থ এবং পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আরাফাত মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানি থ্রি-পিছের চাহিদা অনেক। তাই তিনি ভারত ও পাকিস্তান থেকে থ্রি-পিছ আমদানির সিদ্ধান্ত নিলেন। এ কারণে তিনি ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুললেন এবং আমদানি প্রক্রিয়ার সকল নিয়ম অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করলেন।

[অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]

ক. বিনিময় বিল কী? ১

খ. বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক প্রদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আরাফাত মাহমুদের জন্য কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আরাফাত মাহমুদ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে পদক্ষপে গ্রহণ করবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে দলিলে উক্ত ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় পরে প্রদানের জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে বিনিময় বিল বলে।

খ বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতিটি হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিতে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। কোনো মুদ্রার চাহিদা বাড়লে ও যোগান কমলে বিনিময় হার বাড়ে। আর চাহিদা কমলে বা যোগান বাড়লে বিনিময় হার কমে। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার পুরোপুরি বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

গ আরাফাত মাহমুদের জন্য ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র উপযোগী।

যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিকভাবে সমপরিমাণ বা তা কম পরিমাণ অর্থের জন্য ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে। বারে বারে প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এ ধরনের প্রত্যয়পত্র খোলা হয়।

উদ্দীপকে আরাফাত মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানি থ্রি পিছের চাহিদা অনেক। তাই তিনি ভারত ও পাকিস্তান

Teachingbd24.com

থেকে থ্রি-পিছ আমদানির সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য ব্যাংকে তিনি প্রত্যয়পত্র খুললেন। তিনি যদি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খোলেন তাহলে তার আমদানি করতে সুবিধা হবে। কারণ তিনি দুটি দেশ থেকে আমদানি করতে চান। আবার বাংলাদেশে থ্রি পিছের চাহিদা অনেক বেশি হবার কারণে তাকে বারবার লেনদেন করতে হবে। এ জন্য তিনি যদি প্রতিবার প্রত্যয়পত্র খুলতে চান তাহলে তার হয়রানি অনেক বেশি হবে এবং খরচও বেশি হবে। ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খোলার মাধ্যমে তিনি একবার প্রত্যয়পত্র খুলেই তা দুই দেশে বারবার ব্যবহার করতে পারবেন, যা তার জন্য সুবিধাজনক হবে। সুতরাং বলা যায়, আরাফাত মাহমুদের জন্য ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র উপযোগী।

ঘ আরাফাত মাহমুদকে বিদেশ থেকে পণ্য আমাদনি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অর্থ হলো বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করা বা বিদেশে পণ্য বিক্রি করা। পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

উদ্দীপকে কাপড়ের ব্যবসায়ী আরাফাত মাহমুদ ভারত ও পাকিস্তান থেকে থ্রি পিছ আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ব্যাংক থেকে প্রত্যয়পত্র খুলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করেন। তবে পণ্য আমদানি করার প্রক্রিয়াটি আরাফাত মাহমুদকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হয়েছে যার একটি অংশমাত্র হলো প্রত্যয়পত্র খোলা।

আমদানি করার জন্য প্রথমেই রপ্তানিকারককে ঠিক করে ফরমায়েশপত্র পাঠাতে হতে আরাফাত মাহমুদকে। যদি রপ্তানিকারক ফরমায়েশপত্র গ্রহণ করে সম্মতি প্রদান করে তাহলে সম্মতিপত্রের সাথে রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবে। আরাফাত মাহমুদকে একটি প্রত্যয়পত্র খুলে পাঠাতে হবে। ব্যাংকের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার পর রপ্তানিকারক পণ্য প্রেরণ করবে এবং পণ্যের সাথে বিনিময় বিল প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পাঠাবে। এরপর আরাফাত মাহমুদ বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে বন্দর থেকে পণ্য খালাস করে নেবে। ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনার তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। এ জন্য তিনি তার সাথে ৩০ লাখ টাকা নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি তার ৩০ লাখ টাকা ব্যবহারের সুবিধার্থে ডলারে রূপান্তর করেছেন। তিনি স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান। বর্তমানে ১ ডলারের বিপরীতে ৮০ টাকা পাওয়া যায়। *[দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কীভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব তহিদ সাহেব স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান কেন? আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রা যে হারে লেনদেন করা হয় তাকেই বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারককের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক কোনো কারণে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

গ স্বর্ণমান ব্যবস্থায় একই পদ্ধতি অনুসরণকারী দুটি দেশের মধ্যে তাদের মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে মিট প্যারিটি তত্ত্বও বলা হয়।

মুদ্রামান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

উদ্দীপকে জনাব তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। এ জন্য তিনি ৩০ লাখ টাকা ডলারে রূপান্তর করে সাথে নিয়ে যেতে চান। তিনি চাইলে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা ডলারে রূপান্তর করতে পারেন যদিও এ পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত নয়। কিন্তু করতে চাইলে তাকে প্রথমেই স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করতে হতো। যেমন, ধরা যাক কানাডায় ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং বাংলাদেশে ৮৩ টাকার বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয়। তাহলে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা মান হার (Mint per exchange) হলো ১ ডলার = ৮৩ টাকা। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকা বিনিময়ে তহিদ সাহেব পাবেন ৩০,০০,০০০/৮৩ = ৩৬,১৪৪.৫৮ ডলার।

ঘ স্বর্ণমান ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং এর কিছু সমস্যা থাকায় জনাব তহিদ টাকা বিনিময় করতে চাইলেন।

যে ব্যবস্থায় মুদ্রার মান নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয় তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থা বলা হয়। তবে স্বর্ণমান ব্যবস্থা এখন প্রচলিত নেই। বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব, চাহিদা-যোগান তত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে জনাব তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। তিনি সাথে করে ৩০ লাখ টাকা নিয়ে যেতে চান। তবে ব্যবহারের সুবিধার্থে তিনি টাকাগুলোকে ডলারে রূপান্তর করেছেন। তিনি স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করেন। ৮০ টাকার বিপরীতে বর্তমানে ১ ডলার পাওয়া যায় উদ্দীপক অনুযায়ী। তবে এ হার পরিবর্তনশীল।

জনাব তহিদ সাহেব স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা রূপান্তর করতে অনাগ্রহী কারণ এই পদ্ধতি এখন ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। আবার বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার মান উক্ত দেশের আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এছাড়াও ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায় এখনকার মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সর্বোপরি স্বর্ণমান ব্যবস্থার চেয়ে বিনিময় হার নির্ধারণের ভালমানের ব্যবস্থা থাকায় জনাব তহিদ স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বিশ্বজুড়ে বর্তমানে অন্যতম প্রধান ব্যবসায় হলো বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়। অতীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ কম থাকলেও এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বেড়ে গেছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। *[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের কোন ধরনের পদ্ধতির কথা ইঙ্গিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব নয় উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর ও লেনদেন নিষ্পত্তির কৌশলকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

খ কোনো মুদ্রার মান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

https://teachingbd24.com

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য কোনো দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে কতটুকু স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। আর ঠিক ঐ পরিমাণ স্বর্ণ অন্য দেশে কী পরিমাণ মুদ্রার বিপক্ষে সংরক্ষণ করা হয় তা থেকে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। যেমন যদি যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং সমপরিমাণ স্বর্ণ বাংলাদেশে ৮৩ টাকার জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বিনিময় হার হবে ১ ডলার = ৮৩ টাকা। বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না।

গ উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা-যোগান পদ্ধতির উপর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দুদেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ণয়ের পদ্ধতি চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এ তত্ত্বের অধীনে সব দেশের মুদ্রাই ভাসমান মুদ্রা। কোনো দেশে যখন অন্য কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন সেই মুদ্রার মান বাড়ে। আবার যখন মুদ্রার যোগান বাড়ে তখন দাম কমে। এই চাহিদা ও যোগানকে এককভাবে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং সামগ্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সফলতার উপর নির্ভর করে। ফলে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতিটি দেশ আমদানি কমাতে এবং রপ্তানি বাড়াতে চায়। আর এই প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার মধ্যে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মূলত চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব নয়-উক্তিটি যথার্থ।

কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লেনদেন নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। অতীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও জনশক্তির পরিমাণ কম থাকলেও এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুদ্রার মান একই না হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হয়। এক দেশের পণ্যের মূল্য অন্য দেশে একই নয়। এর কারণ হচ্ছে বিনিময় হার। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলার দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য পাওয়া যাবে, বাংলাদেশে ১ টাকায় সেই পরিমাণ পণ্য পাওয়া যাবে না। সেজন্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় যেন আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য আদান প্রদান করা যায় এবং লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. সেলিম কানাডা থাকেন। প্রতি মাসের শেষে সপ্তাহে তিনি দেশে টাকা পাঠান। দেশে টাকা পাঠাতে তিনি বৈধ কোনো প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেন না। পরবর্তীতে জানতে পারনে উক্ত পথে টাকা পাঠানো দেশের জন্য ক্ষতিকর। *[সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর]*

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২

গ. মি. সেলিম কোন পদ্ধতিতে রেমিটেন্স পাঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সেলিমের রেমিটেন্স পাঠানোর পদ্ধতিটি দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে কি? মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতিটি হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতি।

দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বলে। চাহিদা-যোগান তত্ত্বকে আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়। কারণ এটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

গ মি. সেলিম অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স পাঠান।

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি হলো অবৈধ উপায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত একক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণের একটি মাধ্যম হলো হুন্ডি। এটি একটি অবৈধ উপায়।

উদ্দীপকে মি. সেলিম কানাডায় থাকেন। প্রতি মাসের শেষে তিনি টাকা পাঠান এবং টাকা পাঠানোর জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেন না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত টাকা পাঠানো অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি। মি. সেলিম বিভিন্নভাবে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় টাকা পাঠাতে পারেন যেমন হুন্ডিযোগে অর্থ প্রেরণ। হুন্ডিতে অর্থ প্রেরণ করলে অনেক দ্রুত টাকা পাঠানো যায়। মি. সেলিম এতে বেশি লাভবানও হতে পারবেন। কিন্তু হুন্ডিযোগে টাকা প্রেরণ করাটা বৈধ নয়। এভাবেই আরো অনেক অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম আছে যা ব্যবহার করে টাকা পাঠানো যায় কিন্তু এর কোনোটিই বৈধ নয়। সুতরাং বলা যায়, মি. সেলিম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অবৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।

ঘ সেলিমের রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতিটি দেশের জন্য ক্ষতিকর।

বিদেশের প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থকেই রেমিট্যান্স বলে। রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে। তবে অবৈধ উপায়ে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণ করলে তা দেশের ক্ষতি করে।

উদ্দীপকে মি. সেলিম কানাডা থেকে টাকা পাঠানোর জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেন না। অর্থাৎ তিনি অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে টাকা প্রেরণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে উক্ত মাধ্যমে টাকা পাঠানো দেশের জন্য ক্ষতিকর। অনানুষ্ঠানিক উপায়ে টাকা প্রেরণ করলে তা সরকারি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয় না। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় না এবং সরকারও আয়কর থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন: হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে বিদেশে প্রেরকের কাছ থেকে একজন অর্থ গ্রহণ করে। তারপর তিনি দেশে অন্য একজন প্রতিনিধিকে টাকা পরিশোধ করতে বলেন। ফলে অর্থের প্রাপক টাকা পেয়ে যায়। এতে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে না বিধায় এর কোনো হিসাব সরকারের কাছে থাকে না। ফলে রেমিট্যান্স দেশের অভ্যন্তরে আসার পরেও কোনো ধরনের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দেশের ক্ষতি হয়।

https://teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

অধ্যায়-৮: বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা

১৮১. ক্রয়-ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটির প্রবক্তা কে? (জ্ঞান)
ক জে. এম. কীনস খ গুস্টাভ ক্যাসেল
গ পি. স্যামুয়েলসন ঘ এম. এন. শর্মা — খ

১৮২. রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হলে দেশীয় মুদ্রায় কী প্রভাব পড়ে? (অনুধাবন)
ক মুদ্রার মান বাড়ে
খ মুদ্রার মান কমে
গ মুদ্রার মান অপরিবর্তিত থাকে
ঘ মুদ্রার মান অলাভজনক হয় — খ

১৮৩. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়? (অনুধাবন)
ক চোরাচালান রোধ খ অর্থ পাচার
গ বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা
ঘ লাগেজ ব্যবসা — গ

১৮৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কোনটির দাম বাড়তে পারে? (অনুধাবন)
ক অর্থের উপযোগ খ অর্থের চাহিদা
গ অর্থের যোগান ঘ অর্থের মূল্য — গ

১৮৫. কোনটি বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব? (জ্ঞান)
ক সম ক্রয়ক্ষমতা নীতি
খ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
গ মুদ্রার চাহিদা তত্ত্ব
ঘ পরিশোধ ভারসাম্য নীতি — ঘ

১৮৬. যদি ব্যাংক হার বৃদ্ধি পায় তাহলে অর্থ সরবরাহ কেমন হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক হ্রাস পায় খ বৃদ্ধি পায়
গ অপরিবর্তিত থাকে ঘ উঠানামা করে — ক

১৮৭. বৈদেশিক মুদ্রায় চাহিদা ও যোগান যে পর্যায়ে সমপরিমাণ হয় সেখানে কী নির্ধারণ করা হয়? (অনুধাবন)
ক বিনিময় মূল্য খ বিনিময় হার
গ বিনিময় চুক্তি ঘ বিনিময় চাহিদা — খ

১৮৮. আগামপত্র তৈরি করেন কে? (জ্ঞান)
ক আমদানিকারক খ রপ্তানিকারক
গ জাহাজ কর্তৃপক্ষ ঘ ব্যাংক — ক

১৮৯. প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে কে? (জ্ঞান)
ক ব্যাংক খ রপ্তানিকারক
গ প্রতিনিধি ঘ তৃতীয় পক্ষ — ক

১৯০. ফ্যাক্টর সুবিধা প্রদানকারী কে? (জ্ঞান)
ক রপ্তানি-দেনাদার খ রপ্তানি-পাওনাদার
গ ব্যাংক ঘ আমদানিকারক — গ

১৯১. প্রাপ্য বিলের কত অংশ Factor reserve রাখে? (জ্ঞান)
ক ১০% খ ২০%
গ ৫০% ঘ ৯০% — ক

১৯২. ফোরফেটিং-এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক কত ভাগ অর্থায়নের সুযোগ পায়? (জ্ঞান)
ক ৫০ ভাগ খ ৬০ ভাগ
গ ৮০ ভাগ ঘ ১০০ ভাগ — ঘ

১৯৩. কোন প্রত্যয়পত্র অধিক জনপ্রিয়? (জ্ঞান)
ক ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র
খ নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র
গ ভ্রাম্যমাণ প্রত্যয়পত্র
ঘ অগ্রিম প্রত্যয়পত্র — ক

১৯৪. ব্যাংক বিক্রেতাকে পাওনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় কীসের মাধ্যমে? (অনুধাবন)
ক চালানি রসিদ খ বহনপত্র
গ নৌভাটক পত্র ঘ প্রত্যয়পত্র — ঘ

১৯৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার কোনটি? (জ্ঞান)
ক ডিডি খ প্রত্যয়পত্র
গ রেমিটেন্স ঘ পোস্টাল অর্ডার — গ

১৯৬. দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে কোনটি? (অনুধাবন)
ক রেমিটেন্স খ প্রত্যয়পত্র
গ ডিমান্ড ড্রাফট ঘ পোস্টাল অর্ডার — ক

১৯৭. বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের কত % রেমিটেন্সের মাধ্যমে আসে? (জ্ঞান)
ক ৩৪% খ ৩৫%
গ ৩৬% ঘ ৩৭% — ক

১৯৮. মুদ্রাস্ফীতির ফলে —— (অনুধাবন)
i. দেশীয় মুদ্রার মান বাড়ে
ii. অর্থের যোগান বাড়ে
iii. রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

১৯৯. ফ্যাক্টরিং-এর বৈশিষ্ট্য হলো —— (অনুধাবন)
i. সময়কাল ১৮০ দিন
ii. প্রাপ্য বিলের বিপরীতে দেয়া হয়
iii. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২০০. ফোরফেটিং-এর ফলে রপ্তানিকারকের সুবিধা হলো —— (অনুধাবন)
i. ১০০ ভাগ অর্থায়ন
ii. পণ্যমূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
iii. তারল্য সুযোগ বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

Teachingbd.com

২০১. মি. সুজন রপ্তানিকারক হিসেবে বিলের স্বীকৃতি ও মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ ব্যাংক তাকে প্রত্যয়পত্র প্রদান করে। এ প্রত্যয়পত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মেয়াদপূর্তির পূর্বে এ প্রত্যয়পত্র বাতিল করা
ii. রপ্তানিকারকের বিলে স্বীকৃতি ও টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে
iii. মেয়াদপূর্তির পূর্বে এ প্রত্যয়পত্র বাতিল করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

২০২. লাল দফা অগ্রিম প্রত্যয়পত্রে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করা যায় — (অনুধাবন)

i. ভাড়া ii. বিমা
iii. জাহাজ খরচ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

২০৩. বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে রেমিটেন্স আসে। রেমিটেন্সের ফলে প্রভাবিত হয় — (অনুধাবন)

i. জাতীয় অর্থনীতি ii. গ্রামীণ অর্থনীতি
iii. বৈশ্বিক অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০৪ ও ২০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাকিব তার পাঠ্যবই পড়ে জানতে পারলো যে, বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে দেনা-পাওনার উদ্বৃত্তের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকার মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এছাড়া সকল দিক হতে এ পদ্ধতিতে সুবিধা থাকলেও কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হয়।

২০৪. রাকিবের পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিটির বিনিময় হার নির্ধারণ কোন পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক পরিশোধ ভারসাম্য নীতি
খ ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব
গ কাগজি মুদ্রা মান পদ্ধতি
ঘ স্বর্ণমান পদ্ধতি

ক

২০৫. রাকিব তার পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আমেরিকার বিনিময় হার নির্ধারণে যেসব অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারলো, তা হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. উদ্বৃত্তের প্রতিকূলতা
ii. চাহিদা যোগানের সমতা
iii. চাহিদা ও যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০৬ ও ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাহাদাৎ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত। নতুন একজন রপ্তানিকারক শাহাদাৎ-এর কাছে পণ্য বিক্রয় করার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। কারণ শাহাদাৎ তাকে পণ্যমূল্য প্রদান করবে এরূপ নিশ্চয়তা নেই।

২০৬. শাহাদাৎ-এর এরূপ পরিস্থিতিতে কোন দলিলটি প্রয়োজন? (প্রয়োগ)

ক প্রত্যয়পত্র খ ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র
গ পে-অর্ডার ঘ ব্যাংকের নিশ্চয়তাপত্র

ক

২০৭. শাহাদাৎ-এর ব্যবহৃত দলিলটির বৈশিষ্ট্য হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা
ii. হস্তান্তর অযোগ্য
iii. জামানত প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০৮ ও ২০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাইফ রপ্তানিকারকের বিলের নিশ্চয়তা ও মূল্য পরিশোধের স্বীকৃতি দিয়ে একটি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করল। অপরদিকে তার বন্ধু আকাশ রপ্তানিকারকের বিলের নিশ্চয়তা ও মূল্য পরিশোধে স্বীকৃতি না দিয়ে প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করল।

২০৮. সাইফের গৃহীত প্রত্যয়পত্রটি কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র? (প্রয়োগ)

ক নিশ্চিত প্রত্যয়পত্র খ অনিশ্চিত প্রত্যয়পত্র
গ খোলা প্রত্যয়পত্র ঘ স্থির প্রত্যয়পত্র

ক

২০৯. আকাশের গৃহীত প্রত্যয়পত্রের বৈশিষ্ট্য হলো — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সাধারণ প্রতিশ্রুতি থাকে
ii. প্রত্যয়পত্রের নিশ্চয়তা বাতিল হতে পারে
iii. হস্তান্তরযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিজানকে বিদেশে পড়াশোনা করার খরচ দিতে তার ভাই ফি সহ টাকা ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক একটি গোপন কোড নম্বর দেয়। এ কোডটি ব্যাংক তার বিদেশস্থ শাখাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে জানালে মিজান দলিল দেখিয়ে সরাসরি ও দ্রুত অর্থ পেয়ে যায়।

২১০. মিজানকে কোন পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক তারযোগে খ ডাকযোগে
গ ই-মেইলে ঘ সুইফটে

ক

২১১. মিজান প্রমাণপত্র না দেখিয়ে ঐ অর্থ কীভাবে পেতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক একটি ব্যাংক হিসাব খুলে
খ ই-মেইল করে
গ ভালো সম্পর্ক রেখে
ঘ বাংলাদেশের ব্যাংকে অনুরোধ করে

ক

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-৯: ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং

প্রশ্ন ▶১ মি. নাহিদ ও মি. শাকিল দুই ভাই ফাইভ স্টার হোটেলে চাকরি করেন। তাদের দুই ভাইয়েরই পদ্মা ব্যাংকে হিসাব রয়েছে। পদ্মা ব্যাংক মি. নাহিদকে একটি প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করেছে যার মাধ্যমে সে তার জমাকৃত টাকা উত্তোলন করা ছাড়াও পণ্য ক্রয় করতে পারে। অপরদিকে, পদ্মা ব্যাংক মি. শাকিলকেও একটি প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করেছে, যেটি দ্বারা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা ছাড়াও ধারে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। পদ্মা ব্যাংক দেশের বিভিন্ন এলাকায় শাখা স্থাপন করে সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া গ্রাহকদের আরো আধুনিক সেবা কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে ব্যাংকটি ভাবছে। *[চা. বো. ১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. অনলাইন ব্যাংকিং জগতে কাগজি মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাংকটি মি. নাহিদকে কোন ধরনের কার্ড ইস্যু করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. শাকিলের কার্ড দ্বারা অর্থ স্থানান্তর করা কি সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নততর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।

খ অনলাইন ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখা হতে ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করে, যা কাগজি মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস করেছে।

অর্থ জমাদান, অর্থ সংগ্রহ, চেকের অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি কাজে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যায়। যার ফলে গ্রাহককে ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় ব্যাংকিং-এর জন্য নগদ অর্থ বহন করতে হয় না। এজন্যই অনলাইন ব্যাংকিং জগতে কাগজি মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত ব্যাংকটি মি. নাহিদকে ডেবিট কার্ড ইস্যু করেছে।

এ কার্ডের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাব থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পান। এছাড়াও কেনাকাটা ক্ষেত্রে ডেবিট কার্ড অর্থের ন্যায় কাজ করে।

উদ্দীপকের মি. নাহিদ পদ্মা ব্যাংকে একটি হিসাব পরিচালনা করেন। তার হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক তাকে একটি বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করেছে। এর দ্বারা মি. নাহিদ তার ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনসহ পণ্য ক্রয়েরও সুযোগ পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ মি. নাহিদের গৃহীত কার্ডটির সাথে ডেবিট কার্ডের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, মি. নাহিদের কার্ডটি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একটি ডেবিট কার্ড।

সহায়ক তথ্য

ডেবিট কার্ড : ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত চুম্বকভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে। এ কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ, নগদ টাকা বা চেকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের মি. শাকিলের কার্ডটি একটি ক্রেডিট কার্ড। উক্ত কার্ডটি দ্বারা অর্থ স্থানান্তর করা অসম্ভব।

ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকরা ঋণ সুবিধাসহ ধারে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা পেয়ে থাকেন। তবে ডেবিট কার্ডহোল্ডারের ন্যায় অর্থ স্থানান্তরে কোনোরূপ সুবিধা তারা পান না।

উদ্দীপকে মি. শাকিল পদ্মা ব্যাংক থেকে এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড গ্রহণ করেছেন। যার দ্বারা বাকিতে পণ্য ক্রয় করা ছাড়াও তিনি ধারে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। অর্থাৎ মি. শাকিল পদ্মা ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করেছেন।

মি. শাকিলের গৃহীত কার্ড দ্বারা ক্রেডিট কার্ডের সকল সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব। তবে ক্রেডিট কার্ডের সকল সুবিধা গ্রহণ সম্ভব। তবে ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকদের যেহেতু ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা থাকার প্রয়োজন হয় না, সেহেতু কার্ডহোল্ডাররা অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আর তাই মি. শাকিল একজন ক্রেডিট কার্ডহোল্ডার হওয়ায় তার কার্ড দ্বারা অর্থ স্থানান্তর করা সম্ভব হবে না।

সহায়ক তথ্য

ক্রেডিট কার্ড : যে কার্ড ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বাকিতে ক্রয় করা যায় তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে। এ কার্ড নগদ অর্থের প্রয়োজন মেটায়। ব্যাংকের সাথে লেনদেনকারী স্বচ্ছল গ্রাহকগণ এ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ▶২ 'Z' ব্যাংক লিমিটেড কেনাকাটার সুবিধার্থে গ্রাহকদের এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে। ভবিষ্যতে গ্রাহক সেবা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাংকটি যখন যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই গ্রাহককে নগদ অর্থ-উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে এই ধরনের কার্ড ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কী? ১

খ. স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Z' ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সুবিধার্থে কী ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রাহক সেবা বৃদ্ধিতে 'Z' ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলা হয়।

খ স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর (Automated Clearing House) একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক সেবা পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ ইলেকট্রনিক উপায়ে বিনিময় ও নিষ্পন্ন করা হয়। এতে আলাদা করে চেক কাটা, চেক প্রদান, গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় চেক জমা, এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের কাজটি পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকে 'Z' ব্যাংক লি. গ্রাহকদের সুবিধার্থে তাদেরকে ডেবিট কার্ড সরবরাহ করেছে।

এটি চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড। গ্রাহকের হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন ও স্থানান্তরের জন্য ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে এই কার্ড সরবরাহ করে। গ্রাহকের হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেই তিনি এ কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

উদ্দীপকে 'Z' ব্যাংক লিমিটেড কেনাকাটার সুবিধার্থে গ্রাহকদের এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে। গ্রাহক সেবা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাংকটি এ কার্ড ইস্যু করেছে। এ কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকের যে কোনো এটিএম বুথ থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ পাবেন। গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক এ কার্ড ইস্যু করেছে। ফলে গ্রাহক তার জমাকৃত অর্থ এ কার্ডের মাধ্যমে নগদ উত্তোলন করতে পারবেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ব্যাংকটি গ্রাহকদেরকে ডেবিট কার্ড ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধিতে 'Z' ব্যাংক গ্রাহকদেরকে ডেবিট কার্ড সরবরাহ করেছে, যা ব্যাংকটির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে আধুনিক ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে গ্রাহকদেরকে সন্তুষ্ট করা যায়। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশেই গ্রাহক সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকে 'Z' ব্যাংক লি. কেনাকাটার সুবিধার্থে গ্রাহকদের এক ধরনের কার্ড সরবরাহ করেছে। গ্রাহক সেবাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যেই ব্যাংক এ কার্ড ইস্যু করেছে। এই কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময় নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

এই কার্ড ইস্যুর কারণে 'Z' ব্যংকের পক্ষে নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করা সহজ হবে। কারণ, সহজ পদ্ধতিতে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ থাকায় অনেকেই এ ব্যাংকে হিসাব খুলবেন। কোনো ব্যাংক কর্মীর সহযোগিতা ছাড়াই গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। ফলে ব্যাংকের ব্যয় কমানোর সুযোগ থাকবে। এছাড়াও, উন্নত সেবার কারণে অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যাংকের গ্রাহকও 'Z' ব্যাংকে আসতে পারেন। সুতরাং, 'Z' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩ মি. জহির সপরিবারে কক্সবাজার বেড়াতে যান। সঙ্গে অল্প কিছু নগদ টাকা ছাড়াও এক ধরনের প্লাস্টিকের কার্ড নিয়ে যান। যা দিয়ে তিনি সেখানে গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানো ছাড়াও হোটেল বিল, খাবার বিল, এমনকি কেনাকাটার বিলও পরিশোধ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. সংরক্ষিত মুনাফা কী? ১

খ. অব্যক্তিক জামানত বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. জহির যে প্লাস্টিকের কার্ড নিয়ে যান তার নাম কী? এ কার্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখো। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্লাস্টিকের কার্ডটির সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি অর্জিত আয়ের যে অংশ ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ বা ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অবন্টিত রাখে তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে।

খ ব্যাংক যখন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ মঞ্জুর করে তখন ঐ জামানতকে অব্যক্তিক জামানত বলে।

ঋণগ্রহীতা এ পর্যায়ে জমি, দালানকোঠা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি জামানত হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহণের সুযোগ পায়। এ ধরনের জামানত গ্রহণ ব্যাংকের জন্য অধিকতর নিরাপদ। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করলে প্রয়োজনে এ ধরনের জামানত বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে।

গ উদ্দীপকে মি. জহির কক্সবাজার বেড়াতে অল্প কিছু নগদ টাকা ছাড়াও যে প্লাস্টিকের কার্ড নিয়ে যান তার নাম ডেবিট কার্ড।

এ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক নিজ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ২৪ ঘণ্টাই উত্তোলনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও অর্থ স্থানান্তরসহ কেনাকাটার সুযোগও লাভ করেন।

উদ্দীপকে মি. জহির সপরিবারে কক্সবাজার বেড়াতে যান। এ ভ্রমণে তিনি সঙ্গে অল্প কিছু নগদ টাকা বহন করেন। তবে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানে তিনি একটি বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড নিয়ে যান। যা দিয়ে তিনি প্রয়োজনে ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করেন। আবার হোটেল বিল, খাবার বিল, এমনকি কেনাকাটার বিলও পরিশোধ করেন। অর্থাৎ মি. জহিরের বহনকৃত প্লাস্টিক কার্ডটি একটি ডেবিট কার্ড। যার মাধ্যমে তার ব্যাংক হিসাবের ডেবিট ব্যালেন্স হতে তিনি অর্থ উত্তোলনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে তা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।

সহায়ক তথ্য

ডেবিট ব্যালেন্স : ডেবিট ব্যালেন্স বলতে ব্যাংকের ভাষায় গ্রাহকের হিসাবে পর্যাপ্ত জমাকৃত অর্থকে নির্দেশ করে, যা গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাবে জমা রাখেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্লাস্টিক কার্ডটি একটি ডেবিট কার্ড, যার কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

এটি এক ধরনের ইলেকট্রনিক প্লাস্টিক কার্ড, যা ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য ইস্যু করে থাকে। ব্যাংক হিসাবে গ্রাহকের পর্যাপ্ত টাকা থাকা সাপেক্ষে গ্রাহক এ কার্ড ব্যবহার করতে পারে।

উদ্দীপকে মি. জহির কক্সবাজার বেড়াতে যান। সঙ্গে অল্প কিছু নগদ টাকা নিলেও একটি ডেবিট কার্ড নিয়ে যান, যা দিয়ে তিনি কক্সবাজার গিয়ে তার ব্যাংক হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করেন। আবার হোটেলের বিল, খাবার বিলসহ কেনাকাটার বিলও পরিশোধ করেন।

মি. জহির কক্সবাজার ভ্রমণে গিয়ে অর্থ উত্তোলনে ও বিল পরিশোধে যে ধরনের সুবিধা পেয়েছেন তা কেবল ডেবিট কার্ডের জন্য সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও তিনি এ কার্ড দ্বারা প্রয়োজনে অর্থ স্থানান্তরও করতে পারতেন। তবে এ কার্ডের মাধ্যমে তিনি কোনো ধরনের ঋণ সুবিধা পাবেন না। শুধু তার হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা থাকা সাপেক্ষেই তিনি এ সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ মিসেস অনন্যা একটি বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা। তিনি 'প্রত্যয় ব্যাংক লি.' এ একটি হিসাব পরিচালনা করেন, যার বিপরীতে একটি সাংকেতিক নম্বরযুক্ত বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড পেয়েছেন। এই কার্ড দিয়ে তিনি জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ছাড়াও পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করার কারণে বিমার প্রিমিয়ামসহ গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মিসেস অনন্যাকে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে নাম ও নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দ্বারা নিবন্ধিত হয়ে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংকিং খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস অনন্যা ব্যাংক হতে কোন প্লাস্টিক কার্ডটি পেয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'প্রত্যয় ব্যাংক লি. এর ব্যবস্থাপক মিসেস অনন্যাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটি কি তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা প্রদান করা হয়।

খ ব্যাংকিং খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকের আধুনিকায়নের নীতি বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বাধিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন ও দক্ষ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ব্যাংকসমূহ এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড ইত্যাদি প্রযুক্তি দ্বারা সেবা দানের প্রয়াস চালায়।

গ উদ্দীপকে মিসেস অনন্যা ব্যাংক হতে ডেবিট কার্ড পেয়েছেন।

ডেবিট কার্ড হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর একটি সেবা বা পণ্য। গ্রাহক এ কার্ডের মাধ্যমে যেকোনো সময় নগদ অর্থ উত্তোলন ও ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা থাকতে হয়।

উদ্দীপকে মিসেস অনন্যা একটি বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা। তিনি 'প্রত্যয় ব্যাংকি লি.' এ একটি হিসাব পরিচালনা করেন। এ ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে তিনি একটি প্লাস্টিক কার্ড পেয়েছেন। কার্ডটি দিয়ে

https://teachingbd24.com

তিনি জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ছাড়াও পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। সাধারণত ডেবিট কার্ড দিয়েই গ্রাহক যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে এটিএম (ATM) বুথ থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া গ্রাহকগণ উক্ত কার্ডের মাধ্যমে শপিং পণ্য কেনাকাটার মূল্যও পরিশোধ করতে পারেন। এখানে মিসেস অনন্যার কার্ডে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় এটি একটি ডেবিট কার্ড। তাই বলা যায়, মিসেস অনন্যা ব্যাংক হতে ডেবিট কার্ড সুবিধাটি পেয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস অনন্যাকে 'প্রত্যয় ব্যাংক লি.-এর ব্যবস্থাপক ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর সেবা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, যা তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কোনো জনশক্তি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। ফলে স্বল্প সময়ে সব ধরনের লেনদেন কার্য সম্পন্ন করা যায়।

উদ্দীপকে মিসেস অনন্যা 'প্রত্যয় ব্যাংক লি.-এর একজন গ্রাহক। তিনি ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে নগদ অর্থ উত্তোলন ও পণ্য ক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সুবিধা পান। তবে ব্যস্ততার কারণে বিমার প্রিমিয়াম, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধে তিনি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি জানতে পেরে 'প্রত্যয় ব্যাংক লি.-এর ব্যবস্থাপক তাকে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে নাম ও পাসওয়ার্ড দ্বারা নিবন্ধিত হয়ে সেবা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

'প্রত্যয় ব্যাংক লি.-এর ব্যবস্থাপক মিসেস অনন্যাকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর সেবাটি গ্রহণ করতে উৎসাহ দেন। ইন্টারনেট ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মিসেস অনন্যা নিজেই তার ব্যাংক হিসাব এবং ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবেন। নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তিনি তার ব্যাংক হিসাব থেকে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধ করতে পারবেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করা হয় বলে তিনি ঘরে বসেই এ কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। এ পদ্ধতি মিসেস অনন্যার সময় ও যাতায়াত খরচ কমাতে খুবই সহায়ক হবে। সুতরাং, ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের পরামর্শটি তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে বলেই আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৫ মি. তারেক 'ডেলটা ব্যাংক লি.' এর একজন গ্রাহক। তিনি লেনদেনের সুবিধার জন্য ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করেন, যা দিয়ে টাকা উত্তোলন ও কেনাকাটা করা যায়। অন্যদিকে তার বন্ধু মি. শফিক এমন একটি ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করেন, যা দিয়ে টাকা উত্তোলন ও কেনাকাটা ছাড়া আরো অন্যান্য কাজ করা যায়। *[সি. বো. '১৭]*

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং কেন জনপ্রিয়? ২

গ. ব্যাংক প্রদত্ত মি. তারেকের ইলেকট্রনিক কার্ড কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. শফিকের কার্ডটি বর্তমান বাণিজ্যে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা প্রদান করা হয়।

খ মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিল পরিশোধের সুযোগ পায়, যা মোবাইল ব্যাংকিং সেবাকে জনপ্রিয় করেছে।

আধুনিক ব্যাংকিং এর নতুনতম সংযোজন হলো মোবাইল ব্যাংকিং। বাংলাদেশে ব্রাক ব্যাংক- বিকাশ নামে, ডাচ্ বাংলা-ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নামে ব্যাংকিং সুবিধা চালু করেছে। যা আমাদের দেশে মোবাইল ব্যাংকিংকে জনপ্রিয় করেছে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক প্রদত্ত মি. তারেকের ইলেকট্রনিক কার্ডটি একটি ডেবিট কার্ড।

ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের ব্যাংক হিসাবের জমাকৃত অর্থ নগদ উত্তোলন সহ কেনাকাটায় অর্থ পরিশোধের সুবিধা লাভ করে। এ সুবিধা লাভের জন্য গ্রাহককে শুরুতেই ব্যাংকে টাকা জমা করতে হয়। এরপর গ্রাহক কার্ড ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছামত সে টাকা ব্যবহার করতে পারে।

উদ্দীপকে মি. তারেক ডেলটা ব্যাংক লি. এর একজন গ্রাহক। তিনি লেনদেনের সুবিধার জন্য ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করেন। যা দিয়ে তিনি তার হিসাবের জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এছাড়াও কেনাকাটায় অর্থ পরিশোধের সুবিধা পান। অর্থাৎ, মি. তারেকের ব্যবহৃত কার্ডটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে একটি ডেবিট কার্ড।

ঘ উদ্দীপকে মি. শফিকের গৃহীত কার্ডটি একটি ক্রেডিট কার্ড, যা বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যে ধারে পণ্যক্রয়সহ ঋণ সুবিধা প্রদান করে।

এ কার্ড বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যে বহুল ব্যবহৃত, যা ব্যাংকের একটি ইলেকট্রনিক সেবা। এরূপ কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও বাকিতে পণ্য বা সেবা ক্রয়েও ক্রেডিট কার্ড জনপ্রিয়।

উদ্দীপকে মি. শফিক ব্যাংক প্রদত্ত একটি ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করেন। উক্ত কার্ড দিয়ে তিনি ধারে টাকা উত্তোলন ও বাকিতে কেনাকাটা করতে পারবেন। অর্থাৎ, মি. শফিকের গৃহীত ইলেকট্রনিক কার্ডটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে নগদ অর্থের পাশাপাশি বাকিতে পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এরূপ কেনাকাটায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই পূর্ব পরিচিত হতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব পরিচিত না হলে বাকিতে পণ্য ক্রয়ে বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা দূরীকরণে বর্তমানে ক্রেডিট কার্ড পণ্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। এটি ব্যাংক প্রদত্ত এক ধরনের ঋণ। এর মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা- বাণিজ্যের গতিশীলতা বজায় থাকে।

সহায়ক তথ্য

ক্রেডিট কার্ড : এই কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়। যেমন- গ্রাহক তার হিসাবে টাকা না থাকলেও ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন। এটি একটি ঋণ। ৬,০০০ টাকা পরিশোধ করার পর গ্রাহক আবার ৬,০০০ টাকা চাইতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ শাহীন তার ব্যাংক প্রদত্ত বিশেষ চুম্বকীয় কার্ড ব্যবহার করে যে কোনো সময় তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। অপরদিকে রবিন তার ব্যাংক প্রদত্ত একই প্রকৃতির কার্ড ব্যবহার করে তার হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকলেও যাবতীয় কেনাকাটা এবং বিল পরিশোধ করতে পারেন, যা তিনি পরবর্তীতে সুদসহ ব্যাংককে পরিশোধ করেন। *[বি. বো. '১৭]*

ক. SWIFT কী? ১

খ. অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শাহীন-এর ব্যবহৃত কার্ডের নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ড দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন ও তথ্য সহজে ও নিরাপদে আদান-প্রদান করা হয় তাকে SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Technology) বলে।

খ অনলাইন ব্যাংকিং এর প্রধান সুবিধা হলো এর মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুত ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়।

এ পদ্ধতিতে গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখার মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে পারবেন। এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং এ ২৪ ঘণ্টা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব, যা ব্যাংকিং লেনদেনে গতিশীলতা আনে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে শাহীনের ব্যবহৃত কার্ডটি হলো ডেবিট কার্ড।
ডেবিট কার্ড হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর একটি পণ্য বা সেবা। এ কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক যেকোনো সময় নগদ উত্তোলন ও পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকের হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকতে হয়।
উদ্দীপকে শাহীন তার ব্যাংকের কাছ থেকে একটি বিশেষ চুম্বকীয় কার্ড গ্রহণ করেন। কার্ডটি ব্যবহার করে তিনি যে কোনো সময় তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। অর্থাৎ তার হিসাবে টাকা থাকা সাপেক্ষে এই কার্ড ব্যবহার করে তিনি নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তার ব্যবহৃত কার্ডটির সাথে ডেবিট কার্ডের মিল রয়েছে। কেননা ডেবিট কার্ডের গ্রাহকরাই এমন সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই বলা যায়, শাহীন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ডেবিট কার্ড সেবাটি গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্ড দুটির মধ্যে রবিনের ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড সেবাটি অধিক উত্তম।
ক্রেডিট কার্ড হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর অন্যতম একটি পণ্য বা সেবা। গ্রাহকের হিসাবে টাকা না থাকলেও গ্রাহক এ কার্ডের মাধ্যমে নগদ উত্তোলন ও কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন।
উদ্দীপকে শাহীন তার কার্ড ব্যবহার করে তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় উত্তোলন করতে পারেন। অন্যদিকে রবিন একই ধরনের কার্ড ব্যবহার করে তার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা না থাকলেও নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। অর্থাৎ শাহীন ব্যবহার করেন ডেবিট কার্ড এবং রবিন ব্যবহার করেন ক্রেডিট কার্ড।
ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ফলে রবিন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পান। এর ফলে তার হিসাবে টাকা না থাকলেও তিনি নগদ উত্তোলন বা বিল পরিশোধ করতে পারেন। এরূপ সুবিধা শাহীনের ব্যবহৃত ডেবিট কার্ডে নেই। এসকল বিষয় বিবেচনা করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ডেবিট কার্ড অপেক্ষা ক্রেডিট কার্ড অধিক উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৭ ছাত্রজীবনে রাজশাহী মাদার বখ্‌শ হলে থাকতাম। বাড়ি থেকে টাকা পাঠালে হাতে পেতে কয়েকদিন সময় লাগত। বর্তমানে আমার বন্ধু হাবীব স্থানীয় ব্যাংকের একটি শাখা ব্যবহার করে তার ছেলেকে উন্নত প্রযুক্তিতে টাকা পাঠায়, যা পেতে তার ছেলের পাঁচ মিনিট সময় লাগে। কোনো চেক কাটারও দরকার হয় না। বর্তমান এ প্রযুক্তির অভাবে এদেশের অনেক পুরানো ব্যাংক পিছিয়ে রয়েছে। *[বি. বো. ১৭]*

ক. একক ব্যাংক কী? ১
খ. একক ব্যাংক কি শাখা ব্যাংক থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ব্যাংকিং-এর কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'পূর্বের তুলনায় বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ভালো' — উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাঠামোগত দিক থেকে যে ব্যাংকের কার্যাবলি শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং যার কোনো শাখা থাকে না তাকে একক ব্যাংক বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো ব্যাংক নেই।

খ সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে একক ব্যাংক, শাখা ব্যাংক থেকে আলাদা।
একক ব্যাংক একটি ক্ষুদ্র আয়তন ও একক শাখা বিশিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলেও শাখা ব্যাংক আয়তনে বৃহৎ এবং বহুশাখা বিশিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান। শাখা ব্যাংক গঠনে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হলেও একক ব্যাংক গঠনে স্বল্প পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও ঝুঁকি, মুনাফা, পরিচালন ব্যয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ের ভিত্তিতেও ব্যাংক দুটি একটি অন্যটি থেকে আলাদা।

গ উদ্দীপকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর কথা বলা হয়েছে।
এ ধরনের ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং সেবা ও সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি ও অন্তর্জাল (Internet) ব্যবহার করে গ্রাহককে কম সময়ে উন্নত সেবা প্রদান করা হয়। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর কয়েকটি সেবা হলো এটিএম, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি।
উদ্দীপকে উল্লেখ্য চরিত্রের ছাত্রজীবনে দেখা ব্যাংকিং পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। তখন তার বাড়ি থেকে টাকা পাঠালে কয়েকদিন পর সে টাকা হাতে পৌঁছাতো। বর্তমানে তার বন্ধু হাবিব স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ছেলেকে টাকা পাঠান। ব্যাংকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তার বন্ধুর ছেলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এ টাকা উত্তোলন করতে পারে। অর্থাৎ আধুনিক ব্যাংকিং-এর এটিএম, ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড সুবিধার মাধ্যমে বর্তমানে স্বল্প সময়ে গ্রাহকরা নিজেদের অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন। সুতরাং, উদ্দীপকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পূর্বের সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং বর্তমানে আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গৃহীত গ্রাহক সেবার কথা বলা হয়েছে।
আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বলতে কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। এ পদ্ধতিকে ইলেকট্রনিক বা ই-ব্যাংকিং পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকের চরিত্রটি তার ছাত্রজীবনে সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অর্থ উত্তোলন করতেন। এতে তার কয়েকদিন সময় লাগতো। বর্তমানে তার বন্ধু হাবিব মুহূর্তেই তার ছেলেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তার ছেলেও ঐ টাকা দ্রুতই উত্তোলন করতে পারে।
পূর্বে ব্যবহৃত সনাতন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অর্থ পাঠাতে অনেক সময় লাগতো। বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থার কারণেই হাবিব তার ছেলেকে ৫ মিনিটের মধ্যে অর্থ পাঠাতে পারেন। আবার, এ ব্যবস্থায় তার ছেলেও যেকোনো সময়ে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এসকল সুবিধা বিবেচনায় বলা যায়, পূর্বের তুলনায় বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা ভালো, এ বক্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব মুবিন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার আরেক ব্যবসায়ী বন্ধু মি. জুবিনের কাছে কিছু টাকা পান। পাওনা টাকা চাইতে গেলে মি. জুবিন তাকে নগদ টাকা না দিয়ে একটি চেক দেয়। চেকটি 'Y' ব্যাংক ফিরোজপুর শাখার ম্যানেজারের নিকট দিলে তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব নম্বর খুঁজে পায় না। পরে অনেক নথিপত্র অনুসন্ধান করলে হিসাবটি পাওয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো লেনদেন নেই এবং কোনো স্থিতিও নেই। *[ডি. বো. ১৬]*

ক. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কী? ১
খ. ব্যাংক কীভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব মুবিনকে 'Y' ব্যাংক কেন তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দিতে পারে নি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. গ্রাহক সেবা ধরে রাখতে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে 'Y' ব্যাংক ফিরোজপুর শাখার করণীয় কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবস্থায় কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা দেয়া হয় তাকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে।

খ ঋণদান, গ্রাহকদের পক্ষে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবসায়িক লেনদেনে সহায়তা প্রদান করে।
ব্যাংক চেক, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যুর মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। এসব বিনিময়ের মাধ্যম আর্থিক লেনদেন তথা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে সহায়তা করে। একইভাবে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র, ভ্রমণকারীর চেক ইস্যুর মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসায়িক লেনদেনে সহায়তা করছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা না থাকায় 'Y' ব্যাংক জনাব মুবিনকে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দিতে পারে নি।

অনলাইন ব্যাংকিং হলো কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এতে একটি ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন শাখার বা বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় দ্রুত লেনদেন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে।

উদ্দীপকে মি. মুবিন মি. জুবিনের নিকট থেকে একটি চেক গ্রহণ করেন। তিনি চেকটি 'Y' ব্যাংক ফিরোজপুর শাখার ম্যানেজারের নিকট জমা দিলে ম্যানেজার তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব নম্বর খুঁজে পায় না। ফলে সেবা প্রদান করাও সম্ভব হয়নি। ব্যাংকটিতে অনলাইন ব্যাংকিং সেবাটি না থাকায় এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কেননা, অনলাইন ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে সহজেই তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের হিসাবের যাবতীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এমনকি ঐ শাখার পরিবর্তে অন্য শাখায় হিসাব খোলা থাকলেও তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং, অনলাইন ব্যাংকিং সেবা না থাকার কারণেই তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়নি।

ঘ উদ্দীপকে গ্রাহক সেবা ধরে রাখতে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে 'Y' ব্যাংক ফিরোজপুর শাখার করণীয় হলো ই-ব্যাংকিং সেবা চালু করা।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বা ই-ব্যাংকিং সেবা হলো সার্বিক ব্যাংকিং ডেলিভারি সেবা ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি।

উদ্দীপকে জুবিনের নিকট থেকে প্রাপ্ত চেকটি মুবিন 'Y' ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। কেননা, অনলাইন ব্যাংকিং সেবাটি না থাকায় ব্যাংক ম্যানেজারের হিসাবের তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগে। যার ফলে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়নি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে 'Y' ব্যাংকের সাফল্য নির্ভর করে গ্রাহক সন্তুষ্টির ওপর। আর গ্রাহক সন্তুষ্টি নির্ভর করে গ্রাহক সেবা বা এই সেবার মানের ওপর। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ছাড়া বর্তমান যুগে 'Y' ব্যাংক কোনোভাবেই অধিক গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। কেননা, ই-ব্যাংকিং এর অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম সুবিধা, হোম ব্যাংকিং, নিকাশ ঘর, বিক্রয় বিন্দু সেবাসমূহ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং, Y ব্যাংকের করণীয় হলো ই-ব্যাংকিং সেবাসমূহের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. ইউসুফ একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী। ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ছাড়াও জরুরি লেনদেনের প্রয়োজনে একটি বিশেষ কার্ড সরবরাহ করে। তিনি উক্ত কার্ড ব্যবহার করে ATM বুথ থেকে অর্থ উত্তোলন এবং যাবতীয় কেনাকাটা সম্পন্ন করতে পারেন। অন্যদিকে তার বন্ধু সঞ্জীব আরেকটি ভিন্ন ধরনের কার্ড দিয়ে কেনাকাটা করেন। এ ধরনের কার্ড দিয়ে ঋণ সুবিধা পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাকিতে/ ধারে পণ্য ক্রয়ও করা যায়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. ওয়ান স্টপ সার্ভিস কী? ১

খ. VISA CARD কোন ধরনের কার্ড? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. ইউসুফের ব্যবহৃত কার্ডের ধরন কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে মি. ইউসুফের ব্যবহৃত কার্ডের তুলনায় মি. সঞ্জীবের কার্ডটি কি তুমি উত্তম মনে করো? মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে গ্রাহক একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে গিয়েই তার প্রয়োজনীয় সকল সার্ভিস পাওয়াকে বোঝায়।

খ VISA CARD এক ধরনের ক্রেডিট কার্ড।

গ্রাহকদের প্রয়োজন, বাণিজ্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক ভিসা কার্ড ইস্যু করে। আন্তর্জাতিক ভিসা কর্পোরেশনের সাথে সংযুক্ত যেকোনো ব্যাংক এ কার্ড ইস্যু করতে পারে। এ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংককে আন্তর্জাতিক ভিসা কার্ডের প্রতিনিধি বলা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভিসা কার্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ক্রেডিট কার্ড।

গ উদ্দীপকে মি. ইউসুফ ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেছেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহককে চুম্বক ভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করে। এ কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে। এ কার্ডের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অর্থ স্থানান্তর ও উত্তোলন করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে মি. ইউসুফের একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। ব্যাংক তাকে চেক বই ছাড়াও একটি বিশেষ কার্ড প্রদান করেছে। জরুরি লেনদেনের প্রয়োজনে তিনি এ কার্ড ব্যবহার করে ATM বুথ থেকে অর্থ উত্তোলন ও যাবতীয় কেনাকাটা সম্পন্ন করতে পারেন। ডেবিট কার্ড পণ্যমূল্য পরিশোধ, নগদ টাকা বা চেক এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তার এই বিশেষ কার্ডটি ডেবিট কার্ড।

ঘ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে মি. ইউসুফের ব্যবহৃত ডেবিট কার্ডের তুলনায় মি. সঞ্জীবের ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ডটি বেশি উত্তম বলে আমি মনে করি।

কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করাই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। আধুনিক পরিচালনা ও সেবার মানোন্নয়নে ব্যাংক যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড এর মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকে ইউসুফ ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে ও তার বন্ধু সঞ্জীব ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে। ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ইউসুফ যেকোনো সময় ATM বুথ থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। অন্যদিকে সঞ্জীব তার কার্ডটির মাধ্যমে ঋণ সুবিধা পায় এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাকিতে পণ্য ক্রয় করতে পারে। কিন্তু ইউসুফ বাকিতে পণ্য ক্রয় বা ঋণ সুবিধা পায় না।

ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড উভয়ই পণ্যমূল্য পরিশোধ, নগদ টাকা বা চেকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা যায়। ফলে গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুযায়ী যখন তখন পছন্দ অনুযায়ী পণ্য কেনাকাটা করতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি। পরবর্তীতে গ্রাহক এ ঋণ নগদে বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ পায়। সুতরাং বলা যায়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে মি. ইউসুফের ব্যবহৃত কার্ডটির তুলনায় মি. সঞ্জীবের কার্ডটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উত্তম বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. আরিফ একজন প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ব্যবসায়ী। প্রতিদিন তাকে দ্রুত অনেক ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। সেজন্য তিনি তার ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসেই ব্যাংক হিসাবের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি মুঠোফোনে ব্যাংকিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে তিনি তার ব্যক্তিগত মুঠোফোনেই ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয় সংখ্যা (PIN) ব্যবহার করে যেকোনো সময় নিজের হিসাবের তথ্য সংগ্রহ ও তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন। *[সি. বো. ১৬]*

ক. KYC ফরম কী? ১

খ. স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আরিফ প্রথমে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আরিফ মুঠোফোনের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় তার যাবতীয় তথ্য যে ফরমে প্রদান করে থাকে তাকে KYC ফরম বলে।

খ স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর (Automated Clearing House) একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক সেবা পদ্ধতি।

https://teachingbd24.com

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ ইলেকট্রনিক উপায়ে বিনিময় ও নিষ্পন্ন করা হয়। এতে আলাদা করে চেক কাটা, চেক প্রদান, গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় চেক জমা, এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের কাজটি পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকের মি. আরিফ প্রথমে 'হোম ব্যাংকিং'-এর সেবা গ্রহণ করতেন।
ঘরে বসে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আধুনিক যে ব্যবস্থা তাকে ঘরোয়া ব্যাংকিং বা হোম ব্যাংকিং বলে।
উদ্দীপকে মি. আরিফ কম্পিউটার ব্যবসায়ী হওয়ায় প্রতিদিন তাকে ব্যাংকের মাধ্যমে অনেক লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। তিনি ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসেই নিজের হিসাবে ঢুকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ তিনি ঘরে বসেই স্বল্প সময়ে এবং কম পরিশ্রমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতেন যা হোম ব্যাংকিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মি. আরিফ প্রথমে 'হোম ব্যাংকিং'-এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. আরিফ পরবর্তীতে ব্যবহৃত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।
মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ ও লেনদেন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।
উদ্দীপকে মি. আরিফ একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কারণেই লেনদেন সম্পাদনের জন্য তিনি প্রথমে হোম ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তা পরিবর্তন করে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন।
মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে PIN এর সাহায্যে নিজের হিসাবের তথ্য সহজেই বের করা যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে লেনদেন সম্পাদন করা যায় এবং তহবিল স্থানান্তর করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন তথ্য গ্রাহক মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে পেতে পারেন। এতে ব্যাংকিং আনুষ্ঠানিকতাও কম পালন করতে হয়। অপরদিকে, হোম ব্যাংকিং-এ প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। সুতরাং হোম ব্যাংকিং সেবার চেয়ে মোবাইল ব্যাংকিং অধিক উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১১ আমিনা একজন স্কুলপড়ুয়া ছাত্রী। একদিন সে তার মায়ের সাথে নিউমার্কেটে কেনাকাটা করতে গেল। কেনাকাটার মাঝামাঝিতে আমিনার মায়ের কাছে টাকা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি ডাচ-বাংলা ব্যাংকের নিউমার্কেট শাখার একটি বুথে গিয়ে টাকা তুললেন। আমিনা দেখল যে, তার মা এক ধরনের প্লাস্টিকের কার্ড একটি মেশিনের ভেতরে প্রবেশ করালেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বের হয়ে এলো। আমিনা তার মাকে জিজ্ঞেস করল মেশিনের মধ্যে এমন কী আছে যে টাকা দেয়? তখন আমিনার মা বললেন এটি একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন, যা দ্বারা কোনো ব্যাংক কর্মকর্তার সহায়তা ছাড়াই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা টাকা উত্তোলন করা যায়। *[বি. বো. ১৬]*

ক. ডেবিট কার্ড কী? ১
খ. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আমিনার মা যে মেশিনটির মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করলেন সেটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের স্বয়ংক্রিয় মেশিনটি ব্যাংকিং কার্যাবলিকে কীভাবে সহজ করেছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন প্লাস্টিক কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক হিসাবের জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায় তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

খ উন্নততর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃত কার্য পরিচালনায় সক্ষম ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ই-ব্যাংকিং বলে।
ই-ব্যাংকিং পদ্ধতি সনাতন, কায়িক শ্রমনির্ভর, সীমিত সেবাসম্বলিত, মন্থর, কাগজ ও নথির জমাকৃত স্তূপের সেকেলে ব্যাংকিং পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছে। আর তাই ই-ব্যাংকিং হলো আধুনিক ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের কৌশল।

গ উদ্দীপকে আমিনার মা যে মেশিনটি ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করেন সেটি হচ্ছে এটিএম (Automated teller Machine)।
যে মেশিন থেকে পিনযুক্ত নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করে যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলন করা যায় তাকে ATM বলে।
উদ্দীপকে আমিনা তার মায়ের সাথে একদিন নিউমার্কেটে যায় কেনাকাটা করতে। কিন্তু কেনাকাটার মাঝামাঝিতে তার মায়ের নগদ টাকা শেষ হয়ে যায়। তখন আমিনার মা ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নিউমার্কেট শাখার একটি বুথে ঢুকে এক ধরনের প্লাস্টিকের কার্ড ব্যবহার করে টাকা তুললেন। কার্ড ব্যবহার করে বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করেছেন যা ATM বুথের ব্যবহার নির্দেশ করে। তাই আমিনার মা এটিএম বুথ থেকেই টাকা উত্তোলন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনটি হলো এটিএম, যা ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে।
কোনো ব্যাংকে না গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত যে মেশিনের মাধ্যমে যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলন করা যায়, তাকে এটিএম বলে।
উদ্দীপকে আমিনার মা মার্কেটে গিয়ে টাকার ঘাটতিতে পড়েন। টাকার প্রয়োজনে তিনি ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বুথে গিয়ে নগদ টাকা উত্তোলন করে নিয়ে আসেন। ফলে নগদ টাকা শেষ হওয়ার পরেও তিনি পুনরায় টাকা সংগ্রহ করে কেনাকাটা করতে পারেন।
এটিএম বর্তমান যুগের একটি অন্যতম আবিষ্কার। এর মাধ্যমে মানুষের যখন-তখন অর্থ উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বের দিনে সকলকেই নগদ টাকা বহন করতে হতো কিন্তু এটিএম বুথ এর কল্যাণে মানুষ কার্ড সাথে রাখলেই যেকোনো সময় টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে নগদ টাকার সুবিধা নিতে পারে। ফলে নগদ অর্থ বহনজনিত ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে ব্যাংকিং সময় ছাড়া অর্থ উত্তোলন করা যেত না কিন্তু বর্তমানে ATM থেকে যেকোনো সময় মানুষ অর্থ উত্তোলন করতে পারে। যার ফলে লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিএম ব্যাংকিং কার্যাবলিকে এভাবেই অত্যন্ত সহজ ও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব শাবাব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার জন্য হিসাব খোলা হলে ব্যাংক তাকে একটি চেক বই ইস্যু করে। তিনি আরও সহজে বহনযোগ্য ও নিরাপদ কিছু দাবি করেন। ব্যাংক তাকে চাহিদামতো জিনিসটি সবরাহ করে। */রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/*

ক. বিনিময় হার কী? ১
খ. চেকের প্রস্তুতকারীকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনাব শাবাব কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলেছেন। ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক জনাব শাবাবকে যে জিনিসটি দিয়েছে তা চেকের থেকেও নিরাপদ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হারে এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর করা হয় তাকে বিনিময় হার বলে।

খ চেকের প্রস্তুতকারীকে আদেষ্টা বলে।
যিনি ব্যাংকে হিসাব খোলেন তাকে আমানতকারী বা গ্রাহক বলে। গ্রাহক তার অতিরিক্ত অর্থ হিসাবে জমা করেন। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রতি আদেশ দেন। এ জন্য চেকের প্রস্তুতকারী বা আমানতকারীকে আদেষ্টা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শাবাব সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খুললেন।
সঞ্চয়ের পাশাপাশি সামান্য আয়ের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আয়ের জনগণ ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে।
তাই তার আয়ও সীমিত। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে রাখার জন্য একটি হিসাব খুলেন। নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব উপযুক্ত। জনাব শাবাব একজন চাকরিজীবী হওয়ায় তিনি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন। কারণ এ হিসাবে অর্থ জমা রাখার সাথে কিছু সুদও

https://teachingbd24.com

পাওয়া যায়। এটি হিসাবধারীর জন্য বাড়তি আয় হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া ব্যাংক জনাব শাবাবকে একটি চেক বইও ইস্যু করে। ব্যাংক তার গ্রাহককে সঞ্চয়ী হিসাবের বিপরীতে চেক বই ইস্যু করে থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব শাবাব সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন।

ঘ ব্যাংক জনাব শাবাবকে ডেবিট কার্ড দিয়েছে, যা চেকের থেকেও নিরাপদ।

যে চুম্বকীয় প্লাস্টিক কার্ডের সাহায্যে গ্রাহক হিসাবে টাকা জমা থাকা সাপেক্ষে নগদ টাকা উত্তোলন ও ব্যয় করতে পারে, তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

উদ্দীপকে জনাব শাবাব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সঞ্চিত অর্থ জমা রাখার জন্য তিনি ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। এর বিপরীতে ব্যাংক তাকে চেক বই ইস্যু করে। পরবর্তীতে তিনি সহজে বহনযোগ্য ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে ডেবিট কার্ড দাবি করেন। এটি চেকের থেকেও নিরাপদ।

চেকে অর্থ উত্তোলন করতে হলে গ্রাহককে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয়। নির্দিষ্ট কার্য দিবসের বাইরে চেকের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তাছাড়া বাহক চেক হারিয়ে গেলে যে কেউ এ চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারে। পক্ষান্তরে, ডেবিট কার্ড ব্যবহারে গ্রাহককে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয় না। দিন-রাত যেকোনো সময় এ কার্ড দ্বারা টাকা উত্তোলন করা যায়। পিন ব্যবহার করে এ অর্থ উত্তোলন করতে হয়। ফলে চেকের মতো এ কার্ড হারিয়ে গেলে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ পিন ছাড়া টাকা উত্তোলন করা যায় না। তাই বলা যায়, ডেবিট কার্ড চেকের চেয়ে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. খালেদ কোম্পানির একজন ব্যবস্থাপক। তিনি 'আলফা ব্যাংক লি.'- এ একটি হিসাব খুলে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. খালেদকে সাংকেতিক নম্বরযুক্ত বিশেষ ধরনের একটি প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করে। এটি দ্বারা চেকের বিকল্প হিসেবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন, পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায়। তিনি কোম্পানির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিমার প্রিমিয়াম, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি সমস্যাসমূহ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানালে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে নাম ও নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর কী? ১

খ. বর্তমানে ATM-এর ব্যবহার এত জনপ্রিয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মি. খালেদ ব্যাংক থেকে কোন ধরনের কার্ড পেয়েছেন বলে তুমি মনে করো? এই কার্ডের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো বর্তমানে প্রায় সকল ধরনের লেনদেন ব্যাংক কেন্দ্রীক হওয়া সম্ভব? উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্য করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর বলে।

খ সহজে ও নিরাপদে সুবিধাজনক স্থান থেকে ATM দ্বারা ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যায় বলে এর ব্যবহার জনপ্রিয়।

বড় বড় শহর এবং সড়কের পাশে ব্যাংকগুলো ATM বুথ স্থাপন করে। গ্রাহক তার পিনযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করে দিন-রাত যেকোনো সময় এ মেশিন থেকে ব্যাংকিং সেবা পেয়ে থাকে। এটি সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় চেক বই হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না কিংবা কার্ড হারিয়ে গেলেও অন্য কেউ অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। এ জন্য ATM খুবই জনপ্রিয়।

গ উদ্দীপকে মি. খালেদ ব্যাংক থেকে ডেবিট কার্ড পেয়েছেন।

ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও কেনাকাটায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পিনযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড হলো ডেবিট কার্ড। ডেবিট কার্ড দ্বারা লেনদেন করতে হলে ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা থাকতে হয়।

উদ্দীপকে মি. খালেদ কোম্পানির একজন ব্যবস্থাপক। তিনি 'আলফা ব্যাংক লি.' এ একটি হিসাব খুলে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মি. খালেদকে সাংকেতিক নম্বরযুক্ত বিশেষ ধরনের একটি প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করে। এটি চেকের বিকল্প হিসেবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও পণ্যদ্রব্য কেনাকাটায় ব্যবহৃত হয়। ডেবিট কার্ড ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। এ কার্ড ব্যবহার করতে হলে গ্রাহককে ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়। উদ্দীপকে মি. খালেদ-এর 'আলফা ব্যাংক লি.' এ হিসাব আছে। তিনি উক্ত কার্ড জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও কেনাকাটায় ব্যবহার করেন। এ থেকে বলা যায়, তার কার্ডটি ডেবিট কার্ড।

ঘ আমি মনে করি, 'বর্তমানে প্রায় সকল ধরনের লেনদেন ব্যাংককেন্দ্রিক হওয়া সম্ভব'।

ঘরে বসে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। হোম ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর একটি পণ্য। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে বিভিন্ন খরচ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে মি. খালেদ 'আলফা ব্যাংক লি.' এ একটি হিসাব খোলেন। চেকের বিকল্প হিসেবে তিনি ব্যাংক থেকে ডেবিট কার্ড সংগ্রহ করেন। ব্যস্ততার কারণে তিনি বিমা প্রিমিয়াম, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্যাংক তার সমস্যা সমাধানে ওয়েবসাইটে নাম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

গ্রাহক ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারে হোম ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে। এ ব্যবস্থায় গ্রাহক একটি সফটওয়্যার বা ব্যাংকের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকে। পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক তার হিসাবে প্রবেশ করে লেনদেন করে। বিভিন্ন বিলের মূল্য পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তর, ব্যাংক হিসাবের স্থিতি জানা এ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম সেবা। উদ্দীপকে মি. খালেদ যেহেতু এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে চান, সেহেতু তার হোম ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা উচিত। এর মাধ্যমে সে তার বিলসমূহ ঘরে বসে সুবিধাজনক সময়ে পরিশোধ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. দত্ত একজন বড় ব্যবসায়ী। প্রতিদিন বিল ও পাওনা পরিশোধের জন্য তাকে ব্যাংকের সাথে বহু লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। তাই তিনি তার কম্পিউটারে ব্যাংক সরবরাহকৃত একটি সফটওয়্যার সংযোগ করে নিয়েছিলেন। এতে তিনি ঘরে বসেই দ্রুত অর্থ স্থানান্তর, লেনদেন, পাওনাদারকে অর্থ পরিশোধ করতে পারছেন। পরবর্তীতে তিনি মুঠোফোনেই ইন্টারনেট ব্যবস্থায় PIN ব্যবহার করে নিজ হিসাবে যেকোনো সময় ঢুকে তথ্য সংগ্রহ ও ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারছেন।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. SWIFT কী? ১

খ. বর্তমানে এটিএম-এর ব্যবহার এত জনপ্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. দত্ত প্রথমে কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. দত্ত-এর পরবর্তীতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবাটি পূর্ববর্তী সেবা হতে উত্তম উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক লেনদেন ও তথ্য আদান প্রদানে ব্যবহৃত একটি নিরাপদ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা হলো SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

খ সহজে ও নিরাপদে সুবিধাজনক স্থান থেকে ATM দ্বারা ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যায় বলে এর ব্যবহার জনপ্রিয়।

বড় বড় শহর এবং সড়কের পাশে ব্যাংকগুলো ATM বুথ স্থাপন করে। গ্রাহক তার পিনযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করে দিন-রাত যেকোনো সময় এ মেশিন থেকে ব্যাংকিং সেবা পেয়ে থাকে। এটি সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় চেক বই হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না কিংবা কার্ড হারিয়ে গেলেও অন্য কেউ অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। এ জন্য ATM খুবই জনপ্রিয়।

গ উদ্দীপকে মি. দত্ত প্রথমে হোম ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতেন।

সুবিধাজনক স্থান থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার ব্যবস্থাই হলো হোম ব্যাংকিং। স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে লেনদেন করার প্রয়োজনীয়তা হোম ব্যাংকিং এ নেই।

উদ্দীপকে মি. দত্ত একজন বড় ব্যবসায়ী। প্রতিদিন বিল ও পাওনা পরিশোধের জন্য তাকে ব্যাংকের সাথে বহু লেনদেন করতে হয়। তিনি ব্যাংক সরবরাহকৃত একটি সফটওয়্যার তার কম্পিউটারে সংযোগ করে নিয়েছেন। এতে ঘরে বসেই দ্রুত অর্থ স্থানান্তর, লেনদেন, পাওনাদারকে অর্থ পরিশোধ করতে পারছেন। হোম ব্যাংকিং এ গ্রাহক যেকোনো স্থান থেকে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারে। এ ব্যবস্থায় গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত বিশেষ কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে গ্রাহক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সফটওয়্যার থেকে তার লেনদেন সম্পাদন করতে পারে। এতে স্বশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার খরচ ও সময় সাশ্রয় হয়। উদ্দীপকে মি. দত্ত ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঘরে বসে অর্থ স্থানান্তর ও লেনদেন করেছেন। তাই বলা যায়, মি. দত্ত হোম ব্যাংকিং সেবা নিয়েছেন।

ঘ মি. দত্ত-এর পরবর্তীতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং, যা হোমিং এর চেয়ে উত্তম।

মোবাইল ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর অন্যতম চমক। তারবিহীন হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে মোবাইল নেটওয়ার্কভুক্ত যেকোনো স্থান থেকে এ ব্যবস্থার লেনদেন করা সম্ভব। ব্যাংকের শাখা নেই এমন স্থানেও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে মি. দত্ত একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি বিল ও পাওনা পরিশোধে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করতেন। এ ব্যবস্থায় ঘরে বসেই তিনি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারতেন। এটি হোম ব্যাংকিং সেবা। পরবর্তীতে মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবস্থায় PIN ব্যবহার করে নিজ হিসাবের তথ্য সংগ্রহ ও ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারছেন। মুঠোফোন ব্যবহার করে লেনদেন করার সুবিধা থাকায় এ ব্যবস্থাটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং সেবা।

মুঠোফোন ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা হয়। মুঠোফোনের আয়তন ছোট, ওজনও কম। যেকোনো স্থানে এটি বহনযোগ্য। তাই মোবাইল ব্যাংকিং এ যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করা সম্ভব। অন্যদিকে কম্পিউটার ওজনে ভারী ও বড় আকৃতির হওয়ায় যেকোনো স্থানে এটি বহনযোগ্য নয়। এর কারণে কম্পিউটার ব্যবহার করে হোম ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সর্বক্ষণ, সর্বঅবস্থায় লেনদেন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া মোবাইলের ক্রয়মূল্য, কম্পিউটারের মূল্যের চেয়ে অনেক কম। এতে গ্রাহক যেকোনো সময় লেনদেন সুবিধা পেতে পারেন। এজন্যই বলা হয়, হোম ব্যাংকিং এর চেয়ে মোবাইল ব্যাংকিং উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব মোখলেছুর রহমান মিষ্টি কেনার জন্য ফুলকলীতে গেলেন। কেনাকাটা শেষে যে বিল আসে ঐ পরিমাণ নগদ টাকা তার কাছে ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্লাস্টিকের কার্ডের মাধ্যমে বাকি টাকা পরিশোধ করেন। বাড়িতে যাওয়ার আগে হঠাৎ দেখলেন নদী থেকে আহরিত তাজা মাছ বিক্রি হচ্ছে। মাছ কেনার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় তিনি পার্শ্ববর্তী একটি বুথ থেকে তাৎক্ষণিক টাকা উত্তোলন করে মাছ কেনেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. SWIFT-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. জনাব মোখলেছুর রহমান মিষ্টি কেনার সময় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর কোন সেবা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব মোখলেছুর রহমান কর্তৃক পরবর্তী সময়ে গৃহীত সেবাটি মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সহজতর করেছে-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SWIFT-এর পূর্ণরূপ হলো Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

খ আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বলে।

ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পক্ষে অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। আবার গ্রাহকের পক্ষে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধ করে থাকে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর মাঝে এক ধরনের আন্তঃ দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এ আন্তঃব্যাংকিং লেনদেনের নিষ্পত্তিতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারকে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বলে।

গ জনাব মোখলেছুর রহমান মিষ্টি কেনার সময় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ডেবিট কার্ড সেবা গ্রহণ করেছেন।

পিনযুক্ত যে চৌম্বকীয় কার্ডের সাহায্যে হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জমা থাকা সাপেক্ষে গ্রাহক লেনদেন করতে পারে, তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

উদ্দীপকে জনাব মোখলেছুর রহমান মিষ্টি কেনার জন্য ফুলকলীতে গেলেন। কেনাকাটা শেষে যে বিল আসে ঐ পরিমাণ নগদ টাকা তার ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্লাস্টিকের কার্ডের সাহায্যে বাকি টাকা পরিশোধ করেন। গ্রাহকের হিসাবে টাকা থাকা শর্তে ডেবিট কার্ড দিয়ে লেনদেন করা যায়। ফলে নগদ টাকা স্বল্পতার পরও গ্রাহক স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাকাটা করতে পারে। উদ্দীপকের জনাব মোখলেছুর রহমান একইভাবে প্লাস্টিকের কার্ড ব্যবহার করে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করেছেন। তাই বলা যায়, তার ব্যবহৃত কার্ডটি ডেবিট কার্ড।

ঘ জনাব মোখলেছুর রহমান কর্তৃক পরবর্তী সময়ে গৃহীত সেবাটি এটিএম (ATM) সেবা, যা মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সহজতর করেছে।

ATM হলো একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ। গ্রাহক দিন-রাত যেকোনো সময় পিনযুক্ত চুম্বকীয় প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করে এ মেশিন থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এজন্য ব্যাংকের কর্মকর্তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

উদ্দীপকে জনাব মোখলেছুর রহমান বাড়িতে যাওয়ার সময় লক্ষ করলেন, নদী থেকে আহরিত তাজা মাছ বিক্রি হচ্ছে। মাছ কেনার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় তিনি পার্শ্ববর্তী একটি বুথ থেকে তাৎক্ষণিক টাকা উত্তোলন করে মাছ ক্রয় করেন। যা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর ATM সেবা।

সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সপ্তাহের নির্দিষ্ট কার্য দিবসে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়। কর্মব্যস্ত লোকদের পক্ষে এ রকম ধরা বাঁধা সময়ের ভেতর ব্যাংকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে লেনদেন করাটা সময়ের অপচয় ও কষ্টকর। অন্যদিকে, ATM ব্যবস্থায় গ্রাহককে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে লেনদেন করতে হয় না। রাস্তা বা জনবহুল স্থানে বসানো বুথ থেকে সহজেই কার্ড দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়। অধিকন্তু, এ ব্যবস্থায় দিন-রাত যেকোনো সময় লেনদেন করা যায়, নগদ টাকা বহন জনিত ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। এভাবেই জনাব মোখলেছুর রহমানের ব্যবহার ATM সেবা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬ হঠাৎ ব্যাংক বন্ধের দিন জনাব মুকিতের নগদ টাকার প্রয়োজন পড়লে তিনি তার ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক কার্ডটি নিয়ে কাছের একটি এটিএম বুথে যান। কার্ডটি বুথে প্রবেশ করানো মাত্রই পার্সওয়ার্ড দিয়ে টাকার পরিমাণ লিখলেই টাকা না বেরিয়ে কার্ডটি বেরিয়ে আসে। এ সময় মেশিনের মনিটরে অপর্যাপ্ত টাকা থাকার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। তিনি তার বন্ধুর কাছে গেলে তিনি বিশেষ এক ধরনের কার্ডের কথা বলেন, যা দিয়ে তিনি টাকা জমা না দিয়েও বুথ থেকে প্রায়ই অতিরিক্ত টাকা তুলতে পারেন। কার্ডটির মাধ্যমে তিনি টাকা তুলতে সক্ষম হন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. ফোরফেইটিং কী? ১

খ. "নিরাপত্তাই হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের প্রধান অন্তরায়"-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন কার্ড ব্যবহারের কারণে জনাব মুকিত প্রথমবারে টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হন বলে তুমি মনে করো। ৩

ঘ. জনাব মুকিতের বন্ধুর ব্যবহৃত কার্ডটি অধিক সুবিধাজনক হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারকের প্রাপ্য বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকে ফোরফেইটিং বলে।

খ উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের আধুনিক ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ে সব লেনদেন কম্পিউটার ও প্রযুক্তিনির্ভর। অসৎ উদ্দেশ্যে যে কেউ এ ব্যবস্থায় ক্ষতি সাধন করতে পারে। ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে PIN ব্যবহার করা হয়। গোপনে PIN হ্যাক করে গ্রাহকের ক্ষতি করা যায়। আবার ব্যাংকের কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করে হ্যাকারগণ ব্যাংকের মূল্যবান তথ্য ও অর্থ জালিয়াতি করতে পারে। তাই ইলেকট্রনিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় হলো নিরাপত্তা।

গ উদ্দীপকে ডেবিট কার্ড ব্যবহারের কারণে জনাব মুকিত প্রথমবারে টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হন।

ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে পিনযুক্ত যে প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করা হয়, তা হলো ডেবিট কার্ড। এ কার্ড ব্যবহার করতে হলে গ্রাহককে ব্যাংকে হিসাব খুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা করতে হয়।

উদ্দীপকে হঠাৎ ব্যাংক বন্ধের দিন জনাব মুকিতের নগদ টাকার প্রয়োজন পড়লে তিনি তার ইলেকট্রনিক কার্ডটি নিয়ে কাছের একটি এটিএম বুথে যান। কার্ডটি বুথে প্রবেশ করানো মাত্রই পার্সওয়ার্ড দিয়ে টাকার পরিমাণ লিখলেই টাকা না বেরিয়ে কার্ডটি বেরিয়ে আসে। এ সময় মেশিনের মনিটরে অপর্যাপ্ত টাকা থাকার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করা হয়। জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এ কার্ডের দ্বারা উত্তোলন করা যায় না। উদ্দীপকের জনাব মুকিতের ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকায় তিনি তার কার্ড দ্বারা ATM বুথ থেকে টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হন। এটি প্রমাণ করে, তার কার্ডটি ডেবিট কার্ড। কারণ ডেবিট কার্ড দ্বারা জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা যায় না।

ঘ জনাব মুকিতের বন্ধুর ব্যবহৃত কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড যা ডেবিট কার্ডের চেয়ে অধিক সুবিধাজনক।

ডেবিট কার্ডের মতো ক্রেডিট কার্ড দ্বারা নগদ অর্থ উত্তোলন ও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ক্রয় করা যায়। ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থের বেশি অর্থ ডেবিট কার্ড দ্বারা উত্তোলন করা যায় না। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে জনাব মুকিত হঠাৎ টাকার প্রয়োজনে কাছের বুথে যান। তার প্লাস্টিক কার্ডটি বুথে প্রবেশ করালে কোনো টাকা বের হয়নি। কারণ তার হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা ছিল না। অর্থাৎ তার ব্যবহৃত কার্ডটি ডেবিট কার্ড। অন্যদিকে, তার বন্ধু এমন একটি কার্ডের কথা বলেন যার দ্বারা টাকা জমা না দিয়েও বুথ থেকে অতিরিক্ত টাকা তোলা সম্ভব। অর্থাৎ তার বন্ধুর ব্যবহৃত কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড।

ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কার্ডের ব্যবহার সমান। বুথ থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনে, ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে এ দু'টি কার্ড ব্যবহৃত হয়। ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে হলে গ্রাহকের হিসাবে প্রথমে টাকা জমা করতে হয়। জমাকৃত অর্থ পরবর্তীতে এ কার্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। অপরদিকে, ক্রেডিট কার্ড হলো এক প্রকার ঋণ। এ কার্ডের সাহায্যে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় বা কেনাকাটায় ব্যবহার করা যায়। এরূপ ঋণ সুবিধার কারণে মুকিতের বন্ধু ক্রেডিট কার্ড দ্বারা জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলন করতে পেরেছেন, যা মুকিতের ব্যবহৃত ডেবিট কার্ডের চেয়ে অধিক সুবিধাজনক।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মালিহা ও নিশিতা বসুন্ধরা সিটিতে কেনাকাটা করতে গেল। দুজনই কোনো নগদ টাকা নিয়ে যায়নি। অথচ প্রচুর পরিমাণে কেনাকাটা ও খাওয়া-দাওয়া করলো। তারা এক ধরনের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করেছে। মালিহার ব্যাংক হিসাবে টাকা ছিল কিন্তু নিশিতার হিসাবে কোন টাকা ছিল না।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. ওয়ান স্টপ সার্ভিস কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মালিহা কোন ধরনের কার্ড ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিশিতার হিসাবে টাকা না থাকলেও সে কী কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করল? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবস্থায় গ্রাহক ভিন্ন ভিন্ন সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তার নিকট না গিয়ে একজন কর্মকর্তার সাহায্যে সব ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করে, তাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলে।

খ তারবিহীন মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার ব্যবস্থা হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম উপহার মোবাইল ব্যাংকিং। এর ফলে গ্রাহককে সরাসরি ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয় না। ন্যূনতম আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ব্যাংক পিনযুক্ত একটি হিসাবের ব্যবস্থা করে। এর মাধ্যমে গ্রাহক যেকোনো স্থানে বসে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

গ উদ্দীপকে মালিহা 'ডেবিট কার্ড' ব্যবহার করেছে।

ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকার শর্তে পিনযুক্ত যে চুম্বকীয় কার্ডের সাহায্যে নগদ টাকা উত্তোলন ও কেনাকাটা করা যায়, তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

উদ্দীপকে মালিহা ও নিশিতা বসুন্ধরা সিটিতে কেনাকাটা করতে গেল। দুজনেই কোনো নগদ টাকা নিয়ে যায়নি। অথচ প্রচুর পরিমাণ কেনাকাটা ও খাওয়া দাওয়া করল। তারা এক ধরনের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করেছে। মালিহার ব্যাংক হিসাবে টাকা ছিল। ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকার শর্তে ডেবিট কার্ড দ্বারা লেনদেন করা যায়। উদ্দীপকে মালিহার হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা থাকার কারণে সে লেনদেন করতে পেরেছে। এ থেকে বলা যায়, সে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেছে।

ঘ উদ্দীপকে নিশিতার হিসাবে টাকা না থাকলেও সে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করল।

যে চুম্বকীয় কার্ডের সাহায্যে গ্রাহক হিসাবে টাকা জমা না থাকা সত্ত্বেও লেনদেন করতে পারে, তাকে ক্রেডিট কার্ড বলে।

উদ্দীপকে মালিহা ও নিশিতা কোনো প্রকার টাকা পয়সা ছাড়াই বসুন্ধরা সিটিতে কেনাকাটা করতে গেল। তারা এক ধরনের কার্ড ব্যবহার করে

Teachingbd24.com

তাদের লেনদেন সম্পন্ন করল। এক্ষেত্রে মালিহার হিসাবে টাকা থাকলেও নিশিতার হিসাবে কোনো টাকা ছিল না।
ব্যাংক গ্রাহককে দু'ধরনের কার্ড ইস্যু করে থাকে। একটি ডেবিট কার্ড, অন্যটি ক্রেডিট কার্ড। ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ খরচে ব্যবহৃত হয় ডেবিট কার্ড। অপরদিকে, ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যবহারে ব্যবহৃত হয় ক্রেডিট কার্ড। এজন্য ডেবিট কার্ড ব্যবহারে হিসাবে টাকা জমা থাকতে হয় আর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে হিসাবে টাকা জমা থাকতে হয় না। উদ্দীপকের নিশিতা তার হিসাবে টাকা জমা না থাকার পরও লেনদেন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায়, তার ব্যবহৃত কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মোশাররফ সাহেব তার স্ত্রীকে নিয়ে সিলেট বেড়াতে যান। কয়েক দিন পর তার টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তার বন্ধু রাহাতকে ফোন করেন। রাহাত তাকে বলেন, তিনি তার নিজের ব্যাংক হিসাব থেকেই টাকা উত্তোলন করতে পারবেন যদি তার হিসাবে কোনো টাকা না থাকে। তারপর মোশাররফ সাহেব ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. জামানত কী? ১
খ. ব্যাংক কীভাবে সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল গঠন করে? ২
গ. মোশাররফ সাহেব কীভাবে তার ব্যাংক হিসাবের টাকা উত্তোলন করতে পেরেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকার পরও মোশাররফ সাহেব টাকা উত্তোলনের ফলে তার ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের নিকট যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখে তাকে জামানত বলে।

খ অর্জিত মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা করে ব্যাংক সঞ্চিতি তহবিল গঠন করে।
ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তহবিলের একটি উৎস হলো সঞ্চিতি তহবিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চিতি তহবিল সৃষ্টি করে। ব্যাংক প্রতিবছর অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারমালিকদের মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করে না। ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে একটি অংশ সংরক্ষণ করে। এভাবে সংরক্ষিত মুনাফা সঞ্চিতি তহবিল সৃষ্টি করে।

গ মোশাররফ সাহেব ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তার ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করতে পেরেছিলেন।
ঋণ সুবিধাযুক্ত যে প্লাস্টিক কার্ড দ্বারা গ্রাহক নগদ অর্থ উত্তোলন ও বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের সুযোগ পেয়ে থাকে, তা হলো ক্রেডিট কার্ড।
উদ্দীপকে মোশাররফ সাহেব তার স্ত্রীকে নিয়ে সিলেট বেড়াতে যান। কয়েক দিন পর তার টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তার বন্ধু রাহাতকে ফোন করেন। রাহাত তাকে বলেন, তিনি তার নিজ হিসাব থেকেই টাকা উত্তোলন করতে পারবেন যদি তার হিসাবে কোনো টাকা নাও থাকে। তারপর মোশাররফ ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করেন। ক্রেডিট কার্ড দ্বারা গ্রাহক তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করতে পারেন, যা গ্রাহকের জন্য ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উদ্দীপকে মোশাররফ সাহেবের ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা না থাকা সত্ত্বেও তিনি টাকা উত্তোলন করতে পেরেছিলেন। এ থেকে বলা যায়, তিনি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছেন।

ঘ ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকার পরও মোশাররফ সাহেব কর্তৃক টাকা উত্তোলনের ফলে তা তার জন্য ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
ক্রেডিট কার্ড দ্বারা গ্রাহক তার হিসাবে জমাকৃত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। গ্রাহক পরবর্তীতে হিসাবে টাকা জমা করলে, এ ঋণের অর্থ ব্যাংক সুদসহ কেটে নেয়।
উদ্দীপকে মোশাররফ তার স্ত্রীকে নিয়ে সিলেট বেড়াতে যান। কিছুদিন পর নগদ টাকা শেষ হয়ে গেলে তিনি বন্ধুর পরামর্শে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার হিসাবে কোনো অর্থ জমা ছিল না। এভাবে উত্তোলিত জমাতিরিক্ত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের ঋণ।
গ্রাহক তার হিসাবে টাকা জমা করলে, ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবকে ক্রেডিট করে আর উত্তোলন করলে তার হিসাবকে ডেবিট করে। ক্রেডিট কার্ড দ্বারা জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের ফলে গ্রাহকের হিসাব ডেবিট করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহক তার হিসাবে টাকা জমা করলে এ ডেবিট জের সমন্বয় করা হয়। উদ্দীপকে মোশাররফ সাহেব জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করেছেন। তাই তার হিসাবকে ডেবিট করা হয়েছে। এর ফলে তার হিসাবে বর্তমানে ডেবিট জের রয়েছে, যা ব্যাংকের জন্য সম্পদ আর গ্রাহকের জন্য দায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ নাহিদ সাহেব ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি মোবাইল ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তার প্রতিবেশী আলামিন সাহেবকে বলেন। আলামিন সাহেব সব শুনে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং খুলতে আগ্রহী হন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. One Stop Servive কী? ১
খ. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ব্যাংকিং-এর যে সব সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আল আমিনের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যথাযথ হবে কিনা? মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকিং সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টারে না গিয়ে একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে সব ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার ব্যবস্থাকে One Stop Service বলে।

খ ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড উভয়ই নগদ অর্থ উত্তোলন ও ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো :

শিরোনাম	ডেবিট কার্ড	ক্রেডিট কার্ড
১. উত্তোলন	হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা যায় না।	হিসাবে জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলন করা যায়।
২. সার্ভিস চার্জ	ঝুঁকি কম হওয়ার কারণে সার্ভিস চার্জও কম।	এ কার্যে ঝুঁকি বেশি হবার কারণে সার্ভিস চার্জও বেশি।

গ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ঘরে বসেই ব্যাংকিং সেবা পেয়ে গ্রাহক নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।
মোবাইল ব্যাংকিং-এর আওতায় লেনদেন করতে গ্রাহককে সরাসরি ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয় না। এতে গ্রাহকের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়।
উদ্দীপকে নাহিদ সাহেব ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। এসব সুবিধার অন্যতম হচ্ছে নমনীয়তা। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারের ফলে গ্রাহক তার প্রয়োজনমতো

Teachingbd24.com

যেকোনো সময় লেনদেন করতে পারেন। তাই এ ব্যবস্থা সনাতন ব্যাংকিং সীমাবদ্ধতা দূর করেছে। মোবাইল ব্যাংকিং-এ আনুষ্ঠানিকতা কম। গ্রাহক তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন আর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে খুব সহজে হিসাব খুলতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল স্থানে এখনো ব্যাংকিং সেবা পৌঁছায়নি ঐ সকল স্থানেও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং এ গোপনীয়তাও অনেক। কারণ ফোন হারিয়ে গেলেও তৃতীয়পক্ষ পিন ব্যতীত অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আল-আমিনের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করা যথাযথ হবে।

মোবাইল ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম সংযোজন। এর মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্কভুক্ত যেকোনো স্থানে বসে গ্রাহক লেনদেন করতে পারে।

উদ্দীপকে নাহিদ সাহেব ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি মোবাইল ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তার প্রতিবেশী আলামিন সাহেবকে বলেন। আলামিন সাহেব সব শুনে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং খুলতে আগ্রহী হন, যা তার জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত।

নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ স্থানান্তরে মোবাইল ব্যাংকিং অত্যন্ত কার্যকর। পিন ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং এ লেনদেন করা হয় বলে এ ব্যবস্থা খুবই নিরাপদ ও গোপনীয়। অনলাইন ব্যাংকিং বা হোম ব্যাংকিং-এ লেনদেন করতে কম্পিউটার বহনের ঝামেলা মোবাইল ব্যাংকিং-এ নেই। তাই এর ব্যবহার সহজ ও সচ্ছন্দময়। তাছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বর্তমানে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করা যাচ্ছে। দিন রাত যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলন ও জমা দান করা যাচ্ছে। ব্যাংকের শাখা নেই এমন স্থানেও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করা যায়। এসব সুবিধা বিবেচনায় আলামিন সাহেবের উচিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা।

প্রশ্ন ▶ ২০ মি. আরিফ তার দেনা পরিশোধ করার জন্য মি. শরীফকে শাপলা ব্যাংকের লাকসাম শাখার চেক প্রদান করেন। চেকটি ব্যাংকে জমা দেওয়ার তিন দিন পর মি. শরীফ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু মি. শরীফ তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]

ক. ডেবিট কার্ড কী? ১

খ. বিক্রয় সেবা বিন্দু বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. শরীফ কেন তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করতে পারেন নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. শরীফের মতো অন্য গ্রাহকদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানে শাপলা ব্যাংকের উক্ত শাখার করণীয় কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও পণ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত প্লাস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে।

খ তাৎক্ষণিকভাবে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের ইলেকট্রনিক সেবা হলো বিক্রয় সেবা বিন্দু।

গ্রাহক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় বিন্দু সেবার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। এর আওতায় গ্রাহক অনুমোদিত বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। বিক্রেতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার হিসাব বিবরণীতে ক্রেতার হিসাবকে ডেবিট আর নিজের হিসাবকে ক্রেডিট করে নেয়।

গ সনাতন বা সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে উদ্দীপকে বর্ণিত মি. শরীফ তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি।

প্রযুক্তিবিহীন কায়িক শ্রমনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো সনাতন ব্যাংকিং। এ ব্যবস্থায় এক শাখার চেক অন্য শাখায় পরিশোধ করতে দীর্ঘ সময় লাগে।

উদ্দীপকে মি. আরিফ দেনা পরিশোধ করার জন্য পাওনাদার মি. শরীফকে শাপলা ব্যাংকের লাকসাম শাখার একটি চেক প্রদান করেন। কিন্তু চেকের অর্থ পেতে মি. শরীফকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। ফলে একই ব্যাংকের এক শাখার সাথে অন্য শাখার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। এজন্য অন্য শাখার চেকের অর্থ পরিশোধের আনুষ্ঠানিকতা পালনে অধিক সময় লাগে। উদ্দীপকে মি. শরীফ একই কারণে তাৎক্ষণিকভাবে চেকের টাকা উত্তোলন করতে পারেনি।

ঘ মি. শরীফের মতো অন্য গ্রাহকদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানে শাপলা ব্যাংকের উক্ত শাখার করণীয় হলো অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা।

ব্যাংকের একাধিক শাখার সাথে নেটওয়ার্কভুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো অনলাইন ব্যাংকিং। অনলাইন ব্যাংকিং-এ গ্রাহক ব্যাংকের এক শাখায় গিয়ে অন্য শাখার সাথে লেনদেন করতে পারে।

উদ্দীপকে মি. আরিফ তার দেনা পরিশোধ করার জন্য মি. শরীফকে শাপলা ব্যাংকের লাকসাম শাখার চেক প্রদান করেন। চেকটি ব্যাংকে জমা দেওয়ার তিন দিন পর মি. শরীফ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু মি. শরীফ তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন।

কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকের একাধিক শাখার মাঝে আন্তঃনেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় অনলাইন ব্যাংকিং-এ। ফলে গ্রাহক ব্যাংকের যেকোনো শাখায় উপস্থিত হয়ে অন্য শাখার সাথে লেনদেন করতে পারেন। এক্ষেত্রে চেক জমা করে নগদ অর্থ প্রাপ্তির জন্য গ্রাহককে আর দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় না। তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের হিসাবে প্রবেশ করে গ্রাহকের হিসাবকে ডেবিট আর পাওনাদারের হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। তাই উদ্দীপকের শাপলা ব্যাংকের তাৎক্ষণিকভাবে চেকের অর্থ পরিশোধের জন্য অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব তুহিন XYZ ব্যাংকের সিলেট শাখা থেকে ঢাকা শাখায় তার ছেলেকে টাকা পাঠাবেন। অনেক জরুরি বিধায় টাকা একদিনের মধ্যেই পাঠাতে হবে। এজন্য তিনি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। ব্যাংক প্রায় সাথে সাথেই তার লেনদেনটি সম্পাদন করে দেয়।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. গতানুগতিক ব্যাংকিং কি? ১

খ. ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অপেক্ষা উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব তুহিনের লেনদেনটি কোন শ্রেণির ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব তুহিন যে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করেন সেটির ধরন বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কায়িক শ্রমনির্ভর, প্রযুক্তিবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো গতানুগতিক ব্যাংকিং।

খ ঋণ সুবিধার কারণে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অপেক্ষা উত্তম। ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কার্ড দ্বারা ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ ও দেনার নিষ্পত্তি করা হয়। ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা থাকলে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। একাউন্টে টাকা না থাকলেও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। এ বৈশিষ্ট্য ক্রেডিট কার্ডকে ডেবিট কার্ড অপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছে।

গ জনাব তুহিনের লেনদেনটি অনলাইন ব্যাংকিং সেবা।

কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের একাধিক শাখার মাঝে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো অনলাইন ব্যাংকিং।

উদ্দীপকে জনাব তুহিন XYZ ব্যাংকের সিলেট শাখা থেকে ঢাকা শাখায় তার ছেলেকে টাকা পাঠাবেন। অনেক জরুরি বিধায় তাকে একদিনের

https://teachingbd24.com

মধ্যেই টাকা পাঠাতে হবে। এজন্য তিনি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। ব্যাংক প্রায় সাথে সাথেই তার লেনদেনটি সম্পাদন করে দেয়। অনলাইন ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ব্যাংকের এক শাখায় গিয়ে অন্য শাখার সাথে লেনদেন করার সুযোগ পান। ফলে সহজে ও দ্রুততার সাথে অন্য শাখার টাকা পাঠানো, বিল পরিশোধ বা অন্যদের পাঠানো অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের একাধিক শাখা জড়িত থাকলেও ব্যাংক কিন্তু একটি। উদ্দীপকে জনাব তুহিন XYZ ব্যাংকে গিয়ে সিলেট শাখা থেকে ঢাকা শাখায় টাকা পাঠিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে তিনি অনলাইন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেছেন।

ঘ জনাব তুহিন যে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করেন সেটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ, ঋণদানসহ আনুষঙ্গিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানে নিয়োজিত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

উদ্দীপকে জনাব তুহিন XYZ ব্যাংকের সিলেট শাখা থেকে ঢাকা শাখায় তার ছেলেকে টাকা পাঠাবেন। এজন্য তিনি জরুরি ভিত্তিতে ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। ব্যাংক প্রায় সাথে সাথেই তার লেনদেনটি সম্পাদন করে দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহক সেবার নিত্যনতুন পদ্ধতির আর্বিভাব ঘটাচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং সেবার আওতায়-এ ব্যাংক সহজে, নিরাপদে ও দ্রুততার সাথে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করছে। উদ্দীপকে XYZ ব্যাংক অর্থ স্থানান্তর করে একই ভাবে জনাব তুহিনকে সহায়তা করেছে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। এ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের XYZ ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

প্রশ্ন ▶ ২২ আরিফার বাবা রাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় জরুরি ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন পড়ে। তার বোন রাইসার কাছেও কোনো টাকা নেই। সে একটা কার্ড নিয়ে বেরিয়ে দ্রুত টাকা সংগ্রহ করে আনল। রাইসা ইদানীং বিভিন্ন সময় দেশের বাইরে যাচ্ছে। কখনো অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন পড়ে। তাই সে আগের কার্ড জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে নতুন কার্ড সংগ্রহ করেছে। এতে তার খরচ কিছুটা বাড়লেও সুবিধা হয়েছে। *[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]*

ক. ডেবিট কার্ড কী? ১

খ. অনলাইন ব্যাংকিংয়ের প্রধান ঝুঁকিটি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণনা অনুযায়ী রাইসা কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাইসা পরবর্তীতে যে কার্ড সংগ্রহ করেছে তা প্রথম কার্ড অপেক্ষা কতটা সুবিধাজনক? মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও কেনাকাটায় ব্যবহৃত পিনযুক্ত প্লাস্টিক কার্ডকে ডেবিট কার্ড বলে।

খ অনলাইন ব্যাংকিং-এর প্রধান ঝুঁকি নিরাপত্তা।

অনলাইন ব্যাংকিং মানুষের জন্য যেমন সুবিধা বয়ে আনছে তেমনি অপরাধীদের অপরাধ করার কৌশলকে সহজ করছে। অনলাইন ব্যাংকিংয়ে গ্রাহকের সব তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকে। যে কেউ গোপনে এ তথ্য হ্যাক করে ব্যাংক ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি করতে পারে, যা অনলাইন ব্যাংকিং-এর প্রধান ঝুঁকি।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রাইসা ATM বুথ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে।

ব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিতি ব্যতীত দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার যেকোনো সময় যে মেশিনের সাহায্যে টাকা উত্তোলন, হিসাবের স্থিতি জানা ও অর্থ স্থানান্তর করা যায় তাকে ATM মেশিন বলে।

উদ্দীপকে আরিফার বাবা রাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় জরুরি ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন পড়ে। তার বোন রাইসার কাছেও কোনো টাকা নেই। এ অবস্থায় সে একটি কার্ড নিয়ে দ্রুত টাকা সংগ্রহ করে আনল। বড় বড় শহর ও জনবহুল সড়কের পাশে ব্যাংক ATM বুথ স্থাপন করে। গ্রাহক ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে যেকোনো সময় এ বুথ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এতে ব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। উদ্দীপকে রাইসা জরুরি ভিত্তিতে একটি কার্ড ব্যবহার করে টাকা সংগ্রহ করে, যা ছিল ডেবিট কার্ড। এ কার্ড দিয়ে ATM বুথ থেকে টাকা সংগ্রহ করা যায়। তাই বলা যায়, রাইসা ATM বুথ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে রাইসা পরবর্তীতে ক্রেডিট কার্ড সংগ্রহ করেছে। যা তার প্রথম কার্ড অর্থাৎ ডেবিট কার্ড অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারে ও উত্তোলনে ব্যবহৃত হয় ডেবিট কার্ড। অপরদিকে, ঋণকৃত অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ক্রেডিট কার্ড।

উদ্দীপকে আরিফার বাবা হঠাৎ একদিন রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আরিফার জরুরি ভিত্তিতে ৫০,০০০ টাকা দরকার পড়ে। তার বোন রাইসা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে দ্রুত টাকা সংগ্রহ করে। ইদানিং সে দেশের বাইরে যাচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে তার অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন পড়ে। তাই আগের কার্ডটি ফেরত দিয়ে বাড়তি সুবিধা পেতে সে নতুন একটি কার্ড সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সে ক্রেডিট কার্ড সংগ্রহ করেছে।

ডেবিট কার্ড দ্বারা ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যবহার করা যায়। আর ক্রেডিট কার্ড দ্বারা ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থাৎ জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ও ব্যবহার করা যায়। উদ্দীপকের রাইসার অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হলে সে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে এ সুবিধা নিতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব সাইফ মিডল্যান্ড ব্যাংক থেকে এবং জনাব মিঠু সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সংগ্রহ করেন। তারা দুইজন একসাথে কেনাকাটা করতে গেলেন এবং এই কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ করলেন। সাইফের ব্যাংক একাউন্টে টাকা ছিল কিন্তু মিঠুর একাউন্টে দেনা পরিশোধ করার মত যথেষ্ট টাকা ছিল না। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. PIN-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা কোনটি? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. জনাব মিঠু কোন ধরনের কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব সাইফ-এর সংগৃহীত কার্ড ও জনাব মিঠুর সংগৃহীত কার্ডের মধ্যে তুলনা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PIN-এর পূর্ণরূপ Personal Indentification Number.

খ উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তর ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার অভিনব ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রাহক ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েই তার সুবিধাজনক সময়ে লেনদেন করতে পারে। এটি গ্রাহকের সময় ও শ্রম সাশ্রয় করে। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কায়িক শ্রম নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

গ জনাব মিঠু ক্রেডিট কার্ড সংগ্রহ করেছিল।

ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে পিনযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড হলো ক্রেডিট কার্ড। এর মাধ্যমে বাকিতে পণ্য ক্রয়, দেনা পরিশোধ ও নগদ অর্থ উত্তোলন করা যায়।

উদ্দীপকে মিঠু সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সংগ্রহ করেন। কেনাকাটা শেষে তিনি এ কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ

https://teachingbd24.com

করেন। কিন্তু তার একাউন্টে দেনা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট টাকা ছিল না। ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে একজন গ্রাহক ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারে। ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকলেও এ কার্ডের সাহায্যে প্রাপ্ত ঋণ থেকে মূল্য পরিশোধ করা যায়। উদ্দীপকের মিঠু তার হিসাবে দেনা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট টাকা না থাকা সত্ত্বেও ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ তিনি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব সাইফ ডেবিট কার্ড আর মিঠু ক্রেডিট কার্ড সংগ্রহ করেছিলেন।

হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা জমা থাকা সাপেক্ষে যে কার্ডের সাহায্যে পণ্য ক্রয়, দেনা পরিশোধ ও নগদ অর্থ উত্তোলন করা যায় তা হলো ডেবিট কার্ড। আর ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে বাকিতে পণ্য ক্রয় ও দেনা পশিোধ করা যায়, যা এক প্রকার ঋণ।

উদ্দীপকে জনাব সাইফ মিডল্যান্ড ব্যাংক এবং মিঠু সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সংগ্রহ করেন। দুজন কেনাকাটা শেষে তাদের গৃহীত কার্ডের সাহায্যে মূল্য পরিশোধ করেন। সাইফের ব্যাংক একাউন্টে টাকা থাকলেও মিঠুর একাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা ছিল না। এ থেকে বোঝা যায়, সাইফের কার্ডটি ডেবিট কার্ড আর মিঠুর কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড।

ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় কার্ডের দ্বারা পণ্য মূল্য পরিশোধ ও দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি ও ATM বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়। এ দৃষ্টিতে দুটি কার্ড একই রকম। কিন্তু উদ্দেশ্যগত ও ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি কার্ডের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ডেবিট কার্ড হলো চেক বইয়ের বিকল্প। ব্যাংকে টাকা জমা থাকলেই এ কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করা যায়। অন্যদিকে, ক্রেডিট কার্ড দ্বারা হিসাবে টাকা জমা না থাকার পরও লেনদেন করা যায়। অর্থাৎ ব্যাংক হিসাবে ডেবিট ব্যালেন্স থাকলে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হিসাবে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় ব্যালেন্স লেনদেন করা যায়। জমাকৃত টাকা ব্যবহার করা হয় বলে ডেবিট কার্ডে ব্যাংকের ঝুঁকি কম। পক্ষান্তরে, ক্রেডিট কার্ড দ্বারা জমাতিরিক্ত অর্থ ব্যবহার করা যায় বলে এ কার্ডে ব্যাংকের ঝুঁকি বেশি।

প্রশ্ন ▶২৪ জনাব জয়নাল ২০১৪ সালে হজ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একটি কোম্পানির সাথে তার ৩ লক্ষ টাকা চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক তিনি একটি কার্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় লক্ষ টাকা উত্তোলন করে কোম্পানিকে সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে হজ ফ্লাইটের তারিখ ঠিক হয়ে গেলে বাকি টাকা কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করবেন বলে ঠিক করেন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. এটিএম কী? ১

খ. মোবাইল ব্যাংকিং কেন জনপ্রিয়? ২

গ. জনাব জয়নাল কোন পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে হজের টাকা পরিশোধ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব জয়নাল পরবর্তীতে হজের বাকি টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন বলে তুমি মনে করো? অভিমত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিতি ব্যতীত যে মেশিন থেকে গ্রাহক অর্থ উত্তোলন, জমাদান, ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও ব্যালেন্স হস্তান্তর করতে পারে, তাকে ATM (এটিএম) বলে।

খ সহজ ও দ্রুত লেনদেন সুবিধার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং জনপ্রিয়। তারবিহীন হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার ব্যবস্থা হলো মোবাইল ব্যাংকিং। গ্রাহক এ ব্যবস্থায় খুব কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন। সুবিধাজনক স্থান থেকে পিন ব্যবহার করে টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারেন। মোবাইল চুরি হয়ে গেলেও গ্রাহকের হিসাবে জমাকৃত অর্থ গ্রাহক ব্যতীত অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না। ব্যাংকে গিয়ে অর্থ জমা ও উত্তোলনে সময় নষ্ট করতে হয় না। এজন্য মোবাইল ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয়।

গ জনাব জয়নাল সাধারণ বা গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে হজের টাকা পরিশোধ করেন।

প্রযুক্তিবিহীন, কায়িক শ্রমনির্ভর ব্যবস্থার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে নগদ অর্থের ব্যবহারই হলো গতানুগতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এ ব্যাংকিং-এর অভিনব রূপ।

উদ্দীপকে জয়নাল ২০১৪ সালে হজ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একটি কোম্পানির সাথে তার ৩ লক্ষ টাকা চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক তিনি একটি কার্ডের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা উত্তোলন করে কোম্পানিকে সরবরাহ করেন। অর্থ উত্তোলনে জনাব জয়নাল কার্ড ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উত্তোলিত অর্থ সরাসরি নগদে পরিশোধ করায় তা সাধারণ লেনদেন হিসেবে বিবেচিত। কারণ অর্থ পরিশোধে ইলেকট্রনিক ব্যাংকের ডেবিট, ক্রেডিট বা অনলাইন কোনো ধরনের ব্যাংকিং সেবাই গ্রহণ করা হয়নি। তাই জনাব জয়নাল প্রাথমিকভাবে হজের টাকা উত্তোলনে ইলেকট্রনিক সেবা ব্যবহার করলেও তা হজ কোম্পানিকে পরিশোধে সাধারণ বা গতানুগতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ঘ জনাব জয়নাল পরবর্তীতে হজের বাকি টাকা ডেবিট কার্ডে পরিশোধ করেন বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন ও ব্যবহারের জন্য যে প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহৃত হয়, তাকে ডেবিট কার্ড বলে।

উদ্দীপকে জনাব জয়নাল ২০১৪ সালে হজ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একটি কোম্পানির সাথে তার ৩ লক্ষ টাকা পরিশোধের চুক্তি হয়। ৩ লক্ষ টাকার প্রথম ১.৫ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে উত্তোলন করে কোম্পানিকে সরবরাহ করেন। পরবর্তী ১.৫ লক্ষ টাকা কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করবেন বলে ঠিক করেন।

ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহক যেকোনো সময় তার হিসাবে জমাকৃত অর্থ দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে বা অন্য যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্যে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করতে পারেন। এতে নগদ টাকা উত্তোলন করে পাওনাদারকে পরিশোধের ঝামেলা পোহাতে হয় না। উদ্দীপকের জনাব জয়নাল একইভাবে নগদ অর্থে হজ কোম্পানিকে অর্থ পরিশোধ না করে কার্ডে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে হজ কোম্পানিকে টাকা পরিশোধ করবেন।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৯: ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং

২১২. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং
খ মধ্যযুগীয় ব্যাংকিং
গ আধুনিক ব্যাংকিং
ঘ প্রাক-মধ্যযুগীয় ব্যাংকিং
গ

২১৩. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম কীরূপ? (অনুধাবন)
ক কঠিন ও জটিল খ দ্রুত ও সহজ
গ সহজ ও স্থবির ঘ দ্রুত ও জটিল
খ

২১৪. ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং মূলত কী? (অনুধাবন)
ক ব্যাংকিং জগতে প্রযুক্তির ব্যবহার
খ তারবিহীন ব্যাংকিং
গ পেপার ওয়ার্ক ব্যাংকিং
ঘ ইসলামী ব্যাংকিং
ক

২১৫. ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থ খ যোগাযোগ
গ নিরাপত্তা ঘ চাহিদা
গ

২১৬. সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় কোন ব্যাংকে? (জ্ঞান)
ক সিটি ব্যাংক লিমিটেডে
খ ন্যাশনাল ব্যাংকে
গ বাংলাদেশ ব্যাংকে
ঘ ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অব নিউইয়র্ককে
ঘ

২১৭. Cash Dispenser মেশিনে কীসের সাহায্যে লেনদেন হতো? (জ্ঞান)
ক চেক খ ড্রাফট
গ প্লাস্টিক কার্ড ঘ রসিদ
গ

২১৮. সুমন মার্কেটে শার্ট কিনতে গেল। কিন্তু শার্ট ক্রয়ের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকায় সে কার্ড দ্বারা তার একাউন্ট হতে টাকা উত্তোলন করে শার্ট ক্রয় করলো। সুমন কোন ধরনের কার্ড ব্যবহার করলো? (প্রয়োগ)
ক ক্রেডিট কার্ড খ ডেবিট কার্ড
গ মাস্টার কার্ড ঘ ভিসিটিং কার্ড
খ

২১৯. কোনটি খুচরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা? (জ্ঞান)
ক ব্যাংকের পাস বই খ ব্যাংকের চেক বই
গ ব্যাংকের জমা রশিদ
ঘ ব্যাংকের এটিএম কার্ড
ঘ

২২০. টেলিফোন বিল পরিশোধের পরবর্তী উন্নত ঘরোয়া ব্যাংকিং কোনটি? (জ্ঞান)
ক Mobile Banking
খ Video Home Banking
গ Video Banking ঘ Home Banking
খ

২২১. ATM কার্ডের গ্রাহককে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি? (অনুধাবন)
ক কার্ডের নানান ধরন খ কার্ডের পিন নম্বর
গ কার্ডের আবরণ ঘ কার্ডের আকৃতি
খ

২২২. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রেডিট কার্ড কোনটি? (জ্ঞান)
ক ভিসা কার্ড খ মাস্টার কার্ড
গ মালিকানা কার্ড
ঘ আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড
ক

২২৩. ক্রেডিট কার্ড পরিচালনার মেরুদণ্ড কোনটি? (জ্ঞান)
ক ইলেকট্রনিক পদ্ধতি খ সনাতন পদ্ধতি
গ ম্যাগনেটিক পদ্ধতি ঘ কম্পিউটার পদ্ধতি
ক

২২৪. ব্যাংকিং সেবা মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে ব্যাংকসমূহ কোন পদ্ধতি চালু করে? (জ্ঞান)
ক অনলাইন ব্যাংকিং খ এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং
গ মোবাইল ব্যাংকিং ঘ ঘরোয়া ব্যাংকিং
গ

২২৫. ব্যাংকিং ব্যবসায় কীসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ক গ্রাহক খ মালিক
গ সরকার ঘ রাজনীতিবিদ
ক

২২৬. আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চেকের পরিবর্তে গ্রাহককে কী প্রদান করা হয়? (অনুধাবন)
ক ক্রেডিট কার্ড খ বিনিময় বিল
গ নগদ প্রত্যয়পত্র ঘ ডেবিট কার্ড
ঘ

২২৭. SWIFT এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান)
ক Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
খ Society for Worldwide Interpersonal Financial Telecommunication
গ Society for Worldweb Interbank Financial Telecommunication
ঘ Society for World Interbank Financial Telecommunication
ক

২২৮. ইলেকট্রনিক ব্যাংকের সুবিধা হলো — (অনুধাবন)
i. স্বয়ংক্রিয় গণনা যন্ত্র ii. হোম ব্যাংকিং
iii. ডিজিটাল ব্যাংকিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

Teachingbd.com

২২৯. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা যায় — (অনুধাবন)

i. নগদে ii. মাসিক কিস্তিতে
iii. একবারে পরিশোধ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

২৩০. ডেবিট কার্ডের সুবিধা হলো — (অনুধাবন)

i. ২৪ ঘণ্টা ব্যবহার করা যায়
ii. ঋণ সুবিধা লাভ করা যায়
iii. পণ্য ও সেবা ক্রয়েও ব্যবহৃত হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২৩১. তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সম্ভব হচ্ছে — (অনুধাবন)

i. তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া
ii. দেরিতে তথ্য প্রাপ্তি
iii. নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩২ ও ২৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

AB ব্যাংকের CEO তাদের বাৎসরিক মিটিং-এ ই-ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন গ্রাহকদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে।

২৩২. উদ্দীপকে বর্ণিত ই-ব্যাংকিং কী? (প্রয়োগ)

ক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং খ ইমিন্টে ব্যাংকিং
গ ইলিগ্যান্ট ব্যাংকিং ঘ ইসলামী ব্যাংকিং

ক

২৩৩. উক্ত ই-ব্যাংকিং কীভাবে গ্রাহক সন্তুষ্টিতে ভূমিকা রাখে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক গ্রাহকদের অতিরিক্ত চার্জ করে
খ সনাতন ব্যাংকিংয়ের উন্নতি করে
গ ব্যাংকের কর্মচারী কর্মকর্তাদের সাথে ভালো ব্যবহার
ঘ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদান করে

ঘ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩৪ ও ২৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেজিন হাসান তার পরিবারসহ বান্দরবানে বেড়াতে যান। সেখানে যাবতীয় ব্যয় তিনি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। কার্ডের সঞ্চিত টাকা ফুরিয়ে এলে তিনি তার ভাইকে তার ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা করতে বলেন। অতঃপর তিনি কিছু টাকা উত্তোলন করেন এবং দু'দিন পর পরিবার সমেত বেড়ানো শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

২৩৪. রেজিন হাসান কোন মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেছিলেন? (প্রয়োগ)

ক ফোন ব্যাংকিং খ এটিএম
গ এসএমএস ব্যাংকিং ঘ ইন্টারনেট ব্যাংকিং

খ

২৩৫. রেজিন হাসানের সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. এসএমএস ব্যাংকিংয়ের সহায়তায়
ii. ফোন ব্যাংকিংয়ের সহায়তায়
iii. ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সহায়তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩৬ ও ২৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি হাসান সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একজন ছাত্র। সে আশা ব্যাংকে একটি হিসাব খোলে। যেখানে তার পিতা পড়াশুনার খরচ মেটানোর জন্য তাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। হাসানকে ব্যাংক একটি প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করে যার মাধ্যমে সে ঐ ব্যাংকের যেকোনো ATM বুথ থেকে তার জমাকৃত টাকা তুলতে পারবে। কয়েকদিন পর হাসানকে আশা ব্যাংক আরও একটি কার্ডের প্রস্তাব দেয় যার মাধ্যমে সে ধারে পণ্য ক্রয় করতে পারবে এবং প্রয়োজনমতো ধারে টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

২৩৬. হাসান কোন ধরনের হিসাব খুলেছে? (প্রয়োগ)

ক চলতি হিসাব খ সঞ্চয়ী হিসাব
গ স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব ঘ বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব

খ

২৩৭. উদ্দীপকে যে দুটি কার্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে কোনটি সত্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক প্রথম কার্ডটি ক্রেডিট কার্ড
খ প্রথম কার্ডটির মাধ্যমে জমাতিরিক্ত টাকা তোলা যায়
গ দ্বিতীয় কার্ডটি গ্রাহকের হিসাব থেকে টাকা ডেবিট করে
ঘ দ্বিতীয় কার্ডটির মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়

ঘ

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১০: বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

প্রশ্ন ▶১ মি. সিহান তার বাবার সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি সিহানের বাবার নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মি. সিহানের বাবা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন নীতির জন্য মি. সিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সিহানের বাবা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না। সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে মি. সিহানের বিমা চুক্তির প্রস্তাব বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। অর্থাৎ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি জড়িত থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহান যে বাড়িতে বাস করেন তা তার বাবার নামে ছিল। অর্থাৎ বাড়িটির প্রকৃত মালিক মি. সিহানের বাবা। ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে মি. সিহান বাড়িটি বিমা করার প্রস্তাব করলে বিমা কোম্পানি এতে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মূলত বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির আলোকে বিমা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ বাড়িটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকৃতপক্ষে বাড়িটির মালিক মি. সিহানের বাবা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা মি. সিহানের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

ঘ উদ্দীপকের উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিপূরণ ও সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায়ে অযোগ্য হবেন।

বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই উভয় পক্ষ বিমা সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. সিহানের বাবা নিজ মালিকানাধীন বাড়িটি বিমা করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতির সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মি. সিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে বাড়ির ২য় তলার কাজ শুরু করেন। যার প্রেক্ষিতে বাড়িটি একপাশে হেলে পরে, যা বিমা শর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি পাওয়ার অযোগ্য। কারণ বিমাকৃত বাড়িটির সম্ভব্য ঝুঁকি হিসেবে ভূমিকম্পকে উল্লেখ করা হলেও তা পুনঃনির্মাণ ত্রুটিতে হেলে পড়ে। এর দ্বারা বিমা চুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নীতির ব্যত্যয় (Violate) ঘটেছে। এছাড়াও মি. সিহান বাড়ির পুনঃনির্মাণের বিষয়টি বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করেছেন, যা বিমা চুক্তির সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ককে লঙ্ঘন করেছে। তাই মি. সিহানের বাবা বিমা দাবি আদায় করতে পারবেন না।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানটি ৫০ লক্ষ টাকায় বিমা করেছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনাব জমির বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উদ্ধারকৃত সম্পত্তি বিমা কোম্পানি দাবি করায়, জনাব জমির শুরুতে তা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে তা প্রদানে বাধ্য হন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. বিমা কাকে বলে? ১

খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩

ঘ. সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরেও জনাব জমিরের সম্পত্তি হস্তান্তরে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না? তোমার মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের দায় বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করেন।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষই আবশ্যকীয় সব তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকেন বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের (Fiduciary) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ একে অন্যের কাছে চুক্তির বিষয়ে সব তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের (Subrogation) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই নীতি অনুযায়ী, বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করলে বিমা কোম্পানি ঐ সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ বা যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিকানা পায়। এটি বিমা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম মূলনীতি।

উদ্দীপকে জনাব জমিরের একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। প্রতিষ্ঠানটি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর বিমা কোম্পানি উদ্ধারকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরের দাবি জানায়। জনাব জমির প্রথমে এতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তিনি পরে সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হন। বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে বলা যায়। কারণ, এখানে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। তাই এ নীতি অনুযায়ী এ সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে জনাব জমিরের বিমাকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরে অস্বীকৃতির সিদ্ধান্তটি স্থলাভিষিক্তকরণ (Subrogation) নীতি অনুযায়ী সঠিক ছিল না।

বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো স্থলাভিষিক্তকরণ। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের মালিক হবে।

উদ্দীপকে জনাব জমির তার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিমা করেন। দুর্ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তবুও উদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তর করতে জনাব জমির অস্বীকৃতি জানান।

এখানে, জনাব জমিরের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্যই বিমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তার ন্যায্য পাওনা পেয়েছেন। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণকৃত সম্পত্তি থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়- তার মালিক হবে বিমা কোম্পানি। তাই বলা যায়, উদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তরে জনাব জমিরের অস্বীকৃতি জানানো উচিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶৩ মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া তার কাজ। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি প্রথমে দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করলেও পরবর্তীতে শর্ত সাপেক্ষে তা পূরণ করতে চায়। *[দি. বো. ১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে বিমা কোম্পানির অপারগতা প্রকাশের কারণ কী? ৩

ঘ. কি শর্তে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণ করবে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব তাহমিদ একটি সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের দায়িত্ব তার। এক্ষেত্রে জনাব তাহমিদ তার কারখানার ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে মুনলাইট বিমা কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে মি. চৌধুরী আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করায় বিমা কোম্পানি দাবি পূরণে অপারগতা প্রকাশ করে।

বিমা চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর যতটুকু ক্ষতি হয় ততটুকু ক্ষতিপূরণ করাই বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তা পূরণ করে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী জাহাজ ব্যবসায়ী। জাহাজের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে পণ্য আনা-নেয়া করেন। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে তার একটি জাহাজের দুই তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক হলেও তিনি বিমা কোম্পানির কাছে সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তবে বিমা চুক্তির আইনগত উপাদান বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ অবশ্যই ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ মি. চৌধুরীর জাহাজের আংশিক ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীর দাবি পূরণে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দাবি পরিশোধ করবে।

সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি মূলত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের ক্ষতিতে বিমাকারী সর্বোচ্চ নির্ধারিত মূল্য পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন জাহাজ ব্যবসায়ী। তার বিমাকৃত একটি জাহাজ বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. চৌধুরী সম্পূর্ণ জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধে সম্মত হয়।

বিমা কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে বিমা দাবি পরিশোধ বলতে বিমা চুক্তির আইনগত শর্তকে নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ নীতির আলোকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ দাবি পরিশোধ করবে। আংশিক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করবে।

সহায়ক তথ্য

সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি : বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলে এ পদ্ধতিতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্যকে এর বাজার মূল্য দিয়ে ভাগ করে ক্ষতির পরিমাণ দ্বারা গুণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের বাজারমূল্য হিসাবে বিমাগ্রহীতার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য 'চিত্রা বিমা কোম্পানি লি.' হতে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যদিকে, বিমা কোম্পানি গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রয় করার পর জনাব আশিক সেটিও দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বিমা চুক্তি কী? ১

খ. বিমাকে 'কেন ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয়'? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিক কোন ধরনের সম্পত্তি বিমা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিমার মূলনীতির আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যের ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে। তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় বিমিকারী বিমাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে কোনো বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে উক্ত প্রিমিয়াম থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিক যানবাহন বা মটর বিমা গ্রহণ করেছেন।

এ ধরনের বিমা মূলত যানবাহন বা মোটরযানকে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য করা হয়। মানুষের জীবন ও যানবাহন (সম্পত্তি) উভয়ই এ বিমার মূল বিষয়বস্তু।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিত্রা বিমা কোম্পানি কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গাড়িটি হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন এবং বিমা কোম্পানিও যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এখানে জনাব আশিকের বিমার বিষয়বস্তু হলো তার ব্যক্তিগত গাড়ি। মূলত দুর্ঘটনাজনিত কারণে উদ্ভূত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তিনি এ বিমা করেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব আশিকের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো যানবাহন বা মটর বিমা।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব আশিকের সর্বশেষ দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক।

বিমা ব্যবসায়ের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি। এ নীতি অনুযায়ী সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বা উদ্ধারযোগ্য অংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য চিত্রা বিমা কোম্পানি হতে যানবাহন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুর্ঘটনায় তার গাড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বিমা কোম্পানিটি এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে গাড়িটির ধ্বংসাবশেষ বিমা কোম্পানি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। জনাব আশিক সম্পত্তি বিক্রয়কৃত এ অর্থ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য দুর্ঘটনার কারণে আশিকের গাড়ির সম্পূর্ণ অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিমা কোম্পানিও চুক্তি অনুযায়ী তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী গাড়ির ধ্বংসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি। আর এ কারণেই বিমা কোম্পানি গাড়ির ধ্বংসাবশেষ বিক্রির অর্থ জনাব আশিককে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যা অবশ্যই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিস তাসলিমা বিমা দাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যে বিমা প্রতিষ্ঠানটি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি কুমিল্লার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কিনেন। গাড়ি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি উক্ত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। *[রা. বো. ১৬]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মিস তাসলিমা কোন নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকেই বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ যে ঝুঁকি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরের কোনো কারণ থেকে উদ্ভূত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য ঝুঁকি বলে।

নিয়ন্ত্রণ অযোগ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের অসহায়ত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ এই ঝুঁকিসমূহ মানুষের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এ ধরনের ঝুঁকি প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক উভয় কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে মিস তাসলিমা বিমার আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থলাভ করেছেন।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি হচ্ছে এমন একটি নীতি যার আওতায় বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তা এমনভাবে দেয়া হয় যেন বিমাগ্রহীতা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে তার কোনো ক্ষতিই হয়নি।

উদ্দীপকে মিস তাসলিমা তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মিস তাসলিমা বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাকারী দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। মূলত ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং বিমাচুক্তির সব শর্ত মেনে চললে বিমাদাবি পেশ করার কিছুদিনের মধ্যেই যত দ্রুত পারা যায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়, যা মিস তাসলিমার ক্ষেত্রে হয়েছে। অর্থাৎ মিস তাসলিমা বিমা ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ নীতির আওতায় ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

ঘ বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিস তাসলিমার সর্বশেষ দাবি পূরণ না করাটা যৌক্তিক। কারণ বিমাদাবি পরিশোধ করার সাথে সাথেই বিমাকারী মিস তাসলিমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে এবং বিমাকারী পূর্ণ বিমাদাবি পরিশোধ করলে উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশের ওপর বিমাকারী পূর্ণাঙ্গ অধিকার পায়। বিমাগ্রহীতার কা{ থেকে অধিকারটি বিমাকারীর কাছে চলে যাওয়া সংক্রান্ত নীতিকেই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলা হয়।

উদ্দীপকে মিস তাসলিমা গাড়িটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমাদাবি পেশ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিমাদাবি পেয়ে যান।

পরবর্তীতে তার ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি কুমিল্লার একজন ব্যবসায়ী বিশ হাজার টাকায় কেনেন। কিন্তু গাড়ি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ মিস তাসলিমা দাবি করলেও বিমা প্রতিষ্ঠানটি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি কার্যকর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির মূল কথা অনুযায়ী যখনই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমার বিমাদাবি পরিশোধ করেছে তখনই তার ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটির সকল অধিকার বিমা প্রতিষ্ঠানটির হয়ে গেছে। সুতরাং গাড়িটির বিক্রয়লব্ধ অর্থের মালিক বিমা প্রতিষ্ঠানটি। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানটি মিস তাসলিমার এই দাবিটি পূরণ করেন নি।

প্রশ্ন ▶৬ মি. শিকদার একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণে এমন একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চাচ্ছেন, যেখানে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন সেখানে ঝুঁকিও প্রচুর। তার বিনিয়োগযোগ্য মূলধন (সম্পত্তি) হারানোর ভয়ে বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বিমা করতে অপারগতা জানায়। *[দি. বো. ১৬]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? ১

খ. আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কোন ধরনের ঝুঁকির অন্তর্গত? বিমা ব্যবসায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে অপারগতা জানানো কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ যে নীতির আলোকে চুক্তিতে উল্লেখ্য কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি বলে।

এ নীতি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঝুঁকি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে মূল্যায়িত হতে হবে।

গ উদ্দীপকে মি. শিকদারের বিনিয়োগযোগ্য মূলধন আর্থিক ঝুঁকির অন্তর্গত।

কোনো দুর্ঘটনা, ঝুঁকি বা বিপদ থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা লক্ষ্য করা যায় তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে। পরিমাপযোগ্য সকল ঝুঁকিকেই আর্থিক ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি তার শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং ঝুঁকিও প্রচুর। এক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ ঝুঁকি হলো বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুঁকি। এ বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঝুঁকি পরিমাপযোগ্য। এ ক্ষেত্রে মি. শিকদারের অর্থের অঙ্কে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া এ ঝুঁকি আর্থিক অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হওয়ায় এটি আর্থিক ঝুঁকির অন্তর্গত।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে মি. শিকদারের নতুন প্রকল্প বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমা করতে অপারগতা প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে আমি মনে করি।
বিমা ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে কাম্য পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণের ওপর। বিমা কোম্পানি যদি নিজের সামর্থ্যের বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করে তবে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে গিয়ে কোম্পানি আর্থিক সংকটে পড়ে।
উদ্দীপকে মি. শিকদার প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, শিল্পের সম্প্রসারণে তিনি একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান। যেখানে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বেশি প্রয়োজন এবং ঝুঁকি প্রচুর। ঝুঁকির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমা প্রস্তাব গ্রহণে অপারগতা জানায়।
বিমা কোম্পানি মূলত তার সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি গ্রহণের নীতি মেনে চলায় এ ঝুঁকি বর্জন করেছে। বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পায়। তাই সামর্থ্যমাফিক ঝুঁকি গ্রহণের নীতি অনুসরণ করায় মি. শিকদারের বিমা প্রস্তাবটি বিমা কোম্পানি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমা চুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে রাসেল ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা গ্রহণ করে। ১ বছর ৫ মাস পর যখন রাসেল বিমার কিস্তি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে তখন কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। এমতাবস্থায় রাসেল খুবই মর্মাহত হলেন।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. শস্য বিমা কাকে বলে? ১
খ. প্রত্যক্ষ কারণের নীতি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমা কোম্পানি কেন বিমাচুক্তি বাতিল করেছে? বিমার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল বিমা কোম্পানি হতে কোন অর্থ না পাওয়ার কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি কাজে বিদ্যমান প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তু যেসব কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে প্রত্যক্ষ কারণের নীতি বলে।
প্রত্যক্ষ কারণগুলো বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। বিমাচুক্তিতে লিপিবদ্ধ প্রত্যক্ষ কারণগুলো ছাড়া অন্য কোন কারণে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা দাবি দেয় না।

গ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির লঙ্ঘনের কারণে বিমা কোম্পানি বিমাচুক্তিটি বাতিল করেছে।
বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অপরের নিকট বাধ্য থাকে। বিমা চুক্তির এই নীতি হল চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি।
উদ্দীপকের সুতার ব্যবসায়ী তারেক সুতার গুদাম বিমা করেছিল। তারেক বিমা কোম্পানির কাছে সুতার পরিমাণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করেনি। এজন্য বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। তারেক বিমাচুক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি ভঙ্গ করেছে। তারেক সাহেবের দায়িত্ব ছিল বিমা কোম্পানিকে সঠিক তথ্য দেওয়া। ইচ্ছাকৃত ভুল উপস্থাপনার জন্য বিমা কোম্পানি যেকোনো সময় বিমাচুক্তি বাতিল করতে পারে। তাই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের অভাব থাকায় বিমা কোম্পানি তারেক সাহেবের চুক্তিটা বাতিল করেছে।

ঘ উদ্দীপকের রাসেল সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ না করায় কোন অর্থ পায়নি।
বিমাগ্রহীতা বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধে অসমর্থ্য হলে তিনি তা বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করে কিছু অর্থ পেতে পারেন। এরূপ গ্রহণীয় অর্থই হল সমর্পণ মূল্য। সমর্পণ মূল্য মূলত প্রিমিয়ামের একটা অংশ।
উদ্দীপকের রাসের ১৫ বছর মেয়াদি ১০,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। সে নিয়মিত ১ বছর ৫ মাস প্রিমিয়াম প্রদান করে। তারপর কিস্তি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি। কোম্পানির বিবেচনায় সে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার যোগ্য নয়। এজন্য বিমা কোম্পানি তাকে কোন অর্থ দেয়নি।
বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম পরিশোধ এ অসমর্থ্য হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সমর্পণ করে সমর্পণ মূল্য পেতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। ২ বছর কিস্তি প্রদানের পরই কেবল বিমাগ্রহীতা সমর্পণ মূল্য দাবি করতে পারবে। উদ্দীপকের রাসেল ১ বছর ৫ মাস নিয়মিত কিস্তি প্রদান করেছে। সমর্পণ মূল্যের শর্ত পূরণ না হওয়ায় সে কোন অর্থ পায়নি।

প্রশ্ন ▶ ৮ ঢাকার কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের শর্তে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই কবিরের পণ্য পরিবহনকৃত জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. জীবন বিমা কর্পোরেশন কী? ১
খ. বিমাকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. কবির কোন ধরনের বিমা গ্রহণ করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. কবির কী বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি মালিকানাধীন পরিচালিত জীবন বিমা সংশ্লিষ্ট একক প্রতিষ্ঠানটিই জীবন বিমা কর্পোরেশন।

খ বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার সদ্বিশ্বাসের উপর চুক্তি সংঘটিত হয় বলে বিমাকে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।
বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি। উভয় পক্ষ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সত্য তথ্য আদান-প্রদান করে। এটাই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস।

গ কবির নৌ বিমা গ্রহণ করেছিলেন।
নৌপথে পরিবহনকালে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণত এ ধরনের বিমা করা হয়। ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক বিমাকারী তা প্রদান করে। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলেই কেবল ক্ষতি পূরণ করে।
উদ্দীপকের কবির চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে জাপান থেকে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ আমদানি করেন। সমুদ্রপথে ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি বিমাচুক্তি করেন। সমুদ্রের বিপদ বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নৌ বিমা করা হয়। তিনি যেহেতু সমুদ্রের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিমা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি নৌবিমা করেছিলেন।

ঘ কবির বিমাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়।
নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোন ক্ষতি সংঘটিত হয় তখন বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ দিবে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য বিমা কোম্পানি দায়ী নয়।
উদ্দীপকের কবির সাহেব ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে প্রতিবছর ১.৫ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেন। কিন্তু অন্যদিকে এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তার ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। নৌবিমার ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে পরিমাণ ক্ষতিই হোক বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। কিন্তু এটা হতে হবে বিমাচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে।

https://teachingbd24.com

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কবির সাহেবের বিমাচুক্তি সম্পন্ন হবার পূর্বেই তার জাহাজ বরফের সাথে ধাক্কা লেগে ১৫ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এর হাতে অধিকার আছে বিমাচুক্তিটা বাদ দেওয়ার। কারণ এই চুক্তিটি সম্পন্নই হয়নি। সেখানে বিমাদাবি চাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবে বিমাচুক্তিটি সম্পন্ন করা হলে বাকি অর্থের জন্য কবির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা পাবেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কবির সাহে বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে দুই লক্ষ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি চুক্তির সময় তার রোগের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তিন মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায় *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? বর্ণনা করো। ২
গ. মি. আবুল বিমা চুক্তির কোন নীতি লঙ্ঘণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্তটি কতখানি যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি বহনের প্রতিদান মূল্যই হলো প্রিমিয়াম।

খ বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ মি. আবুল বিমা চুক্তির 'সদ্বিশ্বাসের সম্পর্কের নীতি' লঙ্ঘন করেছেন।
বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী একে অপরকে বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। যা সদ্বিশাসের নীতি নামে পরিচিত।
উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। চুক্তির সময় তিনি তার রোগের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। বিমা চুক্তির 'চূড়ান্ত সদ্বিশাসের নীতি' অনুযায়ী যা চুক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে সম্ভাব্য এমন সব তথ্য উভয় পূর্ণ প্রকাশ করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা কোনো তথ্য গোপন করলে বিমাকারী চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। উদ্দীপকে মি. আবুল তার রোগর বিষয়টি বিমাকারীর কাছে প্রকাশ করেনি। যা চূড়ান্ত সদ্বিশাসের নীতির লঙ্ঘন।

ঘ উদ্দীপকে মি. আবুলকে বিমাদাবি পরিশোধে বিমা কোম্পানির অস্বীকৃতি জানানোর সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।
বিমা হলো পরম বিশ্বাসের চুক্তি। এ চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী তা পূরণ করে থাকে।
উদ্দীপকে মি. আবুল একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি একটি বিমা কোম্পানি থেকে দুই লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তবে বিমাপত্রে ক্যান্সারের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তিন মাস পর তিনি মারা যান। তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।
উদ্দীপকের মি. আবুল 'পরম বিশ্বাসের নীতি' অনুযায়ী বিমা কোম্পানিকে সকল তথ্য প্রদান করেন নি। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত, এ তথ্যটি গোপন করা হয়েছে। যার ফলে 'পরম বিশ্বাসের নীতি' ভঙ্গ করা হয়েছে। তথ্য গোপন করায় বিমা কোম্পানি তার সম্ভাব্য মৃত্যু ঝুঁকির চেয়ে কম হারে প্রিমিয়াম ধার্য করেছে। এক্ষেত্রে মি. আবুলের মৃত্যুতে বিমা দাবি পরিশোধ করতে হলে বিমা কোম্পানির ক্ষতি হবে। তাই বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জাহিদ এন্ড সন্স ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকার বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লেখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০ টাকা। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। শরিফ জাহিদকে বললেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ব্যবসায়িক ঝুঁকি কী? ১
খ. আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাহিদ এন্ড সন্স কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শরিফ এর বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিই হলো ব্যবসায়িক ঝুঁকি।

খ একিট সম্পত্তির বিপরীতে একাধিক বিমা করা হলে বিমা কোম্পানিগুলো যে নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাকে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণের নীতি বলে।
একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা যায়। সহবিমাকারীগণ তখন বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। যে বিমা কোম্পানির কাছে যে পরিমাণ অংশ বিমা করা হয় তারা সেই হারে বিমা দাবি প্রদান করে থাকে। কিন্তু সর্বমোট বিমার পরিমাণ সম্পদের আসল মূল্যের সমান অথবা কম হতে হবে।

গ জাহিদ এন্ড সন্স এর বিমাটি অগ্নিবিমা।
এ ধরনের বিমা সাধারণত অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য করা হয়। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে। উদ্দীপকের জাহিদ এন্ড সন্স ৪০,০০,০০০ টাকার সম্পত্তি ২০,০০,০০০ টাকায় বিমা করে। পরে ঐ সম্পত্তি চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পূর্বে তার প্রকৃত মূল্য ছিল ২৫,০০,০০০। কিন্তু বিমা কোম্পানির নিকট থেকে ২০,০০,০০০ টাকা আদায় করা যাবে। অগ্নিবিমার চুক্তি অনুসারে বিমা করার সময় সম্পত্তির যে মূল্যে বিমা করে শুধু সেই মূল্য বিমা কোম্পানি প্রদান করে। অগ্নিবিমাতে সাধারণত সম্পূর্ণমূল্য বিমা করা হয় না। কারণ আগুনে পুড়ে সম্পদের মূল্য শূন্য হয়ে যায় না। তাই কিছু অংশ বিমা করা হয়। উদ্দীপকে ও দেখা যায়, সম্পদের অর্ধেক বিমা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বলতে পারি যে বিমাটি অগ্নিবিমা ছিল।

ঘ শরিফের বক্তব্য অনুযায়ী বিমা কোম্পানি ১৭,০০,০০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ করবে না এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত না।
জাহিদের মূল্যায়িত অগ্নিবিমা পত্রটির মূল্য আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। এ ধরনের বিমার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে মূল্য নিরূপণ করে। বিমাপত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট কারণে সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারি সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য বাজার মূল্য যাই থাকুক।
উদ্দীপকের শরিক জাহিদকে বলেন যদি সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শুধু ১৭,০০,০০০ টাকাই পাওয়া যাবে। বিষয়টি মূল্যায়িত বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। তিনি অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছেন। তাই আমি তার মতের সাথে একমত না। মূল্যায়িত রিমাপত্রের মূল্য প্রথমেই নির্দিষ্ট থাকে। বাজার মূল্য যাই হোক না কেন যে মূল্যে মূল্যায়িত করে বিমাপত্রটি খোলা হয়েছিল সেই মূল্যটা এখানে বিবেচিত হয়। সম্পদিটির যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা। জাহিদ ক্ষতিপূরণ পাবে ২০,০০,০০০ টাকা। কারণ ২০,০০,০০০ টাকায় সম্পদটি মূল্যায়িত করা হয়েছিল। একইভাবে বাজারমূল্য ১৭,০০,০০০ টাকা হলেও সে ২০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ পাবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. অমূল্য বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থাও সুবিধাজনক নয়। অন্যদিকে তার বন্ধু বিজয় সরকারি চাকুরে। বন্ধু বেতন কম পেলে কী হবে, সে তো চাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমূল্য বিমা কর্মকর্তাকে করণীয় জিজ্ঞাসা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, এমন পলিসি আছে যেখানে পেনসনের মত টাকাই শুধু নয় নানান সুবিধাও পাওয়া যাবে। মি. অমূল্যের প্রশ্ন, যদি আমি তা শেষ পর্যন্ত চালাতে না পারি তবে কী হবে? বিমা কর্মকর্তার জবাব, এমন অবস্থা হলে বিমা কোম্পানি আপনার টাকা মেরে খাবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১

খ. যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. অমূল্যকে বিমা কর্মচারী কোন ধরনের বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. অমূল্যের কি শেষ পর্যন্ত বিমা কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা উচিত হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বিমা দাবি পায় না তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ একই বিমা পলিসির আওতায় একের অধিক ব্যক্তির জীবন একত্রে বিমা করা হলে তাকে যৌথ বা যুগ্ম বিমাপত্র বলে।

জীবন বিমার শুরুর দিকে একক জীবন বিমা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে বিমাগ্রহীতার প্রয়োজনে যৌথ বিমাপত্রের আবির্ভাব ঘটে। একাধিক ব্যক্তির জীবন এক সাথে স্ত্রী একত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ বিমা চুক্তি করতে পারেন। শুধু জীবন বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

গ মি. অমূল্যকে বিমা কর্মচারী সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে পরামর্শ দিয়েছেন।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমাকৃত অঙ্ক পায় মনোনীত ব্যক্তি। আর বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে সে নিজেই বিমাকৃত অর্থ ভোগ করে।

উদ্দীপকে মি. অমূল্য বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। তার বন্ধু বিজয় কম বেতনে চাকরি করলেও চাকরি শেষে পেনশন পাবে। মি. অমূল্য পেনশন সুবিধা পাওয়ার জন্য বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ নেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে এমন বিমাপত্র নিতে বলেন, যেখানে পেনশনের সুবিধা লাভের পাশাপাশি নানান সুবিধা পাবেন। বিমা কর্মকর্তা মূলত তাকে মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বলেছেন। এর আওতায় নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পেনশনের মত একত্রে মোটা অঙ্কের টাকা পাবেন। আবার এ সময়ের মধ্যে মারা গলে তার পরিবার বিমাকৃত টাকা পাবেন। যা তার বন্ধুর পেনশনের চেয়ে সুবিধাজনক। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. অমূল্যকে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলতে বললেন।

ঘ মি. অমূল্যের শেষ পর্যন্ত বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ মতো সাধারণ মেয়াদি বিমা খোলা উচিত।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে মেয়দি জীবন বিমাপত্র। এ বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকলে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত অঙ্ক পায়।

উদ্দীপকে মি. অমূল্য বেসরকারি চাকরি করেন। তার বন্ধু বিজয় কম বেতন সরকারি চাকরি করেন। বন্ধু বিজয় চাকরি শেষে পেনশন পাবেন কিন্তু তিনি পাবেন না। তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় বিমা কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিমা কর্মকর্তা তাকে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র নিতে বলেন। যা থেকে পেনশনের মতো সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।

মেয়াদি বিমাপত্র নিশ্চিতভাবে বিমাকৃত অর্থ পাওয়া যায়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা বেঁচে থাকার যে কোনো অবস্থায় বিমা দাবি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় জনাব অমূল্যের এ বিমাপত্র গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া প্রিমিয়াম চালাতে অসমর্থ হলে সমপর্ন মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এ বিমায়। তাই বিমা কোম্পানি দ্বারা মি. অমূল্যের টাকা মেরে খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ সকল সুবিধা বিবেচনায় মি. অমূল্যের উচিত কর্মকর্তার কথায় আস্থা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ১২ বিপর্যয়জনিত অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত এবং মানুষের এ না চাওয়া অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নানারকম ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট এই অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করার জন্য বিমা নামে একটি চুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয় মানুষজন। এই পদ্ধতিকে বহু ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতি বন্টনের সমবায় ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. বাজি চুক্তি কী? ১

খ. "বিমা চুক্তি বাজি ধরার চুক্তি নয়"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিভিন্ন বিমার গুরুত্ব আলোচনা করো। ৩

ঘ. "বিমা হলো ঝুঁকি বন্টনের ব্যবস্থা"-এ উক্তি সম্পর্কে তোমার মতামতের যথার্থতা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তির বিষয়বস্তুতে পক্ষসমূহের সংগত স্বার্থ জড়িত থাকে না তাই বাজিচুক্তি।

খ বিমা চুক্তি কোন বাজি ধরার চুক্তি নয়।

বাজি চুক্তিতে বৈধ চুক্তির অনেক অপরিহার্য উপাদান স্থিত থাকে না। এই চুক্তি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে বিমা চুক্তির বিষয়বস্তুর উপর উভয়পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের ভিত্তিতে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়। যে অনিশ্চিত ঘটনার জন্য চুক্তি করা হয় ঐ ঘটনা ঘটা বা না ঘটার উপর লেনদেন নির্ভর করে না। সুতরাং বিমা চুক্তি বাজি ধরার চুক্তি নয়।

গ মানুষের মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো আর্থিকভাবে মোকাবিলা করাই হল বিমা। বিমাকৃত সম্পদের কোন ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে বিমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বিপর্যয়জনিত অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অপ্রত্যাশিত অনেক ঘটনার ফলে মানুষের মূল্যবান অনেক সম্পদের ক্ষতি হয়। নৌবিমার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা ব্যবসার সুফলে মানুষ নিরাপদে পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারে। নানারকম ঝুঁকি সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করাওয়ার জন্য বিমা কোম্পানির কাছে মানুষ দ্বারস্থ হয়। বিমাকে অনেকে ঝুঁকি বণ্টনের সমবায় ব্যবস্থাও বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের কলকারখানায় যেকোনো সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। অগ্নিবিমাপত্র উক্ত ঝুঁকির দায়িত্ব নেয়। সুতরাং মানুষের মূল্যবান সম্পত্তির জন্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ 'বিমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা' এ উক্তিটি বিমার জন্য একটি যথার্থ উক্তি।

মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা হলো বিমা। বিমাকারী একজন বিমগ্রহীতার ঝুঁকি সব বিমাগ্রহীতার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়।

উদ্দীপকে বিমার ঝুঁকি বণ্টন ব্যবস্থা কথা বলা হয়েছে। এক সঙ্গে অনেকগুলো বিমাগ্রহীতার বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি থাকে। সব বিমাগ্রহীতারই ঝুঁকি থাকে। বিমাকারী কোম্পানি এই সমস্ত বিমা গ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যে যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় বিমাকারী তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণটি আসে সমস্ত বিমাগ্রীতার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে। বিমা গ্রীতারা যখন প্রিমিয়াম প্রদান করে বিমাকারী সেগুলো একত্রিত করে। সেই তহবিল বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ করে। এই পুঞ্জীভূত প্রিমিয়াম থেকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, কোন বিমা গ্রহীতার ক্ষতি হলে। ফলে সমস্ত বিমা কোম্পানির ঝুঁকি একে অন্যের সাথে বণ্টিত হয়ে যায়। এই কাজটি বিমা কোম্পানি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, বিমা হলো একটি ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ পাটের ব্যবসায়ী মমিন সাহেব পাটের গুদাম বিমা করেছিল। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার বিমাচুক্তি বাতিল করেছে। অন্যদিকে জনাব তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মমিন সাহেবের বিমাচুক্তি কোন কারণে বাতিল হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব তুহিনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের কারণ কী? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতাকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়তার বিপরীতে বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার নিকট থেকে যে অর্থ নেয় তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে।

সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তিটির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্তান্তর হয়ে যায়। এই নীতিটিই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি।

গ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের অভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মমিন সাহেবের বিমা চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তির এই নীতিকে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি বলে।

উদ্দীপকের পাটের ব্যবসায়ী মমিন সাহেব পাটের গুদাম বিমা করেছিলেন। তিনি পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ করেননি। পাটের পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ না করায় বিমা কোম্পানি তার চুক্তি বাতিল করেছে। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উপস্থাপন করেছেন। তার সঠিক তথ্য পেলে বিমা কোম্পানি চুক্তিতে পরিবর্তন ও আনতে পারত। সুতরাং চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘন করার কারণে মমিন সাহেবের চুক্তিটি বাতিল হয়েছে।

ঘ বিমাযোগ্য স্বার্থের অভাবে জনাব তুহিন এর বিমা প্রস্তাবটি বিমা কোম্পানি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমাকৃত সম্পদ বা কারো জীবনের ঝুঁকির সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকতে হয়। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

উদ্দীপকের জনাব তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন একটা ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি নিজ নামে ভবনটির বিমা করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তুহিন সাহেব দীর্ঘদিন ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকলেও ঐ বাড়িতে তার কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান এবং নীতি।

তুহিন সাহেবের ভাড়া বাড়িটি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি আর একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতে পারবেন। ঐ বাড়িটি ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে তুহিন সাহেবের আর্থিক কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ঐ বাড়িতে অবস্থান করেন। একমাত্র প্রকৃত মালিকের ঐ বাড়িতে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। তুহিন সাহেবের কোন বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কেউ ঐ বাড়ির বিমা করতে পারবে না। যেহেতু তুহিন সাহেব ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া তাই তার ঐ বাড়ির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। সুতরাং বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির অনুপস্থিতির কারণে জনাব তুহিন সাহেবের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইলেকটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বধা দেয়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কী? ১

খ. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাজিদ কোন নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ স্বার্থ বা বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না। স্বার্থ বলতে এখানে সাধারণ ও আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। বিমার বিষয়বস্তুতে যার স্বার্থ নেই সে বিমা করতে পারে না। বিমার মূল নীতিগুলোর মধ্যে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই নীতিকে উপেক্ষা করে কখনই বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না।

গ সাজিদ স্থলাভিষিক্ততার নীতির আওতায় বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন।

স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণ ক্ষতি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ঐ সম্পদ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার করা যায় তার মালিক হয় বিমাকারী।

উদ্দীপকে সাজিদ তার মোটরসাইকেলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাজিদ বিমা দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি পুরো ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে মোটরসাইকেলটি ৫০,০০০ টাকায় সাজিদ বিক্রয় করতে চাইলে বিমা কোম্পানি তাকে বাধা দেয়। তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেয়ে গেছেন। পরবর্তী ভগ্নাবশেষ সম্পদটির উপর এখন বিমাকারীর দাবি আছে। স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী সাজিদ চাইলেও বিক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আওতায় বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে এবং এই নীতির আওতায়ই সাজিদ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেয়াটা যৌক্তিক ছিল।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুসারে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর ভগ্নাবশেষ অংশের মালিক বিমা গ্রহীতা থাকে না। ঐ অংশের মালিক হয় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে যেটুকু উদ্ধার করতে পারবে তা নিজের কাছে রাখবে।

উদ্দীপকের সাজিদকে দেখা যায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিয়েছেন। তিনি পুনরায় মোটরসাইকেলটির ভগ্নাবশেষ অংশটুকু বিক্রি করে অর্থলাভের চেষ্টা করেন। বিমাচুক্তির নীতি অনুসারে তিনি আর ঐ সম্পদের উপর দাবি করতে পারবেন না। বিমাচুক্তির স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি এখন ঐ মোটরসাইকেলটির মালিক। সাজিদ যদি ঐটা বিক্রি করতে যায় তাহলে নীতি লঙ্ঘন করা হবে। বিমাকারীর অধিকার আছে সাজিদকে বাধা দেওয়ার। প্রয়োজনে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। বিমাচুক্তির অন্যতম নীতি অনুযায়ী রায় তাদের পক্ষে থাকে। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক সাজিদকে বাধা দেওয়াটা যৌক্তিক ছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাকিল যশোরের বেজপাড়া তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড শাকিল প্রায় লক্ষ্য করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বর্তমানে ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. অবিমাযোগ্য ঝুঁকি কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' কোন ধরনের কোম্পানি? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হওয়ায় যথার্থ কারণ আছে কি? মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ঝুঁকির বিপরীতে বিমাপত্র গ্রহণ করা যায় না, তাকে অবিমাযোগ্য ঝুঁকি বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: চাহিদা পরিবর্তন, যুদ্ধ, হরতাল-অবরোধ, সরকারি নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি।

খ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলার একটি সমবায়মূলক ব্যবস্থা হলো বিমা।

বিমা কোম্পানিতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠা বিমা করে। কারও ঝুঁকি কম আবার কারও ঝুঁকি বেশি। বিমাকারী কোম্পানি বিমাগ্রহীতাদের ঝুঁকি সব বিমা গ্রহীতার মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে দেয়। এ জন্যই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' একটি বিমা কোম্পানি।

মানুষের জীবন ও সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই বিমা। বিমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। উদ্দীপকের শাকিল তার বাবা-মার সাথে থাকে। তাদের বাসার পাশে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামের একটি সাইনবোর্ড সে প্রায় লক্ষ করে। একদিন সে তার বাবাকে সাইনবোর্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তার বাবা বলেন, এটি এক ধরনের ব্যবসায় যা মানুষের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ব্যবসায় আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আমরা বিমা ব্যবসায় এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, বিমা ব্যবসায় ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ফলে ব্যবসায় এর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সুতরাং বলা যায়, যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স একটি বিমা ব্যবসায়।

ঘ "যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি ঝুঁকি বণ্টন ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

এ ব্যবসায় মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি মোকাবিলা করে। এতে বিমাগ্রহীতাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ঝুঁকি মোকাবিলা বলতে বিমা গ্রহীতাদের ঝুঁকি বহন করা বা সবার মাঝে বণ্টন করে দেয়াকে বোঝায়।

উদ্দীপকের শাকিল এর বাবা বলেন বর্তমানে 'যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স' ব্যবসায়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। অর্থাৎ শুধু এই কোম্পানিই নয় বরং সকল বিমা ব্যবসায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত। বর্তমানে মানুষ বিমা ব্যবসায়ের উপর অনেক খানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। জীবন ও সম্পদের নিশ্চয়তা বলতে তারা সরাসরি বিমা ব্যবসায়কে বুঝছে।

প্রত্যেকটা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির উপর ছোট বড় অসংখ্য খুঁকি বিদ্যমান। যেকোনো উপায়ে মানুষ তার ঝুঁকি কমাতে চায়। যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় এর মত বিমা কোম্পানিগুলো মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে। বিমা ব্যবসায়গুলো নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে মানুষের ঝুঁকি নিজে বণ্টন করে নেয়। আবার জীবন বিমার ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ভবিষ্যতে মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। যা মানুষকে নিরাপদ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। উপ' ' কারণে মানুষের কাছে বিমা ব্যবসায় গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকেন। বাড়িটি তিহানের মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে বাড়িটি ভেঙ্গে পড়তে পারে এই কথা চিন্তা করে মি. তিহান বাড়িটি বিমা করতে গেলে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মি. তিহানের মা নিজেই বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িটি একপাশে হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। *[জেলা সরকারি কলেজ]*

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কি বোঝায়? ২

গ. কোন নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তিহানের মা কি বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার কৌশলই হলো বিমা।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে সাধারণত মালিকানা স্বত্ব বা আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ঝুঁকির সাথে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকলে এবং বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে। এরূপ স্বার্থ থাকলেই তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে, যার বিপরীতে বিমাচুক্তি সম্পদিত হতে পারে।

গ বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির জন্য উদ্দীপকের মি. তিহানের প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি বাড়িটি বিমা করতে সম্মত হয়নি।

বিমাকৃত সম্পদের উপর বিমগ্রহীতার সরাসরি স্বার্থ থাকতে হবে। বিমা যোগ্য স্বার্থ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন সম্পদ বা জীবনের বিমা করতে পারে না।

উদ্দীপকের মি. তিহান তার মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকে। কিন্তু বাড়িটি তার মায়ের নামে। ভূমিকম্প হলে ক্ষতি হতে পারে একথা চিন্তা করে সে বিমা করতে যায়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তার বাড়িটি বিমা করতে অসম্মতি জানায়। বাড়িটি যেহেতু মি. তিহানের মায়ের নামে তাই তার মায়েরই এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থ আছে। মি. তিহানের বাড়িটির উপর বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। বিমাযোগ্য সার্থ হলো বিমা চুক্তির অন্যতম মৌলিক নীতি। এই নীতির অনুপস্থিতির জন্যই বিমা কোম্পানি মি. তিহানের প্রস্তাবটিতে অসম্মত জানিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাওয়ার যোগ্য নন।

প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসারে, বিম চুক্তিতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতিত অন্য কোন কারণে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতি দিবে না। বিমা করার সময় যাবতীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে হবে। বিমা চুক্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলোও উল্লেখ থাকে।

উদ্দীপকের মি. তিহানের মা নিজের বাড়িটি বিমা করেন। তারপর মি. তিহান বিমা কোম্পানিকে না জানিয়ে পরবর্তী তলার কাজ শুরু করেন। ২য় তলার কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বাড়টি হেলে যায়। মি. তিহানের মা বিমা দাবি পেশা করলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানায়। বিমাচুক্তি করার সময় তিনি এই বিষয় উল্লেখ করেননি। এমনকি ২য় তলার কাজ শুরু করার আগেও বিমা কোম্পানিকে বিষয়টি জানায়নি। মি. তিহান সাহেবের অবহেলার জন্য তার বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুসরণ না করায় মি. তিহানের মা বিমা দাবি পাবে না।

https://teachingbd24.com

বিমাচুক্তি করার সময় বিমাকৃত সম্পত্তির সমস্থ বিষয়বস্তু ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থাপন করতে হয়। এ সময় বিমা কোম্পানি কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। বিমা গ্রহীতাকে ঐ শর্তগুলো মেনে চলতে হয়। শর্তগুলো বিমা চক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। উদ্দীপকের মি. তিহানের মা শর্তগুলো মেনে চলেনি। তিনি দ্বিতীয় তলা করার সময় বিমা কোম্পানিকে জানায়নি। এমনও হতে পারত বিষয়টা জানার পর বিমা কোম্পানি প্রিমিয়াম বেশি দাবি করত অথবা বিমাটি বাদ দিত। সুতরাং মি. তিহানের মাকে বিমাদাবি না দেওয়াটা বিমা কোম্পানির পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে জীবন বিমা খাতে ৩১টি ও সাধারণ খাতে ৪৬টি কোম্পানি কাজ করছে। বিমা কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের কার্যপরিধি এখনও সীমাবদ্ধ। জীবন বিমা খাতে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ঝুঁকি নিরূপন, কিস্তির সংখ্যা ও হার সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায়। অন্যদিকে শিল্পে অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা সাধারণ বিমা খাতের উন্নয়নের পথে অনেক বড় বাধা হয়ে আছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি কী? ১

খ. 'জাহাজের চলাচল যোগ্যতা' নৌবিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ২

গ. বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হওয়ার পর যদি তা উদ্ধারযোগ্য হয় কিন্তু উদ্ধার খরচ উদ্ধারকৃত সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

খ "জাহাজের চলাচল যোগ্যতা" নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত।

জাহাজ চলাচল যোগ্যতা বলতে অবস্থানগত যোগ্যতার সাথে অভিজ্ঞ কাপ্তান, নাবিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বোঝায় কে বোঝায়। চুক্তি করার সময় উল্লেখ না করলেও উভয়পক্ষই ধরে নেয় যে জাহাজটি চলাচল যোগ্য।

গ বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তি জীবনের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশলটি হলো বিমা। বিমাকারী ঝুঁকি বণ্টনকরী হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে অনেকটা পিছিয়ে। বর্তমানে বিমা খাতে ৩১টি জীবন বিমা ও ৪৬টি সাধারণ বিমা কোম্পানি কাজ করছে। একটা ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ঝুঁকি। যে ব্যবসায়ে যত ঝুঁকি কম তারা তত দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। বিমা ব্যবসায়গুলো এসব বণ্টন করার দায়িত্ব পালন করে। তখন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

নৌপথে অনেক ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। নৌ বিমাপত্র নৌপথে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অগ্নিকাণ্ডজনিত যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব নেয় অগ্নিবিমা। ফলে ব্যবসায় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পারি বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পিছিয়ে থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ জীবন বিমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বিমাপত্রের মেয়াদ, ঝুঁকির পরিমাণ।

বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমাকারীকে প্রদান করাই হল প্রিমিয়াম। প্রিমিয়াম মূলত বিমাকারী কর্তৃক বিমাগ্রহীতার বিমা দাবি পরিশোধের প্রতিশ্রুতির প্রতিদান। ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে বিমা ও ঝুঁকি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিমাপত্রের মেয়াদ ও ধরনের উপরও বিমা প্রিমিয়ামের হার নির্ভরশীল। সবকিছু ঠিক রেখে যদি মেয়াদ বেশি হয় তাহলে প্রিমিয়াম কম হবে। আবার মেয়াদি বিমা পত্রের থেকে আজীবন বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম হয়।

ঝুঁকির ধরন প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। যে বিমার বিষয়বস্তুর ঝুঁকি যত বেশি প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশি হবে। ব্যবস্থাপনা খরচও বিবেচ্য বিষয়। ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি হলে প্রিমিয়ামও অনেক বেশি হয়। বিনিয়োগের সুবিধাও প্রিমিয়াম নির্ধারণে সহায়তা করে। দেশে যদি বিনিয়োগের সুবিধা ভালো থাকে তাহলে বিমা কোম্পানি বেশি আয় করতে পারবে। ফলে প্রিমিয়াম কর ধরবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। অন্যদিকে তিনি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ১০% সুদে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছেন। দুবছর ঠিকমতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারলেও বর্তমানে সময়মতো পরিশোধ করতে পারছেন না। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. IDRA কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা কোন ধরনের ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়া কি যৌক্তিক? বিমা ব্যবসায়ের নীতির আলোকে মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IDRA (Insurance Development & Regulatory Authority) হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমিকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ জনাব সালমানের রূপালি ব্যাংকের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারা হল আর্থিক ঝুঁকি।

এ ধরনের ঝুঁকি আর্থিক সংকটের কারণে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের সময়, মূলদনের সংকটের কারণে আর্থিক ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব সালমান সাহেব ব্যবসায়ের প্রয়োজনে রূপালি ব্যাংক লি. থেকে ঋণ নিয়েছেন। ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা ১০% সুদে। দু বছর ঠিকমতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন। কিন্তু এখন আর সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন না। জনাব সালমান সাহেবের ব্যবসায় আর্থিক সংকটের কারণে এরূপ হচ্ছে। বিষয়টা তাকে দেউলিয়াত্বের দিকে ধাবিত করছে। আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির দেউলিয়াত্বের সময় এমন ঝুঁকি সৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জনাব সালমান সাহেবের ঋণ পরিশোধ করতে না পারা আর্থিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী মোটর বিমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা যৌক্তিক।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

Teachingbd24.com

সাধারণত মোটরযানের নিরাপত্তার জন্য মোটর বিমা করা হয়। নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করা হয়। কোন ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করে।

জনাব সালমান দীর্ঘদিন সুনামের সহিত ব্যবসায় করছেন। তিনি তার গাড়িটি ৫ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এখানে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বদ্ধ ছিল। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসারে বিমা গ্রহীতার সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করাই বিমা কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য। মোটর বিমায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে যে পরিমাণ পর্যন্ত বিমা করা থাকে তা বিমাকারী পূরণ করবে। উদ্দীপকে গাড়িটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করেছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী সালমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়াটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ফাহিমের মাথায় যত উদ্ভট চিন্তা। সে ভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তার জীবন বিমা করলে ঠকার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করলে গাড়িতে নানা সমস্যা হবেই, তাই বিমা করে টাকা পাওয়া যাবে। তবে বন্ধু আকন্দ বললো, নিজের লাভালাভের বিষয় না থাকলে যার তার ওপর বিমা করা যায় না। ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বিমা কোম্পানিকে এতো পাগল ভেবো না। বিমা জুয়া নয়। অনেক নিয়ম নীতি ও হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে। *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশুদ্ধ ঝুঁকি কাকে বলে? ১

খ. বিমা প্রিমিয়াম কিভাবে নির্ধারণ করতে হয়? ২

গ. 'যার তার ওপর বিমা করা যায় না' বলতে উদ্দীপকে কোন নীতির ইঙ্গিত মিলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আকন্দের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে— এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্ভাব্য বিপদজনক বা ঝুঁকিগত অবস্থায় অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাকে বিশুদ্ধ ঝুঁকি বলে।

খ বিমাকারী ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমা গ্রহীতার কাছ থেকে যে অর্থ নেয় তাই প্রিমিয়াম। বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণের সময় বিমার ধরন, মেয়াদ, ঝুঁকি বিবেচনা করতে হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাবলি সমন্বয় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে হয়।

গ 'যার তার উপর বিমা করে যায় না' বলতে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ ও জীবনের উপর বিমাগ্রহীতার স্বার্থকে বোঝায়। তবে স্বার্থটা অবশ্যই আর্থিক হতে হবে। অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুর উপস্থিতি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে লাভবান করবে।

উদ্দীপকের ফাহিমের মাথায় উদ্ভট চিন্তা। সেভাবে যে মানুষটা কদিন পরেই মারা যাওয়ায় সম্ভাবনা তার জীবন বিমা করতে। ফলে তার ঠকার সম্ভাবনা সে দেখছে না। আবার সে ভাঙ্গা গাড়ি বিমা করে অর্থলাভ করার চিন্তা করে। আকন্দ সাহেব বলেছেন যে যার তার উপর বিমা করা যায় না। বিমা করতে হলে ঐ জীবন বা সম্পদের উপর ফাহিমের বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। ফাহিম ইচ্ছা করলেও বিমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়া কারও উপর বিমা করতে পারবে না। উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের উক্তি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, তিনি বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের আকন্দের কথামত বিমা একটি বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা— উক্তিটি যথার্থ।

বৈধ বলতে আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যবস্থাকে বোঝায়। কল্যাণকর বলতে উন্নয়নে সহায়ক কোনো কিছুকে বোঝায়। যা সমাজ ও ব্যবসায়ে উন্নয়নে সহায়তা করবে।

উদ্দীপকের আকন্দ সাহেব বলেন বিমা জুয়া খেলা নয়। অনেক নিয়ম-নীতি ও হিসাব নিকাশ এর মধ্য দিয়ে এই ব্যবসায় চলে। অনেক নিয়ম-নীতি বিমা ব্যবসায়কে বৈধতা দেয়। অর্থাৎ শুধু বৈধ বিষয়গুলোর বিমা করা যায়। অন্যদিকে বৈধ বিষয়বস্তুর উপর বিমা করায় সমাজের কল্যাণ হয়। ব্যবসায়ীরা সহজে উৎসাহিত হয়।

নিময়-নীতি মেনে চলার কারণে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়কে বিমার আওতায় আনতে পারে না। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়। ঝুঁকি একটা ব্যবসায় সম্প্রসারণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। বিমার মাধ্যমে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। ফলে ব্যবসায় আরো সম্প্রসারিত হয়। বিষয়গুলো দেশ ও দশের জন্য কল্যাণকর। নিখুঁতভাবে নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণে শুধু বৈধ ব্যবসায়ীরা বিমা করতে পারে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের আকন্দ সাহেবের কথার মধ্য দিয়ে বিমা একটা বৈধ ও কল্যাণকর ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়েছে যা পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময় ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাপদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে মৃত্যুহার পঞ্জির মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মৃত্যুহার পঞ্জিতে নির্দিষ্ট বয়স সীমায় বিমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বছরে কতজন মারা যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য পরিসংখ্যান থাকে। মৃত্যুহার পঞ্জি দেখে বিমাকারি ক্ষতিপূরণের একটা সম্ভাব্য প্রস্তুতি নেয়। যাতে হঠাৎ কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। উপরোক্ত কারণে জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এ ধরনের বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য এ বিমা করা হয়। মেয়াদ শেষে বিমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নিজেই বিমা দাবির টাকা পাবেন। মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি পাবেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্সে একটি বিমা করেন। মাসকি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা অর্থ পাবেন। বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই অর্থ পাবেন। সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিমা গ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পায়। এখানে রুবিনা ইসলামের মনোনীত ব্যক্তি তার সন্তানেরা এবং চুক্তি অনুসারে তারা বিমা দাবি পাবে। রুবিনা ইসলাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বিমা করেছেন যা সাধারণ মেয়াদি বিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রুবিনা ইসলামের বিমার সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছিলেন।

ঘ মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সমর্পণ মূল্য হিসেবে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে, কোন কারণে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারে। প্রতিষ্ঠান তার বিনিময়ে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম ১০ বছরের জন্য বিমা চুক্তি করেন। তিনি ৫ বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করেন। তারপর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বিমাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তিনি ২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম ফেরত প্রদানের দাবি করেন। তার পলিসির ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমর্পন মূল্যের শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি দু বছরের বেশি সময় প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকার আছে। সকল বিমাগ্রহীতার শর্ত অনুসারে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়াম প্রদান করলে সেই বিমা গ্রহীতা ২৫% সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। উদ্দীপকের রুবিনা ইসলাম এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি ২৫ শতাংশ অর্থ ফেরতের দাবি করেছেন যা নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক। আইন অনুসারে মর্ডাণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স তার দাবি পূরণে বাধ্য।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথক ভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না জানতে চাইলে বিমা কোম্পানির ব্যবস্থাপক বলেন, এটি তাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি ঢাকা]*

ক. স্বাস্থ্যবিমা কি? ১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উদ্দীপকের আলোকে যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে সংগঠিত চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহর জন্য যে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুহার যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

মৃত্যুহার কম-বেশি হলে বিমাকারীর ঝুঁকিও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। তাই বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভাব্য মৃত্যুহার নির্ণয় ও জানতে চেষ্টা করে। এজন্য তারা অতীত তথ্য ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতি হাজারে মৃত্যুহারসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করে। যা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব আশিকের বিমাপত্রটি জীবন বিমাপত্র যা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

মানুষের জীবনের উপর জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে তার পোষ্যদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে জীবন বিমা।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। মানুষ মরণশীল। কিন্তু কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে মৃত্যু হবে মানুষ তা জানে না। অপরিণত বা অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়। এ দুর্দশা লাঘবে জীবন বিমা কাজ করে। এ বিমা অপরিপক্ক বয়সে উপার্জনশীল বা অন্য যেকোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ জীবন বিমার বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। শুধু মৃত্যু ঝুঁকিতে এখানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের জনাব আশিক তার নিজের জীবন, স্ত্রীর ও ভাইয়ের জীবন বিমা করতে চেয়েছেন। এখানে বিমার বিষয়বস্তু জীবন। তাই এটি জীবন বিমা চুক্তির আওতাধীন।

ঘ বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোনো চুক্তি করে না উক্তিটি যথার্থ।

বিমা হলো বিমা গ্রহীতা ও বিমা কোম্পানির মধ্যে লিখিত চুক্তি। মানুষের জীবন, সম্পদ ইত্যাদি বিমার বিষয়বস্তু। এসকল বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান থাকলে বিমা করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব আশিক তার নিজ জীবন, স্ত্রী ও বড় ভাইয়ের নামে পৃথকভাবে বিমা করতে চাইলেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি বড় ভাইকে বাদ দিয়ে জনাব আশিক ও তার স্ত্রীর জীবনের উপর বিমা করল। জনাব আশিক তার বড় ভাইয়ের নামে কেন বিমা করতে পারবেন না তা জানতে চাইলে বিমা কোম্পানি বলে, এটি তাদের নিয়মে মধ্যে পড়ে না।

বিমা চুক্তির একটি অন্যতম আইনগত উপাদান হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে যে পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উক্ত বিষয়বস্তুতে তার বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। যা বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি নামে পরিচিত। স্ত্রীর জীবনের উপর স্বামীর আর স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। কারণ একের মৃত্যুতে অন্যপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুতে জনাব আশিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তাই ভাইয়ের জীবনের উপর জনাব আশিকের বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ বিমাতে স্বার্থ না থাকায় বিমা কোম্পানি নিয়মের বাইরে কোন চুক্তি করেনি।

প্রশ্ন ▶ ২২ RAK motors এর মালিক জনাব ছাত্তার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। অপরদিকে তিনি তার কোম্পানিতে ব্যবহৃত বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য বিমা করার কথা চিন্তাভাবনা করছেন। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. গণদায় বিমা কী? ১

খ. জেটিসন কী বর্ণনা করো। ২

গ. ছাত্তার সাহেব শ্রমিকের জন্য কোন ধরনের বিমা পলিসি খুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাত্তার সাহেবের কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোটর যান, রেলগাড়ি বা বিমানে চলাচলের সময় যাত্রীদের বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবহন প্রতিষ্ঠান যে বিমা করে তাই গণদায় বিমা।

খ জাহাজ থেকে সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করাই হল জেটিসন।

যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটা করা হয়। এরূপ করার পিছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ছাত্তার সাহেব শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছেন।
সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার নিয়োজিত কর্মচারীদের নামে এরূপ বিমাপত্র ক্রয় করে। এ প্রক্রিয়ায় বিমাগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষকে সুবিধা প্রদানের জন্য বিমা করে।
উদ্দীপকের RAK motors এর মালিক জনাব ছাত্তার সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সহজ হয়। তৃতীয় পক্ষ বিমার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের জন্য বিমা খুলেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সহজ হয়। জনাব ছাত্তার সাহেবের বিমা পলিসিতেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে। সুতাং আমরা বলতে পারি, জনাব সাত্তার সাহেব তৃতীয় পক্ষ বিমা পলিসি খুলেছিলেন।

ঘ বয়লার এবং জেনারেটর এর জন্য ছাত্তার সাহেব অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ সঠিক হবে বলে আমি মনে করি।
সম্পত্তির অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এ ধরনের বিমা খোলা হয়। অগ্নি বিমাকে ক্ষতি পূরণের চুক্তি বলা হয়। এ বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে।
উদ্দীপকের ছাত্তার সাহেব তার কোম্পানিতে বয়লার এবং জেনারেটর ব্যবহার করেন। বয়লার এবং জেনারেটর এর দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য তিনি বিমা করতে চান। বয়লার এবং জেনারেটর উভয়েরই অগ্নিঝুঁকি বেশি রয়েছে। যেকোনো সময় অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে তার সম্পদ দুটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর অগ্নি দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অগ্নি বিমা রয়েছে, তাই তিনি অগ্নিবিমা করবেন। বয়লার এবং জেনারেটর দুটি সম্পদই বিদ্যুৎ সম্পর্কিত। বিদ্যুৎ দুর্ঘটনার জন্যই সবচেয়ে বেশি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বয়লার দ্বারা সিস্ধ করার কাজ করা হয়। অন্যদিকে জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। তাই অগ্নিকাণ্ড ঘটাই দুটো সম্পদের জন্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণ। সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, অগ্নিবিমা খোলাটায় ছাত্তার সাহেবের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিমতে উভয় কোম্পানি যৌথভবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি জনাব আকাশ ৩০,০০০ টাকা বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানি এ বিক্রয়মূল্যের ওপর দাবি উপস্থাপন করেন।
[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ কলেজ, টাঙ্গাইল]

ক. প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝ? ১
খ. বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমা চুক্তির কোন নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ বিমকারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ বিমাকারী এবং বিমাগ্রহীতার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বিমার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বলে একে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।
চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস বিমাচুক্তির একটি অন্যতম উপাদান ও নীতি। পরম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি কইে বিমাচাত গঠিত হয়। বিমাচুক্তির সর্বস্তরে সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিটি কর্তব্য পালন করতে হয়। পণ্যের মত বিমাচুক্তিতে দেখে বা পরীক্ষা করে নেওয়ার কিছু নেই। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিমাচুক্তি হয়। এ জন্যই বিমাচুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

গ বিমাচুক্তির আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতির আলোকে উভয় বিমা কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
এ নীতি অনুযায়ী একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর কাছে বিমা করা হয়। সহ বিমাকারীগণ বিমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে যে বিমাকারীর কাছে সম্পত্তির যত অংশ বা যত টাকার বিমা করা হয়েছে তার কাছ থেকে বিমাগ্রহীতা সে অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে।
উদ্দীপকের মি. আকাশ একটি কারখানার জন্য পদ্মা এবং যমুনা নামক দুটি কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেন। একটি দুর্ঘটনায় আকাশের কারখানায় ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিমত উভয় কোম্পানি যৌথভাবে জনাব আকাশকে সমান হারে মোট ২ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ দেয়। আনুপাতিক হারের নীতিতে একাধিক বিমা কোম্পানি থাকে যা মি. আকাশ এর বিমায় দেখা যায়। দুটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে ক্ষতি প্রদান করছে যা আনুপাতিক হারের নীতির আওতায় পড়ে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয় থেকে বোঝ যায়, বিমাচুক্তির আনুপাতিক হারের নীতির আলোকে উভয় কোম্পানি আকাশকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি করাটা কোম্পানিসমূহের জন্য যৌক্তিক।
এই নীতিতে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পূর্ণ দাবি পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি থেকে যে পরিমাণ সম্পত্তি উদ্ধার করা যায় তার মালিকানা বিমাকারী কোম্পানির কাছে চলে যায়। ভগ্নাবশেষের উপর বিমাগ্রহীতার কোন দাবি থাকে না।
উদ্দীপকের মি. আকাশ এর সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি যেহেতু দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করেছিলেন। তাই দুইটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়। পরবর্তী সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। সংবাদ পেয়ে উভয় কোম্পানি এ বিক্রয়মূল্যের উপর দাবি উপস্থাপন করে।
আনুপাতিক হারের নীতি অনুসারে যতগুলো কোম্পানির কাছে বিমা করা হবে সবাই তাদের বিমার অংশ অনুসারে দায়বদ্ধ থাকবে। এখানো দুইটি কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়েছে। তাদের বিমার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তারা পরবর্তী ৩০,০০০ টাকার উপর দাবি পাবে। এখানে মি. আকাশ বেআইনিভাবে সম্পদ বিক্রয় করেছেন যদিও তার কোন দাবিই নেই ভগ্নাবশেষের উপর। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিমাদাবি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর উভয় কোম্পানির দাবিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৪ শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এজন্য সে বিভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন উল্লেখ করেন। *[পেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বিমাকারী কী? ১
খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের শারমিন হোসেনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ের যে পটভূমি ওঠে আসবে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়াম নেওয়ার বিনিময়ে যে পক্ষ বিমাচুক্তিতে ঝুঁকির দায় বহন করে তাকে বিমাকারী বলে।

https://teachingbd24.com

খ বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে বলে বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

বিমা হলো সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ বিমা হলো বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে একটি চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা গ্রহীতার বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি বহন করে।

বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী উক্ত ক্ষতি পূরণ করে। যাতে বিমাগ্রহীতা আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে নিশ্চয়তা বোধ করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর একজন ছাত্রী। কলেজ থেকে তাকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এ জন্য সে ভিন্ন ভিন্ন বিমা কোম্পানি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। বাংলাদেশে সকল বিমা কোম্পানি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। জীবন বিমা কোম্পানি ও সাধারণ বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকের শারমীন হোসেন এ দু'ধরনের কোম্পানিতে পরিদর্শন করেছেন। দু'ধরনের বিমা কোম্পানিগুলো দুটি ভিন্ন সংস্থা (জীবন বিমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সামগ্রিক বিমা খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। মূলত এসব তথ্যই শারমীন হোসেনের প্রতিবেদনে ওঠে আসবে।

ঘ বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-বক্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়ের উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো-বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এটি ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

উদ্দীপকে শারমীন হোসেন উচ্চ মাধ্যমিক এর ছাত্রী। কলেজের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিমা ব্যবস্থার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিমা কোম্পানিতে পরিদর্শনও করেছেন। এ প্রতিবেদনে বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্পর্কিত তথ্যও উল্লেখ করা।

শারমীন হোসেনের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এ প্রতিষ্ঠান বিমার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিরক্ষার বিষয়টি তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রম তদারকি, শনাক্তকরণ ও দোষীদের শাস্তি দিয়ে থাকে এ সংস্থা। এ সংস্থা ছাড়াও বাংলাদেশে বিমা একাডেমি, জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা কর্পোরেশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিমা ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণে জড়িত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিননির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বিমাগ্রহিতা নির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্র উল্লিখিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিমা ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনে কোন নীতিগুলো বিমা ব্যবসায়ীর জানা প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি' বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তার বিপক্ষে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ভগ্নাবশেষের মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে।

সাধারণ বিমার বেলায় বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ সম্পদের যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হন বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ সম্পত্তিটির মালিকানা বিমা কোম্পানির কাছে হস্তান্তর হয়ে যায়। এই নীতিটিই স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি।

গ বিমা ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের জন্য বিমার নীতিগুলো জানা প্রয়োজন।

বিমা ব্যবসায় তার কাজ সম্পাদনের জন্য যেসব মৌলিক নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাকে বিমা ব্যবসায়ের মূলনীতি বলে। বিমা ব্যবসায়কে সফল ও অধিকতর কল্যাণমুখী করে তোলার জন্য মূলনীতি মেনে চলতে হবে।

উদ্দীপকে বিমা ব্যবসায়ের নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিমার সফলতার জন্য অনুসরণযোগ্য দিক নির্দেশনা জেনে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিমা করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বিমার এই নীতিকে বিমাযোগ্য স্বার্থ নীতি বলা হয়। এ নীতি না মেনে চললে বিমা কোম্পানি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধ করলে বিমাপত্রে উল্লিখিত ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারে। একে ক্ষতিপূরণের নীতি বলে। কেবলমাত্র বিমা পলিসিতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিবে। সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণের নীতি মেনে না চললে বিমা কোম্পানি ব্যবসায়ে টিকে থাকতে পারবে না। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিমা ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনে উপরোক্ত নীতিগুলো বিমা ব্যবসায়ীর জানা প্রয়োজন।

ঘ 'বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উক্তিটি যথার্থ।

আর্থিক ক্ষতি সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে। মানুষের জীবনের ও সম্পত্তির এই আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার প্রক্রিয়াই হল বিমা ব্যবস্থা।

উদ্দীপকে বিমার নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর বিশেষত সম্পদের ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রীতাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ করবে। বিমাগ্রহীতাকে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ করাই বিমার মূল উদ্দেশ্য। তবে বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ না হলে ক্ষতিপূরণের দায় সৃষ্টি হয় না। তা পরিমাপ করে ততটুকু ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যেকটা ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অনিশ্চয়তা ঐ ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি। ব্যবসায়ীরা তখনই বিমা করে যখন এ ঝুঁকির সম্মুখিন হয় তারা। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া। মানুষ ঝুঁকির সম্মুখীন হলে একমাত্র তখনই বিমা কোম্পানির কাছে যায় উক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিমা করতে। বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুতরাং বিমা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সুমন সাহেব একটি ইলেকট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ অর্থই নিজস্ব তহবিল হতে ব্যবস্থা করেছেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার পাওনাদারদের দেনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। সম্প্রতি তিনি তার জীবনের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করেন। তবে তার ক্যান্সার রোগের কথা বিমা কোম্পানির নিকট গোপন করলেও বিমা কোম্পানি তা পরবর্তীতে জানতে পারে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

https://teachingbd24.com

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে সুমন সাহেব কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যদি সুমন সাহেব মারা যান তাহলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করবে কি না যাচই করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ বিদ্যমান তাই বিমাযোগ্য স্বার্থ।

খ বিমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
এই নীতি অনুযায়ী বিমাপত্রে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী তা প্রদান করে। বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পদের যে টুকু ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করে সেইটুকু ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বলে বিমাচুক্তি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকের সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।
এ ধরনের ঝুঁকি সাধারণত আর্থিক সংকটের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সাধারণত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠারে দেউলিয়াত্বের সময়, মূলধন স্বল্পতার কারণে আর্থিক সংকটের বা ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে সুমন সাহেব একিট ইলেকট্রনিকসের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ অর্থই নিজস্ব তহবিল হতে ব্যবস্থা করেন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় এ মাসে সুমন সাহেব তার পাওনাদারদের পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এই বিষয়গুলো তাকে দেউলিয়াত্বের দিকে ধাবিত করছে। অন্যদিকে তার এই ঝুঁকির প্রধান কারণই মূলধনের ঘাটতি। আর্থিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমরা একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি সুমন সাহেব আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।

ঘ সুমন সাহেব মারা গেলে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আওতায় বিমাকারী তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করবে না।
এই নীতি অনুসারে বিমাপত্রের উভয়পক্ষ বিমার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য ব্যাপারে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একে অন্যের কাছে প্রকাশ করবে। বিমাচুক্তি সম্পাদনের সময় কোন তথ্য গোপন রাখবে না।
উদ্দীপকের সুমন সাহেব তার জীবনের জন্য একটি বিমাচুক্তি করেন। চুক্তি করার সময় তার ক্যান্সার রোগ ছিল। কিন্তু তিনি এটা গোপন করে ছিলেন। তবে বিমা কোম্পানি পরবর্তীতে বিষয়টি জানতে পারে। এই চুক্তিতে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি বিমাপত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সুমন সাহেব এই নীতি অনুসরণ না করে তথ্য গোপন করেছে। বিমা কোম্পানি যখনই বিষয়টি জানতে পেরেছে তখনই বিমাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনও হতে পারত বিষয়টি আগে জানলে বিমা কোম্পানি তার সাথে কোন চুক্তি করত না। কিংবা বেশি প্রিমিয়াম দাবি করত। সুতরাং বলা যায়, সুমন সাহেব কোন বিমা দাবি পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাহুল তার সন্তানের ভবিষ্যৎ পড়াশোনার খরচ নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। তিনি তার এক বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী রাতুলের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য উপনীত হন। তিনি প্রস্তাবক হিসাবে তার ছেলে রাতুলকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। উপায় না পেয়ে রাহুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে বিমা চুক্তিটি সম্পাদন করেন। *[মোহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বিমাকে পরম সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ১
খ. কোন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না। ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চুক্তির কোন উপাদানটির অনুপস্থিতিতে রাতুরকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি? আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাগ্রহীতা ও বিমা কোম্পানি বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য পরস্পরকে প্রদানে বাধ্য থাকায় বিমাকে পরম সদ্বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

খ পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে নগদ বিমাদাবি দেয়া হয় না।
বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনঃস্থাপন বিমাপত্রে বিমা কোম্পানি সম্পত্তি পুনঃস্থান করে দেয়। এর ফলে বিমাগ্রহীতা কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ পায় না। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি লাভ করে। এক পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ' বিমাপত্রও বলা হয়। সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

গ উদ্দীপকে গৃহীত বিমাটি জীবন বিমার আওায় শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র।
নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য পিতামাতা শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করে। ফলে শিক্ষা ব্যয় বহনে পিতা-মাতাকে হিমশিম খেতে হয় না।
উদ্দীপকে রাতুল এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা রাহুল তার সন্তানের ভবিষ্যৎ পড়াশুনার খচর নির্বাহের জন্য খুবই চিন্তিত। বন্ধুর পরামর্শে ছেলের পড়াশুনা ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি একটি বিমা চুক্তি করেন। এক্ষেত্রে লেখাপড়ায় খরচ মেটাতে শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র করা হয়েছে। এর আওতায় বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিমা কোম্পানি তার পোষ্যদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে মারা গেলে আর বিমাকিস্তির অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যুরপর থেকেই বিমাকারি শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। উদ্দীপকেকে রাহুল তার ছেলে রাতুলের পড়াশুনার খরচ নির্বাহের জন্য বিমাপত্র করে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে রাহুলের বিমাপত্রটি শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রের স্বরূপ।

ঘ চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।
বিমা হলো দুই পক্ষের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি। বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা এ চুক্তির দু'পক্ষ। বিমা চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল বৈশিষ্ট্য এ দু'পক্ষের থাকা প্রয়োজন।
উদ্দীপকে রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা রাহুল তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্য রাতুলের নামে একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি রাতুলকে প্রস্তাবক হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই রাহুল নিজেই প্রস্তাবক হিসেবে চুক্তিটি করেন।
বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ন্যূনতম বয়স হলো ১৮ বছর। ১৮ বছরের কম বয়সীরা নাবালক এ আইন অনুসারে, তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি কতে পারে না। উদ্দীপকের রাতুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ বিবেচনায় তার বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের চাইতে কম। তাই সে নাবালক। এ কারণে তার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। এ থেকে বলা যায়, চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতার অনুপস্থিতিতে রাতুলকে প্রস্তাব হিসাবে অনুভুক্ত করা যায়নি।

https://teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা

অধ্যায়-১০ : বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

২৩৮. কীসের মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির আর্থিক ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়? (জ্ঞান)
ক ঋণ ব্যবস্থা খ বিমা ব্যবস্থা
গ কিস্তি ব্যবস্থা ঘ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা **খ**

২৩৯. কখন বিমা কোম্পানি অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে? (অনুধাবন)
ক চুক্তি সম্পাদিত হলে
খ বিমাকৃত কারণে হানি বা ক্ষতি হলে
গ ঋণ গ্রহণ করলে ঘ ঝুঁকি হ্রাস করলে **খ**

২৪০. সবচেয়ে পুরাতন বিমা কোনটি? (অনুধাবন)
ক জীবন বিমা খ নৌ বিমা
গ অগ্নিবিমা ঘ শস্য বিমা **খ**

২৪১. বিমা ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হয় কোন দেশে? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ড খ ইতালি
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ গ্রীস **খ**

২৪২. আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক অপচয় খ অবচয়
গ প্রিমিয়াম ঘ ঝুঁকি **ঘ**

২৪৩. বিমাযোগ্য স্বার্থ সৃষ্টি হয় কীসের ভিত্তিতে? (অনুধাবন)
ক সুনামের ভিত্তিতে
খ ঋণের ভিত্তিতে
গ সদ্বিশ্বাসের ভিত্তিতে
ঘ মালিকানার ভিত্তিতে **ঘ**

২৪৪. কোন নীতির ভিত্তিতে একই সম্পত্তি একাধিক বিমাকারীর নিকট বিমা করা যায়? (জ্ঞান)
ক প্রত্যক্ষ কারণ নীতি
খ আনুপাতিক অংশগ্রহণ নীতি
গ স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি
ঘ আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতি **খ**

২৪৫. স্থলাভিষিক্তকরণে নীতি বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবে
খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া সাপেক্ষে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বিমাকারীর হয়ে যাবে
গ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতি সাধিত হলে বিমাকারী আংশিক ক্ষতিপূরণ দিবে
ঘ বিমাকৃত বিষয়বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে বিমাকারী মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে **ঘ**

২৪৬. কোনটি বিমা চুক্তির একটি অপরিহার্য মৌলিক বিষয়? (জ্ঞান)
ক বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি
খ সেবার নীতি
গ স্থলাভিষিক্তের নীতি
ঘ দ্রুত দাবি পূরণের নীতি **ক**

২৪৭. বিমায় ক্ষতিপূরণের নীতি কী? (জ্ঞান)
ক ক্ষতি পোষান খ যা ক্ষতি তাই দেয়া
গ নগদ অর্থ দেয়া ঘ চেক দেয়া **গ**

২৪৮. বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার কী থাকা আবশ্যক? (জ্ঞান)
ক ঝুঁকি খ নিরাপত্তা
গ কল্যাণ ঘ আর্থিক স্বার্থ **ঘ**

২৪৯. বিমা চুক্তির প্রতিদান কী? (জ্ঞান)
ক প্রিমিয়াম খ দাবি পূরণ
গ নীতি প্রণয়ন ঘ নগদ অর্থ **ক**

২৫০. বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রস্তাবটি কে দেয়? (জ্ঞান)
ক বিমাকর্মী খ বিমাগ্রহীতা
গ বিমা প্রতিষ্ঠান ঘ বিমাকারী **খ**

২৫১. বিমা চুক্তির বিশেষ উপাদান কোনটি? (অনুধাবন)
ক বৈধ প্রতিদান খ বৈধ উদ্দেশ্য
গ বৈধ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ঘ প্রতিস্থাপন **ঘ**

২৫২. কোন বিমায় একই সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক জীবন বিমা খ নৌ বিমা
গ অগ্নিবিমা ঘ দায় বিমা **ক**

২৫৩. জীবন বিমাকে কীসের চুক্তি বলা হয়? (জ্ঞান)
ক আর্থিক চুক্তি খ প্রতিশ্রুতির চুক্তি
গ বৈজ্ঞানিক চুক্তি ঘ নিশ্চয়তার চুক্তি **ঘ**

২৫৪. একজনের মৃত্যুতে অন্যরা টাকা পেয়ে যায় কোন বিমার ক্ষেত্রে? (জ্ঞান)
ক দ্বৈত বিমা খ মেয়াদি বিমা
গ সময় বিমা ঘ যৌথ বিমা **ঘ**

২৫৫. স্বাধীনতার পর কত সালে বিমা ব্যবসায়ের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ সালে খ ১৯৭৮ সালে
গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৭২ সালে **ঘ**

২৫৬. কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ — (অনুধাবন)
i. ঝুঁকি নির্ণয়
ii. সঞ্চয়ের প্রবণতা
iii. জাতীয় সঞ্চয় হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৫৭. বিমা কোম্পানি কম ঝুঁকি নির্দেশ করে — (অনুধাবন)
i. বিমা পলিসির সংখ্যা বেশি হলে
ii. বিমা পলিসি গ্রহণযোগ্য হলে
iii. স্বাভাবিকের চেয়ে কম ক্ষতির আশঙ্কা হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

২৫৮. বিমা সবসময়ই — (অনুধাবন)
i. আকস্মিক বিপদকে বাধা দিতে পারে না
ii. বিপদে ক্ষতির ঝুঁকি নিতে পারে
iii. ঝুঁকি বণ্টন করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৫৯. বিমাপত্রে উল্লেখ থাকে — (অনুধাবন)
i. চুক্তির লক্ষ্য ii. চুক্তির বিষয়বস্তু
iii. চুক্তির শর্তাদি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৬০. বিমা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান — (অনুধাবন)
i. বিমাযোগ্য স্বার্থ ii. প্রত্যক্ষ কারণ
iii. অধিকার অর্পণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৬১. বিমা ব্যবসায়ের শর্তানুযায়ী বাধ্যতামূলক বিষয়— (অনুধাবন)
i. নির্দিষ্ট হারে ঋণ প্রদান
ii. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান
iii. নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৬২. বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয় নৌ বিমায়
ii. প্রিমিয়ামের মুনাফা পাওয়া যায় নৌ বিমায়
iii. ক্ষতি পূরণের চুক্তি হলো নৌ বিমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৬৩. বিমা আইন নতুন করে গৃহীত হওয়ার কারণ — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিমার আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য
ii. বিমার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য
iii. বিমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব ফাহিম তার বন্ধু করিমের গার্মেন্টেসের জন্য বিমা করতে চান। সব বিমা কোম্পানিই ফাহিমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ফাহিমের অনুরোধে করিম A ও B নামক দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা চুক্তি করে যার মোট মূল্য ১ কোটি টাকা। কিছুদিন পর অগ্নিকাণ্ডে ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় এবং কোম্পানিগুলো ফাহিমের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

২৬৪. জনাব করিম A বিমা কোম্পানির নিকট কত টাকার ক্ষতিপূরণ পাবেন? (প্রয়োগ)
ক ২৫ লক্ষ খ ৫০ লক্ষ
গ ৭৫ লক্ষ ঘ ১ কোটি **খ**

২৬৫. কোন কারণে বিমা কোম্পানিগুলো ফাহিমের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আইনগত সম্পর্ক খ বিমাযোগ্য স্বার্থ
গ বৈধ প্রতিদান ঘ আর্থিক ক্ষতিপূরণ **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৬ ও ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
স্যার ক্লাসে বিমা সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বললেন। এক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো, স্যার আপনি নিজ জীবনের বিমা করেছেন কি না? স্যার বললেন কেন যেন তার এটি করতে মন সায় দেয়নি।

২৬৬. বিমা সম্পর্কে স্যারের কোন ভালো কথাটি অধিক যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বিমা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
খ এটি সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা পুনঃস্থাপন করে
গ এটি ঝুঁকির বিপক্ষে এক ধরনের আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
ঘ যেকোনো কারণে ক্ষতির উদ্ভব হলেই বিমা তা পূরণ করে **গ**

২৬৭. স্যার নিজে বিমা করেন নি, এর পিছনে কারণ হতে পারে — (প্রয়োগ)
i. বিমা মানুষকে অলস করে
ii. বিমা সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান
iii. অনেক বিমা কোম্পানি দাবি পূরণে আন্তরিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬৮ ও ২৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. মাসুদ তার গবাদি পশুর যেকোনো দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে মৃত্যুজনিত আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি বিমা করেন।

২৬৮. বিমার বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মি. মাসুদের বিমাটি কোন বিমার অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক ব্যক্তিগত খ সম্পত্তি
গ দায় ঘ বিশ্বস্ততার **খ**

২৬৯. মি. মাসুদের বিমার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয় — (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পশুর স্বাস্থ্য ii. বয়স
iii. বিমাগ্রহীতার উদ্দেশ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১১: জীবন বিমা

প্রশ্ন ▶১ জনাব রহিমের বর্তমান বয়স ৪৫ বছর। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি তার স্ত্রীকে বিমাপত্রের নমিনি করেন। পরপর ৩ বছর কিস্তি প্রদান করার পর জনাব রহিমের মৃত্যু হয়। মেয়াদপূর্তির পর তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করে। *[চা. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. সমর্পণ মূল্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব রহিম কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহিমের স্ত্রী কি বিমা দাবি করতে পারবেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যদি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমাপত্র কোম্পানিকে সমর্পণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। একে সমর্পণ মূল্য বলে।

সমর্পণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রহিম মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এই বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ বিমাকারী পরিশোধ করে থাকে। সাধারণত মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই গৃহীত হয়।

উদ্দীপকের জনাব রহিম শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট একটি মেয়াদকালের জন্য জীবন বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন। যা জীবন বিমার আওতাভুক্ত মেয়াদি বিমাপত্র। উক্ত বিমাপত্রটি মেয়াদপূর্তিতে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রহিমের গৃহীত মেয়াদি বিমাপত্রের একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি তার স্ত্রী হওয়ায় তিনি বিমা দাবির যোগ্য অধিকারী।

মেয়াদি বিমাপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ একত্রে পরিশোধ করা হয়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা চুক্তির অর্থ গ্রহণের অধিকার রাখে।

উদ্দীপকে জনাব রহিম ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে জনাব রহিম তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে মনোনয়ন করেন। তবে পরপর তিন বছর বিমা কিস্তি প্রদানের পর জনাব রহিম মারা যান।

জনাব রহিমের স্ত্রী এ পর্যায়ে বিমাপত্রের একমাত্র দাবিদার। মেয়াদি বিমাপত্রের শর্ত পূরণ করে জনাব রহিম তিন বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। আর তার গৃহীত বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উল্লেখ করায় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তার স্ত্রীকে বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য। সঙ্গত কারণে জনাব রহিমের স্ত্রী বিমা দাবি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর তিনি আর্থিক অসামর্থের কারণে তার পক্ষে বিমাপত্রটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে বিমা কোম্পানিকে জানান এবং বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. জীবন বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব তৌহিদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন- আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব তৌহিদ কী বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়াম বা বিমা সেলামির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা নিজের বা অন্যের জীবনের ঝুঁকিজনিত ক্ষতির প্রতিরোধ বা লাঘব করার জন্য বিমা কোম্পানির কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন তাকে জীবন বিমা বলা হয়।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ জীবন বিমার মেয়াদি বিমাপত্র (Endowment policy) গ্রহণ করেছেন।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেয়াদি বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। এই বিমাপত্রে এমন শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাকৃত অর্থ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন। তাই এ বিমা পলিসির টাকা তিনি ১৫ বছর পর উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ অর্থ পাবেন। এখানে জনাব তৌহিদের বিমাটি ১৫ বছরের জন্য করা হয়েছে বিধায় তা একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব তৌহিদ বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন না, তবে তিনি বিমাপত্রের সমর্পণ (Surrender value) মূল্য পাবেন।

বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো কারণে বিমা চালু রাখতে সক্ষম না হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সমর্পণ করতে পারেন। এর ফলে বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ পান তাকে বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ৫ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ১৫ বছরের বিমাপত্রে তিনি ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর আর্থিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন।

এখানে তিনি চুক্তি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্য দাবি করতে পারবেন না। কারণ বিমাপত্রের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাকি আছে এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন। তবে তিনি বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য দাবি করতে পারেন। সমর্পণ মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো ন্যূনতম ২ বছর পর্যন্ত কিস্তি প্রদান করতে হবে। এখানে জনাব তৌহিদ ৫ বছর কিস্তি প্রদান করেছেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ বিমা দাবি না পেলেও সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶৩ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার উত্তরাধিকারী করা হয় তার স্ত্রীকে। বিমা পলিসি গ্রহণকালে তিনি তার একটি মারাত্মক রোগের কথা গোপন রাখেন। তিনটি প্রিমিয়ামের টাকা প্রদানের পর মি. কামাল মৃত্যুবরণ করেন। মিসেস কামাল বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। *[দি. বো. ১৭]*

https://teachingbd24.com

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি কী? ১
খ. 'বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. কামাল কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি মিসেস কামালের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে কেন? বুঝিয়ে বলো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এই অর্থ বিমা কোম্পানির।

খ বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. কামাল আজীবন বিমা গ্রহণ করেছিলেন।

এ বিমা চুক্তির মাধ্যমে এককালীন, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা আজীবন প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ জীবন বিমা পত্রটি মি. কামাল কোনে নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য গ্রহণ করেন নি। মূলত বিমাপত্রটি তিনি তার অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গ্রহণ করেছেন। যা আজীবন বিমাপত্রের মূল বিষয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. কামাল দ্বারা আজীবন বিমাপত্র গ্রহণে বিমাপত্রের অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক লঙ্ঘিত হওয়ায় বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

বিমাচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. কামাল বিমাচুক্তি সম্পাদনে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ তিনি বিমার অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করেছেন। যার ফলে বিমাকারী চুক্তি বাতিল বা ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে বিরত থাকতে পারে। তাই পরবর্তীতে তার মৃত্যুতে বিমাদাবি উত্থাপিত হলে বিমা কোম্পানি তা যৌক্তিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার সময় একটি দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। জনাব হাবিবুর রহমানের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সংসার চালাতে ভয় পান। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, তার স্বামী পরিবারের কথা ভেবে ১৫ বছরমেয়াদি একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। বিমার দাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন। *[কু. বো. ১৭]*

ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১
খ. কোন ধরনের বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের বিমাপত্র করা যায়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহমান কী ধরনের জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? আলোচনা করো। ৩
ঘ. জনাব রহমানের এই পলিসি তার পরিবারের কাছে কতটুকু গুরুত্ব বহন করেছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জীবন বিমাপত্রে শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ গোষ্ঠী বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের জন্য বিমাপত্র গ্রহন করা যায়।

এ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সকলের জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমান মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাকৃত অর্থ বিমাগ্রহীতাকে দেয়া হয়। তবে, বিমা গ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ মেয়াদের পূর্বেই দেয়া হয়। এরূপ বিমাপত্রে একদিকে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন যে, তিনি ১৫ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। অর্থাৎ মেয়াদি বিমা পলিসির শর্তানুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে জনাব রহমান মারা গেলে তার স্ত্রী এ অর্থ পাবে। আর যদি মারা না যান তাহলে মেয়াদ শেষে তিনি এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব রহমানের বিমাটি একটি মেয়াদি জীবন বিমা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রহমানের মেয়াদি জীবন বিমা পলিসিটি তার পরিবারের কাছে আর্থিক নিরাপত্তাস্বরূপ ভূমিকা রাখছে।

জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি। কেননা, মানুষের জীবনহানির কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তির জীবনহানি বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার পরিবার কিংবা তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান কলেজ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান। এতে তার পরিবার দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন, তিনি ১৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা পলিসি করেছিলেন।

বিমাদাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে এ দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন। জীবন বিমা পলিসি হওয়ার কারণে ১৫ বছর পূর্ণ না হলেও তার স্ত্রী বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবে। এর ফলে তার পরিবার আর্থিক নিরাপত্তা পেয়েছে। কেননা, জীবন বিমা পলিসিটি না করা থাকলে তার পরিবারকে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হতো।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব সাঈদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যেখানে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন এবং মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি আবার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার সন্তানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। তিনি চার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. জীবন বিমাকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে জনাব সাঈদ কোন ধরনের মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানিটি জনাব সাঈদকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব রাব্বির ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফির উক্ত গাড়ির ওপর কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাব্বি তার গাড়িটি জনাব রাফির নিকট বন্ধক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফির আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাঈদ মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমাগ্রহীতা কিস্তির অর্থ বা প্রিমিয়াম প্রদান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিমাপত্রে উল্লিখিত নমিনিকে বৃত্তি হিসেবে অর্থ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন। মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার সন্তানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। জনাব সাঈদ মূলত তার সন্তানদের লেখাপড়ার ভবিষ্যতের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যেই এ বিমা করেছেন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, জনাব সাঈদের গৃহীত বিমাটি মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি জনাব সাঈদকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যৌক্তিক হয়েছে।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসির কিস্তি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি চার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। মূলত তিনি আর্থিকভাবে অসমর্থ হওয়ার কারণে এরূপ আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিও তাকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ তিনি বিমা কোম্পানি হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

শর্ত অনুযায়ী সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে দুই বছর বিমার কিস্তির অর্থ বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে জনাব সাঈদ বিমার কিস্তি চার বছর পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই পরিশোধ করেন। অর্থাৎ তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন। সুতরাং, বিমা কোম্পানি কর্তৃক তাকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের সিদ্ধান্তটি যথার্থই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৬ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে মি. 'X' একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে শুধু মি. 'X' কে বিমাদাবির অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে মি. 'Y' একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মেয়াদের মধ্যে মি. 'Y' মারা গেলে তার পরিবারের মনোনিত ব্যক্তিকে অথবা মৃত্যুবরণ না করলে মি. 'Y' কে বোনাসসহ বিমাকৃত অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। *[সি. বো. '১৭]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মি. 'Y' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে'— তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব রাব্বির ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফির কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাব্বি তার গাড়িটি জনাব রাফির নিকট বন্ধক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফির আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে। তখন জনাব রাফি উক্ত গাড়িটির জন্য বিমা করতে পারবেন।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ উদ্দীপকে মি. X কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে একটি বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র।

বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে যে মেয়াদের জন্য বিমাপত্র খোলা হয় ঐ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমাদাবির অর্থ লাভ করে। এর মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে কোনো প্রকার বিমাদাবি পরিশোধিত হয় না। এরূপ বিমাপত্র সাধারণত ৫ বা ১০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে যাতে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে মি. X একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার মেয়াদ ৫ বছর এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণ ও অপেক্ষাকৃত কম। তবে এক্ষেত্রে মি. X বিমাপত্রের মেয়াদপূর্তিতে জীবিত থাকলেই কেবল বিমাকারী কোম্পানি দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদত্তীর্ণের পূর্বে মি. X মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধিত হবে না। যা বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মি. Y কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে' — এক্ষেত্রে উক্ত বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বা বিমাকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। ফলে এরূপ বিমাপত্র একাধারে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. Y বিশ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রের শর্ত অনুযায়ী মেয়াদের মধ্যে মি. Y এর মৃত্যু হলে তার পরিবারের মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা তিনি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. Y একটি সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

মি. Y এর গৃহীত বিমাপত্রটি তার অবর্তমানে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা স্বরূপ। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পরপর কিস্তি পরিশোধ করতে হয় বিধায় তা এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয়ে রূপ লাভ করবে। আবার মি. Y মারা গেলে এই বিমাটি তার পরিবারের জন্য আর্থিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব মাশরুর বিমা দাবি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে তার ১০০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির জন্য 'মডার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পপুলার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দু'টি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জনাব সামিয়া তার ২০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য 'প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট

https://teachingbd24.com

থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। 'প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানি' উক্ত জাহাজের জন্য আবার 'জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট থেকে ভিন্ন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. কোন ধরনের সম্পত্তি বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মাশরুর কোন ধরনের বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনতা ইন্সুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে'— তুমি কি এ উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) এবং অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: চুরি, লুট, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি) মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে জনাব মাশরুর একশ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য 'মডার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পপুলার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দু'টি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করায় তা দ্বৈত বিমা।

এ ধরনের বিমা পলিসিতে একক বিষয়বস্তুকে একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। বিমাকৃত মূল্য না পাওয়ার ঝুঁকি এড়ানোই এরূপ বিমার উদ্দেশ্য। সাধারণত উচ্চ মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিমাপলিসি গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব মাশরুর বিমা দাবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে তার মালিকানাধীন যন্ত্রপাতি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির মূল্য একশ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হওয়ায় জনাব মাশরুর তা একাধিক বিমা কোম্পানিতে বিমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য নিশ্চিতভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা দ্বৈতবিমার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ্য 'জনতা ইন্সুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে' — পুনর্বিমার উদ্দেশ্য বিবেচনায় উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

এ ধরনের বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি বিমাকারী কর্তৃক অন্য বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি। এ চুক্তি দ্বারা প্রথম বিমাকারীর গৃহীত ঝুঁকির অংশ দ্বিতীয় বিমাকারীর সাথে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সামিয়া তার দুইশ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। তবে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানি হতে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।

প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স, জনতা ইন্সুরেন্স হতে জাহাজের জন্য পুনরায় বিমাপত্র গ্রহণ করায় তা একটি পুনর্বিমা চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি। এ পর্যায়ে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কর্তৃক পুনরায় বিমা পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে জনাব সামিয়ার দুইশ কোটি টাকার জাহাজের ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের যেমন গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে অনুরূপভাবে জনাব সামিয়ারও বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডান লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, মডার্ন লাইফ ইন্স্যুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

সহায়ক তথ্য

জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রিমিয়াম সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ্য। তবে নৌ, অগ্নি ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে একবারেই এরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।

খ জীবন বিমা ব্যবসায়কে অনুমানের গতানুগতিক ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ধারায় নিয়ে আসতে মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।

অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণী দ্বারা মৃত্যুহার পঞ্জি নির্ণয় করা হয়। এরূপ পঞ্জি মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্সে এর নিকট ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি করেন। শর্তানুযায়ী, ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তান বিমার অর্থ পাবে। আর যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মতো একই সাথে বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করছে। সুতরাং, বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রুবিনা ইসলামের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমার প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে বিমা কোম্পানি তার প্রিমিয়ামের একটি অংশ ফেরত দেয়। এই অংশটুকুই হলো সমর্পণ মূল্য।

উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্স এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি বিমাটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

অর্থাৎ আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি জীবন বিমা পলিসিটি বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করেন। কমপক্ষে ২ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলে এরূপ প্রস্তাবে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। এখানে রুবিনা ইসলাম ৫ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। সুতরাং, তিনি অবশ্যই বিমা কোম্পানির নিকট হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৯ রফিক ও শফিক দুই বন্ধু। তারা একই সাথে সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লি.-এ ১০ বছর মেয়াদি ১০ লক্ষ টাকার দুইটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জনাব রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় বিমার প্রিমিয়াম দেয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন। *[বি. বো. ১৭]*

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

খ. 'জীবন বিমা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আর্থিক হাতিয়ার স্বরূপ'— কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ২

গ. উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট থেকে কী ধরনের সুবিধা পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুই বন্ধুর বিমা সুবিধার চিত্র তুলে ধরো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র ফেরতদানের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব শামীম ৬ বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৩ বছর পর আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি বিমাটি চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তার পরিশোধিত প্রিমিয়ামের কিছু অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে তাকে প্রদান করে।

খ জীবন বিমা হলো আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি। ক্ষতি সংঘটিত হলে এ চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

মানব জীবন সংশ্লিষ্ট বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা। আর এ বিমা চুক্তি ব্যক্তির যেকোনো দুর্ঘটনায় অক্ষমতা বা তার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক অসহায়ত্বে আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এটি প্রাত্যহিক জীবনে কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক হাতিয়ার স্বরূপ।

গ উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট হতে মেয়াদি বিমাপত্রের সুবিধা পাবেন।

জীবন বিমার অন্তর্ভুক্ত একটি বিমাপত্র হলো মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমা সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। মেয়াদান্তে বিমাগ্রহীতা নিজে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারী এ বিমার অর্থ পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শফিক সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ বছর পর্যন্ত বিমা প্রিমিয়াম প্রদান করেন। অর্থাৎ তিনি মেয়াদান্তে বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বিমাটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমার মাধ্যমে শফিক একদিকে বিনিয়োগের সুবিধা এবং অপরদিকে আর্থিক প্রতিরক্ষা পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে বিমা দাবির সম্পূর্ণ অর্থই তার পরিবার পাবে। তাই বলা যায়, শফিক উক্ত বিমাপত্রের মাধ্যমে মেয়াদি বিমার সকল সুবিধাই পাবেন।

ঘ উদ্দীপকের শফিক বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবেন এবং রফিক শুধু সমর্পণ মূল্য পাবেন।

জীবন বিমা হলো একটি নিশ্চয়তার চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদান্তে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থই পেয়ে থাকেন। তবে কোনো কারণে মেয়াদপূর্ণ না করতে পারলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের রফিক এবং শফিক দুজনেই সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হতে ১০ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় তার পক্ষে আর বিমার প্রিমিয়াম দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন।

উদ্দীপকের শফিক চুক্তি অনুযায়ী বিমার নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। তাই মেয়াদান্তে তার বিমা দাবির সম্পূর্ণ অর্থ তিনি বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন। অপরদিকে, রফিক বিমা পলিসির মেয়াদপূর্ণ করতে পারেন নি। তবে এক্ষেত্রে তিনি তার বিমা দাবি হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন। কেননা, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানি এই সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

সহায়ক তথ্য

সমর্পণ মূল্য : এটি হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র ফেরত দেয়ার সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। বিমা কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে মুনাফাবিহীন বিমাপত্রে পরিশোধকৃত বিমা কিস্তির ২৫%-৩০% এবং মুনাফাযুক্ত বিমাপত্রে ৪০% পর্যন্ত সমর্পণ মূল্য প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶১০ ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ে। ঐ ভবনে অবস্থিত গার্মেন্টিসের অনেক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পাশেই আরেকটি ভবনের গার্মেন্টিস কর্মীরা উদ্বিগ্ন। তাই তারা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করল। এজন্য পার্শ্ববর্তী ভবনের গার্মেন্টিস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩,০০০ জন শ্রমিকের বিমা করলেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে, যা ১ বছর পর দেয়া হবে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১

খ. জীবন বিমায় চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কোন ধরনের বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সকল শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার যৌক্তিকতা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বার্ষিক বৃত্তি হলো নির্দিষ্ট সময়কাল বা মৃত্যুকাল অবধি বিমা কোম্পানি কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা বা বৃত্তি প্রদানের একটি ব্যবস্থা।

খ মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট বিপদের ঝুঁকির বিপক্ষে সম্পাদিত বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা।

বিমাচুক্তির ফলে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে বিমাচুক্তির বিষয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে আইনত বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তি সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাগ্রহীতা কর্তৃক গোপন করা হলে বা ভুল তথ্য দিলে বিমাচুক্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই জীবন বিমায় চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বিমাচুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ একে অন্যকে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

গ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি তাৎক্ষণিক বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে।

যে বোনাসের অর্থ বোনাস ঘোষণার পরই বা নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করা হয় তাকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলে।

উদ্দীপকে গার্মেন্টিস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার জন শ্রমিকের জন্য বিমা করেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে। তবে এই বোনাস আগামী ১ বছর পর প্রদান করা হবে। সাধারণত তাৎক্ষণিক বোনাস দুইভাবে প্রদান করা হয়। প্রথমত, বোনাস ঘোষণার পরই প্রদান করা হয় অথবা দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ এক বছর পর বোনাস প্রদান করা হবে বিধায় এটিকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলা যায়। সুতরাং বিমা কোম্পানি তাৎক্ষণিক বোনাস ঘোষণা দিয়েছে।

ঘ সব শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার বিষয়টি অবশ্যই যৌক্তিক।

সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য যে ধরনের বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

উদ্দীপকে রানা প্লাজা ধসের পর পার্শ্ববর্তী ভবনের গার্মেন্টিস কর্মীরা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করেন। তাই গার্মেন্টিসের মালিক ৩ হাজার শ্রমিকের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি গোষ্ঠী বিমা করেন।

গোষ্ঠী বিমা বিমাপত্রে তালিকাভুক্ত কোনো বিমাগ্রহীতা মারা গেলেও বিমাপত্র চালু থাকে। এর ফলে মালিককে নতুন করে বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয় না। এ বিমার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত কোনো কর্মী মারা গেলে বিমা কোম্পানি শুধু ঐ কর্মীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তাছাড়া একাধিক কর্মী কিংবা তালিকাভুক্ত সব কর্মী বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি প্রত্যেক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এ বিমায় কম প্রিমিয়াম প্রদান করে একত্রে সব শ্রমিকের জীবন বিমা করা যায়। এতে মালিকের ব্যয় ও ঝুঁকি উভয়ই হ্রাস পায়। একটিমাত্র বিমার মাধ্যমে সব শ্রমিকের ঝুঁকি হ্রাস করা যায় বিধায় গোষ্ঠী বিমা করা যৌক্তিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়। *[চা. বো. ১৬]*

ক. দায় বিমা কী? ১

খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলল? ২

গ. জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার মতো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

খ নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা যত বেশি সেক্ষেত্রে বিমা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে। এ ধরনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকলে প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই এ ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি হলে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে দ্বৈত বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে রিফাত সাহেব তার মেশিনের জন্য 'সোনালী' ও 'রমনা' দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। তিনি প্রথমটির জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয়টির জন্য ৪ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সাধারণত, সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে একই সম্পত্তি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা যায়। এরূপ বিমাপত্রকে দ্বৈত বিমা বলা হয়ে থাকে। যেহেতু জনাব রিফাত একই মেশিনের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির নিকট থেকে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন সেহেতু তার বিমাপত্রটি দ্বৈত বিমাপত্রের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তিনি মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করা পুরোপুরি যৌক্তিক হয়েছে।

সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পত্তির ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক বিমা কোম্পানিতে একাধিক বিমাচুক্তি সম্পাদন করা হয়, যা দ্বৈত বিমা নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব একটি মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি সোনালী ও রমনা নামক দু'টি কোম্পানির সাথে একই মেশিনের জন্য বিমাপত্র সংগ্রহ করেন।

সাধারণত অধিক মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকি বিদ্যমান। ফলে একটি বিমা কোম্পানির নিকট এরূপ বিমা করা হলে জনাব রিফাতের বিমাকৃত মূল্য প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি দেউলিয়াও হয়ে যেতে পারে। তাই আনুপাতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি দ্বৈত বিমাপত্রের মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। সুতরাং এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবেন। অপরদিকে জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা না গেলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমা দাবি পাবেন। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১

খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব X এবং জনাব Y গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অতীতের পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণিকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ বড় ঝুঁকির ক্ষেত্রে একটি বিমা কোম্পানি সব ঝুঁকি নিতে সক্ষম না হলে ঝুঁকির অংশবিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করলে তাকে পুনর্বিমা বলে।

পুনর্বিমা তখনই করা হয় যখন একটি বিমা কোম্পানি অনুধাবন করে যে তার গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক হয়ে যাচ্ছে এবং সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুনর্বিমার মাধ্যমে ঝুঁকিকে বিমাকারীদের মাঝে পুনর্বণ্টন করা হয় ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বণ্টনের উদ্দেশ্যে।

গ উদ্দীপকে জনাব X কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

স্বল্প মেয়াদের জন্য অর্থাৎ তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য যে জীবন বিমাপত্র খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। কেবলমাত্র বিমাকৃত মারা গেলেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবির অর্থ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে সরকারি চাকরিজীবী জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত এবং তাদের কথা বিবেচনা করে দুই বছর মেয়াদি একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। চুক্তিপত্র অনুযায়ী দুই বছর মধ্যে তিনি মারা গেলে তার সন্তানেরা বিমাদাবি পাবেন। আবার সাময়িক বিমার শর্তানুযায়ী তিনি যদি মারা না যান তাহলে তিনি বিমাদাবির কিছুই পাবেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাময়িক বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। তাই তার গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ জনাব X এবং জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্র দুটি যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের অর্থ বিমার মেয়াদপূর্তিতে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে নিশ্চিতভাবে পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X সোমালিয়া যান, যে কারণে তিনি দুই বছরের একটি সাময়িক বিমাপত্র নেন। পক্ষান্তরে, জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা কিস্তিতে ১০ বছর মেয়াদি ৩ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এখানে তিনি মারা না গেলেও টাকা পাবেন।

উদ্দীপক অনুসারে জনাব X-কে জনাব Y অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু জনাব X কর্তৃক গৃহীত সাময়িক বিমাপত্রে কেবল তার মৃত্যুতেই বিমাদাবি পরিশোধ করা হবে। অথচ জনাব Y কর্তৃক গৃহীত মেয়াদি বিমাপত্রে তার মৃত্যুতে মনোনীত ব্যক্তি বা মেয়াদপূর্তিতে স্বয়ং জনাব Y ঐ বিমাদাবির অর্থ ভোগ করতে পারবেন, যা জনাব X পারবেন না। তাছাড়া সাময়িক বিমাপত্র সম্পূর্ণ মুনাফাবিহীন। তাই লাভজনকতা বিচারে জনাব X ও জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্রদ্বয়ের মধ্যে জনাব Y-এর বিমা অর্থাৎ মেয়াদি বিমা জনাব X-এর সাময়িক বিমা অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. সাজ্জাদ একজন বৈমানিক। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি পেশায় নিয়োজিত থাকায় তার পরিবারের কথা চিন্তা করে তিনি এককালীন কিস্তি পদ্ধতির ভিত্তিতে ৫ বছর মেয়াদি দুটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করেন। ৫ বছর অতিবাহিত হলে তিনি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে মি. আলমগীর ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মি. আলমগীরের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে। *[দি. বো. ১৬]*

https://teachingbd24.com

ক. সমর্পন মূল্য কী? ১
খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ যে বিমাপত্র ক্রয় করেছেন তা মেয়াদের ভিত্তিতে কী ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ২য় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা পলিসি কোম্পানির নিকট অর্পণের পর পলিসি মালিক যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

খ অতীত পরিসংখ্যানের আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমার হাজার প্রতি মৃত্যুর সম্ভাবনা যে সারণিতে প্রস্তুত করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।
মৃত্যুহার পঞ্জি তালিকা সাধারণত বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এর সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ মেয়াদের ভিত্তিতে একটি সাময়িক বিমাপত্র ক্রয় করেছেন।
যে বিমাপত্রে স্বল্প মেয়াদের জন্য সাধারণত ৩ মাস থেকে ৫ বছরের জন্য খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী বিমাদাবি আদায় করতে পারেন। তবে মারা না গেলে কোনো বিমাদাবি প্রদান করা হয় না।
উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ এককালীন-কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বেঁচে থাকায় তিনি কোনো বিমাদাবি পাননি। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক বিমাপত্র। এ ধরনের জীবন বিমায় শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলেই বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রিমিয়াম বিমা কোম্পানির লাভ। সুতরাং মি. সাজ্জাদের ক্রয়কৃত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক জীবন বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।
নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষে বা বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আলমগীর ১৮ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ৫ বছর প্রিমিয়াম প্রদানের পর তিনি মারা যান। মি. আলমীগের স্ত্রী বিমাদাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র ছিল।
মি. আলমগীরের নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রিমিয়াম প্রদান করেন। এ প্রিমিয়ামের অর্থ যেহেতু মেয়াদপূর্তির আগে প্রদান করা হবে না তাই বিমা কোম্পানি এ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায়। আবার মি. আলমগীর যেহেতু কিস্তিতে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাই এটি তাকে সঞ্চয়ের সুবিধাও প্রদান করছে। মেয়াদপূর্তিতে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে এককালীন বিমাদাবি প্রাপ্তিতে তা বিনিয়োগযোগ্য মূলধন হিসেবেও পরিগণিত হয়। তাই বলা যায়, মি. আলমগীরের বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রিয়াজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। স্বল্প বেতনের কারণে তিনি নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি 'আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুইটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে বিমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমাগ্রহীতা নিজে বিমা দাবি লাভ করবেন। বিমা পলিসি গ্রহণের ১০ বছর পর জনাব রিয়াজের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা উভয়ই বিমা দাবি প্রাপ্তির জন্য বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করে। বিমা কোম্পানিটি জনাব রিয়াজের মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার স্ত্রীর দাবিকে সমর্থন করে দাবি পূরণের নিশ্চয়তা দেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক জনাব রিয়াজের মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করার একটি কৌশল।

খ জীবন বিমা এক ধরনের নিশ্চয়তার চুক্তি।
মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার ব্যবস্থাই জীবন বিমা। অন্যান্য বিমার মতো এটি কোনো ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কারণ, জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে জীবনহানি বা ক্ষতির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ যে ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা মেয়াদি বিমাপত্র।
সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মেয়াদি বিমা করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। মেয়াদি বিমাপত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য ইস্যু করা হয়।
উদ্দীপকে রিয়াজ আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমাগ্রহীতা নিজে বিমাদাবি লাভ করবেন। অর্থাৎ তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি ২০ বছর সময়ের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমার দাবি আদায় করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ জনাব রিয়াজের বিমার ক্ষেত্রে তার মা মনোনীত ব্যক্তি না হওয়ায় বিমা কোম্পানি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।
যে বিমাপত্রের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ করলে বিমাকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ের আগে তার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার টাকা পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ তার নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি দুটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার গৃহীত পলিসি দুটি মেয়াদি বিমাপত্র। পলিসি গ্রহণের ১০ বছর পর তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও মা উভয়ই বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি তার মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তার স্ত্রীকে বিমাদাবি পরিশোধ করে।
জনাব রিয়াজের বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা মৃত্যু না হলে তিনি নিজে বিমাদাবি লাভ করবেন। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধ করবে। তাই তার মাকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়নি। কেননা, বিমাপত্রে তার বৃদ্ধা মা মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রিয়াজের মনোনীত ব্যক্তি তার মা না হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক তার মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র ৩টি প্রিমিয়াম প্রদান করে মৃত্যুবরণ করেন। *[চ. বো. ১৬]*

ক. বোনাস কী? ১
খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান যে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেন তা কোন ধরনের? বিস্তারিত লেখো। ৩
ঘ. সম্পূর্ণ বিমার টাকা দাবি উক্ত পরিবারের জন্য কতটা যৌক্তিক বলে তুমি করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি অধিক মুনাফার যে অংশ বিমাগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করে সেই বিতরণকৃত লভ্যাংশকেই বোনাস বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।
সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
যে জীবন বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং এ সময়ের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।
উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যা জীবন বিমাপত্রের মেয়াদি বিমার বৈশিষ্ট্য। মূলত মেয়াদি জীবন বিমাপত্র দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বছর থেকে অধিক সময়ের জন্য এ বিমাপত্র গৃহীত হয়ে থাকে এবং এতে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়। সুতরাং মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটির দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় তা মেয়াদি জীবন বিমাপত্র ।

ঘ উদ্দীপকে মনিরুজ্জামানের মৃত্যুতে তার পরিবার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিমার টাকা দাবি যথার্থই যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা না গেলে মেয়াদপূর্তিতে তাকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নিজের জীবনের ওপর একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জীবন বিমাপত্রটির মেয়াদ ১৮ বছর। অর্থাৎ মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। তবে কেবলমাত্র তিনটি বিমা প্রিমিয়াম কিস্তি পরিশোধ করে মনিরুজ্জামান মারা যান।
মনিরুজ্জামান যেহেতু তার অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু তার পরিবারের দ্বারা বিমাদাবি উপস্থাপন যৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ বিমামূল্য পরিশোধ করবে কিনা। মেয়াদি বিমাপত্রের বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাদাবি পূরণে বাধ্য থাকে। তাই মনিরুজ্জামানের জীবন বিমাপত্রটি মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় তার পরিবার বিমার সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়ার যৌক্তিক দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ওমর ফারুক আলিকো ইনসুরেন্সে ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। প্রতি ৬ মাস অন্তর তিনি কিস্তি প্রদান করতে থাকেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী তিনি ছয়টি রোগের জন্য চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর অতিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা করে অতিরিক্ত প্রদান করতে বলে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. বৈধ প্রতিদান কী? ১
খ. দ্বৈত বিমা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ওমর ফারুকের জন্য কোন ধরনের বিমা সহায়ক? কেন? ৩
ঘ. বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা যে বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে বিমাকারীকে প্রতিদান হিসেবে অর্থ প্রদান করে তাকে বৈধ প্রতিদান বলে।

খ কোনো বিমাগ্রহীতা যখন একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বিমা কোম্পানির সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি সম্পাদন করে তাকে দ্বৈত বিমা বলে।
সাধারণত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হলে একক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা ক্ষেত্রবিশেষে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। সেক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা দুই বা ততোধিক বিমা কোম্পানির আশ্রয় নেয়। একক কোম্পানির নিকট বিমা না করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমাকৃত সম্পত্তির ঝুঁকি ভাগ করে বিমা করা হয় বিধায় একে দ্বৈত বিমা বলে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ওমর ফারুকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।
স্বাস্থ্য বিমা বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে এক ধরনের চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার অসুস্থজনিত কারণে প্রয়োজনীয় সকল চিকিৎসা ব্যয় বিমাকারীর কাছে হস্তান্তর করে। বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা বিমাকারী করে।
উদ্দীপকে ওমর ফারুক আলিকো ইন্স্যুরেন্স থেকে একটি ১৮ বছর মেয়াদি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তার এই বিমাপত্রটি মেয়াদি জীবন বিমা। ২ বছর অতিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করে। এক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করা তার জন্য সুবিধাজনক হবে। কেননা স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট রোগের ব্যয়ভার বিমা কোম্পানি গ্রহণ করে। তাই স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করলে তিনি একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করে নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগের চিকিৎসা ব্যয় বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।
বিমা চুক্তিতে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর বিপরীতে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, যাকে প্রিমিয়াম বলে। এটি হলো বিমাকারী কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য।
উদ্দীপকে ওমর ফারুক আলিকো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতি ৬ মাস অন্তর কিস্তি প্রদান করেন। বিমা চুক্তি অনুসারে তিনি ছয়টি রোগের চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহন করার শর্তে প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করে।
ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাই প্রিমিয়াম। ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী জীবন বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। বিমাকৃতের স্বাস্থ্যগত অবস্থা খারাপ হলে প্রিমিয়ামের হার বেশি হবে। উদ্দীপকে আলিকো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী ছয়টি রোগের জন্য চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। পরবর্তীতে হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করেছে। ৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করলে জনাব ওমর ফারুক মোট সাতটি রোগের চিকিৎসা ব্যয় পাবেন। তাই বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. খান ও মি. জামান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনই 'কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি-এর সাথে বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মি. খান বাৎসরিক এককালীন প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। তিনি ভুলক্রমে নমিনি নির্ধারণ করেন নি। মি. জামান কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে তার স্ত্রী ও মি. জামান উক্ত বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি চেয়ে আবেদন করলে বিমা কোম্পানিটি ক্ষতিপূরণে অপারগতা জানায়। *[য. বো. ১৬]*

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
খ. বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. মি. জামানের ক্ষতিপূরণ না দেয়ার পিছনে কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. খান ও মি. জামান বিমা চুক্তিতে কী ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মেয়াদি বা আজীবন বিমাপত্র গ্রহীতা উক্ত বিমাপত্র চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানির নিকট তা সমর্পণ করলে বিমা কোম্পানি যে মূল্য ফেরত দেয় তাকে সমর্পণ মূল্য বলে।

খ বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

https://teachingbd24.com

সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. খান কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রে মি. জামানকে মনোনীত না করায় কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. তাকে বিমাদাবি পরিশোধ করেনি।

জীবন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান দুই বন্ধু কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে জীবন বিমাচুক্তি করেন। কিন্তু মি. খান ভুলক্রমে বিমাপত্রে মনোনীত ব্যক্তির তথ্য উল্লেখ করেননি। পরবর্তীতে পাঁচ বছর পর মি. খানের মৃত্যুতে মি. জামান দ্বারা বিমাদাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু বিমাকারী দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ মি. খানের বিমাপত্রে মি. জামান তার মনোনীত ব্যক্তি নয়। তাই কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. মি. জামানকে মি. খানের মৃত্যুতে দাবি পরিশোধ বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. খান-এর বিমা চুক্তিতে যে ত্রুটি বিদ্যমান তা হলো, মনোনীত ব্যক্তি অনির্ধারণ।

বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমাদাবি কাকে পরিশোধ করা হবে এ বিষয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম পূর্ব অনুমোদনকে মনোনয়ন বলে। বিমাগ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এরূপ মনোনয়ন দিতে পারেন।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে বিমা চুক্তি করেন। মি. খান এবং মি. জামান কিস্তিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে মি. জামান ও মি. খানের স্ত্রী বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে।

উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. খানের স্ত্রীর ও মি. জামানের বিমাদাবি পূরণ করেনি। কেননা, মি. খানের বিমাচুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। জীবন বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলোর মধ্যে মনোনয়ন অন্যতম। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি আদায় করতে পারে। চুক্তিতে এর ব্যত্যয় ঘটলে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। মি. খান তার বিমাপত্রে কোনো মনোনীত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেনি। অর্থাৎ মি. খানের মৃত্যুতে কে বিমাদাবি পাবেন তা বিমাপত্রে উল্লেখ করা নেই। তাই বিমাচুক্তিতে মনোনীত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকায় তার বিমা চুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. ভট্টাচার্য একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন। এখন আর তিনি সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন আপনি কিছু টাকা নিয়ে চলে যান, আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবেন না। তিনি এ কথা শোনার পর মনে কষ্ট পাচ্ছেন। *[র. বো. ১৬]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার পত্র কেন বলা হয়? ২

গ. মি. ভট্টাচার্য কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোনো বিমাগ্রহীতা যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়ামের টাকা এককালীন বা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পরিশোধ করে যান তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন এবং ৩০ বছর ধরে প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী পুরো টাকা পেয়ে যাবেন। আজীবন মেয়াদি মানেই হলো সারা জীবন প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তবে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমাদাবি গ্রহণ করতে পারবেন না, চুক্তিতে এমনই উল্লেখ থাকে। সুতরাং, মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন যথার্থ।

বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, তিনি বিমা কোম্পানির নিকট সমর্পণ করলে কিছু অর্থ পেতে পারেন, এ অর্থকে বলে 'সমর্পণ মূল্য'।

উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি জীবন বিমা খোলায় তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রিমিয়ামের টাকা দিতে হবে। কিন্তু তিনি প্রিমিয়াম আর চালাতে পারছেন না। তাই তিনি বিমাকারীকে জানান এবং বিমাকারী তাকে বিমাপত্র সমর্পণ করতে বলে।

মি. ভট্টাচার্য যে আজীবন বিমা করেছেন তাতে তাকে সারা জীবন বাধ্যতামূলকভাবে প্রিমিয়াম দিতে হতো। তিনি প্রিমিয়াম চালু রাখতে না পারায় বিমা কোম্পানির যে ক্ষতি হবে তা তারা সমর্পণ মূল্য প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় করে নিতে পারবে। অপরদিকে মি. ভট্টাচার্য তার বিমাপত্র বিমা কোম্পানিতে অর্পণ করে যে কিছু পরিমাণ অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন, তা তার জন্য লাভজনক হবে। সুতরাং বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে সমর্পণ মূল্য নেয়ার পরামর্শ দেন তা যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব শওকত জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব সারওয়ার ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য মর্ডান ইস্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে ভিন্ন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. ফটকা ঝুঁকি কাকে বলে? ১

খ. কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমাদাবি পরিশোধিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শওকত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনতা ইন্স্যুরেন্স-এর নিকট বিমা করায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঝুঁকি কমবে'-তুমি কি এই উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের ঘটনা বা অনিশ্চয়তার ফলে প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে লাভ বা ক্ষতি যেকোনোটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে ফটকা ঝুঁকি বলে।

খ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমা দাবি পরিশোধিত হয়।

এরূপ বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। আর যদি বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকে তাহলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জনাব শওকত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয়। এক্ষেত্রে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে জনাব শওকত জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্র স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে নবায়ন করতে হয়। এখানে জনাব শওকত এরূপ বিমাপত্র নিয়েছেন, যেখানে ১ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, জনাব শওকত সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনতা ইন্স্যুরেন্সের নিকট পুনর্বিমা করায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঝুঁকি অবশ্যই কমবে।
বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে নতুন কোনো বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারে। এরূপ পুনঃচুক্তিই পুনর্বিমা হিসেবে পরিচিত।
উদ্দীপকে মর্ডান ইন্স্যুরেন্স জনাব সারওয়ারের সাথে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য একটি বিমা চুক্তি করে। মর্ডান কোম্পানি উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্স্যুরেন্সের নিকট থেকে নতুন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরবর্তীতে সম্পাদিত বিমা চুক্তিটি হলো পুনর্বিমা।
এখানে পুনর্বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই হলো বিমা কোম্পানি। অধিক মূল্যমানের বিমা পলিসি হওয়ায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্সে তা পুনর্বিমা করেছে। কেননা, কোনো কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানির দেউলিয়া হতে পারে। এরূপ পুনর্বিমা করায় জাহাজের অংশ বিশেষের ঝুঁকি বর্তমানে জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ওপর পড়বে। এতে মর্ডান ইন্স্যুরেন্সের গৃহীত ঝুঁকি বণ্টিত হয়ে যাবে বলে গৃহীত ঝুঁকি কমবে।

প্রশ্ন ▶২০ জনাব লিয়াকত একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ৩০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না। তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]*

ক. সামায়িক বিমাপত্র কী? ১
খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব লিয়াকত কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় তাকে সাময়িক বিমা বলে।

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তিদের একটি পরিসংখ্যানিক তালিকা।
এ তালিকায় নির্দিষ্ট বয়স সীমায় প্রতি হাজারে কত জন মৃত্যুবরণ করে তা দেখানো হয়। এ তালিকায় কোন বয়স সীমায় মৃত্যু ঝুঁকি কেমন তা প্রকাশ করা হয়। বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে তার মৃত্যুকাল বা নির্দিষ্ট সময়কাল বা একবারে প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত ৩০ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি এখনো সেই বিমাপত্রের প্রিমিয়াম দিয়ে চলছেন। কেননা, চুক্তি অনুযায়ী তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের সুবিধা তিনি নিজে ভোগ করতে পারবেন না। তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা স্ত্রী-সন্তানদের বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে বিধায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটি আজীবন বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং তা যথার্থ।
সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে না পারলে বিমা কোম্পানির কাছে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারেন। তখন তার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে যে অংশটুকু বিমা কোম্পানি প্রদান করবে তাই সমর্পণ মূল্য।
উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তাই চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। কিন্তু, বর্তমানে তিনি এ প্রিমিয়াম আর প্রদান করতে পারছেন না। তাই বিমা কর্মকর্তা তাকে এ পলিসি সমর্পণের পরামর্শ দেন।
অর্থাৎ বিমা পলিসি সমর্পণের ফলে তাকে আর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্থ তিনি সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ সমর্পণের ফলে তার ক্ষতির পরিবর্তে লাভই হবে। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তার পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶২১ মি. চমন একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করলে বিমা কর্মকর্তা বললেন, "কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না।" তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. মি. চমন কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট বয়সের ১,০০০ ব্যক্তির মৃত্যু হারকে যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিবর্তে আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।
জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কেননা কারো জীবনহানি ঘটলে বা কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করলে এর প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। এজন্যই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. চমন আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজীবন বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার মূল্য পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. চমন ২৫ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। বর্তমানেও তিনি এ বিমার প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। সাধারণত আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে মি. চমনের গৃহীত বিমাপত্রটির সাথে আজীবন বিমাপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং তা যৌক্তিক।
সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালাতে ব্যর্থ হলে তা মেয়াদের পূর্বে জমা দিলে বিমা কোম্পানি এ মূল্য প্রদান করে।
উদ্দীপকে মি. চমন একটি আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি ২৫ বছর যাবৎ এ বিমা পত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করে আসছেন। বর্তমানে তিন এ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারছেন না। তখন বিমা কর্মকর্তা তাকে কিছু টাকা নিয়ে চলে যেতে বলে।
অর্থাৎ, মি. চমন তার বিমা পলিসিটি সমর্পণ করলে আর প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে না। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের একটি অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মি. চমনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিমা কর্মকর্তার দেয়া সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের বিশ বছর পর তিনি হঠাৎ করেই একদিন মারা যান। পরবর্তীতে তার ছেলে ও মেয়ের বিমা দাবির টাকা আদায় করতে গেলে বিমা কোম্পানি ছেলেকে টাকা না দিয়ে তার মেয়েকে টাকা প্রদান করে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১
খ. বোনাস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. মারজুক কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? মতামত দাও। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি বিমা দাবির টাকা মি. মারজুক সাহেবের ছেলেকে প্রদান না করে তার মেয়েকে প্রদান করার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল বা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং বিমা কোম্পানি, বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে।
জীবন বিমা ব্যবসায়ে মুনাফার একটি অংশ জীবন বিমাপত্র গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই বণ্টনকৃত মুনাফার অংশই বোনাস হিসেবে বিবেচিত। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে এ বোনাস নগদে দেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ বোনাস প্রিমিয়ামের সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. মারজুক আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।
আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল অথবা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের ২০ বছর পর হঠাৎ একদিন তিনি মারা যান। তাই বিমা কোম্পানি তার মেয়েকে বিমার মূল্য পরিশোধ করে। এখানে আজীবন বিমাপত্রের মতোই মি. মারজুক অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মারজুকের বিমাপত্রের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম থাকায় বিমা কোম্পানি ছেলেকে না দিয়ে মেয়েকে বিমা দাবি পরিশোধ করে।
মনোনীত ব্যক্তি বলতে, বিমাগ্রহীতা তার অবর্তমানে বিমাপত্রের দাবিদার হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেন তাকে বোঝায়। কোনো নামের উল্লেখ না থাকলে তার উত্তরাধিকারগণ বিমা দাবি পেয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মি. মারজুক সরকারি চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে বেতনের নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদান করতেন। হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ার পর বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে তা প্রদান করে।
বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করে। এখানে মি. মারজুকের মৃত্যুর পর তার ছেলে ও মেয়ে উভয় বিমা দাবি করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে বিমার অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ বিমাপত্রে মি. মারজুকের অবর্তমানে মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম রয়েছে। এ কারণেই বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে টাকা দেয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মি. রাতুল নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ২ বছরের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। অন্যদিকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে এবং ৫ বছর পর তিনি মারা যান। মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা; নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. জীবন বিমা কী? ১
খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. মি. রাতুল কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. রনির বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা।

খ জীবন বিমায় কারো জীবনহানি হলে বা কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করলে তার ক্ষতি অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।
কারো জীবনহানি কিংবা পঙ্গুত্বের ক্ষতি আর্থিকভাবে পরিমাণ করা সম্ভব নয়। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ব্যক্তিকে কখনই প্রকৃত ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। এজন্য জীবন বিমায় বিমা কোম্পানি সবসময় নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।

গ উদ্দীপকে মি. রাতুল সাময়িক জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত ৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই কেবল বিমার অর্থ তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে মি. রাতুল নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে ২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদপূর্ণ হলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। এখানে মি. রাতুলের গৃহীত বিমাপত্রের মেয়াদ সাময়িক বিমাপত্রের মেয়াদের অনুরূপ। অন্যভাবে বলা যায়, ২ বছরের মধ্যে মি. রাতুল মারা না যাওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করেনি বিধায় এটি অবশ্যই সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. রনির মেয়াদি বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।
মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা মারা না গেলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। বিমা চুক্তির ৫ বছর পর তিনি মারা যান। পরবর্তীতে, মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

https://teachingbd24.com

এখানে, মি. রনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিমা চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ায় বিমা কোম্পানি মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. রনির পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তি আর্থিক সুরক্ষা লাভ করে। আবার মি. রনি যদি মারা না যেতেন তাহলে তাকেই বোনাসসহ সকল অর্থ পরিশোধ করা হতো। অর্থ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ সুবিধাও পেতে পারতেন। তাই বলা যায়, মেয়াদি বিমাপত্রটি বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষা উভয় সুবিধাই প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব পলক এবং জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক দুই বছরের জন্য দেশের বাহিরে যান। তিনি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুই বৎসরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তাঁর সন্তানেরা বিমাদাবি পাবে। অপরদিকে জনাব কবির বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১৫ বছরের জন্য সাত লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিমাপত্রে তিনি জীবিত থাকলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাদাবি পাবেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১

খ. "জীবন বিমা নিশ্চয়তার চুক্তি" –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব পলক এবং জনাব কবিরের গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বয়স ক্রমে প্রতি হাজার লোকের মাঝে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত তালিকা হলো মৃত্যুহার পঞ্জি। এ পঞ্জি অনুসারে জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু জীবনের হানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যজনিত ক্ষতির বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

সাময়িক বিমাপত্র মূলত স্বল্পমেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকার এ বিমার দাবি পেয়ে থাকে। তবে বেঁচে থাকলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ প্রদান করে না।

উদ্দীপকে জনাব পলক একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য দেশের বাইরে যান। যাওয়ার পূর্বে তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে এ বিমাপত্রের আওতায় তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবে। অর্থাৎ একদিকে স্বল্পমেয়াদ এবং অন্যদিকে বিমার বৈশিষ্ট্য পুরোটাই সাময়িক বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, জনাব পলক সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্র যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্র। সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক।

মেয়াদি বিমাপত্র বলতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গৃহীত জীবন বিমাকে বোঝায়। এ বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বোনাসসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়। তবে, বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক ২ বছরের জন্য একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, জনাব কবির ১৫ বছরের জন্য একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি মারা গেলেই কেবল বিমা দাবি তার সন্তানদেরকে অর্থ প্রদান করবে। অন্যদিকে, জনাব কবিরের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা না গেলেও মেয়াদ শেষে বোনাসসহ আসল অর্থ প্রদান করা হবে। আবার, মারা গেলেও তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে বিমা দাবি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের বিমাপত্রে আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগ উভয় সুবিধাই রয়েছে। তাই বলা যায়, সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি বেশি লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যাক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ১২ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে ২,০০,০০০ টাকা বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাপত্র গ্রহণকালে তিনি তার রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা কোম্পানির নিকট বিষয়টি অবিহিত করেন। বিমা কোম্পানি রোগের তথ্য গোপনের বিষয়টি জানতে পেরে বিমা দাবি পরিশোধ অস্বীকৃতি জানায়। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি কী? ১

খ. শস্য বিমার গুরুত্ব লেখো। ২

গ. জনাব রাশেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্তটি কী যৌক্তিক হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণের পর ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি, এ নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে।

খ শস্য বিমা হলো কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা।

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলে সহজে তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। শস্য বিমার মাধ্যমে এরূপ ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করা সম্ভব। চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। ফলে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে শস্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে জনাব রাশেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

মেয়াদি জীবন বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পেয়ে থাকে। আর মারা না গেলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন।

উদ্দীপক জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ২ লক্ষ টাকার একটি বিমাচুক্তি করেন। তিনি ১২ বছরের জন্য এ বিমা চুক্তি করেন। অর্থাৎ ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পাবে। আর বেঁচে থাকলে ১২ বছর পর তিনি নিজেই এ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমার অপরিহার্য নীতি সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা যৌক্তিক হয়েছে।

বিমার ক্ষেত্র বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কের কারণেই একে অন্যের নিকট বিমা চুক্তির বিষয়ে সকল তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য 'রমনা' বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে, বিমার চুক্তিতে তার রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদানে বিমা কোম্পানি অস্বীকৃতি জানায়।
বিমাচুক্তিতে কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। এখানে জনাব রাশেদ তার রোগের বিষয়টি গোপন রেখে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্কের শর্তটি ভঙ্গ করেছে। তাই বিমা কোম্পানি এ চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে। সুতরাং, বিমা কোম্পানির গৃহীত সিদ্ধান্তটি আইনসঙ্গত এবং যৌক্তিক হয়েছে।

•

প্রশ্ন ▶ ২৬ রুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর সাথে মাসিক প্রিমিয়ার প্রদানের বিনিময়ে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. সাময়িক বিমা কী? ১
খ. "জীবন বিমা চুক্তিকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়"-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রুমকি আহমেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সে রুমকি আহমেদকে কী তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়, তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে।

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।
জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব। কিন্তু জীবনের হানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যজনিত কারণে সংঘটিত ক্ষতির বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রুমকী আহমেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।
মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা না গেলে তাকেই বিমার অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে রুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে একটি বিমা চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১২ বছর পর্যন্ত মাসিক প্রিমিয়াম প্রদান করবেন। এ চুক্তি অনুযায়ী ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। সাধারণত, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে বিমার অর্থ মনোনীত ব্যক্তিকে এবং বেঁচে থাকলে তাকে প্রদান করা হয়। এখানে রুমকী আহমেদের বিমার বৈশিষ্ট্য এরূপ হওয়ায় নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিমায় সমর্পণ মূল্য হিসেবে রুমকী আহমেদকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে।
বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো কারণে প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানির নিকট তা সমর্পণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়ামের যে অংশ প্রদান করবে তা সমর্পণ মূল্য হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে রুমকী আহমেদ 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট হতে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন। তিনি প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন।
সমর্পণ মূল্য সাধারণত মেয়াদি ও আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে, রুমকী আহমেদের গৃহীত বিমাপত্রটি মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাবার অধিকারী। আবার সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়ামের টাকা পরিশাধ করতে হয়। এখানে, রুমকী আহমেদ ৬ বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। তাই বলা যায়, সকল শর্ত পূরণ করায় 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স অবশ্যই তাকে সমর্পণ মূল্য হিসেবে এ বিমা দাবি প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আসাদ নিজের ও তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিন মাসে দুই জনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১
খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমাপত্র বলে।

খ মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে সমর্পন মূল্য বলে।
উদাহরণস্বরূপ, জনাব রাফিন একটি বিমা কোম্পানিতে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১০ বছর পর্যন্ত কিস্তি প্রদান করবেন। ৬টি কিস্তি প্রদানের পর কোনো কারণে তিনি বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তিনি এ পলিসি বিমা কোম্পানির নিকট ফেরত দেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি তার প্রদত্ত কিস্তির যে অংশ ফেরত দিবে সেটিই হলো সমর্পন মূল্য।

গ উদ্দীপকে মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি অনুসৃত হয়েছে।
বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বৈধ অধিকার ও আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।
উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার বিমাপত্র খুলেছেন। এখানে, তার স্ত্রীর অসুখে বা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হলে স্বামী আসাদের আর্থিকভাবে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর মি. আসাদের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ কারণেই তিনি স্ত্রীর নামে জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া যৌক্তিক।
বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো বিমাগ্রহীতার পেশা। সাধারণত, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের জীবন বিমা পলিসিতে প্রিমিয়াম অধিক হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী মিসেস আসাদ একজন বৈমানিক। মি. আসাদের বয়স ৪০ বছর বং তার স্ত্রীর বয়স.৩৭ বছর। তবে, মি. আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ১৭,০০০ টাকা এবং তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ২০,০০০ টাকা।

https://teachingbd24.com

এখানে, মিসেস আসাদের বয়স মি. আসাদের চেয়ে কম। তবে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের হার বেশি। কেননা, মিসেস আসাদের বৈমানিক পেশাটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও বেশি থাকে। তাই এখানে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি হওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে জনাব হাবিব একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই বিমা দাবি পরিশোধ করা হবে। অন্যদিকে জনাব লাবিব একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন যা মেয়াদের মধ্যে জনাব লাবিব মারা গেলে তার স্ত্রীকে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তাকেই বিমাকৃত অর্থ বোনাসসহ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কী? ১

খ. কোন নীতির ভিত্তিতে স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব হাবিবের বিমা পলিসি মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব লাবিবের বিমা পত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে"-উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির ভিত্তিতেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা তার অসুস্থতাজনিত কারণে স্বামীর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। এ স্বার্থের কারণেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর এবং স্ত্রী তার স্বামীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসিটি হলো বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র।

বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমা দাবির অর্থ লাভ করে। আর যদি বিমাগ্রহীতা মারা যায় তবে তার উত্তরাধিকারী কোনো অর্থ পায় না। উদ্দীপকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে জনাব হাবিব একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার বিমা পলিসির মেয়াদ ৫ বছর এবং এর প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম। তবে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করবে। অর্থাৎ জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে শুধু বিমাগ্রহীতাকে অর্থ পরিশোধ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব লাবিবের গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে।

সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা যদি মারা যায় তাহলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদের বিমার অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব লাবিব ২০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী, মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তাকে বোনাসসহ অর্থ পরিশোধ করা হবে। তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এরূপ বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা উভয় সুবিধাই পাচ্ছেন। কেননা, ২০ বছর মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পাবে। তাই তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা এ বিমার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট সময় পর বোনাসসহ আসল অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তিনি এ বিমা পলিসির মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধাও পাচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আজাদ নিজের ও তার স্ত্রী নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিন মাসে দুইজনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ২

গ. মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতিকে অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমা বলে।

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে অনুমান করার জন্য প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা।

এ তালিকায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি হাজারের মৃত ব্যক্তির সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বয়সে মৃত্যুহার বেশি বা কোন বয়সে মৃত্যু হার কম তা এ তালিকা হতে জানা যায়। আর জীবন বিমায় বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। তাই মৃত্যু ঝুঁকি বিবেচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এ স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। জীবন বিমার ক্ষেত্রে স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এ স্বার্থ রয়েছে।

উদ্দীপকে মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র খুলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা অসুস্থতাজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে স্বামী ও তার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ স্বার্থের কারণেই তিনি তার স্ত্রীর নামে বিমাপত্র খুলতে পেরেছেন। সুতরাং এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

ঘ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকায় মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়াটা যৌক্তিক।

বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বেশি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. আজাদ নিজের এবং তার স্ত্রীর জন্য দুটি বিমা পলিসি করেন। মি. আজাদের বয়স ৪০ এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তবে তার নিজের পলিসির প্রিমিয়ামের চাইতে তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত পলিসির প্রিমিয়াম বেশি।

এখানে, তার স্ত্রী অর্থাৎ মিসেস আজাদ পেশায় একজন বৈমানিক। এ পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনায় জীবনহানির সম্ভাবনা বেশি। আর এ কারণেই মিসেস আজাদের জন্য গৃহীত বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের হার বেশি এবং তা যৌক্তিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩০ জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ ও লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমানপত্র গ্রহণ করেন। ২টি কিস্তি পরিশোধের পর জনাব কবিরের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১

খ. কোন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব কবির কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কবিরের স্ত্রী কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিত ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একটি সারণী।

খ জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা। কোনো মানুষের মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ আর্থিক দুর্দশার শিকার হয়। জীবন বিমা এ আর্থিক দুর্দশা লাঘব করে। কেননা, জীবন বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বা অসুস্থতায় বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তার পরিবারকে বা তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। তাই বলা যায়, জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে জনাব কবির মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মেয়াদি বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমার দাবি পেয়ে থাকেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিমাচুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছর পর তিনি এ বিমাপত্রের অর্থ পাবেন। আর যদি মারা যান, তাহলে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা এ অর্থ পাবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্য মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জীবন বিমাচুক্তি অনুযায়ী জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

জীবন বিমা হলো আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি। পরিবারের উপার্জনকারীদের মৃত্যুতে নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমাচুক্তি করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব কবির নিজ নামে ১৫ বছরের একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুটি কিস্তি প্রদানের পর তিনি মারা যান। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে।

পরিবারের কোনো সদস্যদের মৃত্যুতে অন্য সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এখানে জনাব কবিরের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা। অর্থাৎ তার স্ত্রী ও সন্তানেরাই বিমার অর্থ পাওয়ার দাবিদার। আবার মাত্র ২টি কিস্তি প্রদান করলেও বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ায় বিমা কোম্পানি অবশ্যই বিমা দাবি প্রদানে বাধ্য। সুতরাং, জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶৩১ শরীফ একজন ব্যাংকার। তাঁর অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানির সঙ্গে নিজের নামে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এই বিমাচুক্তি করেন। অন্যদিকে, জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

খ. দ্বৈত বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শরীফ নিজের নামে কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাচুক্তিটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়'- তোমার মতামত দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত সেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

সহায়ক তথ্য

বিমাপত্রের সমর্পণ বলতে চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদের পূর্বেই বিমা পলিসি ফেরত দানকে বোঝায়।

খ কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে দ্বৈত বিমা বলে।

উদাহরণস্বরূপ, ১০০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ একক কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে ঐ জাহাজের সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানিকে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এ দাবি পূরণ করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একক কোম্পানির পরিবর্তে একাধিক কোম্পানির নিকট ভাগ ভাগ করে বিমা করা যায়। এরূপ ভাগ ভাগ করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমা করাকেই দ্বৈত বিমা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শরীফ নিজের নামে আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। পরবর্তীতে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমা কোম্পানি রিমা দাবি পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে জনাব শরীফ একজন ব্যাংকার। তার অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানি থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। মূলত তার অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এ বিমাচুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি এমন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন, যেখানে তার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে বিমার অর্থ প্রদান করা হবে। সাধারণত, আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, এখানে শরীফ আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাচুক্তিটি হলো সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র এবং এটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।

এরূপ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। আর মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

এখানে জনাব সালমান জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাই তার মৃত্যুতে বিমাচুক্তি অনুযায়ী তার পরিবারকে আর্থিক প্রতিদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রটি আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আবার, জনাব সালমান যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে শুধু জমাকৃত অর্থ নয়, তিনি বোনাসসহ জমাকৃত অর্থ পেতেন। তাই বলা যায়, এরূপ বিমাপত্র একদিকে বিনিয়োগ এবং অন্যদিকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছে।

প্রশ্ন ▶৩২ মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমা চুক্তির সময় বিমা কোম্পানি তাকে বলেন উক্ত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমা দাবির টাকা পাবেন এবং ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যু না হলে তিনি নিজে টাকা পাবেন। এমনকি ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলেও তার মনোনীত ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

https://teachingbd24.com

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. বিমা কীভাবে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন তা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. 'X' যে বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য হলো প্রিমিয়াম।

খ বিপদের মুহূর্তে আর্থিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়।
যেকোনো সময় মানুষের ব্যক্তি জীবনে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুতে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরূপ বিপদে অনেকে সান্ত্বনা প্রদান করলেও বস্তুতপক্ষে বিমা প্রতিষ্ঠানই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। কেননা, এরূপ ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এভাবে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকে 'X' যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন তা হলো মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি।
মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি বলতে এমন বিমা চুক্তিকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে তাকেই বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। তার এরূপ বিমাপত্রে বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবির টাকা পরিশোধ করা হবে। এ সময়ের মধ্যে তিনি মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. 'X' এর গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মি. 'X' নিঃসন্দেহে মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'X' যে মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তা পুরোপুরি যৌক্তিক।
মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত মূল্য পরিশোধ করা হয়। কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ মূল্য পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, ১০ বছর পর তাকে এই ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। তবে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করায় মি. 'X' একদিকে আর্থিক সুরক্ষা এবং অন্যদিকে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে তার পরিবার আর্থিক প্রতিদান স্বরূপ ২০ লক্ষ টাকা পাবে। আবার, তিনি বেঁচে থাকলে ১০ বছর পর বোনাসসহ তার বিমার অর্থ ফেরত পাবেন। অর্থাৎ আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. অমিত বিমানের পাইলট। তিনি দু'বছরের জন্য জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কম। মারা গেলেই শুধু তার নমিনী অর্থ পাবেন। অন্যদিকে মি. মিলন এমন পলিসি খুলেছেন যাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি অথবা না মারা গেলে তিনি নিজেই তার মেয়াদ পূর্তিতে পুরো টাকা পাবেন। এতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি। কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিতে হবে। তিনি ভাবছেন এতে আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাওয়া যাবে।
[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
খ. মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মি. অমিত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মি. মিলন আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন —এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

খ মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে গোষ্ঠী বিমা করে।
গোষ্ঠী বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়ে থাকে। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়। মূলত কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তা করে নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে।

গ উদ্দীপকে মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণ স্বল্পমেয়াদি হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তিনি বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে মি. অমিত একজন পাইলট। তিনি ২ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এতে প্রিমিয়ামের হারও কম। তিনি এমন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন যেখানে শুধু মারা গেলেই তার নমিনী অর্থ পাবেন। সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কম হয় এবং বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মিলন মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন, যেখানে তিনি আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন।
মেয়াদি জীবন বিমাপত্র বলতে এমন বিমাপত্রকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. মিলন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমার মূল্য পরিশোধ করা হবে। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন।
এরূপ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. মিলন তার পরিবারের জন্য আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কেননা তার মৃত্যুতে পরিবার যেন অর্থকষ্টে না থাকে, সেই জন্য বিমা কোম্পানি বিমার মূল্য তার পরিবারকে পরিশোধ করবে। অন্যদিকে, তিনি বেঁচে থাকলে এ বিমা পলিসি তার জন্য বিনিয়োগ স্বরূপ। কেননা, মেয়াদ শেষে তার প্রদত্ত সকল প্রিমিয়ামের সাথে বোনাসও প্রদান করা হবে। তাই বলা যায়, মি. মিলন এতে আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলে? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

https://teachingbd24.com

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দুর্ঘটনার কারণে তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি হলে দায় বিমা চুক্তির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সহায়ক তথ্য

কারখানায় কোনো দুর্ঘটনায়, শ্রমিকগণ আহত হলে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে কারখানার মালিক এরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমাচুক্তি করলে তা দায় বিমা হিসেবে গণ্য হবে।

খ নৈতিক ঝুঁকি বিমা পলিসিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

মানব সৃষ্ট ঝুঁকিই মূলত নৈতিক ঝুঁকি। প্রাকৃতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে নানা বিষয় বিবেচনা করে ঝুঁকি অনুমান করা যায়। তবে নৈতিক ঝুঁকি অনুমান করা অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পরে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ দাবি মূলত নৈতিক ঝুঁকির দ্বারা সৃষ্টি। তাই সম্পত্তির ক্ষতিতে নৈতিক ঝুঁকির প্রমাণ মিললে বিমা পলিসি অকার্যকর হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমা গ্রহণ করেন।

দ্বৈত বিমায় একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। এ ধরনের বিমা সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পদের ক্ষেত্রে করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব একটি মেশিন ক্রয় করেন। জনাব রিফাত মেশিনটির আর্থিক ঝুঁকি নিরসনে এর বিমা করেন। তবে তিনি মেশিনটি দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। অর্থাৎ জনাব রিফাত একই বিষয়বস্তুর জন্য দুটি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এটি দ্বৈত বিমাপত্রের সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে মেশিনটির ক্ষতিতে উভয় বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে।

ঘ উদ্দীপকে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

অধিক মূল্যমানের সম্পদ একটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বৈত বিমার ক্ষেত্রে একটি অধিক মূল্যের সম্পত্তির জন্য কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রিফাত একটি মেশিন ক্রয় করেন। তবে মেশিনের মূল্য অধিক হওয়ায় তিনি দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। এক্ষেত্রে, মেশিনের জন্য একাধিক বিমাপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে নিশ্চিত ক্ষতিপূরণ আদায়।

অধিক মূল্যবান সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতির বিমাকৃত মূল্যও অধিক হয়। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি তা পরিশোধে অক্ষম হতে পারে। তাই একটি সম্পত্তির জন্য একাধিক বিমাকারী প্রতিষ্ঠানে বিমা করলে ক্ষতিপূরণ আদায়ে অধিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সুতরাং, মূল্যবান সম্পত্তির আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় দ্বৈত বিমা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবেন। অপরদিকে জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন; সেখানে তিনি মারা না গেলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমা দাবি করেন। */ভোলা সরকারি কলেজ/*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১

খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব X গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব X এবং জনাব Y গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স সীমায় নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতি হাজারে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত তালিকাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ পুনর্বিমা বলতে পুনরায় বিমা করাকে বোঝায়।

এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির সম্পূর্ণ বা আংশিক নতুন কোনো বিমাকারীর নিকট অর্পণ করে। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি নিজেই বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয় ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন বা অধিক মূল্যের বিমা পলিসি পুনর্বিমা করে ঝুঁকি বণ্টন করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাময়িক বিমাপত্র।

সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে, জনাব X একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পেয়ে থাকে। এখানেও, জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য এরূপ হওয়ায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে জনাব X -এর গৃহীত সাময়িক বিমাপত্র এবং জনাব Y-এর গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটিই অধিক লাভজনক।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব X তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জনাব Y ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে উক্ত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তিনি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জনাব Y সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

এখানে, জনাব X-এর মৃত্যু না হলে তিনি বিমা দাবি হিসেবে কোনো অর্থ পাবেন না। অন্যদিকে জনাব Y মেয়াদ শেষে বিমা দাবি পাবেন। আবার, উভয় বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকারীর মৃত্যু হলে তাদের মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জনাব Y-এর গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র অধিক সুবিধা প্রদান করে বিধায় এটিই বেশি লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব ইমন একজন চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. থেকে ১৫ বছরের একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত অর্ধবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের কারণে পারিবারিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। এক্ষেত্রে জনাব ইমন বিমা পলিসি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন। */ঢাকা কমার্স কলেজ/*

ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১

খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমন কোন ধরনের জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনাব ইমন কি আর্থিক সুবিধা পাবেন বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বার্ষিক বৃত্তি বলে।

খ জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি।
এক্ষেত্রে মানুষের জীবনের ওপর ভিত্তি করেই বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু হলে তার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিকভাবে নিরূপণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব ইমন মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অথবা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব ইমন একজন চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছরের জন্য এ বিমা পলিসিটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১৫ বছর পর তাকে বিমাপত্রে উল্লিখিত মূল্য পরিশোধ করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনাব ইমন আর্থিক সুবিধা হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন।
সমর্পণ মূল্য হলো পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় বিমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হয়। তবে বিমা পলিসি গ্রহণের পর কমপক্ষে ২ বছর কিস্তির টাকা পরিশোধিত হলেই এ সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব ইমন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই তিনি বিষয়টি বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন।
এখানে জনাব ইমন ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত কিস্তি প্রদান করায় তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। কেননা, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে অসমর্থ হলো এবং বিমাপত্র জমা দিলে বিমা কোম্পানির সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে। এখানে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার সকল শর্তই তিনি পূরণ করেছেন। তাই জনাব ইমন তার বিমা পলিসির আর্থিক সুবিধা স্বরূপ সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়: সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভা চলছে। বাংলাদেশের সকল বিমা কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন, তাদের বিমাখাতে সব থেকে বড় সমস্যা সঠিক ভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করতে পারা। এই সমস্যার কারণে তাদের ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক ও সময় উপযোগী মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহারের বিকল্প নেই। অন্যদিকে, সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তাগণ জানালেন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে তাদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বৃদ্ধিতেই সহায়তা করে না বরং অদৃশ্য রপ্তানিও বৃদ্ধি করে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১
খ. কোন মোটর বিমার প্রিমিয়াম হার সর্বাধিক –আলোচনা করো। ২
গ. মৃত্যুহার বলতে কী বোঝ? তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অদৃশ্য রপ্তানি কীভাবে বৃদ্ধি পায় –আলোচনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ সার্বিক মোটর বিমার প্রিমিয়ামের হার সর্বাধিক।
সার্বিক মোটর বিমার অধীনে অনেকগুলো মোটর ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ির দুর্ঘটনায় বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা জখমের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া চুরি ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও করা হয়। অর্থাৎ একটি বিমার আওতায় অনেকগুলো ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ বিমায় প্রিমিয়াম হার বেশি হয়।

গ একটি নির্দিষ্ট বয়সে কতজন লোক মারা যায় তার সংখ্যা হলো মৃত্যুহার এবং জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ।
অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ মৃত্যুহার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ মৃত্যুহার সংবলিত তালিকা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।
উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় : সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভার কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন যে, জীবন বিমা খাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সঠিকভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করতে পারা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের ঝুঁকি বা মৃত্যু ঝুঁকি নিরূপণ করাই এ বিমার প্রধান সমস্যা। মৃত্যুহার পঞ্জিতে কোনো বয়সে প্রতি হাজারে কতজন মারা যেতে পারে তার সম্ভাব্য সংখ্যার উল্লেখ থাকে। যা ব্যবহার করে অধিক ঝুঁকি ও কম ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যায়।

ঘ বিমা ব্যবসায় বিশেষত নৌ বিমা দেশের অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
মানব জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হলো বিমা। বিমা মানুষের ব্যক্তি জীবনে, ব্যবসায় সম্প্রসারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভার কথা বলা হয়েছে। এখানে সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিমার ভূমিকার কথা বলেছেন। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বাড়াতেই সহায়তা করে না, বরং অদৃশ্য রপ্তানিও বাড়ায়।
আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণত নৌ বিমা প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। দেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমা খরচও পণ্য মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিমার কারণে অধিক পণ্য মূল্য পাওয়া যায়, যা রপ্তানির আয় বাড়ায়। অর্থাৎ বিমা অদৃশ্যভাবে মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। তার মৃত্যুতে কী হবে এ নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকেন। তিনি মনে করছেন, বিমা পলিসি খুলবেন। এতে তিনি প্রিমিয়াম জমা দিতে থাকবেন। বাঁচলেও টাকা পাবেন। আর এর মধ্যে মারা গেলে স্ত্রী পাবে। তার এক বন্ধু বললো, তোমাকে এখানে অনেক প্রিমিয়াম দিতে হবে। তুমি যেহেতু মৃত্যু ঝুঁকির বিপক্ষে প্রতিরক্ষা চাও তাই এমন বিমাপত্র খোলো যাতে খুব কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুঁকি বিমা করতে পারবে। তবে এটা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
খ. দ্বৈত বিমা কীভাবে ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়? ২
গ. উদ্দীপকের মি. আহমেদ প্রথমে কোন ধরনের পলিসি খুলতে চেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বন্ধুর পরামর্শ মি. আহমদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ –এ বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো নির্দিষ্ট বয়সের মানুষের প্রতি হাজারে মৃত্যুর সম্ভাব্য একটি তালিকা।

খ একাধিক বিমা কোম্পানিতে ঝুঁকি বণ্টন করার মাধ্যমে দ্বৈত বিমা ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়।

https://teachingbd24.com

দ্বৈত বিমা বলতে একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করাকে বুঝায়। অধিক মূল্যমানের কোনো বিষয়বস্তু একটি কোম্পানিতে বিমা করা হলে ঝুঁকি বেশি হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে ঐ বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দ্বৈত বিমায় সকল কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করায় এরূপ ঝুঁকি কম। তাই ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে দ্বৈত বিমা অধিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি খুলতে চেয়েছিলেন।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমার অর্থ পায়। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পান।

উদ্দীপকে মি. আহমদ চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। মি. আহমদ তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। তাই তিনি একটি বিমা পলিসি খোলার সিদ্ধান্ত নেন। বিমার শর্তানুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমার অর্থ তার স্ত্রী পাবে। আর তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে নিজেই এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. আহমদের বন্ধু সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দিয়েছে, যা তার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাময়িক বিমাপত্র হলো এরূপ বিমাপত্র যেখানে বিমাগ্রহীতা কেবল মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে এক্ষেত্রে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন। তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকেন। তাই তিনি প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার বন্ধু এমন একটি বিমা পলিসির কথা বলে যেখানে কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুঁকি বিমা করা যায়।

অর্থাৎ তার বন্ধু তাকে সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দেয়। মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন বিধায় তার আয়ও কম। তাই মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে অধিক প্রিমিয়াম পরিশোধ তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে সাময়িক বিমাপত্রের অল্প প্রিমিয়াম তিনি সহজেই প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া সাময়িক বিমাপত্র মেয়াদি বিমাপত্রের মতো মৃত্যু ঝুঁকি গ্রহণ করে। ফলে মি. আহমদ অল্প ব্যয়ে এবং স্বাচ্ছন্দ্যভাবে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন। তাই বলা যায়, তার বন্ধুর পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ মোস্তফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রপণ্য। তাই তিনি ১২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র খোলেন তার জীবনের ওপর ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে। সম্প্রতি তিনিসহ তার দুই বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পণ্য আনার জন্য কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবেছেন।

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. গোষ্ঠী বিমা কাকে বলে? ১

খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি এবং কেন? ২

গ. মোস্তফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর কোন ধরনের বিমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অংশীদারি ব্যবসায় হওয়ায় মোস্তফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণস্বরূপ, একই স্থানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য গৃহীত বিমাপত্র হলো গোষ্ঠী বিমা।

খ জীবন বিমায় আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। জীবন বিমার ক্ষেত্রে কারো জীবনহানি বা পঙ্গুত্বের কারণে ক্ষতি হলে তার প্রকৃত আর্থিক ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কেউ মারা গেলে বা পঙ্গুত্ব বরণ করলে এ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মোস্তফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন।

মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বা এ সময়ে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোস্তফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য। তাই তিনি ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা পলিসি খোলেন। তিনি এ বিমা পলিসি তার জীবনের ওপরই করেছেন। তাই ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে ডেল্টা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। আর যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে ১২ বছর পর তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমার বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মোস্তফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য জীবন বিমার যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

যৌথ বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনের বিমা করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বিমা পলিসিকে বহুজীবন বা যৌথ জীবন বিমাপত্রও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোস্তফা সাহেব এবং তার দুই বন্ধু মিলে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পণ্য আনার জন্য তাদের কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। তাই তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবছেন।

এখানে মোস্তফা সাহেব সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা চুক্তি করতে পারেন। কেননা, এ বিমাপত্রের মাধ্যমেই তিনি তার নিজের জীবন ও আরো দুই অংশীদারের জীবনের ঝুঁকি একটি বিমা পলিসির আওতায় করতে পারবেন। এতে কেউ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কারো জীবনহানি ঘটলে বিমা কোম্পানি অন্য অংশীদারদের আর্থিক প্রতিদান প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মোস্তফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা পত্র খুলেছেন। বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ ৩,৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানি কর্তৃক ধার্যকৃত প্রিমিয়ামের পরিমাণ হলো ৩,০০০, ৪,০০০, ৫,০০০, ৭,০০০, ৮,০০০, ৯,০০০, ৯,৫০০ ও ১০,০০০ টাকা।

[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. বিমাগ্রহীতার সংখ্যা ভিত্তিক বিমাপত্র কয় ধরনের হয়? ১

খ. বিমার কোন অপরিহার্য শর্তটি আর্থিক হতে হবে? ২

গ. জাবেদ কোন ধরনের বিমাপত্রের আওতায় আসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমকিস্তি পরিকল্পনায় জাবেদের বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ কত হবে? নিরূপণ করো? ৪

https://teachingbd24.com

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার সংখ্যার ভিত্তিতে বিমাপত্র দুই প্রকার।

সহায়ক তথ্য

যথা: ১. একক জীবন বিমাপত্র ২. বহুজীবন বিমাপত্র।

খ বিমার অপরিহার্য আর্থিক শর্তটি হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ।

বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা যদি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ধরে নেয়া হয় উক্ত বিষয়ে বিমাযোগ্য স্বার্থ জড়িত। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

সহায়ক তথ্য

জেবিনের বাড়ি আগুনে পুড়ে গেলে নোভেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে জেবিন। তাই বাড়িটিতে জেবিনের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। নোভেরার বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ কারণে বাড়িটি জেবিনই বিমা করার অধিকার রাখে।

গ জাবেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের আওতায় আসবে।

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র করা হয়। এ বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয় বরং নিশ্চয়তার চুক্তি।

উদ্দীপকে ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের বিমাপত্র হলো মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। এ বিমাপত্রের উল্লেখ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে। আর বেঁচে থাকলে মেয়াদ পূর্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত অর্থ পায়। উদ্দীপকে জাবেদ যে বিমাপত্রটি করেছেন তার মেয়াদ ও বিমাকৃত অঙ্ক নির্দিষ্ট। তাই এটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র।

ঘ সমকিস্তি পরিকল্পনায় জাবেদের বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ নির্ণয়:

আমরা জানি,

$$\text{সমকিস্তিতে বাৎসরিক কিস্তি} = \frac{\text{মোট পরিশোধিতকৃত কিস্তির পরিমাণ}}{\text{বিমার মেয়াদকাল}}$$

এখানে, মোট পরিশোধিত কিস্তির পরিমাণ হবে প্রতি বছর পরিশোধিত কিস্তির যোগফল।

বিমার মেয়াদ = ৮ বছর

$\therefore$ সমকিস্তিতে বাৎসরিক কিস্তি =

$$\frac{৩,০০০ + ৪,০০০ + ৫,০০০ + ৭,০০০ + ৮,০০০ + ৯,০০০ + ৯,৫০০ + ১০,০০০}{৮}$$

$$= \frac{৫৫,৫০০}{৮}$$

= ৬,৯৩৭.৫০ টাকা

অর্থাৎ সমকিস্তি পরিকল্পনার বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ হবে ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।

উত্তর : ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৪১ গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালের শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হলে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিলেন। নিহতের পরিবার স্বজনদের ফিরে না পেলেও বিমার অর্থ পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে।

[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

ক. বোনাস কী? ১

খ. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের আরোহীদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না'। বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে।

খ নির্দিষ্ট বয়স সীমায় প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত সারণীকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

অর্থাৎ কোন বয়স সীমায় মৃত্যু হারের সংখ্যা কেমন কিংবা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা সারণী থেকে জানা যায়। সাধারণত অধিক বয়স সীমায় মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই অধিক বয়স সীমার লোকদের জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামও বেশি হয়ে থাকে। বিমা কোম্পানির বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ মৃত্যুহার পঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস আরোহীদের জন্য যৌথ বিমা করেছিল।

যৌথ বিমা পলিসিতে একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি একই সাথে একাধিক জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস হলো একটি রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা। ২০১৬ সালে এ সংস্থার একটি বিমান প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হয়। এতে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। তবে বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিল। অর্থাৎ বিমান সংস্থাটি এরূপ বিমা পলিসি নিয়েছে যেখানে একটি বিমার আওতায় সকলের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বলা যায়, বিমান সংস্থাটি যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে "প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না" –উক্তিটি যৌক্তিক।

ব্যক্তিগত বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কেননা, ব্যক্তিগত বিমা ছাড়া অন্য সকল বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালে বিধ্বস্ত হয়। এতে সকল যাত্রী ও কেবিন ক্রুসহ সবাই নিহত হয়েছে। তবে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।

এখানে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ঝুঁকিই একটি জীবন বিমা পলিসিতে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের জীবনের আর্থিক ক্ষতি কখনই নিরূপনযোগ্য নয়। তাই বিমা কোম্পানি কখনই এসকল জীবনহানির ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করতে পারবে না। বরং, বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তির পরিবর্তে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা যায়।

Teachingbd24.com

ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা

অধ্যায়-১১ : জীবন বিমা

২৭০. কোন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বার্ধক্যে ও দুর্ঘটনা জনিত শারীরিক অক্ষমতায় আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত হয়? (জ্ঞান)
ক নৌ বিমা খ অগ্নিবিমা
গ জীবন বিমা ঘ দুর্ঘটনা বিমা **গ**

২৭১. বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরনো জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান)
ক ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি
খ ডাক জীবন
গ Met Life ALICO
ঘ জীবন বিমা কর্পোরেশন **গ**

২৭২. বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবি কাকে পরিশোধ করা হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক বিমাযোগ্য স্বার্থ খ নির্বাচন
গ মনোনয়ন ঘ নিশ্চয়তা প্রদান **গ**

২৭৩. কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয়? (অনুধাবন)
ক মেয়াদি খ সাময়িক
গ আজীবন ঘ গ্রুপ **ক**

২৭৪. একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির বিমা করা হয় কোন বিমাপত্রে? (জ্ঞান)
ক মেয়াদি বিমাপত্রে খ আজীবন বিমাপত্রে
গ যৌথ বিমাপত্রে ঘ গোষ্ঠী বিমাপত্রে **গ**

২৭৫. জনাব কাদের তার গার্মেন্টিসের কর্মীদের সবার জন্য এক সঙ্গে একটি বিমা করলেন। তার করা বিমাটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক যৌথ বিমা খ সাময়িক বিমা
গ গোষ্ঠী বিমা ঘ মেয়াদি বিমা **গ**

২৭৬. জীবন বিমা চুক্তিতে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি? (অনুধাবন)
ক প্রতিদান খ চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস
গ বিমাযোগ্য স্বার্থ ঘ সমর্পণ মূল্য **গ**

২৭৭. বিমাপত্রের মূল্য ও বিমাপত্রের মেয়াদ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় কোন ধাপে? (জ্ঞান)
ক প্রস্তাব নির্বাচন খ প্রস্তাব পর্যালোচনা
গ প্রস্তাব গ্রহণ ঘ প্রস্তাব প্রদান **খ**

২৭৮. বিমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলেই কেবল যে বিমা দাবি পূরণ করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক মেয়াদি বিমা খ আজীবন বিমা
গ জীবন বিমা ঘ শস্য বিমা **খ**

২৭৯. বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণপত্র হিসেবে কোনটি দাখিল করা যায়? (জ্ঞান)
ক বিমাগ্রহীতার বার্থ সার্টিফিকেট
খ বিমাগ্রহীতার পরিচয়, নাম ও ঠিকানা
গ ডাক্তার হতে সংগৃহীত মৃত্যু সনদপত্র
ঘ বিমাগ্রহীতার জীবন বৃত্তান্ত **গ**

২৮০. সাধারণত বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোনটি প্রদান করে? (জ্ঞান)
ক চাঁদা খ বিমাদাবি
গ প্রিমিয়াম ঘ কিস্তি **গ**

২৮১. বিমাকারী কর্তৃক অন্যের ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্যকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক বৃত্তি খ প্রিমিয়াম
গ মুনাফা ঘ বোনাস **খ**

২৮২. বিমার ক্ষেত্রে বোনাস কী? (জ্ঞান)
ক বিমার অর্জিত মুনাফা
খ বিমার লভ্যাংশের অংশ
গ বিমার মূল্য
ঘ প্রাপ্য বেতনের অধিক অর্থ **খ**

২৮৩. সমর্পণ মূল্য কী? (জ্ঞান)
ক বিমা পলিসির মূল্য
খ বিমাপত্র ইস্যুর মূল্য
গ বিমাপত্র সমর্পণের মূল্য
ঘ বিমাপত্রের অগ্রিম মূল্য **গ**

২৮৪. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? (জ্ঞান)
ক বাৎসরিক মৃত্যুর সম্ভাবনার বিবরণী
খ বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যার বিবরণী
গ অতীত তথ্যের আলোকে, ভবিষ্যৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা সম্পর্কিত বিবরণী
ঘ বার্ষিক মৃত্যুর ঝুঁকির তালিকা **খ**

২৮৫. সমর্পণ মূল্যের বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)
ক সমর্পণ মূল্য বিমা দাবির ওপর নির্ভর করে
খ সমর্পণ মূল্য বিমা চুক্তির মেয়াদ শেষে দেয়া হয়
গ সমর্পণ মূল্য মেয়াদি ও আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে দেয়া হয়
ঘ সমর্পণ মূল্য প্রতিমাসে দেয়া হয় **গ**

২৮৬. জীবন বিমার উদ্দেশ্য হলো — (অনুধাবন)
i. আর্থিক নিশ্চয়তার বিধান
ii. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস
iii. ক্ষতিপূরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

http://teachingbd.com

২৮৭. জীবন বিমায় বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় — (অনুধাবন)

i. বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে
ii. নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে
iii. বিমাকারীর অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

২৮৮. বিমা দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন — (অনুধাবন)

i. বিমাগ্রহীতার বয়সের প্রমাণপত্র
ii. বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর প্রমাণপত্র
iii. বিমাগ্রহীতার পারিবারিক তথ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

২৮৯. মেয়াদি বিমাপত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় — (অনুধাবন)

i. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে
ii. মেয়াদের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে
iii. জীবিতাবস্থায় মেয়াদকাল পূর্ণ হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

২৯০. জীবন বিমায় প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে — (অনুধাবন)

i. বিমাকৃত ব্যক্তির বয়স
ii. বিমাকৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা
iii. বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২৯১. সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয় — (অনুধাবন)

i. সাময়িক বিমাপত্রের জন্য
ii. আজীবন বিমাপত্রের জন্য
iii. মেয়াদি বিমাপত্রের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. রোকন বিমা করতে 'সানশাইন' কোম্পানিতে গেলেন। বিমা প্রতিষ্ঠান মি. রোকনের ডাক্তারি পরীক্ষার পর তার বয়স প্রমাণ করতে বললেন এবং তার জাতীয় সনদপত্র চাইলেন। মি. রোকনের কাছে জাতীয় সনদপত্র না থাকায় তিনি বিমা চুক্তির উক্ত কার্য প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারলেন না।

২৯২. বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে মি. রোকনের কোনটি প্রয়োজন? (প্রয়োগ)

ক পেশাগত সার্টিফিকেট
খ বার্থ সার্টিফিকেট
গ পরিবারবর্গের নাম
ঘ ব্যক্তিগত ডাক্তারের প্রতিবেদন

খ

২৯৩. মি. রোকনের কাছে জাতীয় সনদপত্র না থাকায় তিনি কীসের মাধ্যমে বয়স প্রমাণ করতে পারতেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক শিক্ষা সনদপত্র খ পারিবারিক তথ্য
গ ডাক্তারি প্রতিবেদন ঘ পেশাগত সার্টিফিকেট

ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯৪ ও ২৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. লতিফ জীবিত অবস্থায় একটি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু তিনি বিমা দাবি প্রাপ্তির জন্য কাউকে মনোনীত করেন নি। তার মৃত্যুতে তার পুত্র জসিম বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি উপস্থাপন করলো।

২৯৪. জসিমকে বিমা দাবি উপস্থাপনের জন্য কী করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান
খ উত্তরাধিকারী প্রমাণ
গ ফরম পূরণ
ঘ আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা নেয়া

খ

২৯৫. উত্তরাধিকারী প্রমাণের জন্য জসিম কী দাখিল করতে পারেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক শিক্ষা সনদপত্র খ পাসপোর্ট
গ জেলা জজ হতে সংগৃহীত উত্তরাধিকারী সনদপত্র
ঘ বার্থ সার্টিফিকেট

গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯৬ ও ২৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. সুজা এবং মি. রবি দুই বন্ধু। মি. রবি ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। দু'বন্ধু একটি বিমা কোম্পানি হতে ৮ বছর মেয়াদি একটি বিমা করলেন। সবকিছু এক রকম হওয়া সত্ত্বেও বিমা কোম্পানি দু'জনের জন্য দু'রকম প্রিমিয়ামের হার নির্ণয় করলেন।

২৯৬. উক্ত ক্ষেত্রে জীবন বিমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের ঝুঁকি কোনটি? (প্রয়োগ)

ক বিমাগ্রহীতার জন্মস্থান
খ বিমাগ্রহীতার বয়স
গ বিমাগ্রহীতার মানসিক সমস্যা
ঘ বিমাগ্রহীতা যদি অপরাধী হয়

খ

২৯৭. মি. সুজা এবং মি. রবির প্রিমিয়ামের হার দু'রকম হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক বিমাপত্রের মেয়াদ খ বিমা দাবির পরিমাণ
গ আর্থিক সামর্থ্য ঘ অভ্যাসের ভিন্নতা

ঘ

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১২: নৌ বিমা

প্রশ্ন ▶১ এমভি সাগরকন্যা নামে একটি জাহাজ ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে রিয়াদ বন্দরে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে লেখা ছিল। কিন্তু কোনো এক কারণে জাহাজটি ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে যাত্রা করে। তারপর জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাত্রাপথ পরিবর্তন করেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে সমুদ্রের গভীরে থাকা একটি হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। *[চা. বো. '১৭]*

ক. জাহাজ বিমা কী? ১

খ. সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ কেন করা হয়? ২

গ. এমভি সাগরকন্যাকে কোন ধরনের নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানিটি বিমা দাবি প্রত্যাখানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত জাহাজের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তা হলো জাহাজ বিমা।

খ সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যবিধ কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

পণ্য নিক্ষেপ শুধু জাহাজ ও এর অধিকাংশ মালামালকে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। যা মানুষ সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদ হিসেবে দেখা হয়। তবে সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পণ্য নিক্ষেপ আংশিক ক্ষতির সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের এমভি সাগরকন্যাকে প্রাকৃতিক নৌ বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহ হলো প্রাকৃতিক বিপদ। আকস্মিকভাবে এ ধরনের বিপদ ঘটায়, সতর্ক হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকে এমভি সাগরকন্যা নামের একটি জাহাজ সমুদ্রে চলাচলকালে সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি হিমবাহতে ধাক্কা লাগে। যার ফলে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সাগর কন্যা জাহাজটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, যা নৌ বিমার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপদের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে নৌ বিমার ব্যক্ত শর্তাবলি ভঙ্গ হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক এমভি সাগরকন্যার বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

নৌ বিমা একটি লিখিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উল্লেখ্য শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এটি ভঙ্গের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

উদ্দীপকের এমভি সাগরকন্যা নামে একটি জাহাজ নৌ বিমাপত্রের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তবে চুক্তিপত্রে জাহাজটি ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে রিয়াদ বন্দরে যাবে বলে উল্লেখ ছিল। কিন্তু জাহাজটি ৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে সমুদ্রে নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিমাপত্রে উল্লিখিত সমুদ্রযাত্রার তারিখ বিমাপত্রের জন্য একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ যাত্রার তারিখ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং তা চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। এই শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। তাই উল্লেখ্য তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ কর্ণফুলি কোম্পানি লি. ৪৫ কোটি টাকা দামের একটি জাহাজ 'X', 'Y', 'Z' তিনটি বিমা কোম্পানির নিকট সমানমূল্যে বিমা করে। জাহাজটি অন্য একটি জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মেরামত করতে ৯ কোটি টাকা খরচ হয়। কর্ণফুলি কোম্পানি লি. 'X' বিমা কোম্পানির নিকট থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে। পরবর্তীতে 'X' বিমা কোম্পানি 'Y' ও 'Z' বিমা কোম্পানির নিকট থেকে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। *[বা. বো.; কু. বো. '১৭]*

ক. নৌ বিমা কী? ১

খ. নৌ বিমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কর্ণফুলি কোম্পানি লি. কোন ধরনের বিমা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'X' কোম্পানি কর্তৃক 'Y' ও 'Z' বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্য সামগ্রীর কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার প্রদান করে।

খ যে বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতাকে শুধু ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

নৌ বিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে শুধু যতটুকু ক্ষতি হয় নৌ বিমা তা পূরণ করে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কর্ণফুলী কো. লি. বৃহৎ ঝুঁকির বিমা করেছে।

এই বিমাপত্রের ক্ষেত্রে একাধিক বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে বৃহৎ অঙ্কের নৌ বিমার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উক্ত বিমা কোম্পানিগুলো চুক্তি অনুযায়ী দায় পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে কর্ণফুলী কোম্পানি ৪৫ কোটি টাকার একটি জাহাজ তিন বিমা কোম্পানির (X, Y, Z) কাছে বিমা করে। এখানে প্রতিটি বিমা কোম্পানির নিকট সমানমূল্যে বিমা চুক্তি করা হয়েছে। তাই বিমাকৃত জাহাজটির ক্ষতি হলে তিনটি বিমা কোম্পানি সমানভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। সাধারণত বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্রের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে একটি বিমা চুক্তি করে থাকে। এখানেও তিনটি বিমা কোম্পানি একত্রিত হয়ে ৪৫ কোটি টাকার বিমাচুক্তি করেছে। সুতরাং বলা যায়, কর্ণফুলী কোম্পানি বৃহৎ ঝুঁকির বিমা করেছে।

ঘ নৌ বিমার আনুপাতিক অংশগ্রহণের (Proportionate contribution) নীতি অনুযায়ী 'X' কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

এই নীতি অনুযায়ী একটি সম্পত্তি একাধিক কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে প্রতিটি কোম্পানি আনুপাতিক হারে ঐ সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে তিনটি কোম্পানি একত্রিত হয়ে কর্ণফুলী কোম্পানির সাথে জাহাজের জন্য বিমাচুক্তি করে। জাহাজটির সাথে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগার কারণে ৯ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। 'X' কোম্পানি সম্পূর্ণ ৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে সেটি অন্য দুটি কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

এখানে প্রতিটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে কর্ণফুলি কোম্পানি লি. সমানমূল্যে বিমা করায় 'X' কোম্পানির মতো 'Y' এবং 'Z' কোম্পানিও সমভাবে দায়বদ্ধ। তাই ৯ কোটি টাকার ক্ষতি তিনটি কোম্পানির মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হবে। সুতরাং বলা যায় যে, 'X' কোম্পানি যৌক্তিক দাবি করেছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩ 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য 'মডার্ন শিপিং লাইনস' এর সাথে চুক্তিবন্ধ হয়। আমদানিকৃত পণ্য সম্পূর্ণ বিমা করা হয়েছে এবং প্রিমিয়ামের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে। যাত্রাপথে কোনো সমস্যা ছাড়াই মডার্ন শিপিং লাইনস এর জাহাজটি বন্দরে এসে পৌছে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. দুর্ঘটনা বিমা কী? ১

খ. গবাদিপশু বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর বিমাপত্রটি ছিল কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' ফার্মাসিউটিক্যাল লি. প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত পাবে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ফলে ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে।

খ যে বিমা চুক্তিতে বিমাকারী গবাদি পশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।

গবাদি পশু বিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারী উভয়পক্ষ পরম বিশ্বাসের নীতি মেনে বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। এ ক্ষেত্রে বিমাপত্রে উল্লিখিত কোনো রোগে বা দুর্ঘটনায় গবাদি পশুর মৃত্যু হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। গবাদি পশু বিমার চুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. আমাদনিকৃত সম্পূর্ণ পণ্যের জন্য বিমা করায় গৃহীত বিমাপত্রটি নৌ বিমার আওতাভুক্ত পণ্য বিমা।

এ বিমা কেবল জাহাজ বোঝাই পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে পণ্যের ক্ষতিপূরণের জন্য করা হয়। পণ্য বিমা নির্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রার জন্য অর্থাৎ মালামাল পৌছানো পর্যন্ত সময়ের জন্য গৃহীত হয়।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য থেকে কাঁচামাল আমদানির জন্য মডার্ণ শিপিং লাইনস এর সাথে চুক্তিবন্ধ হয়। মডার্ণ শিপিং লাইনস একটি জাহাজ ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে X ফার্মাসিউটিক্যাল আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজের সম্পূর্ণ পণ্যের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। যার প্রিমিয়ামও সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করে। অর্থাৎ X ফার্মাসিউটিক্যাল সমুদ্র পথে আগত পণ্যের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে। যার সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে।

ঘ উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. গৃহীত পণ্য বিমার বিপরীতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য হওয়ায় তা ফেরত পাবে না।

বিমা চুক্তিতে প্রিমিয়াম হলো ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান মূল্য। অর্থাৎ বিমাকারী নির্দিষ্ট একটি অর্থের বিনিময়ে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি দ্বারা সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করলেও কোনো প্রকার ক্ষতি সংঘটিত না হলে প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত প্রদান করে না।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল লি. যুক্তরাজ্য হতে পণ্যের কাঁচামাল আমদানি করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজের পণ্যের জন্য নৌ বিমার আওতাভুক্ত একটি পণ্য বিমা করে। এতে নির্ধারিত প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ অংশই X ফার্মাসিউটিক্যাল প্রদান করে। তবে কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই জাহাজটি বন্দরে এসে পৌছে।

উদ্দীপকে X ফার্মাসিউটিক্যাল ও বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত যাত্রাপথের জন্যই মূলত চুক্তিবন্ধ ছিল। এ যাত্রাপথে বহনকৃত পণ্যের কোনোরূপ ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে বাধ্য ছিল। তবে কোনোরূপ ক্ষতি সংঘটিত না হওয়ায় বিমা চুক্তিটি নিষ্পত্তি হয়, যাতে উভয়পক্ষ কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণের যোগ্য দাবিদার নন।

প্রশ্ন ▶ ৪ সোনারতরী শিপিং কোম্পানি লিমিটেড 'মেরিনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি' এর কাছে তার পাঁচটি জাহাজকে একটি বিমাপত্রের আওতায় রেখে দুই বৎসরের জন্য একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করে। কিন্তু যাত্রাকালে জাহাজের নাবিক দ্রুত গন্তব্য পৌছানোর জন্য নির্ধারিত পথে না গিয়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লেগে জাহাজটির তলাদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সেটি অচল হয়ে পড়ে। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। *[চ. বো. ১৭]*

ক. নৌ-বিমা কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী নৌযাত্রায় ব্যবহৃত জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্যসামগ্রীর কোনো ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার প্রদান করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : রামিসা কর্পোরেশন-এর একটি জাহাজ মংলা বন্দর থেকে হংকং বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফলে রামিসা কর্পোরেশন-এর মালিক সানসাইন ইন্স্যুরেন্স-এর সাথে একটি নৌবিমা চুক্তি সম্পাদন করে। যাত্রাকালীন সময়ে জাহাজ ও জাহাজে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য উক্ত বিমা করা হয়।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাপত্রটি ভাসমান বিমাপত্র।

ভাসমান বিমাপত্রে একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয়। এ বিমাপত্রে সকল জাহাজের অবস্থা, মান ও মূল্য বিবেচনা করে বিমাকৃত অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে সোনারতরী শিপিং কোম্পানি লিমিটেড মেরিনা ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট পাঁচটি জাহাজের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। উক্ত বিমাপত্রটি দুই বছরের জন্য করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। অর্থাৎ সোনার তরী কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য ভাসমান বিমা পত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, সোনার তরী কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি হলো ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে নৌ-বিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি প্রত্যাখান করেছে - এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

অব্যক্ত শর্ত বলতে লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয় এমন শর্তকে বোঝায়। জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা ইত্যাদি নৌ-বিমার অব্যক্ত শর্তাবলির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে সোনারতরী শিপিং কোম্পানি ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় একাধিক জাহাজ দুই বছরের জন্য বিমা করে। দ্রুত গন্তব্যে পৌছানোর জন্য জাহাজের নাবিক নির্ধারিত পথে না গিয়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় জাহাজটি নিমজ্জিত হিমবাহতে ধাক্কা লাগার কারণে জাহাজের তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অচল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

নৌ-বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী সোনার তারী শিপিং কোম্পানিকে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। 'যাত্রা পথ পরিবর্তন না করা' তার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য একটি শর্ত। উদ্দীপকে জাহাজের নাবিক দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এতে নৌ-বিমা চুক্তির 'যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা' নামক শর্তটি ভঙ্গ করা হয়েছে। অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করলে আইন অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমা চুক্তি বাতিল করতে পারে। অতএব, বিমা কোম্পানি কর্তৃক সোনার তারী শিপিং কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৫ 'বেঙ্গল শিপিং' এর মালিক জনাব মামুন তার ৫টি জাহাজ ০১-০১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য 'কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট একই বিমাপত্রের অধীনে বিমা করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর সমুদ্র বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ফেরার পথে 'বেঙ্গল শিপিং' এর বিমাকৃত একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিপদগ্রস্ত জাহাজটিকে বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে জাহাজে বোঝাইকৃত কিছু মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে জাহাজটি রক্ষা পায়। পরবর্তীতে 'বেঙ্গল শিপিং' 'কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে জানিয়ে দেয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. নৌ-বিপদ কী? ১

খ. জেটিসনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'বেঙ্গল শিপিং' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কর্ণফুলী বিমা কোম্পানি' কর্তৃক আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ-বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বা জেটিসন বলে।

এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি ভাসমান নৌ বিমাপত্র।

এ ধরনের বিমাপত্রে একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে যেকোনো জাহাজের ক্ষতিতে আনুপাতিক হারে ক্ষতির মূল্য নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং এর মালিক জনাব মামুন তার ৫টি জাহাজের জন্য কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট হতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রটি ছয় মাসের জন্য গৃহীত হয়। অর্থাৎ জনাব মামুন তার মালিকানাধীন ৫টি জাহাজের ঝুঁকিকে একটি বিমাপত্র দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এটি মূলত নৌ বিমার ভাসমান বিমাপত্রের মূল বিষয়।

ঘ উদ্দীপকে পণ্য নিক্ষেপণে আংশিক ক্ষতি সৃষ্টি হওয়ায় কর্ণফুলী বিমা কোম্পানি কর্তৃক আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান যৌক্তিক।

পণ্য নিক্ষেপণ এক ধরনের অপ্রাকৃতিক নৌ বিপদ। সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যবিধ কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করা হয়। মূলত সামগ্রিক ক্ষতির হাত থেকে জাহাজকে রক্ষার্থে এ ধরনের আংশিক ক্ষতির আশ্রয় নেয়া হয়।

উদ্দীপকে বেঙ্গল শিপিং তাদের ৫টি জাহাজের জন্য একটি ভাসমান নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমাপত্রের মেয়াদকাল ছয় মাস। উক্ত সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর সমুদ্র বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ফেরার পথে বিমাকৃত একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। বিপদগ্রস্ত জাহাজটিকে বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে জাহাজের কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাহাজটি রক্ষা পায়। পরবর্তীতে বেঙ্গল শিপিং বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি তা আনুপাতিক হারে প্রদানে সম্মত হয়। বেঙ্গল শিপিং এর জাহাজটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাহাজকে রক্ষার্থে এর আংশিক ক্ষতির উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতি জাহাজের সকল সম্পত্তির ওপর আনুপাতিক হারে বণ্টন করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

প্রশ্ন ▶৬ চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড ২০১৬ সালে শুধু চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনকারী তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য 'সীগাল বিমা' কোম্পানির সাথে এক বছর মেয়াদি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. নৌ বিমায় অব্যক্ত শর্ত কী? ১

খ. সামুদ্রিক ঝড় কোন ধরনের বিপদ? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিমাচুক্তিতে যেসব শর্ত উহ্য থাকে (যেমন: জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, বিপথে গমন না করা, বিলম্বে যাত্রা, অপরিবর্তনীয় যাত্রা ইত্যাদি) এবং তা পালন না করলে সাধারণত চুক্তি বাতিল হয় তাকে অব্যক্ত শর্ত বলে।

খ সামুদ্রিক ঝড় প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহ যেমন- সামুদ্রিক ঝড় ,সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত পাহাড় বা ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপদ নামে পরিচিত। এরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে মানুষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড নৌ-বিমার যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলার সময় জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যের ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য 'সীগাল বিমা' কোম্পানি হতে নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করে। এ নৌ বিমাপত্রটি শুধু চট্টগ্রাম লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনের জন্য গৃহীত হয়। অর্থাৎ চট্টগ্রাম লন্ডন যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তাই বলা যায়, চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেডের গৃহীত বিমাপত্রটি নৌবিমার যাত্রার বিমাপত্র।

ঘ বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক সমুদ্রে পণ্য ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

মূলত সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে কিছু পণ্য ফেলে দেয়া হয়। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণকে ত্যাগ স্বীকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা', 'মেঘনা' এবং 'যমুনা'র জন্য একটি যাত্রার নৌ-বিমাপত্র গ্রহণ করে। ২০১৬ সালে জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে হালকা করার উদ্দেশ্য কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

মূলত জাহাজ যেন ডুবে না যায় সেজন্যই ক্যাপ্টেন পণ্য নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে না দিলে জাহাজটি ডুবে যেতে পারতো। এতে ক্ষতির পরিমাণ হতো অত্যাধিক। তবে এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য। সুতরাং এ সকল বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক পণ্য নিক্ষেপণের সিদ্ধান্তটি সঠিক এবং যৌক্তিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির ভয়ে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জাহাজটি ডুবোচরে আটকে গেলে কয়েক বস্তা চাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি বিপদমুক্ত করা হয়। বিমাকারীর নিকট চালের ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করলে বিমাকারী তা প্রত্যাখ্যান করে। *[বি. বো. '১৭]*

ক. বিমা কী? ১

খ. স্বার্থ ছাড়া বিমা চুক্তিসম্পন্ন হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাপত্রটি কী ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রফিকুল কি সমুদ্রে ফেলে দেয়া চালের ক্ষতিপূরণ পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বা বিপদের ভার বিমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ করে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব তাহমিদ একটি সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তার কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের দায়িত্ব তার। এক্ষেত্রে জনাব তাহমিদ তার কারখানার সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে মুনলাইট বিমা কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

খ সম্পদের ক্ষতিতে এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ কেবল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় বিমা চুক্তি সম্পাদন করে এ ধরনের বিমাযোগ্য স্বার্থই হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ।

এরূপ চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকা আবশ্যক। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত বিমাটি হলো নৌ বিমার অন্তর্ভুক্ত পণ্য বিমা।

পণ্য বিমা মূলত সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য করা হয়। এ ধরনের বিমা নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউইয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির ভয়ে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমার আওতায় তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। এভাবে সমুদ্রযাত্রায় শুধু পণ্যের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মি. রফিকুল পণ্য বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি না হওয়ায় মি. রফিকুল সমুদ্রে ফেলে দেয়া চালের ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

বিমা চুক্তিপত্রে কোন কোন কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে। পরবর্তীতে উক্ত কারণ বিচার-বিশ্লেষণ করে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে মি. রফিকুল চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিউইয়র্কে চাল পাঠানোর জন্য একটি জাহাজ ভাড়া করেন। সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে চালের ক্ষতির কথা ভেবে তিনি পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবোচরে আটকে যায়। পরবর্তীতে কয়েক বস্তা চাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজকে বিপদমুক্ত করা হয়।

উদ্দীপকে বিমা চুক্তি অনুযায়ী সামুদ্রিক ঝড়ের বিপরীতে তিনি পণ্য বিমা করেন। কিন্তু যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবোচরে আটকে যায়। অর্থাৎ বিমা চুক্তির প্রত্যক্ষ কারণে চালের ক্ষতি হয়নি। সুতরাং, উল্লিখিত কারণেই বিমা ব্যবসায়ের মূলনীতি নীতি অনুযায়ী মি. রফিকুল ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ৮ এম. ভি. সুরমা মংলা হতে ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে চীনের উদ্দেশে রওনা হয়। পথিমধ্যে জাহাজ কর্তৃপক্ষ আগাম ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা পেয়ে জাহাজটি নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি বন্দরে আশ্রয় নেয় এবং ঐ বন্দরে চলাচলকৃত জাহাজের ধাক্কায় এম.ভি. সুরমার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে জাহাজটি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানির ঘূর্ণিঝড়ে অবস্থানকৃত বন্দরটির গতিপথকে কেন্দ্র করে বিমা দাবি অস্বীকার করে। *[চা. বো. '১৬]*

ক. নৌ বিমা কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা কোন ধরনের চুক্তি করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির বিমা দাবি অস্বীকার কতটুকু যৌক্তিক? বিশ্লেষণপূর্বক উত্তর দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ-পথে চালিত জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য বা মাসুলের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে নৌ বিমা বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।

পণ্য নিক্ষেপণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকি বিমাযোগ্য। বিমা কোম্পানি গড় হারে এর ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

গ উদ্দীপকে এম.ভি. সুরমা নৌ বিমার অন্তর্ভুক্ত জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে জাহাজ বিমা বলে।

উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা মংলা হতে ২০,০০০ মেট্রিক টন চাল নিয়ে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে অন্য জাহাজের ধাক্কায় এম. ভি. সুরমার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সাধারণত জাহাজ বিমার মাধ্যমেই নৌপথে চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা তথা জাহাজের ক্ষতি হয়েছে এবং এম. ভি. সুরমা উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা কোম্পানিকে বিমাদাবি পেশ করেছে। তাই বলা যায়, এম. ভি. সুরমা জাহাজ বিমা চুক্তি করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির বিমাদাবি অস্বীকার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বিমাদাবি বলতে বিমাকৃত অঙ্ককেই বুঝানো হয়। সাধারণত বিমাকৃত বিষয়বস্তু বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে এম. ভি. সুরমা ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তা শুনে অন্য বন্দরে আশ্রয় নেয়। এতে পথিমধ্যে অন্য জাহাজের ধাক্কায় এম. ভি. সুরমার ক্ষতি হয়। কিন্তু গতিপথ পরিবর্তন করার বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

যাত্রাপথে পরিবর্তন না করা এম. ভি. সুরমার জন্য নৌ বিমাচুক্তির একটি অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় অর্থাৎ আগাম ঝড়ের বার্তা পেয়ে অন্য বন্দরে আশ্রয় নেয়ার এ চুক্তির অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে না। কারণ জাহাজটিকে আরো বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুতরাং, বিমা কোম্পানির বিমাদাবি অস্বীকার পুরোপুরি অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৯ একটি জাহাজ ২০ এপ্রিল বন্দর ছেড়ে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। কিন্তু জাহাজ যাত্রা শুরু করে ২২ এপ্রিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন ইচ্ছামতো যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। এক সময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তা বাতিল করে দেয়। *[রা. বো., সি. বো. '১৬]*

ক. দায় বিমা কাকে বলে? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জাহাজটিকে কোন নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি বাতিলের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার মতো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের জাহাজটিকে প্রাকৃতিক নৌ বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময় প্রাকৃতিক উপায়ে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। প্রাকৃতিক বিপদ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করতে পারে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমাচুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জাহাজটি ২০ এপ্রিল যাত্রা শুরু না করে ২২ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে আবার ক্যাপ্টেন ইচ্ছামত যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। ফলে এক সময় সমুদ্রে নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ হচ্ছে নিমজ্জিত পাহাড়টি, যাকে আমরা প্রাকৃতিক কারণ বলতে পারি। দুর্ঘটনাটি প্রাকৃতিক এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং বলা যায়, জাহাজটিকে প্রাকৃতিক বিপদ মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ঘ নৌ বিমাচুক্তিপত্রের সব শর্ত না মেনে চলাচল করায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি বাতিলের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে।
চুক্তিপত্র বলতে বোঝায় এমন একটি দলিল যাতে বিভিন্ন শর্তাবলি স্পষ্ট করে লিখা থাকে এবং চুক্তির সকল পক্ষ সেই শর্তসমূহ মেনে চলবে এই মর্মে স্বীকৃতি দেয়। নৌ বিমা যেহেতু চুক্তিপত্রের মাধমেই সৃষ্টি হয় সুতরাং এর যাবতীয় শর্ত মেনে চলা বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর দায়িত্ব।
উদ্দীপকের জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করলে কোম্পানি তা বাতিল করে দেয়। যেহেতু বিমাগ্রহীতা চুক্তিপত্রের অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে সেহেতু জাহাজটি সমুদ্রের নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্তাবলির মধ্যে সমুদ্রের যাত্রার তারিখ ২০ এপ্রিল ছিল। কিন্তু জাহাজটি ২২ এপ্রিল যাত্রা করে। আবার অব্যক্ত শর্তাবলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে ক্যাপ্টেন নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করবে এবং কোনো নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু উদ্দীপকে ক্যাপ্টেন যাত্রাপথ পরিবর্তন করেছে। চুক্তিপত্রের একটি শর্ত ভঙ্গ করলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি বাতিলের অধিকার রাখে। উদ্দীপকে জাহাজের ক্যাপ্টেন নৌ বিমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকার শর্ত ভঙ্গ করেছে বলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি বাতিল করে। সুতরাং, উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি বাতিল করা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব আফজাল সমুদ্রে চলাচলকারী তার জাহাজটি সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নিকট ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেন। সমুদ্রে চলাচলের সময় একটি ভাসমান বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সমুদ্র পাহাড়ে আটকে যায়। সমুদ্র পাহাড় থেকে নামাতে ক'দিন বিলম্ব হওয়ায় এতে বাহিত পণ্য পচে নষ্ট হয়ে যায়। জনাব আফজাল বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে কিন্তু পণ্যের মালিক বিমা দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. সামুদ্রিক ক্ষতি কী? ১
খ. পণ্য নিক্ষেপণ (Jettison) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আফজালকে বিমা কোম্পানি কী ধরনের ক্ষতি পূরণ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পণ্যের মালিকের দাবি বিমা কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে সামুদ্রিক জাহাজ বা নৌ-যান সমুদ্রপথে মালামাল নিয়ে চলার সময় যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পরিবাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। বিমাকারী আনুপাতিক হারে বিমাগ্রহীতাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের জনাব আফজালকে বিমা কোম্পানি জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করেছে।
পণ্যসামগ্রী পরিবহনকারী জাহাজের সম্পূর্ণ অংশের পরিবর্তে বিশেষ কোনো অংশের ক্ষতি হলে তাকে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। এরূপ ক্ষতির জন্য ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিপূরণ করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব আফজাল সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট তার সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজটির নৌ বিমা করে। পরবর্তীতে সমুদ্রে চলাচলকালে একটি বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমুদ্র পাহাড়ে জাহাজটি আটকা পড়ে। এতে জাহাজটি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে জনাব আফজাল জাহাজটির নৌ বিমা করায় তিনি জাহাজটির ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তাকে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতির ভিত্তিতে বিমাদাবি প্রদান করে। এক্ষেত্রে জাহাজের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশই ক্ষতিপূরণে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির ভিত্তিতে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি প্রদান করেছে।

ঘ উদ্দীপকে পণ্যের মালিকের দাবি বিমা কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ কারণ নীতির আলোকে যৌক্তিক হয়েছে।
প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তি প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা সংঘটিত হলেই বিমাকারী বিমাদাবি পূরণ করে, অন্যথায় নয়।
উদ্দীপকে এ মর্মে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যে, ধাক্কাজনিত কারণে জাহাজ ও জাহাজস্থ মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ করা হবে। পথিমধ্যে ভাসমান বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজ সমুদ্রে পাহাড়ে আটকে পড়ে। সমুদ্র পাহাড় থেকে নামতে কয়েকদিন সময় লাগার কারণে জাহাজস্থ পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। পণ্যের দাবি বিমাগ্রহীতা দ্বারা উত্থাপিত হলে বিমাকারী তা পূরণে অস্বীকৃতি জানায়।
প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকের বিমাচুক্তিতে বিমা কোম্পানি শুধু ধাক্কাজনিত কারণে ক্ষতি হলেই ক্ষতিপূরণে বাধ্য। কিন্তু এখানে পণ্য দ্রব্য নষ্ট ধাক্কাজনিত কারণে হয় নি। পণ্যদ্রব্য নষ্টের কারণ হলো জাহাজ সমুদ্র পাহাড়ে আটকে যাওয়া, যা বিমাচুক্তিতে উল্লেখ ছিল না। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়, যা প্রত্যক্ষ কারণ নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব ইকবাল 'রূপসী বাংলা'সহ আরও পাঁচটি জাহাজের মালিক। তিনি একই বিমাপত্রের অধীনে সবকটি জাহাজের জন্য ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখের মধ্যে সংঘটিত যেকোনো নৌ দুর্ঘটনার বিপক্ষে 'সানরাইজ ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থান মান ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। গত ০১-১০-২০১৫ তারিখে 'রূপসী বাংলা' জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যায়। জনাব ইকবাল বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করলে কোম্পানি চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা প্রতিষ্ঠানটি ডুবন্ত জাহাজটি উদ্ধার করে এবং তা শিপ, ব্রেকিং কোম্পানি কাছে ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব ইকবাল উদ্ধারকৃত জাহাজটির বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি নাকচ করে দেয়। *[কু. বো. ১৬]*

https://teachingbd24.com

ক. নৌ বিপদ কী? ১
খ. জেটিসনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. জনাব ইকবাল কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যে সকল বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই পণ্য নিক্ষেপণ বা জেটিসন বলে।
এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ইকবাল যে ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা ভাসমান বিমাপত্র।
যে বিমাপত্রের অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই মালিকের একাধিক জাহাজ, পণ্য বা মাশুলের ক্ষতির বিপক্ষে নৌ বিমা করা হয় তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। যদি এ সময়ের মধ্যে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।
উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার পাঁচটি জাহাজকে একই বিমাপত্রের অধীনে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত বিমা করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মাল ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। একই বিমাপত্রের আওতায় ৫টি জাহাজ বিমা করায় বলা যায়, জনাব ইকবাল ভাসমান নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।
বিমাকৃত জাহাজের বা মালামালের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিক হয় বিমা কোম্পানি। এটিই স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি।
উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার পাঁচটি জাহাজের জন্য ভাসমান বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। সম্প্রতি তার একটি জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যায়। বিমা কোম্পানির নিকট জনাব ইকবাল ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি ডুবে যাওয়া জাহাজটি উদ্ধার করে ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব ইকবাল বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।
স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকের ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে যে পরিমাণ উদ্ধার করা যায়, বিমাকারী তার মালিক হয়। তাই জনাব ইকবালকে বিমাদাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত জাহাজের মালিক বিমা কোম্পানি। এজন্য বিক্রয়লব্ধ ২০ লক্ষ টাকার পুরোটারই মালিক বিমা কোম্পানি। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব ইকবালের ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা বিমা কোম্পানি কর্তৃক যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে নদীপথে ৫ কোটি টাকার কেমিক্যাল আমদানির প্রাক্কালে বিমা চুক্তি গ্রহণ করেন এবং এ প্রেক্ষিতে ১,০০,০০০ টাকার প্রিমিয়াম প্রদান করেন। পণ্যবাহী জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে ২ কোটি টাকার কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
[চ. বো. ১৬]

ক. যুগ্ম বিমাপত্র কী? ১
খ. কখন সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ করা হয় এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানির কাছ থেকে কোম্পানিটি কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনকে বিমা করা হয় তাকে যুগ্ম বিমা বলে।

খ ঝড়-ঝঞ্ঝা বা অন্য কোনো কারণে বিপদগ্রস্ত জাহাজকে হালকা করতে বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।
যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্যসমূহকে বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য পণ্যের অংশ বিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। সামুদ্রিক বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটি একটি প্রচেষ্টা।

গ উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।
নৌপথে পণ্য পরিবহনকালে জাহাজে রক্ষিত পণ্যের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এ ক্ষতির বিপরীতে যে বিমা করা হয় তাকে পণ্য বিমা বলে। পণ্য বিক্রয় শর্ত অনুযায়ী পণ্যের ক্রেতা বা বিক্রেতা এ বিমা গ্রহণ করে।
উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে ৫ কোটি কেমিক্যাল নদীপথে আমদানি করবে। এজন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে ও ১,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। এখানে কোম্পানিটি জাহাজে বাহিত পণ্যের জন্য পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করে। কেননা, পণ্য বিমায়, বিমাকারী জাহাজে বাহিত পণ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় বহন করে। ক্রিমসন পেইটস পণ্য ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবিলায় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন বলে এটি পণ্য বিমাপত্র।

ঘ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্রিমসন পেইন্টস সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পেতে পারে।
আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণে পণ্য সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। তাই পরিবাহিত পণ্যের ঝুঁকি নিরসনের জন্য পণ্য বিমা করা হয়। বিমাকৃত পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমদানিকারক বিমাপত্রটি প্রদর্শনপূর্বক ক্ষতি আদায় করে।
উদ্দীপকে ক্রিমসন পেইন্টস জার্মান থেকে ৫ কোটি টাকার কেমিক্যাল আমদানি করবে। নদীপথে পণ্য পরিবহনের ঝুঁকি এড়াতে ১,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে কোম্পানিটি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে ২ কোটি টাকর কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
পণ্য বিমার ক্ষেত্রে বাহিত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাপত্রটি প্রদর্শন করে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে বিমাদাবি আদায় করে। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতা ক্রিমসন পেইন্টসকে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ করবে। কেননা, ক্ষতিপূরণের নীতি ও মূল্যায়িত বিমার শর্ত অনুযায়ী পণ্যের বিমাকৃত মূল্য পর্যন্ত বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। তাই ৫ কোটি টাকা মূল্যের কেমিক্যাল থেকে ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে বিমা কোম্পানি ক্রিমসন পেইন্টসকে ২ কোটি টাকাই ক্ষতিপূরণ করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ পূরবি শিপিং কোম্পানি মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে নির্দিষ্ট পথের জন্য প্রত্যাশা বিমা কোম্পানির নিকট হতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রাকালে জাহাজের নাবিক ভুলক্রমে ভিন্ন পথে যাত্রা করে। একসময় সমুদ্রের গভীর নিমজ্জিত হিমবাহে ধাক্কা লেগে জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। */রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/*

ক. প্রিমিয়াম কাকে বলে? ১
খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমা ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি বহনের জন্য বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।
আইন অনুযায়ী বিমা একটি বৈধ ব্যবসায়। অসুস্থ মৃতপ্রায় কোনো ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিমা করে বিমাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায় করা গেলে তা জুয়াখেলা হতো। তাই বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে

https://teachingbd24.com

বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ থাকার বিষয়টি অপরিহার্য। যার ক্ষতিতে বিমাগ্রহীতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমাচুক্তি করা যায় না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাপত্রটি যাত্রা বিমাপত্র।
যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যের ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।
উদ্দীপকে পূরবি শিপিং কোম্পানি প্রত্যাশা বিমা কোম্পানি হতে যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। এ বিমাপত্র শুধু মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ মংলা বন্দর থেকে সেনজেন বন্দরে যাত্রাকালে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় প্রত্যাশা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে। তাই বলা যায়, পূরবি শিপিং কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি নৌ বিমার যাত্রা বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
নৌ বিমা একটি লিখিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উল্লেখ্য শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এটি ভঙ্গের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।
উদ্দীপকে পূরবি শিপিং কোম্পানি প্রত্যাশা বিমা কোম্পানির সাথে নৌ বিমার অধীনে যাত্রা বিমাপত্র চুক্তিতে আবন্ধ হয়। চুক্তিতে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ পূরবি শিপিং কোম্পানির জাহাজ মংলা বন্দর থেকে চীনের সেনজেন বন্দরে পৌছাবে। যাত্রাপথে জাহাজের নাবিক ভুলক্রমে পথ পরবর্তন করে। একসময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত হিমবাহে ধাক্কা লেগে জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে।
বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথ বিমাপত্রের জন্য একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট যাত্রাপথ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং বিমাপত্র উল্লেখ থাকে। এ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। যেহেতু, পূরবি শিপিং কোম্পানির জাহাজ ভুলক্রমে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে এ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে। তাই বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ এমভি মুসা নামের একটি জাহাজ মালামাল নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার কথা মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থাকলেও জাহাজটি এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি কলকাতা বন্দরের কাছাকাছি পৌছালে দুর্ঘটনার শিকার হয়। জাহাজটি বিমা করা থাকায় জাহাজের মালিক মি. আসিফ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. বিশেষ আংশিক ক্ষতি কয় ধরনের? ১
খ. সামগ্রিক ক্ষতি কীভাবে পরিমাপ করা হয়? ২
গ. মি. আসিফ কোন ধরনের নৌবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ৩
ঘ. জাহাজটি সময় পরিবর্তন করায় নৌ বিমায় কোন ধরনের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশেষ আংশিক ক্ষতি ৩ ধরনের।

সহায়ক তথ্য

১. জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি। ২. মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি। ৩. মাসুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি।

খ বিমার বিষয়বস্তু যদি সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে।
সাধারণত, বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ বিমাকৃত অর্থই ক্ষতিপূরণ বা বিমা দাবি হিসেবে পরিশোধ করে। আবার, অমূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে সামগ্রিক ক্ষতি পরিমাপ করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আসিফ নৌ বিমার অন্তর্ভুক্ত জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতি মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে জাহাজ বিমা বলে।
উদ্দীপকে এমভি মুসা নামের একটি জাহাজ মালামাল নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। মার্চ মাসের ২৫ তারিখে যাত্রা শুরুর কথা থাকলেও জাহাজটি এপ্রিলের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি কলকাতা বন্দরের কাছাকাছি এসে দুর্ঘটনার শিকার হয়। সাধারণত জাহাজ বিমার মাধ্যমেই নৌপথে চলাচলকালে জাহাজের আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উদ্দীপকে এমভি মুসা জাহাজের ক্ষতি হয়েছে এবং এমভি মুসার মালিক মি. আসিফ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবেন। ফলে দুর্ঘটনার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে তিনি রক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, এমভি মুসার জাহাজ বিমাচুক্তি করা করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহাজটি সময় পরিবর্তনের কারণে নৌ বিমার ব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে।
নৌ বিমা চুক্তিতে যেসব পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বা বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য তাকে ব্যক্ত শর্ত বলে। সমুদ্রযাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা নৌ বিমা চুক্তির একটি ব্যক্ত শর্ত।
উদ্দীপকে এমভি মুসা নামক একটি জাহাজ নৌ বিমার অধীনে জাহাজ বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি মার্চ মাসের ২৫ তারিখে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার কথা থাকলেও জাহাজটি এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে। যার মাধ্যমে জাহাজটি নৌ বিমার ব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ করেছে।
সাধারণত নৌ বিমা চুক্তিতে জাহাজ কোন সময়ে সমুদ্রযাত্রা করবে তার নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ থাকে। কারণ যেকোনো সময় জাহাজ ছাড়লে তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আবহাওয়া পরিস্থিতি ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এ সময় নির্ধারণ করা হয়। উদ্দীপকে এমভি মুসা তার চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সময়ে যাত্রা করেনি। তাই বলা যায়, যাত্রার সময় পরিবর্তন করে এমভি মুসা নৌ বিমার ব্যক্ত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য বিমাচুক্তি করেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি ১০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রার কথা ছিল। একজন রপ্তানিকারকের পণ্যবোঝাই দেরি হওয়ায় জাহাজটি ২০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রা শুরু করে। ইতোমধ্যে জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রবন্দরের অদূরে নিমজ্জিত হয়। জাহাজ উদ্ধারের ব্যয় উদ্ধারকৃত মালামালের চেয়ে বেশি হওয়ার উদ্ধার কার্যক্রমও পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। মি. কাদের বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি উপস্থাপন করেন। বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. পণ্য নিক্ষেপণ কী? ১
খ. সামুদ্রিক ঝড় কোন ধরনের বিপদ-বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের ক্ষতির উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি মি. কাদের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে সামুদ্রিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই পণ্য নিক্ষেপণ।

খ সামুদ্রিক ঝড় হলো একটি প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।
সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে প্রাকৃতিক সংঘটিত বিপদই হলো প্রাকৃতিক নৌ বিপদ। সমুদ্রে প্রায়ই প্রায়ই বিভিন্ন রকমের বিপদ হয়। ঝড় এসব বিপদের অন্যতম। ঝড়ের কারণে জাহাজ ডুবে যাওয়া, চরে আটকে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে জাহাজ ও পণ্যের ক্ষতি হতে পারে। সামুদ্রিক ঝড় প্রাকৃতিক কারণে হয় বলে এটি একটি প্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

গ উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য সামুদ্রিক ক্ষতির উল্লেখ রয়েছে।
বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হয়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যায়, যা উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির উদ্ধারযোগ্য অংশের মূল্য উদ্ধারখরচ থেকে কম হয়। তাই বিমাগ্রহীতা এ ধরনের সম্পদ পরিত্যাগ করে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য বিমাচুক্তি করেন। নির্দিষ্ট সময় পরে বিমাকৃত জাহাজটি যাত্রা শুরু করে। পথিমধ্যে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি নিমজ্জিত হয়। জাহাজটি উদ্ধার করা গেলেও এর উদ্ধারব্যয় উদ্ধারকৃত মালামালের চেয়ে বেশি। এ কারণে জাহাজের মালিক জাহাজটি পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির কর্তৃক মি. কাদেরের দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

সাধারণত সময় বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করলে যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করে। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য নহে।

উদ্দীপকে মি. কাদের একজন আমদানিকারক। তিনি জার্মানি থেকে পণ্য আমদানির জন্য বিমাচুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজটি ১০/০৩/২০১৬ তারিখে যাত্রা করার কথা, কিন্তু রপ্তানিকারকের পণ্য বোঝাইয়ে দেরি হওয়ায় জাহাজটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে, ২০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. কাদের বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবির উপস্থাপন করে প্রত্যাখ্যাত হন।

উদ্দীপকে মি. কাদের যৌক্তিকভাবেই ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কারণ বিমাপত্রের যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ রয়েছে। বিমাপত্র অনুযায়ী ১০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা করার কথা থাকলেও জাহাজটি রপ্তানিকারকের কারণে দেরি করে ২০/০৩/১৬ তারিখে যাত্রা শুরু করে। যার মাধ্যমে বিমাপত্রে উল্লেখিত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময় যাত্রার যৌক্তিকতার বিচারে বিমা কোম্পানি মি. কাদেরে বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনাব আলম ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য ইস্টার্ন বিমা কোম্পানি ও ফারইস্ট বিমা কোম্পানির সাথে সমভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। যাত্রাপথে ডুবোপাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজের ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। জনাব আলম ইস্টার্ন বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে জনাব আলম ফারইস্ট বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'যাত্রার নিরাপদ সময়' নৌবিমার কোন ধরনের শর্ত? ১

খ. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. জনাব আলমের জাহাজটি কোন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফারইস্ট বিমা কোম্পানি জনাব আলমের বিমাদাবি পরিশোধ করবে কি? যুক্তিসহকারে মন্তব্য করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাত্রার নিরাপদ সময় হলো নৌবিমার একটি ব্যক্ত শর্ত।

খ স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি হলো বিমা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম নীতি।

এ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি হতে যদি কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তবে তার মালিক বিমাকারী হয়। ধরা যাক, 'প্রকৃতি' নামক জাহাজটি বিমা করা ছিল। ডুবে যাওয়ার কারণে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত দাবির পুরোটাই ক্ষতিপূরণ করেছে। এখন স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী ডুবন্ত জাহাজটির মালিক হবে বিমাকারী।

গ উদ্দীপকে জনাব আলমের জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

সমুদ্রপথে জাহাজ চলাকালে প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। এরূপ বিপদের কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হতে পারে। এরূপ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণত নৌবিমা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আলম ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে সমানভাবে চুক্তি করে। যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ দুর্ঘটনার কারণে জাহাজটির ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। জনাব আলমের জাহাজটি আকস্মিকভাবেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা প্রাকৃতিক বিপদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং জনাব আলমের জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ দ্বৈত বিমাপত্রের অধীনে ফারইস্ট কোম্পানি জনাব আলমের বিমাদাবি পরিশোধ করবে না বলে আমি মনে করি।

একই বিষয়বস্তুর জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা দ্বৈত বিমা। এক্ষেত্রে আংশিক ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আলম তার ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের দুটি বিমা কোম্পানির সাথে যুগ্মবিমা করে। যাত্রাপথে ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বিমাদাবি পেশ করা হলে একটি বিমা কোম্পানি জনাব আলমকে ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। পরবর্তীতে জনাব আলম আরেকটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করে।

উদ্দীপকে জনাব আলমের জাহাজের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। ৬০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বৈত বিমাপত্রের অধীনে ইস্টার্ন ও ফারইস্ট বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ৩০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ করবে। এক্ষেত্রে, যেহেতু ইস্টার্ন বিমা কোম্পানি এককভাবে ৩০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ করেছে। সেহেতু, ফারইস্ট কোম্পানি ক্ষতিপূরণের ৩০ কোটি টাকার ১৫ কোটি টাকা ইস্টার্ন বিমা কোম্পানিকে পরিশোধ করবে। সুতরাং বলা যায়, ফারইস্ট কোম্পানি জনাব আলমকে টাকা পরিশোধের বিষয়টি যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব চৌধুরী 'জয় বাংলা'সহ আরো পাঁচটি জাহাজের মালিক। তিনি একই বিমাপত্রের অধীনে সবকটি জাহাজের ১-১-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭ তারিখের মধ্যে সংঘটিত যে কোনো নৌ দুর্ঘটনার বিপক্ষে 'চিরন্তন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মান ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। গত ১৮-১১-২০১৭ তারিখে 'আমার বাংলা' জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যায়। জনাব চৌধুরী বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করলে কোম্পানি চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা প্রতিষ্ঠানটি ডুবন্ত জাহাজটি উদ্ধার এবং তা মনন কোম্পানির কাছে ২৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব চৌধুরী উদ্ধারকৃত জাহাজটির বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি নাকচ করে দেয়। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. নৌ দায় বিমা কী? ১

খ. জেটিশনের ফলে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব চৌধুরী কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিপদের কারণে জাহাজ ও পরিবহন কোম্পানির যদি কোনো দায়ের সৃষ্টি হয়, তবে ওই দায় থেকে রক্ষার জন্য বিমা করা হলে তাকে নৌ-দায় বিমা বলে।

খ জেটিশনের ফলে আংশিক সামুদ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়।

জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই জেটিসন বলে। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের উদ্দেশ্য হলো জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপের ফলে আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে এ ক্ষতি পূরণ করে থাকে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী যে ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা ভাসমান বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রের অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই মালিকের একাধিক জাহাজ, পণ্য ও মাসুলের ক্ষতির বিপক্ষে বিমা করা হয় তাকে ভাসমান নৌ বিমাপত্র বলে। যদি এ সময়ের মধ্যে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী তার পাঁচটি জাহাজকে একই বিমাপত্রের অধীনে ০১-০১-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বিমা করেন। বিমাকৃত জাহাজের বর্তমান অবস্থা, মাল ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এনে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজের কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। একই বিমাপত্রের আওতায় পাঁচটি জাহাজ বিমা করেছেন বলে জনাব চৌধুরী ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

বিমাকৃত জাহাজের বা মালামালের সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করে। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মালিক হয় বিমা কোম্পানি— এটিই স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি। উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী তার পাঁচটি জাহাজের জন্য ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তার একটি জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যায়। বিমা কোম্পানির নিকট জনাব চৌধুরী ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি ডুবে যাওয়া জাহাজটি উদ্ধার করে ২৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে। জনাব চৌধুরী উদ্ধারকৃত জাহাজের বিক্রয়মূল্য দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি অনুযায়ী উদ্দীপকে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে যে পরিমাণ মূল্য উদ্ধার করা যায় তার মালিক বিমাকারী। তাই জনাব চৌধুরীকে বিমা দাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত জাহাজের মালিক হলো চিরন্তন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। উদ্ধারকৃত জাহাজের বিক্রয়মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা বিমা কোম্পানি পাবে। সুতরাং, বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব চৌধুরীর ২য় দাবিটি প্রত্যাখ্যান যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ, 'ক' ও 'খ' দুটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করে। 'খ' বিমা কোম্পানিটি আবার 'গ' বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি. এর জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করে। জাহাজটি অন্য একটি জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মেরামত করতে ১২ কোটি টাকা খরচ হয়, যা 'ক' ও 'খ' বিমা কোম্পানি সিয়াম কোম্পানিকে পরিশোধ করে। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. নৌ বিমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত শর্তগুলো উল্লেখ করো। ২

গ. সিয়াম কোম্পানি লি. কোন ধরনের বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' বিমা কোম্পানিটি, 'গ' বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি.-এর জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসব বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাসুলের ক্ষতি হয় তাকে নৌ বিপদ বলে।

খ নৌবিমা চুক্তিতে অবশ্য পালনীয় কিছু শর্ত থাকে। এ শর্তাবলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্তাবলি, ২. অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত শর্তাবলি।

নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত শর্তাবলি হলো যাত্রার নিরাপদ সময়, যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ, গন্তব্যস্থল ও পৌঁছানোর তারিখ, বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা ইত্যাদি। অন্যদিকে নৌ বিমার অব্যক্ত শর্তাগুলো হলো: যাত্রার বৈধতা, জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা, অবিলম্বে যাত্রা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. বৃহৎ ঝুঁকির বিমাপত্র চুক্তি সম্পাদন করেছে।

একাধিক বিমা কোম্পানি একত্রে মিলিত হয়ে বৃহৎ অঙ্কের নৌ বিমার দায়িত্ব নিলে তাকে বৃহৎ ঝুঁকির নৌ বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাচুক্তির সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব একাধিক কোম্পানি ভাগ করে নেয়।

উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ ক ও খ নামক দুটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করে। যাত্রাপথে জাহাজটি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় উক্ত ক্ষতি ক ও খ কোম্পানি তার দায়িত্ব ভাগ করে নেয়, এতে বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ফলে অন্য জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগার কারণে ১২ কোটি টাকার যে ক্ষতি হয়েছে তা ক ও খ উভয় কোম্পানি মিলে পরিশোধ করবে। সুতরাং বলা যায়, সিয়াম কোম্পানি তাদের জাহাজের জন্য বৃহৎ ঝুঁকি বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে খ বিমা কোম্পানিটি গ বিমা কোম্পানির কাছে সিয়াম কোম্পানি লি. এর জাহাজের অংশ বিশেষ বিমা করা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যখন বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ অংশ বা অংশ বিশেষ তৃতীয় কোনো বিমাকারীর কাছে বিমা করে তখন তাকে পুনঃবিমা চুক্তি বলে। অধিক ঝুঁকির বিমাপত্রে পুনঃবিমা করা হয়।

উদ্দীপকে সিয়াম কোম্পানি লি. ৫০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ ক ও খ নামক দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করে। বৃহৎ অঙ্কের ঝুঁকির ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের বিমা করা হয়। উদ্দীপকে খ কোম্পানি আবার গ বিমা কোম্পানির কাছে উক্ত জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করে, যা পুনঃবিমা চুক্তির আওতাভুক্ত।

সাধারণত, এ ধরনের বিমাচুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ কমানো হয়। উদ্দীপকে সিয়াম লি. কোম্পানির জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণের যতটুকু খ কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে; পুনঃবিমা করার কারণে এক্ষেত্রে খ কোম্পানি গ কোম্পানি, থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে। এতে খ বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণের ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে খ বিমা কোম্পানি গ বিমা কোম্পানির কাছে জাহাজের অংশবিশেষ বিমা করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব নাসিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি সমুদ্র পথে জাপান থেকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করেন। তিনি সমুদ্রপথে সৃষ্ট বিভিন্ন ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা কোম্পানি তাকে সমুদ্র পথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. নৌ বিপদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. উন্মুক্ত বিমাপত্র কেন খোলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নাসিম কোন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব নাসিম এর উক্ত বিমাপত্র গ্রহণ করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌ বিপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

সহায়ক তথ্য

যথা: ১. প্রাকৃতিক বিপদ ২. অপ্রাকৃতিক বিপদ।

খ প্রতিবার শিপমেন্টে বিমাপত্র ইস্যুর ঝামেলা এড়ানোর জন্য উন্মুক্ত বিমাপত্র খোলা হয়।

এ বিমাপত্র গ্রহণ করলে নৌপথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের প্রতি শিপমেন্টে বিমাপত্র গ্রহণ করতে হয় না। একবার বিমাপত্র ইস্যু করা হলে তা আর পুনরায় নবায়নের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য বিমা কোম্পানি এই ধরনের বিমাপত্র ইস্যু করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব নাসিম নৌবিমার আওতাধীন পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

সমুদ্রপথে জাহাজবাহিত পণ্যের ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য পণ্য বিমা করা হয়। এ বিমার আওতায় চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে নাসিম একজন ব্যবসয়ী। তিনি সমুদ্রপথে জাপান থেকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেলসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস সামগ্রী আমদানি করেন। কিন্তু নৌপথে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় তিনি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যেহেতু, বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই বলা যায়, নাসিমের গৃহীত বিমাপত্র নিঃসন্দেহে একটি পণ্য বিমা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব নাসিমের পণ্য বিমাপত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
সমুদ্রে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত ঝুঁকি থেকে পণ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পণ্য বিমা করা যায়।
উদ্দীপকে জনাব নাসিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি সমুদ্রপথে তার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী আমদানি করেন। সমুদ্রপথের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ বিমাপত্রের আওতায় বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পরিবহনকালে পণ্যের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়।
জনাব নাসিম সমুদ্রসৃষ্ট ঝুঁকি থেকে তার পণ্যকে রক্ষা করার জন্যই পণ্যবিমা করেন। মূলত সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। তিনি যেহেতু নৌপথেই পণ্য আমদানি করেন সেহেতু নৌবিপদের কারণেই তার ক্ষতি হতে পারে। কেবল পণ্য বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমেই নৌপথে পরিবহনকৃত পণ্যের ঝুঁকি সর্বনিম্ন করা যায়। কেননা, পণ্য বিমাপত্রের মাধ্যমে বিমা কোম্পানি সমুদ্রপথে পণ্যের ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ নাসিমের পণ্য বিমাপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্তটি সঠিক এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ কর্ণফুলি শিপিং কর্পোরেশন-এর জাহাজ 'মোহনা' ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম বন্দরের নির্দিষ্ট পথে এক মাসের মধ্যে পৌঁছবে। এ জন্য পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। পথিমধ্যে নাবিক ভুল করে জাহাজ নিয়ে অন্য পথে ঢুকে পড়ে এবং বরফখণ্ডে আঘাত লেগে জাহাজ ডুবে যায়। পদ্মা শিপিং কর্পোরেশন বিমাদাবি আদায়ের আবেদন পেশ করে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. চার্টার পার্টি কী? ১
খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ-বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'মোহনা' জাহাজের জন্য কোন প্রকৃতির নৌবিমাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড জাহাজের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কি-না? উদ্দীপকের আলোকে উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালামাল বহনের জন্য পুরো জাহাজ বা জাহাজের অংশবিশেষ ভাড়ার জন্য জাহাজ কোম্পানির সাথে যে লিখিত চুক্তি করা হয় তাকে চাটার পার্টি বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।
বিমাকৃত সম্পদ ও মালামালের বৈধতা নিয়ে বিমাকারী ঝামেলায় পড়তে পারে। এ জন্য বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত সম্পদের বৈধতার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এ ধরনের বৈধতা না থাকলে পরবর্তীতে বিমাকারীকে দায়ী করা যায় না।

গ উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ নৌ বিমাপত্রের অধীনে যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।
যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে এবং উল্লিখিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজস্থ পণ্যের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তাকে যাত্রার বিমাপত্র বলে। উদ্দীপকে, মোহনা জাহাজ ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে নির্দিষ্ট পথে এক মাসের মধ্যে পৌঁছাবে— এ মর্মে উক্ত জাহাজটি পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত জাহাজের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ রয়েছে। নির্দিষ্ট যাত্রাপথ অনুসরণ না করলে উক্ত জাহাজের সংঘটিত ক্ষতিপূরণের দায়ভার পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নেবে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মোহনা জাহাজ যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড জাহাজের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয় বলে আমি মনে করি।
যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা নৌ বিমাচুক্তির একটি অপ্রকাশিত শর্ত। যাত্রা বিমাপত্রের আওতাভুক্ত জাহাজকে অবশ্যই বিমাচুক্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে পণ্য নিতে হবে।
উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ নৌবিমা পত্রের আওতায় যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। বিমাচুক্তিতে উল্লেখ আছে জাহাজটি ইতালির ভেনিস সমুদ্রবন্দর হতে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাবে। পথিমধ্যে নাবিক ভুল করে অন্যপথে জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ে এবং বরফের খণ্ডে আঘাত লেগে জাহাজটি ডুবে যায়।
উদ্দীপকে মোহনা জাহাজের নাবিক ভুল করে হলেও নৌ বিমাচুক্তির অপ্রকাশিত শর্ত ভঙ্গ করেছে। এ কারণে বিমা কোম্পানি এর দায়ভার গ্রহণ করবে না। কারণ সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যাত্রাপথ পরিবর্তন করলে বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। তাই পদ্মা লিমিটেড কোম্পানি মোহনা জাহাজের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য নয়— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২১ আলম জাহাজ কোম্পানির ৫টি জাহাজ আছে। তারা সবগুলো জাহাজকে একটি বিমার আওতায় রেখে 'অজন্তা বিমা কোম্পানি' এর সাথে ৫ বছরের জন্য একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ কোম্পানি প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। সম্প্রতি একিট জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করে এবং জাহাজটি যাত্রাপথে অচল হয়ে পড়ে। তদন্তে প্রমাণিত হয়, যাত্রার সময়েই জাহাজটি সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা ছিল না। জাহাজ কোম্পানি বিমা দাবি উপস্থাপন করে। বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. বিমা চুক্তিকে কেন ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়? ২
গ. আলম জাহাজ কোম্পানির বিমাপত্রটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. অব্যক্ত শর্তের আলোকে বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বিমাকারীকে প্রদত্ত অর্থই হলো প্রিমিয়াম।

খ ক্ষতিপূরণ করাই বিমা চুক্তির মূল্য উদ্দেশ্য বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।
সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিমাচুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু, ক্ষতি রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাই একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আলম কোম্পানির বিমাপত্রটি হলো ভাসমান বা ছাউনি বিমাপত্র।
ভাসমান বিমাপত্র হলো একই মালিক বা প্রতিষ্ঠানের একাধিক জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা। এরূপ বিমাপত্রে কখন কোন জাহাজ কোথায় ছেড়ে যাচ্ছে এতকিছু বিমাপত্রে উল্লেখ করতে হয় না। শুধু জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সময় এ মর্মে ঘোষণা দিলেই হয়।
উদ্দীপকে আলম কোম্পানি তাদের ৫টি জাহাজকে একই বিমাচুক্তির আওতায় ৫ বছরের জন্য বিমা করে, চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজ যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করবে। অর্থাৎ আলম কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের আওতাধীন। তাই বলা যায়, আলম কোম্পানির গৃহীত বিমাপত্রটি হলো একটি ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে অব্যক্ত শর্তাবলি ভঙ্গ করার কারণে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমাদাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যথার্থ বলে আমি মনে করি।
লিখিতভাবে প্রকাশ হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয়, এমন শর্তই হলো অব্যক্ত শর্ত। এরূপ শর্ত ভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা, জাহাজের সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা প্রভৃতি হলো নৌবিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে আলম কোম্পানি তাদের ৫টি জাহাজকে একটি বিমাপত্রের অধীনে ৫ বছরের জন্য ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী জাহাজের যাত্রার সময় বিমা কোম্পানিকে অবহিত করা হবে। সম্প্রতি একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি তদন্ত করে জানতে পারে ঐ জাহাজটির সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা ছিলো না।
সাধারণত নৌবিমা চুক্তিতে ধরে নেওয়া হয় বিমাকৃত জাহাজটির সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতা রয়েছে। এরূপ যোগ্যতা বলতে জাহাজটির যান্ত্রিক ও কারিগরি যোগ্যতা এবং চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের উপস্থিতিকে বোঝায়। উদ্দীপকে আলম কোম্পানির জাহাজটির সমুদ্র চলাচল যোগ্যতা ছিল না। এর মাধ্যমে বিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে। তাই বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সমুদ্রে চলাচলের নানা বিপদের কথা মাথায় রেখে একটি জাহাজ কোম্পানি তাদের একটি জাহাজের জন্য ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছিল। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠলে তা ডোবার উপক্রম হলে ক্যাপ্টেন জাহাজের কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ঝড় থেমে গেলে নিমজ্জমান জাহাজটি একটি পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে মালামালের কোনো ক্ষতি না হলেও জাহাজটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ বরাবর ক্ষতির আবেদন করলে কোম্পানি পণ্যের ক্ষতিপূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. চালানি রসিদ কী? ১
খ. গচ্চা ও ত্যাগস্বীকারের ক্ষতির প্রকৃতি কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক পণ্যের কোনো ক্ষতিপূরণ না করাটা কতটুকু যৌক্তিক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ক্ষতি সংঘটিত হলে কীভাবে জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণের আবেদন করবে তার বিস্তারিত বিবরণ দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহাজে মাল বোঝাইয়ের পর জাহাজের কাপ্তান মালামালের বিবরণ সংবলিত যে পত্র প্রদান করে তাই চালানি রসিদ।

খ গচ্চা ও ত্যাগস্বীকার উভয়ই সাধারণ আংশিক ক্ষতির আওতাভুক্ত।
সামুদ্রিক কোনো বিপদের হাত থেকে জাহাজ ও মালামাল রক্ষা করার জন্য জাহাজের মালামাল আংশিক নিক্ষেপ করা হলে তাকে ত্যাগস্বীকার বলে। অন্যদিকে বিমাকৃত জাহাজ বা পণ্য বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত যে ব্যয় হয় তাই গচ্চা। সমুদ্র যাত্রাকালে সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও গচ্চা দিতে হয় বলে উভয়ই সাধারণ আংশিক ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কর্তৃক পণ্যের ক্ষতিপূরণ না করাটা যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।
সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ওপর যে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাই পণ্যবিমা। জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণ করা হয়।
উদ্দীপকে একটি জাহাজ কোম্পানি সমুদ্রে চলাকালে নানা বিপদের কথা চিন্তা করে ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছিল। মাঝপথে হঠাৎ ঝড় উঠলে জাহাজকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাপ্তান কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সাধারণত, পণ্য নিক্ষেপণের কারণে সংঘটিত ক্ষতিকে সাধারণ গড় আংশিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাহাজে বাহিত সকল পণ্য বিমা করা থাকলে বিমাকারী আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে, তবে উদ্দীপকে জাহাজের পণ্যের কোনো বিমা করা হয়নি বিধায় যৌক্তিকভাবেই বিমা কোম্পানি পণ্যের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত ক্ষতির জন্য জাহাজের মালিক নৌ বিমার দাবি আদায় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের আবেদন করবে।
নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা দাবি আদায়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধ করে। নৌ বিমার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বা আংশিক ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমা দাবি আদায়ের জন্য এ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।
উদ্দীপকে একটি জাহাজ কোম্পানি তাদের একটি জাহাজের ধাক্কাজনিত বিপদের জন্য বিমা করেছে। একটি পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়েছে। এজন্য জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য নৌ বিমা দাবি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। সর্বপ্রথম তিনি বিমা কোম্পানির কাছে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন। বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিমা কোম্পানি দুর্ঘটনা ও ক্ষতির তদন্ত করবে।
সুষ্ঠু তদন্তের পর যদি বিমাপত্রে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত কারণে ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে, তবে বিমাকারী জাহাজের মালিককে বিমাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি জমা দেয়ার নির্দেশ দেবে। জাহাজের মালিক বিমাপত্র, চালানি রসিদ, চালান, জরিপকারীর প্রতিবেদন, প্রতিবাদ নোটিশ, পরিত্যাগ নোটিশ প্রভৃতি বিমাকারীর নিকট পেশ করবে। সকল দলিলপত্র বিবেচনা করে বিমাকারী জাহাজ মালিকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। এ সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে উদ্দীপকের জাহাজের মালিক ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ একটি জাহাজে ২২ মার্চ ২০১৭ চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে সিঙ্গাপুর বন্দরে যাবে বলে নৌ বিমার চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। কিন্তু জাহাজ কোম্পানির গাফিলতির কারণে জাহাজটি ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের ইচ্ছানুসারে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে। একসময় সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. নৌ বিপদ কী? ১
খ. 'জেটিশন' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহাজটি কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহাজটি ক্ষতিপূরণ পাবে বলে তুমি কী মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসকল বিপদ-আপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থিত পণ্য ও মাসুলের ক্ষতি হয় তাদেরকে নৌ বিপদ বলে।

খ জাহাজ ও জাহাজস্থিত পণ্যকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকেই জেটিশন বা পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
জেটিসনের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে এ ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহাজটি মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।
যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উল্লেখের পাশাপাশি সময়েরও উল্লেখ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে। যাত্রা ও সময় বিমাপত্রের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই মিশ্র বিমাপত্রের আবির্ভাব হয়েছে।
উদ্দীপকে একটি জাহাজ ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে সিঙ্গাপুর বন্দরে যাওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ নৌ বিমা চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথ ও সময়ের উল্লেখ ছিল। তাই জাহাজটি বিমা কোম্পানির সাথে মিশ্র বিমাচুক্তি সম্পন্ন করেছে। জাহাজটি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছালে এবং এ সময়ের মধ্যে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণ করবে। আবার, নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকায় জাহাজটিকে ওই যাত্রাপথেই চলাচল করতে হবে। তাই, সময় ও যাত্রাপথের নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকায় বলা যায় উদ্দীপকের জাহাজটি মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছিল।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের জাহাজটি বিমা কোম্পানি হতে ক্ষতিপূরণ পাবে না বলে –আমি মনে করি।

নৌ বিমা একটি লিখিত ও আনুষ্ঠানিক চুক্তি। চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিমাপত্রের জন্য ব্যক্ত শর্তাবলি। এ সকল শর্ত ভঙ্গের কারণে বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

উদ্দীপকে জাহাজটি একটি মিশ্র নৌ বিমাপত্রের অধীনে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিপত্রে জাহাজটি ২২ মার্চ ২০১৭ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আবার, চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথেরও উল্লেখ রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরে ছেড়ে যাওয়ার কথা। জাহাজ কোম্পানির গাফিলতির কারণে এটি ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে, জাহাজের ক্যাপ্টেন পথিমধ্যে ইচ্ছা করে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে।

বিমাপত্রে উল্লিখিত সমুদ্র যাত্রার তারিখ ও যাত্রাপথ বিমাপত্রের একটি লিখিত শর্ত। অর্থাৎ, যাত্রার তারিখ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় এবং তা চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে। এ শর্ত ভঙ্গ হলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখে। উদ্দীপকে জাহাজটি নিজেদের গাফিলতির কারণে একদিন দেরি করে যাত্রা শুরু করেছে। আবার, যাত্রাপথে জাহাজের ক্যাপ্টেন ইচ্ছা করে পথ পরিবর্তন করেন। চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করার কারণে জাহাজ কোম্পানি বিমাকারী হতে কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মি. জাবেদ একজন গাড়ির ব্যবসায়ী। চীন থেকে গাড়ি আমদানি করে স্থানীয় মার্কেটে বিক্রয় করেন। গত জুলাই মাসে এভাবে ১০০টি গাড়ি নিয়ে আসার সময় বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়লে কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগেই তিনি ঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার একটি বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম প্রদান করেছিলেন। ক্ষতির মূল্য নির্ধারণ করে জানা গেল মোট ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি আশাবাদী বিমা কোম্পানির নিকট থেকে পুরোটাই ক্ষতিপূরণ পাবেন।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. বিমা কী? ১

খ. বিমাচুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষতিটি কোন ধরনের ক্ষতি? আলোচনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মি. জাবেদ বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পুরো টাকা আদায় করতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি, যেখানে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্পণ করে।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষ সম্ভাব্য সকল তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় বিমার এ চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর এ কারণে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেকে একে অপরের কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে। কোনো পক্ষ যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করে তবে বিমাচুক্তি বাতিল হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষতিটিকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা যায়।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপদের কারণে জাহাজস্থ মালামালের কোনো অংশের ক্ষতি হলে তাকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে। এক্ষেত্রে বিমাকারী যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার মেরামত খরচ বিমা দাবি হিসেবে প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি চীন থেকে গাড়ি আমদানি করে স্থানীয় মার্কেটে বিক্রি করেন। গত জুলাই মাসে ১০০টি গাড়ি নিয়ে আসার সময় গাড়ি বহনকৃত জাহাজ বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। এতে তার কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত গাড়িগুলো তিনি বিমা করে রেখেছিলেন বিধায় গাড়ির মেরামত খরচ ৩০ লক্ষ টাকা তিনি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান হতে পাবেন বলে আশা করা যায়। তাই মি. জাবেদের জাহাজের ১০০টি গাড়ির মধ্যে কিছু গাড়ির ক্ষতি হয়েছে বিধায় একে মালের আংশিক ক্ষতি বলা যায়।

ঘ মি. জাবেদ বিমা কোম্পানির নিকট হতে পুরো টাকা আদায় করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

সাধারণত সামুদ্রিক বিপদের কারণে জাহাজস্থ মালামালের আংশিক ক্ষতি হলে তাকে মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলা হয়। উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি চীন থেকে ১০০টি গাড়ি আমদানির সময় বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে তার কিছু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিসাব করে দেখা গেল তার ৩০,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতি তিনি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন বলে আশা করছেন।

সাধারণত মালের বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের মেরামত খরচ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে মি. জাবেদ তার ১০০টি গাড়ি বহনকৃত জাহাজের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ২০ কোটি টাকার বিমা করেন এবং এজন্য বিমা কোম্পানিকে তিনি উচ্চ হারে প্রিমিয়াম প্রদান করেন। বিমাচুক্তির আওতাভুক্ত হওয়ায় তিনি যৌক্তিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মেরামত খরচ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা বিমাকারী প্রতিষ্ঠান হতে পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মিলন লিমিটেডের বহনকৃত পণ্যের দুটি জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। এতে ১ম জাহাজের পণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ২য় জাহাজটি ঘূর্ণিঝড়ের ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপটেন এ বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. যুগ্ম বিমাপত্র কী? ১

খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম জাহাজটিতে কোন ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২য় জাহাজের ক্যাপটেনের এরূপ কাজ করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনকে বিমা করা হয় তাকে যৌথ বিমা বা যুগ্ম বিমা বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ বিমাচুক্তির ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।

বিমাকৃত সম্পদ ও মালামাল নিয়ে যাতে বিমাকারীকে ঝামেলায় পড়তে না হয় সেজন্য বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত সম্পদের বৈধতার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এ ধরনের বৈধতা না থাকলে পরবর্তীতে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে দায়ী করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের ১ম জাহাজটিতে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

পণ্য পরিবহনকালে বিমাকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হওয়াকেই প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এতে বিমাকৃত পণ্য এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার অবশিষ্ট কোনো অংশই উদ্ধারযোগ্য নয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম জাহাজের প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ, ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ১ম জাহাজের সম্পূর্ণ অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার ফলে ১ম জাহাজের অবশিষ্ট কোনো অংশই আর উদ্ধার করা যাবে না। তাই বলা যায়, বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে উদ্দীপকের ১ম জাহাজটি প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতির আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় জাহাজের ক্যাপটেনের পণ্য নিক্ষেপণের বিষয়টি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

জাহাজস্থিত পণ্যকে সামগ্রিক বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বহনকৃত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। সমুদ্রপথে যাত্রাকালে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য পণ্য নিক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে উল্লিখিত মিলন লিমিটেডের দুটি জাহাজ সমুদ্রপথে যাত্রাকালে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। এর মধ্যে প্রথম জাহাজটির পণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় জাহাজটি ঝড়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজের ক্যাপটেন জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সাধারণত সমুদ্র যাত্রাকালে পণ্য বহনকারী জাহাজ ও জাহাজে রক্ষিত পণ্যসমূহকে বিপদ বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পণ্য নিক্ষেপণ করা হয়। বিমাকারী আনুপাতিক হারে পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। উদ্দীপকে দ্বিতীয় জাহাজের ক্যাপটেন ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই উক্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, যা একটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আনার জন্য বিমা করেন। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায় জাহাজের কাপ্তান চট্টগ্রাম বন্দরে না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। তবে মংলা বন্দরে ভিড়ানোর ২ ঘণ্টা পরই একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি আদিফের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. সাধারণ আংশিক ক্ষতি কী? ১

খ. নৌ বিমার নিরপেক্ষতার শর্তটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আদিফ যে ধরনের নৌ বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণের অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্র যাত্রাকালে সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে যে ত্যাগস্বীকার করা হয়, তাই সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

খ নিরপেক্ষতার শর্ত হলো নৌ বিমার একটি ব্যক্ত বা প্রকাশিত শর্ত।

নৌ বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের মালিকানায় নিরপেক্ষতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। এরূপ বিমার ক্ষেত্রে জাহাজ বা পণ্যের নিরপেক্ষতার প্রমাণপত্র চুক্তিতে সংযুক্ত করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আদিফ যাত্রা নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে তাকে যাত্রা বিমাপত্র বলে। উল্লিখিত নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলার সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজের বিমা করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট যাত্রাপথ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের কথা উল্লেখ করেন। ইরান হতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসার সময় জাহাজ বা জাহাজস্থিত পণ্যের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করবে। নির্দিষ্ট বন্দরে জাহাজ না ভিড়ালে যাত্রা বিমাপথের অধীনে উক্ত জাহাজের মালিক কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব আদিফ যাত্রা বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে অনিবার্য কারণে অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় বিমা কোম্পানির বিমা দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানানো অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথচ আইন অনুযায়ী পালনীয় এমন শর্তকে অব্যক্ত শর্ত বলে। এ সকল শর্ত নৌ বিমাপত্রে অন্তর্ভুক্ত না হলেও চুক্তি পালনের পক্ষে আবশ্যক।

উদ্দীপকে জনাব আদিফ ইরান হতে তেলভর্তি দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আনার জন্য বিমা করেন। চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকায় জাহাজের কাপ্তান চট্টগ্রাম বন্দরে না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। মংলা বন্দরে ভিড়ানোর ২ ঘণ্টা পরই একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। বিমাদাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি জাহাজ মালিক আদিফের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

সমুদ্র যাত্রায় যাত্রাপথ পরিবর্তন করা যাবে না– এটা একটা অব্যক্ত শর্ত। বিমাচুক্তিতে যে সকল বন্দরে জাহাজ ভিড়ানোর কথা উল্লেখ থাকে অহেতুক বা বিনা কারণে সে সকল বন্দরে জাহাজ না ভিড়ানো অব্যক্ত শর্তের ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে অনিবার্য কারণবশত এরূপ করা হলে তাতে অব্যক্ত শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না। উদ্দীপকে আদিফের চুক্তিভুক্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ না ভিড়িয়ে মংলা বন্দরে ভিড়ায়। তাতে তার একটি জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা যেহেতু একটি অনিবার্য কারণ, সেহেতু বিমা কোম্পানির বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান অযৌক্তিক হয়েছে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড ২০১৬ সালে শুধু চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে পণ্য পরিবহনকারী তাদের তিনটি জাহাজ 'পদ্মা' 'মেঘনা' এবং 'যমুনার' 'সীগাল বিমা' কোম্পানির সাথে এক বছর মেয়াদি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ার কারণে 'মেঘনা' নামের জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে জাহাজটির ক্যাপ্টেন কিছু পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ঢাকা]

ক. নৌ বিপদ কী? ১

খ. নৌবিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড কোন ধরনের নৌ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'মেঘনা' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রপথে যেসব বিপদের কারণে জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্য ও মাশুলের ক্ষতি হয় সেগুলোই নৌবিপদ।

খ নৌবিমা চুক্তিতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে তা বিমাকারী পূরণ করতে বাধ্য থাকে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

এ ধরনের বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, সমুদ্রপথে কোনো জাহাজ বা এর সাথে সম্পৃক্ত কোনো স্বার্থের ক্ষতিপূরণে বিমাকারী বাধ্য থাকবে। নৌবিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমার বিষয়বস্তুর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. নৌবিমা যাত্রার বিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

যাত্রার বিমাপত্রে মূলত নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে। এই নির্দিষ্ট যাত্রাপথে চলাচলের সময় জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. তাদের তিনটি জাহাজ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার জন্য সিগাল বিমা কোম্পানি হতে নৌবিমাপত্র গ্রহণ করে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম-লন্ডন রুটে যাত্রাকালে কোনো ক্ষতি হলে এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতিপূরণ করা হবে। তাই বলা যায়, চট্টগ্রাম শিপিং লিমিটেড এর গৃহীত বিমাপত্রটি হলো নৌবিমার যাত্রা বিমাপত্র।

ঘ বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য 'মেঘনা' জাহাজের ক্যাপ্টেনের পণ্য নিক্ষেপণের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

সমুদ্রপথে প্রাকৃতিক কোনো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিপদগ্রস্ত জাহাজ হতে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণকে ত্যাগ স্বীকারও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে চট্টগ্রাম শিপিং লি. তাদের তিনটি জাহাজ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার জন্য এক বছর মেয়াদি একটি যাত্রা নৌবিমাপত্র গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের জুন মাসে ঝড়ো হাওয়ায় 'মেঘনা' নামক জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে হালকা করার জন্য সমুদ্রে কিছু পণ্য নিক্ষেপ করেন।

https://teachingbd24.com

মূলত জাহাজ যেন ডুবে না যায় তার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে না দিলে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে অত্যাধিক পরিমাণে ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু এখানে কিছু পরিমাণ পণ্য ফেলে দেওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে সামান্য। সুতরাং, সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. হক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত এবং মংলা থেকে টোকিও বন্দর পর্যন্ত যাত্রার জন্য ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের জন্য একটি বিমা করেন। জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাহাজটি নির্ধারিত সময়ের ১০ দিন পর অর্থাৎ ১০ এপ্রিল টোকিওতে পৌঁছে। এতে আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ করেনি এবং মি. হক ক্ষতিগ্রস্ত হন। তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমাকারী অস্বীকৃতি জানায়। *[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]*

ক. গচ্চা কী? ১

খ. জলদস্যু সৃষ্ট নৌবিপদ কোন ধরনের বিপদ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নৌ বিমাটি কোন ধরনের বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন নীতির কারণে উদ্দীপকের বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামুদ্রিক বিপদের সময় জাহাজকে হালকা করার জন্য মালামাল অন্য জাহাজে তুলে দিয়ে জাহাজটিকে নিরাপদ গন্তব্যে টেনে নেয়ার জন্য কোনো খরচ করা হলে তাকে গচ্চা বলে।

খ জলদস্যু সৃষ্ট নৌ বিপদ নৈতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট নৌ বিপদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত অন্য যে কোনো কারণে সংঘটিত বিপদসমূহকে নৈতিক বিপদ বলে। আগেরকার দিনে নৌযান চলাচলের সময় জলদস্যুর আক্রমণকে এক ধরনের বড় সামুদ্রিক বিপদ হিসেবে গণ্য করা হতো। জলদস্যুর এ আক্রমণ অনৈতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের নৌ বিমাটি মিশ্র বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি সময়েরও উল্লেখ থাকে তাকে মিশ্র বিমাপত্র বলে। যাত্রা বিমাপত্র ও সময় বিমাপত্রের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য মিশ্র বিমাপত্রের উদ্ভব হয়েছে।

উদ্দীপকের নৌ বিমাপত্রটি মিশ্র বিমাপত্রের আওতাভুক্ত। মি. হক তার জাহাজের জন্য ১০ লক্ষ টাকার একটি পণ্য বিমা করেছেন। এই বিমাপত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপথ মংলা থেকে টোকিও বন্দরের উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে যাত্রার সময়ের উল্লেখ রয়েছে ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

উল্লিখিত বিমাপত্রটিতে যাত্রাপথ ও সময় উভয়ের উল্লেখ আছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নৌবিমাপত্রটি একটি মিশ্র বিমাপত্র।

ঘ আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতির কারণে উদ্দীপকে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়, যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

বিমা ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি। ক্ষতিপূরণ নীতির মূলকথা হলো ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করে দেওয়া। বিমাচুক্তি অনুযায়ী ক্ষতি সংঘটিত হলে তা পূরণ করে দেওয়ার জন্য যে নীতি অনুসৃত হয় তা হলো আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি।

উদ্দীপকে মি. হক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার জাহাজের পণ্যের জন্য ১০ লক্ষ টাকার মিশ্র বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যাতে যাত্রার তারিখ ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত উল্লেখ আছে, কিন্তু জাহাজটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০ দিন পর গন্তব্যে পৌঁছায়। এতে আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ করেনি এবং মি. হক ক্ষতিগ্রস্ত হন। তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়।

উদ্দীপকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী, বিমাকারী বিমা দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। এ নীতি অনুযায়ী চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ক্ষতি হলেই কেবল বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। চুক্তিপত্রে কেবল ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ সময়ের মধ্যে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য থাকত। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাহাজটি ১০ দিন পর বন্দরে পৌঁছায়। তাই এতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পরিশোধে বিমাকারী কোম্পানি অস্বীকৃতি জানাতে পারে। চুক্তি বহির্ভূত সময়ের বাইরে ক্ষতি হয়েছে বিধায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানির ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানানোটা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ MV-100 নামের জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জাহাজটির ৭০,০০০ টাকা মূল্যের কিছু অংশ উঠানো যাবে। তবে উঠাতে হলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তাই জাহাজটির মালিক মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. পণ্য নিক্ষেপণ কোন ধরনের নৌ বিপদ? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. MV-100 জাহাজটির ক্ষতিকে কোন ধরনের ক্ষতি বলা হবে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে কোন নোটিশ পাঠিয়েছে বলে তুমি মনে করো? যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ পণ্য নিক্ষেপণ হলো অপ্রাকৃতিক নৌ বিপদ।

সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্য কোনো কারণে জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। পণ্য নিক্ষেপ শুধু জাহাজ ও এর অধিকাংশ মালামালকে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে, যা মানুষ সৃষ্ট বা অপ্রাকৃতিক বিপদ হিসেবেই দেখা হয়। সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পণ্য নিক্ষেপ আংশিক ক্ষতির সৃষ্টি করে।

গ MV-100 জাহাজটির ক্ষতিকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে।

নৌ বিমার বিষয়বস্তু যদি এমনভাবে বিনষ্ট হয় যার কিছু অংশ উদ্ধার করা যাবে, কিন্তু উদ্ধারকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য এর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত খরচের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়বস্তু উদ্ধার না করে পরিত্যাগ করা হয় এবং বিমাকারীর কাছে নোটিশ পাঠানো হয়।

উদ্দীপকে MV-100 নামক জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে সমুদ্রে ডুবে যায়। জাহাজটি উদ্ধার করা যাবে, তবে তার মূল্য হবে ৭০,০০০ টাকা। অন্যদিকে জাহাজটি উদ্ধার করার জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। যেহেতু, উদ্ধারকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য থেকে উদ্ধারকাজের খরচ বেশি, তাই জাহাজটির মালিক জাহাজ পরিত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে একটি পরিত্যাগ নোটিশ পাঠিয়েছেন। এরূপ অবস্থা দৃষ্টে বলা যায়, MV-100 জাহাজটির ক্ষতি হলো উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি।

ঘ মিরাজ সাহেব বিমা কোম্পানিকে পরিত্যাগ নোটিশ পাঠিয়েছেন বলে আমি মনে করি।

উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা বিমার বিষয়বস্তু ত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে বিমা দাবি আদায়ের যে নোটিশ পাঠায় তা হলো পরিত্যাগ নোটিশ। উদ্ধারকৃত বস্তুর মূল্য উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ব্যয় থেকে কম হলে বিমাগ্রহীতা বিমা কোম্পানিকে এ নোটিশ পাঠায়।

উদ্দীপকে MV-100 নামক একটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। পরবর্তীতে জাহাজটি উদ্ধার করা যেত যার মূল্য হতো ৭০,০০০ টাকা। কিন্তু উক্ত জাহাজটি উঠাতে খরচ হতো ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাই জাহাজটির মালিক মিরাজ সাহেব জাহাজটি পরিত্যাগ করে বিমা কোম্পানিকে নোটিশ পাঠান।

সাধারণত উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়বস্তু উদ্ধার করা যায়। উদ্দীপকে ডুবে যাওয়া MV-100 উদ্ধার করা গেলেও তার উদ্ধার কাজ পরিচালনার খরচ উদ্ধারকৃত জাহাজের মূল্যের চেয়ে বেশি। তাই জাহাজের মালিক মিরাজ সাহেব জাহাজটি না উঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্যে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি আদায়ের নোটিশস্বরূপ পরিত্যাগ নোটিশ পাঠান।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩০ মোহনা নামক একটি জাহাজ পণ্যসমেত সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে তাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে নেয়া হয়। জাহাজ, পণ্য ও মাশুলের বিমা করা থাকায় তারা বিমা কোম্পানির নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে এবং বিমাদাবি প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দলিলপত্র জমা দেয়। দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হলে বিমা কোম্পানি এক ধরনের পত্র লিখিয়ে দেয়। যার ফলে বিমা কোম্পানি হয়তোবা বিশেষ সুবিধা পেতে পারবে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. নৌবিমার স্বত্বাপর্ণ কাকে বলে? ১

খ. সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি কোন নৌ-বিমাপত্রে নির্ণয় করা হয়? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের নৌবিপদের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ত কোনো দাবি আদায়ের সহায়ক হবে' তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌবিমার স্বত্বার্পণ বলতে একটি নৌবিমা পলিসিতে স্বত্ব বলবৎ থাকা অবস্থায় বিমাগ্রহীতা কর্তৃক স্বত্ব হস্তান্তরকে বোঝায়।

খ মূল্যায়িত নৌবিমাপত্রে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
মূল্যায়িত নৌবিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী ঐ সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পর্যন্ত বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। আংশিক ক্ষতি হলে সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নির্ণয় করতে হয় নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে :

$$\text{সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি} = \frac{\text{ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বিমাকৃত মূল্য}}{\text{ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য}} \times ১০০$$

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক নৌবিপদের কথা বলা হয়েছে।
সমুদ্রেপথে চলাকালীন বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হতে পারে, যা প্রাকৃতিক নৌবিপদ নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক নৌবিপদের মধ্যে সামুদ্রিক ঝড় বা ঘূর্ণাবর্ত, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লাগা, ভাসমান বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা লাগা প্রভৃতিকে বোঝায়।
উদ্দীপকে মোহনা নামক একটি জাহাজ পণ্যসহ সমুদ্রে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়। সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত এক ধরনের প্রাকৃতিক নৌবিপদ। এ ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়ে মানুষের কোনো হাত থাকে না। আকস্মিকভাবে এরূপ বিপদ ঘটায় সতর্ক হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় এ ধরনের বিপদ ঘটে থাকে। বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী এ ধরনের বিপদের ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মোহনা জাহাজটি প্রাকৃতিক নৌবিপদের কবলে পড়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ত কোনো দাবি আদায়ের সহায়তা হবে' এ বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি।
যে নোটিশের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ধারযোগ্য বিষয়বস্তুর স্বার্থ ত্যাগ করে, তাকে পরিত্যাগ নোটিশ বলে।
উদ্দীপকে মোহনা জাহাজ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের কবলে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এবং আইনের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। বিমাদাবি আদায় করতে জাহাজটি বিমা কোম্পানির নিকট দাবি করলে বিমা কোম্পানি পরিত্যাগ নোটিশ লিখিয়ে নেয়।
উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি পরিত্যাগ নোটিশের মাধ্যমে উদ্ধারযোগ্য জাহাজের মালিকানার দাবি নিশ্চিত করে। বিমাদাবি আদায়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে একটি অন্যতম হলো পরিত্যাগ নোটিশ। সম্পূর্ণ বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে এ নোটিশের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি যদি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কোনো অংশ উদ্ধার করে তবে ঐ অংশ বিমা কোম্পানি লাভ করবে বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এরূপ পত্র পরবর্তীতে জাহাজ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিমাদাবি আদায়ে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩১ X, Y, Z বিমা কোম্পানি একত্রে পদ্মা শিপইয়ার্ড এর ৩০ কোটি টাকা মূল্যের রুস্তম নামক শিপের সমমূল্যের বিমা করে। রুস্তম সমুদ্রে চলাচলের সময় সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। পদ্মা শিপইয়ার্ড X বিমা কোম্পানির কাছ থেকে বিমার দাবির অর্থ আদায় করে। পরবর্তীতে X কোম্পানির অন্য দুইটি কোম্পানির কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌ-বিমা চুক্তির কোন ধরনের শর্ত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড কোন ধরনের নৌ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে X বিমা কোম্পানি অন্য দুইটি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ২০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ কেন আদায় করে বলে তুমি মনে করো। তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে।

খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা নৌবিমাচুক্তির ব্যক্ত শর্ত।
বিমাচুক্তি লিখিত হওয়া আবশ্যক বিধায় নৌবিমা চুক্তিতে শর্ত লিখিতভাবে উল্লেখ করতে হয়, যা নৌবিমার ব্যক্ত শর্ত নামে পরিচিত। বিমাকৃত সম্পদ যে বৈধ এ বিষয়ে বিমাগ্রহীতাকে অবশ্যই ঘোষণা দিতে হয়। এরূপ ঘোষণা ব্যতীত চুক্তি সম্পাদিত হলে সেজন্য বিমা কোম্পানি দায়ী থাকে। অবৈধ বা বেআইনি পণ্য বহন করা হচ্ছে না, এটা নিশ্চিত করার জন্যই মূলত নৌবিমা চুক্তিতে এ ধরনের শর্ত উল্লেখ করা হয়।

গ উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড দ্বৈত বিমা চুক্তি করেছে।
দ্বৈত বিমা বলতে কোনো সম্পত্তি একক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা না করে একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করাকে বোঝায়।
উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড ৩০ কোটি টাকা মূল্যের রুস্তম নামক শিপের জন্য X, Y, Z কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। জাহাজটিকে ৩টি কোম্পানিতেই সমমূল্যে বিমা করা হয়। অর্থাৎ একই সম্পত্তির জন্য সমান মূল্যে তিনটি বিমা কোম্পানি পদ্মা শিপইয়ার্ডের সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। বিমার পরিভাষায় এটি দ্বৈত বিমাচুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং পদ্মা শিপইয়ার্ড দ্বৈত বিমাচুক্তি করেছে।

ঘ উদ্দীপকে 'X' বিমা কোম্পানি আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি অনুসারে অন্য দুটি বিমা কোম্পানি হতে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে পদ্মা শিপইয়ার্ড রুস্তম নামক শিপটির জন্য X, Y, Z তিনটি বিমা কোম্পানির সাথে সমমূল্যে বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। পরবর্তীতে সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে যায়। পদ্মা শিপইয়ার্ড X কোম্পানির কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিমাদাবির অর্থ আদায় করে। পরবর্তীতে X কোম্পানি অন্য দুইটি কোম্পানির কাছ থেকে আনুপাতিক হারে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে।
পদ্মা শিপইয়ার্ড X, Y, Z কোম্পানির সাথে রুস্তম নামক শিপের জন্য ৩০ কোটি টাকার দ্বৈত বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছে। এক্ষেত্রে, আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি প্রযোজ্য। দ্বৈত বিমাচুক্তি অনুযায়ী সব বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। আর এ জন্যই X কোম্পানি Y ও Z কোম্পানির কাছ থেকে ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। তাই বলা যায়, আনুপাতিক অংশগ্রহণ নীতির আওতায় X কোম্পানি অন্য দুটি বিমা কোম্পানি হতে বিমা দাবি আদায় করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩২ BC যমুনা নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্তা পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ৩০ বস্তা মালামাল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি হালকা করে। *[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. মূল্যায়িত বিমাপত্র কী? ১
খ. নৌবিমায় অব্যক্ত শর্ত কী? শর্তসমূহ উল্লেখ করো। ২
গ. জাহাজ হালকা করার উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়াকে কী বলা যায়? বিস্তারিত বর্ণনা করো। ৩
ঘ. পণ্যের মালিক এক্ষেত্রে কীভাবে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তিকালে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণপূর্বক যে বিমাপত্র গৃহীত হয় তা-ই মূল্যায়িত বিমাপত্র।

খ নৌবিমা চুক্তিতে যেসব শর্ত উহ্য থাকে এবং তা পালন না করলে সাধারণত বিমাচুক্তি বাতিল হয় সেগুলোই নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত।
নৌবিমার ক্ষেত্রে অব্যক্ত শর্তাবলিকে চুক্তির নিয়ন্ত্রণকারী শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নৌবিমা চুক্তির উল্লেখযোগ্য অব্যক্ত শর্তসমূহ হলো: জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা, যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা ইত্যাদি।

গ জাহাজ হালকা করার উদ্দেশ্যে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
অনেক সময় সামুদ্রিক কোনো বিপদের হাত থেকে জাহাজ ও মালামালকে রক্ষা করার জন্য জাহাজ হালকা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জাহাজের পণ্য বা মালামাল সমুদ্রে ফেলে দেওয়াকেই পণ্য নিক্ষেপণ বলা হয়।
উদ্দীপকে BC নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্তা পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ৩০ বস্তা মালামাল স্বেচ্ছায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, যা পণ্য নিক্ষেপণের অন্তর্ভুক্ত। BC জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য পণ্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতি বিমাকারী আনুপাতিক হারে পূরণ করে। সুতরাং, উদ্দীপকের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই হলো পণ্য নিক্ষেপণ।

ঘ উদ্দীপকে পণ্যের মালিক নৌবিমা করার মাধ্যমে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে আমি মনে করি।
নৌপথে চালিত জাহাজ ও জাহাজস্থ পণ্যের ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য নৌবিমা চুক্তি করা হয়। অর্থাৎ নৌপথে উল্লিখিত কারণে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ক্ষতি হলে তা বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
উদ্দীপকে BC যমুনা নামক একটি জাহাজ ১০০ বস্তা পণ্য নিয়ে মংলা বন্দর হতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রাপথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। সেক্ষেত্রে জাহাজকে হালকা করার জন্য ৩০ বস্তা মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।
জাহাজকে হালকা করার জন্য পণ্য ফেলে দেওয়াকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে। এরূপ নিক্ষেপণের কারণে বিপদ থেকে মুক্ত পাওয়া পক্ষসমূহ আনুপাতিক হারে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়। এরূপ ক্ষতির ঝুঁকিও বর্তমানকালে বিমাযোগ্য। ফলে বিমা কোম্পানি গড় হারে ক্ষতিপূরণ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পণ্যের মালিক যদি নৌবিমার অধীনে পণ্য বিমা করে রাখে তবে তিনি লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ পণ্য বোঝাই এমভি শাকিল নামক জাহাজটি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বন্দরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে বলে বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে এমভি শাকিল যাত্রা শুরু করল। পথে ঝড়ের কবলে পতিত হলে জাহাজটি রক্ষা করার জন্য আমদানিকারকদের কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে জাহাজটি হালকা হলে নিরাপদে বন্দরে পৌঁছাতে আর কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু ফেলে দেওয়া পণ্যের ক্ষতির দায় বহন নিয়ে আমদানিকারকদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধা]

ক. নৌ-বিমা কী? ১
খ. নৌ-বিমার স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষতিটি কোন ধরনের ক্ষতি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ঝুঁকি কে বহন করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌপথে চালিত জাহাজ, জাহাজস্থ পণ্যের ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে নৌবিমা বলে।

খ স্থলাভিষিক্তকরণ হলো নৌবিমার একটি অন্যতম উপাদান।
নৌবিমার স্থলাভিষিক্তকরণ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের বেলায় যদি সম্পত্তির কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তার মালিকানা বিমাকারীর হবে, তাই বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'গোল্ডেন' জাহাজটি বিমা করা ছিল এবং তা ডুবে যাওয়ার কারণে বিমা কোম্পানি বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করলো। এখন স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী ডুবন্ত জাহাজের মালিক হবে বিমা কোম্পানি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষতিটি ত্যাগ স্বীকার নামে পরিচিত, যা সাধারণত আংশিক ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত।
ত্যাগ স্বীকার বলতে সামুদ্রিক বিপদ হতে বিমাকৃত বিষয়বস্তু রক্ষার উদ্দেশ্যে জাহাজ হালকা করার জন্য মালামাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করাকে বোঝায়। ত্যাগ স্বীকার হলো এক ধরনের সাধারণ আংশিক ক্ষতি।
উদ্দীপকে এমভি শাকিল নামক জাহাজটি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বন্দরে পৌঁছাবে, এই শর্তে বিমা কোম্পানির সাথে ২০ কোটি টাকার বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে। জাহাজকে হালকা করার জন্য আমদানিকারকদের কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যা ত্যাগ স্বীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এরূপ ত্যাগ স্বীকার সাধারণ আংশিক ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষতিটি সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট সামুদ্রিক ক্ষতি বিমা কোম্পানি বহন করবে।
নৌপথে জাহাজে পণ্য নিয়ে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণে জাহাজ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা-ই সামুদ্রিক ক্ষতি। এরূপ ক্ষতির জন্য বিমা করা থাকলে তা পূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির।
উদ্দীপকে পণ্য বোঝাই এমভি শাকিল নামক জাহাজটির জন্য নৌবিমাপত্র গ্রহণ করা হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটির রক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পণ্য সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়, যা ত্যাগ স্বীকার নামে পরিচিত।
এমভি শাকিল নামক জাহাজটি ত্যাগ স্বীকার করে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ ত্যাগ জাহাজের সব সম্পদের ওপর আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। মূলত জাহাজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ত্যাগ করা হয়েছে। তাই, এরূপ ত্যাগ স্বীকারের দায় বিমা কোম্পানিকেই নিতে হবে। যেহেতু জাহাজটি বিমা করা হয়েছে, তাই সামুদ্রিক যেকোনো ধরনের ক্ষতির দায়ভার বিমা কোম্পানি বহন করবে। তাই বলা যায়, সমুদ্রে পণ্য ফেলে দেওয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি বহনের দায়ভার বিমা কোম্পানির বহন করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ঈশ্বরদির বিশিষ্ট গম ব্যবসায়ী শফিক ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। ৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে নিউইয়র্ক বন্দর থেকে জাহাজটি ছেড়ে আসে। তিনি ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত একটি ৩ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৬ মে, জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করেন।
[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]

https://teachingbd24.com

ক. সমর্পণ মূল্য কি? ১
খ. ক্ষতির নিকটতম কারণ কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. শফিক কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুর্ঘটনা দ্বারা সংঘটিত ক্ষতি কি বিমাকারী পূরণ করবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেয়াদি জীবন বিমায় মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর নিকট বিমাপত্র সমর্পণ করে যে আর্থিক মূল্য পেয়ে থাকেন তাকে সমর্পণ মূল্য বলে।

খ বিমাচুক্তিতে উল্লিখিত যেসব কারণে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে সেসব কারণকে ক্ষতির নিকটতম কারণ বলে।
যদি বিমাপত্রে উল্লিখিত কারণে দুর্ঘটনা ঘটে বা তার প্রত্যক্ষ ফলে ক্ষতি হয় তবে তা পূরণে বিমাকারী দায়বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঝড়ে জাহাজের ক্ষতি হলে বিমাকারী পূরণ করবে বলে চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। কিন্তু জাহাজটি চরে আটকে গিয়ে তাতে রক্ষিত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এখানে নিকটতম কারণে ক্ষতি না হওয়ায় বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

গ উদ্দীপকে মি. শফিক সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
যে বিমাপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ, পণ্য ও মাসুলের ক্ষতির জন্য নৌবিমা করা হয় তাই সময় বিমাপত্র। সাধারণত, ১২ মাস বা তার কম সময়ের জন্য এ ধরনের বিমা গ্রহণ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. শফিক একজন গম ব্যবসায়ী। তিনি ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। ৬ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল জন্য একটি সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ উক্ত সময়ের মধ্যে যাত্রা করলে যাত্রাপথে কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। তাই বলা যায়, মি. শফিকের গৃহীত বিমাপত্রটি সময় নৌ বিমাপত্র।

ঘ বিমাপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের পরে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ায় বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করবে।
যে বিমাপত্রে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ, পণ্য মাসুলের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, তাই সময় বিমাপত্র। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী উক্ত ক্ষতিপূরণে বাধ্য নহে।
উদ্দীপকে মি. শফিক ঈশ্বরদীর একজন গম ব্যবসায়ী। তিনি ডেনমার্ক থেকে গম আমদানি করেন। এ লক্ষ্যে নিউইয়র্ক থেকে ছেড়ে আসা জাহাজের জন্য তিনি ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ৩ কোটি টাকার সময় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। ৬ মে জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করেন।
উদ্দীপকে মি. শফিক বিমাকারী হতে কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কারণ তিনি সময় বিমা করেছেন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু জাহাজটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৬ মে। বিমাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিমাকারী কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। তাই এরূপ দুর্ঘটনার কারণে সংঘটিত ক্ষতি বিমাকারী পূরণ করবে না।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব কবির ঢাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌ পথে নিয়মিত চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্তা করে তিনি একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আজ পর্যন্ত পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কোন ক্ষতি ছাড়াই তিনি মালামাল পেয়ে যান। *[দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]*

ক. সামগ্রিক ক্ষতি কি? ১
খ. পণ্য নিক্ষেপণ বলত কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব কবির কী ধরনের বিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত ঘটনায় জনাব কবির সাহেব কি প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন? যুক্তিসহ তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বুঝিয়ে দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌবিমায় বিমাকৃত বিষয়বস্তু সামুদ্রিক বিপদ দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়।

খ জাহাজ বা জাহাজস্থ পণ্যকে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাহিত পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলে তাকে পণ্য নিক্ষেপণ বলে।
এরূপ পণ্য নিক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যবাহী জাহাজকে কিছুটা হালকা করে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। পণ্যের অংশবিশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ায় আংশিক সামগ্রিক ক্ষতির উদ্ভব হয়। পণ্য নিক্ষেপণের ক্ষতি বিমাকারী আনুপাতিক হারে পূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব কবির নৌবিমা চুক্তি সম্পাদন করেছেন।
নৌবিমা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতিপূরণের চুক্তি। যে বিমাচুক্তি দ্বারা বিমাকারী নৌপথে সংঘটিত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি নির্ধারিত নিয়মে বা সীমা পর্যন্ত পূরণের দায়িত্ব নেয়, তাই নৌবিমা চুক্তি।
উদ্দীপকে জনাব কবির ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌপথে নিয়মিত চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্তা করে তিনি একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অর্থাৎ পণ্য আমদানির সময় যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে বিমা কোম্পানি নৌবিমা চুক্তি শর্ত মোতাবেক জনাব কবিরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তবে এজন্য জনাব কবিরকে নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। তাই বলা যায়, জনাব কবির নৌবিমা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণের দায়ভার বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় ক্ষতিপূরণের চুক্তি অনুযায়ী জনাব কবির প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন না।
বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।
উদ্দীপকে জনাব কবির ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি নৌপথে চীন হতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। ঝুঁকি হ্রাসের কথা চিন্তা করে তিনি একটি কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেছেন। তিনি কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই মালামাল হাতে পেয়ে যান।
সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতিপূরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমাকারী তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে, তার জন্য বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। যদি ক্ষতি হয় তবেই বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ চুক্তির আওতায় ক্ষতির অর্থ বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করে। ক্ষতি না হলে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্থ বিমা কোম্পানির লাভ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে জনাব কবিরের যেহেতু কোনো ক্ষতি হয়নি তাই তিনি প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পাবেন না।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-১২ : নৌ বিমা

২৯৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে কোন বিমা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে? (জ্ঞান)
ক জীবন বিমা খ নৌ বিমা
গ শস্য বিমা ঘ অগ্নিবিমা — খ

২৯৯. নৌ বিমার প্রথম প্রচলন ঘটে কোথায়? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ডে খ ইতালিতে
গ কানাডায় ঘ আমেরিকায় — খ

৩০০. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন বিমা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক নৌ বিমা খ জীবন বিমা
গ অগ্নিবিমা ঘ সাধারণ বিমা — ক

৩০১. জাহাজ ভাড়ার ক্ষতিপূরণ রক্ষার্থে যে বিমা করা হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক মাশুল বিমা খ নৌ দায় বিমা
গ পণ্য বিমা ঘ জাহাজ বিমা — ক

৩০২. পণ্য পরিবহন বিমা কোন ধরনের বিমার আওতাধীন? (অনুধাবন)
ক নৌ বিমা খ জাহাজী বিমা
গ নৌ দায় বিমা ঘ মাশুল বিমা — ক

৩০৩. নৌ বিমার ব্যক্ত শর্তের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক অব্যক্ত খ প্রকাশিত
গ অপ্রকাশিত ঘ লিখিত — খ

৩০৪. নৌ বিমা চুক্তির অপ্রকাশিত শর্ত কোনটি? (জ্ঞান)
ক সমুদ্র যাত্রার তারিখ
খ বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা
গ রক্ষী বহর সাথে রাখা
ঘ জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা — ঘ

৩০৫. কোনটি প্রাকৃতিক বিপদ? (জ্ঞান)
ক পণ্য নিক্ষেপণ খ জলদস্যু
গ সামুদ্রিক ঝড় ঘ যুদ্ধ জাহাজ — গ

৩০৬. সমুদ্র যাত্রার ধারায় বিমাপত্রে প্রধান বিষয়বস্তু কোনটি? (অনুধাবন)
ক যাত্রাপথ খ যাত্রার সরঞ্জাম
গ যাত্রার দিক ঘ যাত্রার সময় — ক

৩০৭. প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক যেকোনো কারণে কোন ক্ষতি ঘটে? (জ্ঞান)
ক নৌ বিপদ খ সামুদ্রিক ক্ষতি
গ ভৌগোলিক ক্ষতি ঘ রাস্তার ক্ষতি — খ

৩০৮. সামুদ্রিক ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেনো কে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে? (অনুধাবন)
ক বিমা কোম্পানি খ আমদানিকারক
গ রপ্তানিকারক ঘ জাহাজ মালিক — ক

৩০৯. প্রকৃত ও উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি কোন বিমার আওতাধীন? (অনুধাবন)
ক শস্য বিমা খ জীবন বিমা
গ অগ্নি বিমা ঘ নৌ বিমা — ঘ

৩১০. 'বর্জন নোটিশ' কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে? (অনুধাবন)
ক আংশিক ক্ষতি
খ প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি
গ স্যালভেজ চার্জেস
ঘ উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি — ঘ

৩১১. পণ্য নিক্ষেপণের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক ত্যাগ স্বীকার খ জীবন রক্ষা
গ সামুদ্রিক বিপদ ঘ ঝুঁকি হ্রাস — ক

৩১২. ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্য কোনটি হতে পারে? (অনুধাবন)
ক জাহাজ রক্ষা খ সময় বাঁচানো
গ মালিককে রক্ষা ঘ ঝুঁকি বাড়ানো — ক

৩১৩. মাশুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি কে পূরণ করে? (জ্ঞান)
ক জাহাজ মালিক খ আমদানিকারক
গ রপ্তানিকারক ঘ বিমাকারী — ক

৩১৪. উদ্ধারকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য কেমন হয়? (জ্ঞান)
ক কম খ বেশি
গ সামান্য ঘ মাঝামাঝি — ক

৩১৫. কোন ক্ষতি নিরসনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক আংশিক ক্ষতি খ বিশেষ ক্ষতি
গ সাধারণ ক্ষতি ঘ সামুদ্রিক ক্ষতি — ক

৩১৬. সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ে বিমাপত্র বিবেচনার গুরুত্ব কী হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বিমাপত্রে চুক্তির শর্ত উল্লেখ করা
খ ক্ষতি নির্ণয় দ্রুত হয়
গ ক্ষতি হ্রাস হয় ঘ বিমা দাবি পূরণ হয় — ক

Teachingbd.com

৩১৭. সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতি নামক সূত্রটি কোন বিমাপত্রের সূত্র? (অনুধাবন)

ক) মূল্যায়িত খ) নামিক
গ) জাহাজি ঘ) অমূল্যায়িত **ক**

৩১৮. সমুদ্র যাত্রার সাথে স্বার্থ জড়িত থাকে — (অনুধাবন)

i. জাহাজের
ii. জাহাজস্থিত পণ্যের মালিকের
iii. পরিবহন ব্যবসায়ীর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৩১৯. অপ্রাকৃতিক বিপদের কারণ হলো — (অনুধাবন)

i. কাপ্তান এর অসাধুতা
ii. কর্মচারির অসাবধানতা
iii. জাহাজ মালিকের অবহেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৩২০. প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলতে বোঝায় — (অনুধাবন)

i. বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়া
ii. বিষয়বস্তুর ওপর থেকে বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব হারানো
iii. বিষয়বস্তুর কিছু অংশ সনাক্ত করতে পারা ও পরবর্তীতে উদ্ধার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

৩২১. পণ্য নিক্ষেপণ-এর সুবিধা হতে পারে — (অনুধাবন)

i. জাহাজ হালকা করা
ii. জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা
iii. পণ্যের ক্ষতি হ্রাস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৩২২. একটি জাহাজ এর মূল্য ৬০,০০,০০০ টাকা, পণ্যের মূল্য ৪০,০০,০০০ টাকা এবং মাশুলের মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা। জাহাজ, পণ্য ও মাশুল এর মূল্যের আনুপাতিক হার হবে — (প্রয়োগ)

i. জাহাজ : পণ্য : মাশুল
ii. ৫ : ২ : ১
iii. ৩ : ২ : ১

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

৩২৩. নৌ বিমার ক্ষতি নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো — (অনুধাবন)

i. সামগ্রিক ক্ষতি নির্ণয় ii. আংশিক ক্ষতি নির্ণয়
iii. বিশেষ ক্ষতি নির্ণয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বুলবুল সাহেব চা রপ্তানি করেন। তিনি রপ্তানিকৃত পণ্য চা এর বিমা করেন। পণ্যের সম্পূর্ণ বৈধতা তিনি নিশ্চিত করেন। যাত্রাপথে বন্দরে জাহাজ পুলিশ আটক করলে জানা যায় যে জাহাজে চা এর সাথে কিছু অবৈধ পণ্যও আছে। ফলে বিমাকারী চুক্তির দায় বহনে অস্বীকৃতি জানায়।

৩২৪. বুলবুল সাহেবের পণ্যের বৈধতা নিশ্চিতকরণ কোন ধরনের শর্ত? (প্রয়োগ)

ক) ব্যক্ত খ) অব্যক্ত
গ) লিখিত ঘ) মৌখিক **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২৫ ও ৩২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি জাহাজ ৩০,০০,০০০ টাকার পণ্য বোঝাই করে যাত্রা শুরু করে। পথে জাহাজটি বিপদমুক্ত করার জন্য সমস্ত পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। পণ্যের মাশুল ছিল ২০,০০,০০০ টাকা।

৩২৫. জাহাজটির পণ্য নিক্ষেপ কোন ক্ষতির উদ্ভব করে? (প্রয়োগ)

ক) সামগ্রিক খ) আংশিক
গ) সাধারণ ঘ) বিশেষ **গ**

৩২৬. উদ্দীপকে জাহাজের সাধারণ আংশিক ক্ষতির পরিমাণ কত হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক) ৬০,০০,০০০ খ) ৫০,০০,০০০
গ) ৩০,০০,০০০ ঘ) ২০,০০,০০০ **গ**

Teachingbd.com

http://teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১৩: অগ্নিবিমা

প্রশ্ন ▶১ আজকাল প্রায় সময় গার্মেন্টিস-এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে। এই জন্য মি. শাহরুখ তার গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরির ৩ কোটি টাকার কাপড়ের জন্য ২ কোটি টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গুদামে মালামাল থাকা অবস্থায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে গুদামের সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়। তখন কাপড়ের বাজারমূল্য ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মি. শাহরুখ বিমা কোম্পানির কাছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিমা দাবি করেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি'— বুঝিয়ে বলো। ২

গ. মি. শাহরুখ অগ্নিবিমার কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. শাহরুখ বিমা কোম্পানি থেকে কি ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিম তার কাপড়ের দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। যদি জনাব আজিমের দোকানের পণ্য অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. শাহরুখ অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এ ধরনের বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উল্লেখ থাকে। যাতে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমা কোম্পানি উল্লিখিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি.শাহরুখ তার ৩ কোটি টাকা মূল্যের গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরির জন্য ২ কোটি টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিমাকৃত গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরির ক্ষতিতে মি. শাহরুখ দুই কোটি টাকাই বিমা দাবি করতে পারেন। অগ্নিবিমায় উল্লিখিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধ কেবল নির্দিষ্ট বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমা কোম্পানি প্রদান করে থাকে। তাই বলা যায়, বিমা দাবি পরিশোধের ভিত্তিতে মি. শাহরুখের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত তথ্যে ক্ষতিপূরণ মূল্য বিমাপত্রে নির্দিষ্ট থাকায় মি. শাহরুখের পক্ষে ২ কোটি টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট অগ্নি বিমাপত্রে ক্ষতিপূরণ মূল্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে বিমা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বিমাগ্রহীতা বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে উল্লিখিত অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কম বা বেশি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি পূর্বে নির্ধারিত অর্থই প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. শাহরুখ ৩ কোটি টাকার গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিটি ২ কোটি টাকায় অগ্নিবিমা করেন। গুদামে মালামাল থাকা অবস্থায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে গুদামের সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়। যার বাজার মূল্য ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মি. শাহরুখ পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ দাবি করেন।

উদ্দীপকে মি. শাহরুখ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করায় বিমা কোম্পানি ২ কোটি টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। এ বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিমাকারী ক্ষতির পরিমাণকে বিবেচনা না করে বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে চুক্তির উল্লিখিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন ▶২ খুলনার ব্যবসায়ী জনাব আবিরের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানা আছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবিলার জন্য ৫০ লাখ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লাখ টাকার মূল্য নির্ধারণ করে বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হতে অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. গড় পড়তা বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আবির কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন শ্রেণির অগ্নিবিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আবির কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় দূরভিসন্ধিসম্পন্ন লোক শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ, বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে থাকে। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। এজন্যই অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আবির কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি হলো অগ্নিবিমার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে মূলত কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পূর্বেই উল্লেখ থাকে। এ ধরনের বিমাপত্রে ক্ষতি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আবিরের একটি মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লাখ টাকার উল্লেখ করে একটি বিমা করেন। যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি অনুযায়ী, তার যন্ত্রপাতি দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে তিনি ৩০ লাখ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতি ১০ লাখ বা ৬০ লাখ যাই হোক তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকাই পাবেন। অর্থাৎ জনাব আবিরের গৃহীত বিমাপত্রটি অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, নির্দিষ্ট বিমাপত্রেই সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্যের উল্লেখ করে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আবির অগ্নিবিমা চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই হলো অগ্নিবিমা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এ চুক্তি মূলত ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকে জনাব আবির তার ৫০ লাখ টাকার মোটর যন্ত্রপাতির জন্য নিদিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এতে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ৫০ লাখ টাকা হলেও নির্দিষ্ট ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিমাপত্র করা হয় । বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হলে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমাদাবি করেন।

অগ্নি বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি অবশ্যই আবিরকে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিমাপত্রের শর্ত মোতাবেক ক্ষতি যাই হোক জনাব আবির ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। অতএব, তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতি হলেও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পূর্ণ অংশই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩ মি. দত্ত Y জুট মিলের মালিক। সম্পূর্ণ মিলটি বিমাকৃত। দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকাণ্ডে মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমা দাবি পেশ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. সমর্পণ মূল্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. দত্ত কী বিমা করেছিলেন? দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বিমার ভূমিকা কী? সংক্ষেপে লিখো। ৩

ঘ. মি. দত্তা যে বিমা দাবি করেছেন তা কি যুক্তিযুক্ত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যদি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমা কোম্পানিকে তা সমর্পণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন, একে সমর্পণ মূল্য বলে।

সমর্পণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. দত্ত তার জুট মিলের জন্য অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেছিলেন।

অগ্নিবিমা পত্র দ্বারা বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যা বিমাকৃত সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে মানুষ তার ক্ষতি ও অনিশ্চয়তাকে প্রতিরোধ করে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

উদ্দীপকে মি. দত্ত Y জুট মিলের মালিক। তার মিলটি সম্পূর্ণ বিমাকৃত। সাধারণত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিজনিত ক্ষতি অধিক সংঘটিত হওয়ায় মালিকগণ এর সুরক্ষায় অগ্নিবিমাপত্রের শরণাপন্ন হন। অর্থাৎ মি. দত্ত তার জুট মিলের জন্য একটি অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেছেন, যা তাকে তার মিলের অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে এ অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মি. দত্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি, তার বিনিয়োগকে নিশ্চিত করেছেন। যার প্রভাব ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিকভাবে শিল্পায়নকে নিশ্চিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বিমাকৃত মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল এবং অধিকাংশ যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণে মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেশ করন, যা অযৌক্তিক।

অগ্নিবিমাপত্র ক্ষতিপূরণের চুক্তি হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও আংশিক ক্ষতিতে আংশিক ক্ষতিপূরণই প্রদত্ত হয়।

উদ্দীপকে মি. দত্ত তার সম্পূর্ণ জুট মিলের জন্য অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকাণ্ডে মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পর্যায়ে মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেশ করেন।

উল্লেখ্য পরিস্থিতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান কেবল রক্ষিত কাঁচামালের ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ প্রদানে বাধ্য থাকলেও যন্ত্রপাতির ক্ষতিতে তা সম্পূর্ণ প্রদান করবে না। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে তা আংশিক ক্ষতির আওতায় বিমা কোম্পানি প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶৪ ঢাকার মিরপুর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে ছোট ছোট অনেক গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে কেউই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানা কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানার সাথে সাথে এলাকার লোকজনও প্রায় সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অগ্নিবিমার মাধ্যমে তারা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ কী? ১

খ. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি তা বুঝিয়ে লিখ? ২

গ. অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে কিভাবে অগ্নিবিমা কাজ করে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমাকোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এই অর্থ পাবে উক্ত বিমা কোম্পানি।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে অগ্নিবিমা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি এক ধরনের ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত অনেকগুলো ছোট গার্মেন্টস কারখানার কথা বলা হয়েছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অগ্নিবিমা করা থাকলে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিবিমা চুক্তি এ সকল অগ্নিজনিত বিপদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এর মাধ্যমে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা ।

ঘ অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের (বিমাকারি এবং বিমাগ্রহীতা) মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই এরূপ চুক্তির উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে ঢাকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মিরপুরের কথা বলা হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। আর এ জন্যই বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সবাই আর্থিকভাবে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গার্মেন্টসগুলো অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত হলে তারা সহজেই আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অগ্নিবিমার চুক্তি অনুযায়ী তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাপত্রের ধরন অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ বিমাকারি বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করলে বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির পুর্নগঠন করতে পারে। একারণেই অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৫ মি. রাহাত ও মি. আরিফ উভয়ই 'মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড'-এর কাছে অগ্নিবিমা করেন। মি. রাহাত পাটের ব্যবসায়ী ও মি. আরিফ প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসায়ী। মি. রাহাত তার গুদামে সংরক্ষিত ৫০,০০০ টাকা মূল্যের পাটের জন্য ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে শর্ট সার্কিটের কারণে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ৪০,০০০ টাকার পাট পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বিমা

https://teachingbd24.com

কোম্পানি তাকে ৩০,০০০ টাকাই প্রদান করেন। অন্যদিকে, মি. আরিফের প্রেসের প্রিন্টিং মেশিনে আগুন লেগে তা একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। এতে বিমা কোম্পানি তাকে আর্থিক কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নতুন আর একটি মেশিন কারখানাতে স্থাপন করে দেয়। এতে রাহাত একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেও বিমা কর্মকর্তা নিজেদেরকেই সঠিক দাবি করেন। /চ. বো. ১৭/

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. অগ্নিবিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের মি. রাহাত কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা তাদেরকে সঠিক বলার পেছনে যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

সহায়ক তথ্য

প্রিমিয়াম : জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রিমিয়াম সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ্য। তবে নৌ, অগ্নি ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে একবারেই এরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে।
বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্যের গুদাম বিমা করে পরবর্তীতে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকের মি. রাহাত অগ্নি বিমাপত্রের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।
নির্দিষ্ট বিমাপত্রে কোনো সম্পত্তির বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে মি. রাহাত মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে একটি অগ্নিবিমা করেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা মূল্যের পাটের জন্য ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৪০,০০০ টাকার পাট গুদামে ইলেকট্রিক লাইনে শর্টসার্কিটের কারণে পুড়ে যায়। এতে বিমা কোম্পানি তাকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্তই ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কেননা তার বিমাপত্রটি এরূপ ছিল যে, পণ্যের ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট মূল্য ৩০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাই বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলা যায়, মি. রাহাতের বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে অগ্নিবিমার পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের শর্তানুযায়ী বিমা কর্মকর্তাদের পদক্ষেপটি সঠিক এবং যথার্থ।
পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে না। আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করে দেয়।
উদ্দীপকে মি. আরিফ প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসায়ী। তিনি মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। হঠাৎ একদিন আগুন লেগে তার প্রিন্টিং মেশিনটি নষ্ট হয়ে যায়। এতে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বিমাগ্রহীতাকে নতুন আরেকটি মেশিন কারখানাতে স্থাপন করে দেয়।
বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী বিমা কোম্পানি মি. আরিফকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়নি, বরং সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করেছে। অর্থাৎ আরিফের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো পুনঃস্থাপন বিমাপত্র। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা কর্তৃক নিজেদেরকে সঠিক দাবি করার বিষয়টি যৌক্তিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির কথা চিন্তা করে সাদিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে তার ৫ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাকের জন্য ৪ লক্ষ টাকায় একটি অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমাকৃত সময়ের মধ্যে আগুন লেগে জনাব ফারুকের ২ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি তাকে দাবিকৃত অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। /সি. বো. ১৭/

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১
খ. অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব ফারুক কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার দাবিকৃত অর্থ পরিশোধে বিমা কোম্পানির অস্বীকৃতির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে এবং প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফারুক মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।
মূল্যায়িত বিমাপত্র সম্পাদনকালেই বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ বিমাচুক্তি গৃহীত হয়।
উদ্দীপকে জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির কথা বিবেচনা করে সাদিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাকের জন্য চার লক্ষ টাকা বিমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে, যা মূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মূল্যায়িত বিমাপত্রের অধীনে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অযৌক্তিক হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা যথার্থ হয়েছে।
মূল্যায়িত বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য দ্বারা বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। তবে আংশিক ক্ষতির বেলায় সম্পত্তির কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়।
উদ্দীপকে জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির আশঙ্কায় একটি মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে চার লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বিমাকৃত সময়ের মধ্যে আগুন লেগে দুই লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। যা তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি হিসেবে উত্থাপন করেন।
উদ্দীপকে সংঘটিত ক্ষতিটি একটি আংশিক ক্ষতি। এ ধরনের ক্ষতি পূরণে মূল্যায়িত বিমাপত্রে সম্পত্তির আনুপাতিক হার নির্ণয় করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তাই এ পর্যায়ে ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা হলেও বিমাকারী যৌক্তিকভাবেই সম্পত্তির আনুপাতিক হার বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ মিনা বিদেশ গমনের পূর্বে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি ক্রয় করেন এবং তার বান্ধবী টিনার হেফাজতে এক বছরের জন্য রেখে যান। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে টিনা গাড়িটি এক বছরের মধ্যে অগ্নি দুর্ঘটনায় গাড়িটি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পাবেন এই মর্মে রয়েল বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করার প্রস্তাব প্রদান করেন। কিন্তু রয়েল বিমা কোম্পানি টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। /য. বো. ১৭/

ক. অগ্নিবিমা কী? ১
খ. অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের বিমা কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে টিনা কোন ধরনের অগ্নিবিমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রয়েল বিমা কোম্পানির টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিমের একটি কাপড়ের দোকান আছে। তিনি তার দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। জনাব আজিমের দোকানের পণ্য যদি অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক হোক বা সম্পূর্ণ হোক বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে ।

গ উদ্দীপকে টিনা মূল্যায়িত অগ্নিবিমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

মূল্যায়িত অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য আগে থেকেই উভয়পক্ষের সম্প্রতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো ক্ষতির উদ্ভব হলে সম্পত্তির কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

উদ্দীপকে মিনা বিদেশ যাওয়ার পূর্বে তার গাড়িটি টিনার হেফাজতে এক বছরের জন্য রেখে যান। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে টিনা গাড়িটির জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাই গাড়িটি অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি অনুপাতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন এ মর্মে রয়েল বিমা কোম্পানিকে বিমাচুক্তির প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ প্রস্তাব করেন যে, গাড়িটির বিমাকৃত মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকবে এবং যে অংশের ক্ষতি হবে তা নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তার প্রস্তাবকৃত অগ্নিবিমাটি হলো মূল্যায়িত বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গাড়িতে টিনার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। এটি বিমাচুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান।

উদ্দীপকে বর্ণিত গাড়িটির প্রকৃত মালিক মিনা। তিনি বিদেশ যাওয়ার পূর্বে গাড়িটি টিনার কাছে রেখে যান। টিনা গাড়িটির জন্য রয়েল বিমা কোম্পানিকে অগ্নিবিমা চুক্তির প্রস্তাব দেন। তবে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোনো কারণে গাড়িটি ধ্বংস বা নষ্ট হলে টিনার কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে না। বরং গাড়িটির প্রকৃত মালিক মিনা এ আর্থিক ক্ষতি বহন করবে । অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুতে টিনার কোনো স্বার্থ নেই। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিত বিমা চুক্তি বৈধ নয়। তাই রয়েল বিমা কোম্পানি এ চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়, যা অবশ্যই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার রিমা করেন। পক্ষান্তরে তার বিমাকারী নিরাপত্তার জন্য অপর এক বিমা কোম্পানির সাথে ৬০ লক্ষ টাকার বিমা করে। অগ্নিকাণ্ডে জনাব আবুলের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি তার বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি পেশ করেন। *[বি. বো. ১৭]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি কেন? ২

গ. মি. আবুলের বিমাকারী কীরূপ বিমা করেছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. মি. আবুল কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিমের একটি কাপড়ের দোকান আছে। তিনি দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। জনাব আজিমের দোকানের পণ্য যদি অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. আবুলের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি পুনর্বিমা করেছে।

পুনর্বিমা বলতে বিমা কোম্পানি কর্তৃক তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। অন্যদিকে, তার বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অপর একটি বিমা কোম্পানির সাথে ৬০ লক্ষ টাকার বিমা করে। অর্থাৎ মি. আবুলের বিমা কোম্পানি ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যেই অন্য বিমা কোম্পানির সাথে পুনঃচুক্তি করেছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, মি. আবুলের বিমা কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাটি একটি পুনর্বিমা।

ঘ উদ্দীপকে মি. আবুল অবশ্যই সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। চুক্তিতে উল্লেখিত কারণে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাগ্রহীতা অবশ্যই এর ক্ষতিপূরণ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার অগ্নিবিমা করেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণে জনাব আবুলের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

জনাব আবুলের অগ্নিবিমাটি হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। তাই অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার সম্পদের ক্ষতিতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিদার। যদিও তার বিমা কোম্পানি বিমাপত্রটি অন্য আরেকটি বিমা কোম্পানির সাথে পুনর্বিমা করেছে। তবুও জনাব আবুল এ ক্ষতিপূরণ তার বিমা কোম্পানির নিকট থেকেই পাবেন। তার বিমা কোম্পানি পুনর্বিমা চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তীতে তাদের বিমা দাবি অন্য বিমা কোম্পানির নিকট থেকে আদায় করে নেবে। সুতরাং, জনাব আবুল বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ তার বিমা কোম্পানির নিকট থেকেই পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ টিপু সাহেব একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেছেন। বিমা চুক্তিতে তার সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ৫ কোটি টাকা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালামাল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিপূরণের পর উভয় বিমা কোম্পানি উদ্ধারযোগ্য অবশিষ্টাংশের মালিকানা নিয়ে নেয়। *[চা. বো. ১৬]*

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. টিপু সাহেব কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে টিপু সাহেবকে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকেই বুঝায়।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে যে কেউ পণ্য সরিয়ে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে বিমাদাবি পেশ করতে পারে। এছাড়া অবহেলা, অসতর্কতা ইত্যাদি কারণেও অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে। তাই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা বিমা কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে টিপু সাহেব মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য আগে থেকেই উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে টিপু সাহেব একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেছেন। বিমাচুক্তিতে তার সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ৫ কোটি টাকা উল্লেখ করেন। সাধারণত অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রে বিমাচুক্তি করার সময় পূর্ব থেকে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেহেতু এখানে বিমাচুক্তির সময় বিমার বিষয়বস্তু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় সেহেতু এটি মূল্যায়িত বিমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, টিপু সাহেব অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে টিপু সাহেবকে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

অধিকার স্থানান্তরের নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে বিমাকৃত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিক হবে বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকে টিপু সাহেব কাপড়ের জন্য অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হওয়ায় বিমা কোম্পানিদ্বয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হয়। তবে উভয় কোম্পানি উদ্ধারযোগ্য অবশিষ্টাংশের মালিকানা নিয়ে নেয়।

বিমাচুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হওয়ার কারণেই বিমা কোম্পানিদ্বয় সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উদ্ধারযোগ্য অংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য অংশ বিমা কোম্পানিদ্বয় নিয়ে যায়। সুতরাং, এখানে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. রায়হান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কিছু পণ্য সবসময় শিল্প গুদামে, কিছু আঞ্চলিক গুদামে, কিছু বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে জমা থাকে। তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পণ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবেন। তাই একটিমাত্র বিমাপত্রের আওতায় তার সকল পণ্যের বিমা করেন। একদিন হঠাৎ করে আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্য আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি যথানিয়মে বিমা দাবি উপস্থাপন করেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১

খ. মূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. রায়হান কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রায়হান কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নি ক্ষতি বা অপচয় বলে।

খ অগ্নিবিমা চুক্তির সময় বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকলে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

এক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয় না এবং সম্পত্তির মূল্যের কোনো প্রমাণাদিও দাখিল করতে হয় না। সম্পত্তির বাজারমূল্য যাই হোক না কেন, বিমাগ্রহীতা পূর্বনির্ধারিত মূল্যের সমান ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে মি. রায়হান ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমা ব্যবস্থায় একই ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানের সম্পত্তি একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয় তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে প্রতিটি পণ্যের জন্য পৃথক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে মোট প্রিমিয়ামের গড় নির্ণয় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. রায়হান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প গুদামে, আঞ্চলিক গুদামে ও বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে পণ্য রাখেন। এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পদের নিরাপত্তায় একটিমাত্র বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানের পণ্যের-আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় গৃহীত বিমাপত্রটি একটি ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. রায়হান যৌক্তিকভাবেই বিমাদাবির পাওয়ার অধিকারী।

ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তি বা পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে গড় থেকে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কোনো পণ্যের ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ লাভ করেন।

উদ্দীপকে মি. রায়হানের শিল্প গুদামে, আঞ্চলিক গুদামে ও বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে পণ্য জমা রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পণ্যের জন্য সে একটিমাত্র ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করে। হঠাৎ একদিন আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্য আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং যথানিয়মে মি. রায়হান বিমাদাবি উপস্থাপন করেন।

মি. রায়হানের উত্থাপিত বিমাদাবিটি বিমাচুক্তি অনুযায়ী যথার্থ। যেহেতু তিনি ভাসমান অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন এবং বিমাপত্রে উল্লিখিত সম্পত্তির মধ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্যও অন্তর্ভুক্ত। তাই বিমাপত্রের বিষয়বস্তু অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি যৌক্তিকভাবেই বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব তৌহিদ একটি আসবাবপত্রের দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পূর্ণ ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১

খ. অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমা দাবির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান কতটা যৌক্তিক? বিমার ধরন বিবেচনায় তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ:

আমরা জানি,

$$\text{বিমাদাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

$$= \frac{১,৬০,০০০}{২,০০,০০০} \times ৮০,০০০$$

$$= ৬৪,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ ৬৪,০০০ টাকা।

ঘ বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাটা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ বিমাদাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। এরূপ বিমাপত্র নির্দিষ্ট বিমাপত্রের বিপরীত।

উদ্দীপকে মি. তৌহিদ একজন ব্যবসায়ী। সে তার দোকানে রক্ষিত ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১,৬০,০০০ টাকায় একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করে। আগুন লেগে ৮০ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্ষতি হলে সে বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু বিমা কোম্পানি ৮০ হাজার টাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এখানে জনাব তৌহিদের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। কেননা, তিনি ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বাকি ৪০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত অংশ। যার জন্য জনাব তৌহিদকে প্রিমিয়ামও কম দিতে হয়েছে। তাই ৮০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। তাই বিমাকারী গড়পড়তা হারে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করে যা যৌক্তিক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ দিনাজপুরের জনাব আব্দুল লতিফ একটি জুট মিলের মালিক। জুট মিল সংলগ্ন দুটি পাটের গুদামও রয়েছে তার। তিনি ৫,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের মিলের জন্য 'মুন ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানির নিকট ৩ কোটি ও 'সান ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানির নিকট ১ কোটি টাকারর বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তাছাড়া গুদামের জন্য ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যের পাট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও 'স্টার ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানি ৫০,০০,০০০ টাকাই বিমা দাবি পরিশোধ করবে মর্মে আরও একটি বিমাপত্র করেন। একদিন রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনে জনাব লতিফের সব পাট পুড়ে যায় এবং মিলের কিছু অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়, যার আর্থিক মূল্য ১,০০,০০,০০০ টাকা। অতঃপর আব্দুল লতিফ মুন, সান ও স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেন। *[য. বো. ১৬]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি কী? ১

খ. নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'স্টার ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানি হতে জনাব আব্দুল লতিফের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. জনাব আব্দুল লতিফ মিলের ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ কেন পাবে না? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

খ যে বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উল্লেখ থাকে এবং ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উল্লিখিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তির বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট অর্থে বিমা করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী বিমাপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যই পরিশোধ করে থাকে। কোনো অবস্থাতেই বিষয়বস্তুর নির্ধারিত অঙ্কের কম বা বেশি অর্থ প্রদান করতে পারবে না।

গ স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে জনাব আব্দুল লতিফের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য ধার্য করে বিমাকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর বিমাকৃত সম্পত্তির মালিক হবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল লফিত একটি জুট মিলের মালিক। জুট মিলের পাশে তার দুটি পাটের গুদাম রয়েছে। তিনি ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যের পাটের জন্য স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাচুক্তি অনুযায়ী পাটের আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ৫০,০০,০০০ টাকাই পরিশোধ করবে। তার এ বিমাপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের পাটের আংশিক ক্ষতি হলেও সে ৫০,০০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবে। তাই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্টার ইন্স্যুরেন্স থেকে তার গৃহীত বিমাপত্রটিকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলা যায়।

ঘ সম্পূর্ণ মিলের ওপর বিমা না করায় জনাব আব্দুল লতিফ মিলের ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ পাবে না।

বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি যার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্পদ বিনষ্টের ঝুঁকি বিমাকারীর ওপর অর্পণ করে। বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে তাই বিমা কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে চুক্তির শর্তই এর নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান।

উদ্দীপকে জুট মিল মালিক জনাব আব্দুল লতিফ তার জুট মিলের ওপর বিমা করেন। তিনি ৫,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের মিলের জন্য মুন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ৩ কোটি ও সান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ১ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। শর্টসার্কিটে আগুনে তার মিলের কিছু অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এর আর্থিক মূল্য ১,০০,০০,০০০ টাকা। অতঃপর আব্দুল লতিফ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন।

বিমার মাধ্যমে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতির বিপক্ষে ক্ষতিপূরণ করা হয়। সম্পূর্ণ সম্পদের বিমা করা হলে সম্পূর্ণ ক্ষতিই বিমা কোম্পানি পূরণে বাধ্য। আংশিক সম্পত্তির ওপর বিমা করলে বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে ক্ষতিপূরণ করবে। জনাব আব্দুল লতিফ ৫,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির জন্য মোট ৪,০০,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি তার সম্পত্তির $\frac{৪}{৫}$ অংশের জন্য বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন। ফলে তার ক্ষতি হলে মোট ক্ষতির $\frac{৪}{৫}$ অংশের ক্ষতিপূরণই পাবেন। এখানে আগুন লেগে তার মিলের ১,০০,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলেও বিমাকৃত অংশ ছিল $\frac{৪}{৫}$ অংশ। অর্থাৎ বিমাকৃত ক্ষতির অংশ ৮০,০০,০০০ টাকা এবং তিনি এই ৮০,০০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। সুতরাং সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত না থাকায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶ ১৩ এনার্জি প্যাক লি. তাদের কারখানার ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য ৭০ লক্ষ টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কারখানায় আগুন লেগে তাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি পুড়ে যায়। তখন যন্ত্রপাতিটির বাজার মূল্য ছিল ৮০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি বিমা কোম্পানির কাছে ৮০ লক্ষ টাকা বিমাদাবি করেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. অগ্নিজনিত ক্ষতি কী? ১

খ. সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি থেকে অগ্নিবিমায় কোন ধরনরে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. এনার্জি প্যাক লি. অগ্নিবিমার কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এনার্জি প্যাক লি. কি বিমা কোম্পানি থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবে? যুক্তসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতি বলতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদকে বোঝায়।

খ সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি থেকে অগ্নিবিমায় প্রাকৃতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

বিমাকৃত সম্পত্তি কারও প্ররোচনা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর এ স্বাভাবিক কারণকে প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলা হয়। এ ধরনের ঝুঁকিসমূহ দৃশ্যমান। অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছা করলে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে এ ঝুঁকি দূর করা যায়। তাই সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি প্রাকৃতিক ঝুঁকির একটি উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে।

এ ধরনের বিমাপত্রে নির্দিষ্ট সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী নির্দিষ্ট মূল্যই ক্ষতি পরিশোধ করে থাকে।

উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. তাদের কারখানার ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির বিপক্ষে একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমা চুক্তিতে যন্ত্রপাতির বিমা মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমা মূল্যেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। যা অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, এনার্জি প্যাক লি. নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. এর গৃহীত বিমাপত্রটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিমা কোম্পানি থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবে না।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য নির্দিষ্ট থাকে। বিষয়বস্তুর ক্ষতির পরিমাণ কম বেশি হলেও তা মূল্যায়ন না করে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বাজার মূল্যকে বিবেচনা করা হয় না।

উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য ৭০ লক্ষ টাকার একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কারখানায় আগুন

https://teachingbd24.com

লেগে ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। তখন উক্ত যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য ছিল ৮০ লক্ষ টাকা।
এনার্জি প্যাক লি.-এর গৃহীত বিমাপত্রটির মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় বাজার মূল্য ক্ষতিপূরণে প্রভাব ফেলবে না। ক্ষতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকার কম বা বেশি যাই হোক না কেন ক্ষতিপূরণ ৭০ লক্ষ টাকাই পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সামগ্রিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিস্থাপনের নীতি কার্যকর হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত এল.পি. গ্যাস ব্যবসায়ী। ঝুঁকি কমাতে তিনি তার সকল সম্পদ ৪০ লাখ টাকার পণ্যের বিপরীতে বিমা করেছেন। বিমাকারী তার ঝুঁকি কমাতে অন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নিকাণ্ড মি. আজাদের ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তিনি তার বিমাকারীর কাছে দাবি পেশ করেছেন।
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১
খ. প্রত্যক্ষ কারণ নীতি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. আজাদের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. আজাদ কি বিমাকারির নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকে অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলে।

খ বিমাচুক্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কারণে জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এরূপ নীতিকেই প্রত্যক্ষ কারণ নীতি বলে।
কোনো প্রকার ক্ষতির উদ্ভব হলে চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বিমা কোম্পানি তা যাচাই করে। অতীত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিমা কোম্পানি এ ধরনের যাচাই বাছাই করে থাকে। যদি বিমা কোম্পানি এ সিদ্ধান্তে একমত হয় যে, চুক্তিতে উল্লিখিত কারণেই ক্ষতি হয়েছে তবেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। চুক্তিতে উল্লেখ নেই এমন কোনো কারণে ক্ষতি হলে, বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে না।

গ উদ্দীপকের মি. আজাদের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর পুনর্বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
পুনর্বিমা বলতে বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনরায় চুক্তির মাধ্যমে অন্য বিমা কোম্পানির ওপর বণ্টন করাকে বোঝায়। এরূপ চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি।
উদ্দীপকের মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ঝুঁকি হ্রাস করতে তিনি তার সকল সম্পদ বিমা করেছেন। যার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। তবে বিমা কোম্পানি গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে তা পুনরায় বিমা করে। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি। যা পুনর্বিমার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে পুনর্বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মি. আজাদের বিমাকারীর ঝুঁকি যেমন হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে তার বিমাদাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বেড়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মি. আজাদ ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করায় যৌক্তিকভাবেই বিমাকারীর নিকট থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।
ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় একটি বিমাপত্রের অধীনে কোনো ব্যক্তির সকল সম্পদ বিমা করা যায়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে।
উদ্দীপকের মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার সকল সম্পদের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে অগ্নিকাণ্ডে মি. আজাদের বিমাকৃত ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার প্রেক্ষিতে তিনি বিমাকারীর কাছে বিমা দাবি পেশ করেন।
মি. আজাদের উত্থাপিত বিমা দাবিটি বিমা চুক্তি অনুযায়ী যথার্থ। কারণ তিনি তার সকল সম্পদের জন্যই বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছিলেন। আর এক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত ৩০ লক্ষ টাকা সম্পদ ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণে বাধ্য। তাই উদ্দীপকের মি. আজাদ বিমাকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. রনির একটি ঔষধ তৈরির কারখানা আছে যেখানে অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেখান থেকে যে কোনো সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে ভেবে ক্ষতি সংগঠনের পর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার শর্তে তিনি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের বিপরীতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। প্রথম কিস্তির প্রিমিয়াম প্রদানের পরপরই অগ্নিকাণ্ডে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের সব পণ্যদ্রব্য ভস্মিভূত হয়ে যায়। তিনি কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন।
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১
খ. শস্য বিমা কৃষকদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করে কীভাবে? ২
গ. মি. রনি কোন প্রকৃতির অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. রনি বিমা কোম্পানির নিকট হতে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় বহনের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ কৃষি কাজে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা বিপদের হাত থেকে কৃষকদের আর্থিকভাবে সুরক্ষার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।
এ বিমা কৃষকদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। কারণ শস্য বিমা কৃষকদের ফসলের সব ধরনের আর্থিক নিরাপত্তা দেয়। এতে করে কৃষকরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা পায়। যা থেকে তারা তাদের আয়ের স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারে। আর এভাবেই তারা নিজেদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকের মি. রনি অমূল্যায়িত অগ্নিবিমা চুক্তি করেছেন।
অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বিষয়বস্তুর মূল্য ক্ষতি হওয়ায় পর নির্ধারণ করা হয়। এ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ও বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
উদ্দীপকের মি. রনির একটি ঔষধ তৈরির কারখানা আছে। যেখানে অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়ে থাকে। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে যেকোনো সময় আগুন লাগাতে পারে। এ চিন্তা থেকেই মি. রনি একটি বিমা চুক্তি করেন। তিনি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের জন্য বিমা চুক্তিটি করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হওয়ার পর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করা হবে। অর্থাৎ মি. বনি বিমাপত্রে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করলেও বিমাপত্রের মূল্য নির্দিষ্ট করেননি। যার বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে পণ্যের বাজার মূল্যকে বিবেচনা করা হবে। যা অগ্নিবিমার অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকে মি. বনি অমূল্যায়িত অগ্নিবিমা চুক্তি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. রনি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতির বাজার মূল্য বিচারে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।
অমূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে চুক্তিতে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে। তবে বিমামূল্য উল্লেখ থাকে না। যা ক্ষতি হওয়ার পর বাজার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।
উদ্দীপকের মি. রনি একটি ঔষধ তৈরির কারখানার মালিক। কেমিক্যাল থেকে কারখানায় আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকায় তিনি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্যের জন্য একটি বিমাচুক্তি করেন। যার বিমাদাবি বাজার মূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ তিনি অমূল্যায়িত বিমা চুক্তি গ্রহণ করেছেন। তবে প্রিমিয়ামের প্রথম কিস্তি দেয়ার পর কারখানায় আগুন লাগে। বাজার মূল্যে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লাখ টাকা।
মি. রনি বিমা চুক্তিটি ৪০ লাখ টাকার জন্য করলেও আগুনে তার কারখানার সব পণ্য পুড়ে যায়। ৪০ লাখ টাকার পণ্য পরবর্তীতে বাজার মূল্য হিসেবে ৩০ লাখ টাকার নেমে আসে। অর্থাৎ পণ্যের ক্রয়মূল্য যাই হোক না কেন ক্ষতির সময় এর বাজার মূল্য ছিল ৩০ লাখ। আর অমূল্যায়িত বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা দাবি করলে বাজার মূল্যে দাবি পরিশোধ করা হয়। সুতরাং মি. রনি বিমা দাবি হিসেবে বিমা কোম্পানি থেকে ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রাজিবের দু'টি গুদামে দু'ধরনের পণ্য রয়েছে। একটি গুদামের পণ্যের বিমাকৃত মূল্য দশ লক্ষ টাকা যার আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি বিমাকৃত পুরো দশ লক্ষ টাকা বিমাদাবি পরিশোধ করবে। অন্য গুদামে বর্তমানে বাজার মূল্যে এক কোটি টাকার মালামাল রয়েছে যার বিমামূল্য ষাট লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে উক্ত গুদামের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমাদাবি করা হলে বিমা প্রতিষ্ঠান ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে আদালত বিমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান করে।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. গড়পড়তা বিমাপত্র উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাজিবের প্রথম গুদামের জন্য সংগৃহীত অগ্নিবিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আদালতের অবস্থান কতটা যৌক্তিক তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই হলো অগ্নিবিমা।

খ যে বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

এ বিমাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহক যেন সম্পত্তির মূল্য অধিক দেখিয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ না নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা। আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই গড়পড়তা বিমাপত্র উত্তম। সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতেও গড়পড়তা নীতিতে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. রাজিবের ১ম গুদামের জন্য গৃহীত অগ্নিবিমাপত্রটি হলো নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পাত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উল্লেখ থাকে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য মি. রাজিবের প্রথম গুদামের পণ্যের বিমাকৃত মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। যার আংশিক ক্ষতি হলেও বিমাকৃত পুরো ১০ লক্ষ টাকাই বিমা কোম্পানি পূরণ করবে। এখানে সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্য উল্লেখ আছে। যাকে বলে নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র। এ বিমাপত্রের আওতায় কোনো সম্পত্তির বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট অর্থে করা হয়। ফলে ক্ষতি সাধিত হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিমাকারী বাধ্য থাকে। সুতরাং উক্ত অগ্নিবিমাপত্রটি হলো নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলেও মি. রাজিব গড়পড়তা বিমাপত্র গ্রহণ করায় আদালতের অবস্থান যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত ক্ষতির পরিমাণ পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে পরিশোধ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

উদ্দীপকে মি. রাজিবের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি গড়গড়তা বিমাপত্র। মি. রাজিবের গুদামে বর্তমান বাজার মূল্যে ১ কোটি টাকার মালামাল রয়েছে, যারা বিমামূল্য ৬০ লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে উক্ত গুদামের ৫০ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমাদাবি করা হলে প্রতিষ্ঠান ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। সুতরাং মি. রাজিবের যৌক্তিক বিমাদাবি হলো–

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{৬০,০০,০০০}{১,০০,০০,০০০} \times ৫০,০০,০০০$$

$$= ৩০,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং গড়পড়তা বিমাপত্রের বিমাদাবি নির্ণয়ের মাধ্যমে মি. রাজিবের বিমাদাবি ৩০ লক্ষ টাকা। আর গড়পড়তা বিমার কারণে আদালত বিমা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকেই যৌক্তিক মনে করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব নিশান একটি আসবাবপত্রের দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সমমূল্যের আসবাবপত্র নষ্ট হয়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পূর্ণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমা দাবির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান কতটা যৌক্তিক? বিমার ধরন বিবেচনায় তোমার মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার কাছে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ :

এখানে,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{২,০০,০০০}{৫,০০,০০০} \times ১,৫০,০০০$$

$$= ৬০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা।

উত্তর : ৬০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম দেখালে এ নিয়ম প্রযোজ্য হয়।

উদ্দীপকের জনাব নিশান একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকায় একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। আগুন লেগে ১.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের ক্ষতি হলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ১.৫০ লক্ষ টাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

জনাব নিশানের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। তিনি ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বাকি ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত। যার জন্য জনাব নিশানকে কম প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে। তাই ১.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ আসবাবপত্র বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। অবিমাকৃত অংশের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ করবে না। তাই বিমাকারী গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব রাসেল একটি ফার্নিচার দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ১.৬ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে দাবি করলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে। রাসেল সাহেব আদালতের সাহায্যে নিতে চাইলে আদালতও বিমা কোম্পানির পক্ষে অবস্থান নেয়। *[ঢাকা ইমাপিরিয়াল কলেজ]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১

খ. নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাসেল কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন বিমা কোম্পানির কাছ থেকে? ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যাণের ক্ষেত্রে কোন অগ্নিবিমা পত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নি অপচয় বলে।

খ নির্দিষ্ট বিমাপত্রে ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, ক্ষতি সংগঠিত হলে বিমাকৃত মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করা যায়।

এ বিমাপত্রের অধীনে নির্দিষ্ট সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যের বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে সংঘটিত ক্ষতিতে কোনো অবস্থাতেই বিমাপত্রে উল্লিখিত অঙ্কের কম বা বেশি অর্থ প্রদানের সুযোগ থাকে না। যা নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহীতাদের জন্য একটি সুবিধা।

গ জনাব রাসেলের প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ :

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

এখানে,

বিমাপত্রের মূল্য = ২,০০,০০০ টাকা

দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৩,০০,০০০ টাকা

ক্ষতির পরিমাণ = ১,৬০,০০০ টাকা

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{২,০০,০০০}{৩,০০,০০০} \times ১,৬০,০০০$$

$$= ১,০৬,৬৬৭ \text{ টাকা}$$

জনাব রাসেল বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,০৬,৬৬৭ টাকা পাওয়ার অধিকারী।

উত্তর : ১,০৬,৬৬৭ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ বিমাদাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে বিমা দাবি নির্ধারণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতি সংঘটনের পর ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ণয় করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব রাসেল একটি ফার্নিচার দোকানের মালিক। সে তার দোকানে রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি অগিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। আগুন লেগে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়। যার প্রেক্ষিতে জনাব রাসেল বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ এ পর্যায়ে বিমা কোম্পানি গড়পড়তা হারে বিমা দাবি পরিশোধ করবে।

উদ্দীপকে জনাব রাসেলের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। কেননা, তিনি ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বাকি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত। তাই ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। যা গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্রের মূল বিষয়। তাই বলা যায়, বিমা কোম্পানি গড়পড়তা বিমাপত্রের আলোকে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। বিমাচুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে ক্ষতি হলে বাজার মূল্য বিবেচনা করা হবে না। আগুন লেগে আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ বিনষ্ট হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো কী কী? ২

গ. মি. চৌধুরী কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরবর্তী ঘোষণার মাধ্যমে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হবে এ শর্তে সর্বোচ্চ মজুতের ওপর যে অগ্নিবিমাপত্র গৃহীত হয় তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

সহায়ক তথ্য

বৃহৎ পরিসরে যারা পণ্য উৎপাদন করে তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ মজুতের ওপর ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের ৭৫% শুরুতেই প্রদান করে।

খ অগ্নিকাণ্ডের ফলে দালানকোঠা, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তির যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলে।

অগ্নিকাণ্ড সংগঠনে সরাসরি যুক্ত নয় তবে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এমন কিছু বিষয় রয়েছে। যা অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষকারণ হিসেবে চিহ্নিত। যেমন- ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের মি. চৌধুরী মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি সংঘটনের পর সম্পত্তির বাজারমূল্য বিবেচনা করা হয় না।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। তবে উক্ত বিমা চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমার বিষয়বস্তুর বাজার মূল্য বিবেচনা করা হবে না। অর্থাৎ বিমাপত্রে সম্পত্তির যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বিচারে মি. চৌধুরীর গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র। তাই বলা যায়, মি. চৌধুরী মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে অগ্নিবিমার আংশিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।

অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। ক্ষতি আংশিক সংঘটিত হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পর বিমা কোম্পানি ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় অগ্নিবিমা করেন। এক্ষেত্রে তিনি মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মি. চৌধুরীর বিমাকৃত আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করেন।

মূল্যায়িত বিমার ক্ষেত্রে সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতে আংশিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসরণ করা হয়। এতে ক্ষতি সংঘটিত হলে বাজার মূল্য বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে বিমাকৃত মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ক্ষতিপূরণ করা হয়। উদ্দীপকে যেহেতু মি. চৌধুরীর আসবাবপত্রের অর্ধেক ক্ষতি হয়েছে তাই তিনি বিমাকৃত মূল্যের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পাবেন। অর্থাৎ আনুপাতিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১.৫০ লক্ষ টাকা পাবেন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২০ মাধবদীর ব্যবসায়ী জনাব আরিফের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানা আছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট হতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. গড়-পড়তা বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় কোন ঝুঁকিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আরিফ কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আরিফ কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমার নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে। এ সকল ঝুকি পূর্ব থেকে অনুমান করে সঠিক প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।

গ উদ্দীপকের জনাব আরিফ কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি হলো অগ্নিবিমার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে মূলত কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পূর্বেই উল্লেখ থাকে। এ ধরনের বিমাপত্রে ক্ষতি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফের একটি মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির মধ্যে শুধুমাত্র ৩০ লক্ষ টাকার উল্লেখ করে একটি বিমা করেন। তবে যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি অনুযায়ী, তার যন্ত্রপাতি দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে তিনি ৩০ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকার কম বা বেশি যাই হোক, তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকাই পাবেন। অর্থাৎ জনাব আরিফের গৃহীত বিমাপত্রটি অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা নির্দিষ্ট বিমাপত্রেই সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্যের উল্লেখ করে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব আরিফ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব আরিফ 'নির্দিষ্ট অগ্নি বিমা' চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই হলো অগ্নিবিমা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এ চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ তার ৫০ লক্ষ টাকার মোটর যন্ত্রপাতির জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এতে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা হলেও তিনি ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বৈদ্যুতিক শট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হলে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা দাবি করেন।

অগ্নি বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি অবশ্যই জনাব আরিফকে বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিমাপত্রের শর্ত মোতাবেক ক্ষতি যাই হোক না কেনো জনাব আরিফ ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতি হলেও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যের বেশি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়ার অধিকারী নয়। শুধুমাত্র ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ২১ পোষাক শিল্প ব্যবসায়ী জনাব মাসুক অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্টি ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয়ে তার কোম্পানির জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তির শর্তে কোম্পানি এটা উল্লেখ করে যে, ক্ষতি সংঘটিত হলে বাজার মূল্য অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সম্পদের ক্ষতিপূরন করা হবে। তিনি তার গুদামে অবস্থিত ৬ কোটি টাকার পণ্যের মধ্যে ৪ কোটি টাকায় বিমা করে। একবার অগ্নিকান্ডে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়। তিনি কোম্পানি বরাবর ক্ষতিপূরণের আবেদন জানান। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব মাসুক বিমা কোম্পানি থেকে কতটুকু ক্ষতিপূরণ পাবেন? তা নির্ণয় করে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব মাসুকের ক্ষতির টাকা কম পাবার কারণ বিমাচুক্তির নিয়মানুযায়ী কতটুকু যৌক্তিক-এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে যে কেউ পণ্য সরিয়ে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে বিমা দাবি পেশ করতে পারে। এছাড়া অবহেলা, অসতর্কতা ইত্যাদি কারণেও অগ্নি সংযোগ ঘটতে পারে। তাই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা বিমা কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব মাসুকের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় :

উদ্দীপকের জনাব মাসুক গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তাই বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয়ে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে–

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

এখানে,

বিমাপত্রের মূল্য = ৪ কোটি টাকা

দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৬ কোটি টাকা

ক্ষতির পরিমাণ = ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{৪,০০,০০,০০০}{৬,০০,০০,০০০} \times ২,৪০,০০,০০০$$

$$= ১,৬০,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব মাসুক বিমা কোম্পানি থেকে ১,৬০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন।

উত্তর : ১,৬০,০০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মাসুকের গৃহীত গড়পড়তা বিমাপত্রটির ক্ষতিপূরণ বিমাচুক্তি অনুযায়ী কম পাওয়াই যথার্থ।

যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। সম্পত্তির মূল্য বেশি দেখিয়ে বিমা কোম্পানি থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ আদায় প্রতিহত করতেই এ বিমাপত্রের উদ্ভব।

উদ্দীপকের জনাব মাসুক একজন পোষাক ব্যবসায়ী। এ খাতের অতীত সংঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক অগ্নিকান্ডের ফলাফল থেকে তিনি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তবে চুক্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বাজার মূল্য অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করবে। অর্থাৎ জনাব মাসুক গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

জনাব মাসুক তার ৬ কোটি টাকার পণ্যের জন্য ৪ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে জনাব মাসুকের ২ কোটি টাকার পণ্য অবিমাকৃত। যার জন্য তিনি বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়ামও কম প্রদান

https://teachingbd24.com

করেছেন। এক্ষেত্রে অবিমাকৃত পণ্যের জন্য বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। তাই ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ বিমা কোম্পানি প্রদান করবে না। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকৃত অংশের ক্ষতির পরিমাণ মোট ক্ষতির পরিমাণ থেকে কম। তাই বলা যায়, জনাব মাসুকের ক্ষতির টাকা কম পাবার কারণ বিমাচুক্তি অনুযায়ী যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. হাসান চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। বিমা চুক্তিকে উল্লেখ রয়েছে ক্ষতি হলে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হবে না। আগুন লেগে আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ বিনষ্ট হয়। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নি বিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বুঝ? ২

গ. মি. চৌধুরী কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে বলে তুমি মনে করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার কাছে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি। এ ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতা ও আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো নেতিক ঝুঁকি পরিমাপ করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব। যা সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। এ জন্যই অগ্নি বিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি।

গ উদ্দীপকের মি. চৌধুরী মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় ক্ষতিপূরণে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হয় না। আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করেন। যা তিনি ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। তবে বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হবে না। অর্থাৎ বিমাপত্রে সম্পত্তির যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করা হবে। যা বৈশিষ্ট্য বিচারে মূল্যায়িত বিমাপত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. চৌধুরী তার আসবাবপত্রের জন্য মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।

অগ্নিবিমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। অগ্নিজনিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় অগ্নিবিমা করেন। আসবাবপত্রের জন্য তিনি মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বাজার মূল্য বিবেচনা না করে বিমা মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

মি. চৌধুরীর বিমাকৃত আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করেন। মূল্যায়িত বিমার ক্ষেত্রে সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতে কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়। বিমাকৃত মূল্যের বিচারে নির্ধারিত অংশের আংশিক ক্ষতিপূরণ করা হয়। যেহেতু মি. চৌধুরীর আসবাবপত্রের অর্ধেক ক্ষতি হয়েছে তাই তিনি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিমা মূল্যের অর্ধেক অর্থাৎ ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত ১০০ মণ চাল, ১০ লক্ষ টাকায় ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১ বছর মেয়াদি একটি বিমা করে। তাদের ব্যবসায়ের উপকরণ চাল হলেও কখনো কখনো মালিকের এক বন্ধুর কিছু ক্যামিক্যালের উপকরণ গুদামে রাখা হতো। আরমান ট্রেডার্সের মালিক এ বিষয়ে বিমা কোম্পানিকে কিছু জানাননি। গত ১০ আগস্ট গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে এবং গুদামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আরমান ট্রেডার্স বিমা কোম্পানির কাছে দাবি উত্থাপন করলে তারা ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানান। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. অগ্নি বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অগ্নি বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কোন নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়? বিষয়টির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

জনাব আজিম তার কাপড়ের দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। যদি জনাব আজিমের দোকানের পণ্য অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ যে বিমা চুক্তিতে ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।

জীবনহানী হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বা পঙ্গু হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে বিমা কোম্পানি এরকম নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয় না। এ কারণে জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের অগ্নি বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র।

যে বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য পূর্ব থেকে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করে বিমাপত্রে উল্লেখ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত অঙ্কের সম্পূর্ণ অর্থ বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত ১০০ মন চালের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিমাপত্রের বিষয়বস্তু চাল। যা ১০ লক্ষ টাকায় বিমা করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বিমাপত্রটি ১০ লক্ষ টাকায় বিমাকৃত। এ বিমাকৃত মূল্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হয়েছে। যা মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আরমান ট্রেডার্স এর গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র। মূল্যায়িত বিমাপত্রের আওতার বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

বিমা চুক্তি সম্পাদনকালে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা সম্পর্কিত সকল আবশ্যকীয় তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের আরমান ট্রেডার্স তার গুদামে রক্ষিত ১০০ মন চালের জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্নিবিমাপত্রের বিষয়বস্তু গুদামে রক্ষিত চাল। তবে আরমান ট্রেডার্সের ব্যবসায়ের উপকরণ চাল হলেও কখনো কখনো মালিকের বন্ধুর কিছু ক্যামিক্যালের উপকরণ গুদামে রাখা হতো। এ বিষয়টি বিমা কোম্পানিকে জানানো হয়নি। পরবর্তীতে গুদামটি অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরমান ট্রেডার্স ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রদানে অস্বীকার করে।

আরমান ট্রেডার্সের বিমাকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কারণ বিমাগ্রহীতা হিসেবে আরমান ট্রেডার্স বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবশ্যকীয় সকল তথ্য প্রদান করেনি। এক্ষেত্রে

https://teachingbd24.com

আবশ্যকীয় তথ্য বলতে ঝুঁকি হ্রাস-বৃদ্ধিকারী কোনো তথ্যকে বোঝায়। যা প্রকৃত প্রিমিয়াম নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে আর এরূপ তথ্য কোনো পক্ষ গোপন করলে অপরপক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারে। উদ্দীপকে আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত বন্ধুর ক্যামিক্যালের তথ্য গোপন করেছে। যা চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির লঙ্ঘন। তাই বলা যায়, এক্ষেত্রে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সামিয়া তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিমা করলেন। বিমপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি দেখলে বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সামিয়া কোন ধরনের অগ্নিবিমা করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়া কি যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নি বিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সামিয়া মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

মূল্যায়িত বিমাপত্র সম্পাদনকালে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ বিমাচুক্তি গৃহীত হয়। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের সামিয়া তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলেন। বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সামিয়ার গৃহীত বিমাচুক্তিটির বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য দ্বারা বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করবে। এক্ষেত্রে বিমাপত্র সম্পাদনকালে বিষয়বস্তুর মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মূলত মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়। তাই বলা যায়, সামিয়া অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের সামিয়া বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যৌক্তিক নয়।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের সামিয়া তার ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাসে একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাপত্রটি মূল্যায়িত বিমাপত্র হওয়ায় তাতে বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে। সামিয়া বিষয়বস্তুর মূল্য হিসেবে বিমাপত্রে ১৮ লক্ষ টাকা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি উদঘাটন করল বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি সম্পাদনে সামিয়া সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক লঙ্ঘন করেছেন।

সামিয়ার বিমাকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কারণ বিমাগ্রহীতা হিসেবে সামিয়া মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। যার ফলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তার দায় অস্বীকার করতে পারে। তাই বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ আদায় অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মি. রাসেল তার ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের গাড়ির জন্য সিকিউরিটি বিমা কোং নিকট ৩০ লক্ষ টাকার বিমা চুক্তি করে। অধিক নিরাপত্তার জন্য আবার তিনি মেঘনা কোম্পানির সাথে ৩৫ লক্ষ টাকার বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। হরতালের মধ্যে গাড়ি পুড়ে গেলে ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. নির্দিষ্ট বিমা পত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক কেন? ২

গ. মি. রাসেলকে সিকিউরিটি কোং প্রদেয় ক্ষতি পূরণের পরিমাণ গড় পড়তা নিয়মে নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মি. রাসেল-এর প্রাপ্ত মোট বিমা দাবির পরিমাণ কত হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাকৃত মূল্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

বিমাকৃত বিষয়ের ওপর বিমাগ্রহীতার স্বার্থ জড়িত কিনা তার ওপর বিবেচনা করে বিমাচুক্তি করা হয়। অগ্নিবিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি থাকে। এতে বিমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অগ্নিবিমার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকা জরুরি।

গ সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ গড়পড়তা পদ্ধতিতে নির্ণয় :

$$\text{সিকিউরড কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ} = \frac{\text{সিকিউরিটি কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{(সিকিউরিটি + মেঘনা) কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ৩৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{৬৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

= ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা

অর্থাৎ সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা।

উত্তর : ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা।

ঘ মেঘনা বিমা কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ :

$$= \frac{\text{মেঘনা কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{(সিকিউরিটি + মেঘনা) কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{৩৫,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ৩৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

$$= \frac{৩৫,০০,০০০}{৬৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

= ২১,৫৩,৮৪৬.১৬ টাকা

∴ মোট বিমা দাবির পরিমাণ = (সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ + মেঘনা কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ)

= ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ + ২১,৫৩,৮৪৬.১৬

= ৪০,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ মি. রাসেল দুটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করলেও অগ্নিবিমার আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী মোট ৪০ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। যেহেতু গাড়িটির ক্ষতি হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকার। তিনি কখনোই সম্পত্তির ক্ষতি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি আদায় করতে পারবেন না। কারণ বিমা লাভের চুক্তি নয়, ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব তুর্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার পণ্যের জন্য অগ্নি বিমা করতে আগ্রহী। তার গুদামে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই পরিমাণ পণ্য সংরক্ষণ করা হয় না। তাই তিনি বাড়তি পণ্যের জন্য ভিন্ন বিমা করতে চাইলেন। তিনি বিমাচুক্তির করার সময়ই প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. এর কাছে জানতে চাইলেন, কোনো দুর্ঘটনায় তার পণ্যের ক্ষতি হলে তিনি কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমা কী? ১

খ. 'বিমা চুক্তি পরম বিশ্বাসের চুক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিমাপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা দাবি আদায়ের জন্য জনাব তুর্যের করণীয় পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জীবন বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধুই বিমাগ্রহীতা বিমা দাবির অর্থ লাভ করে তাকে বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমা বলে।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষ বিমা সম্পর্কিত আবশ্যকীয় সকল তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ একে অন্যের কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশে বাধ্য। কোনো পক্ষ যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করে তাহলে অন্য পক্ষ চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। ফলে বিমাগ্রহীতার সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি বিবেচনা করে বিমাকারী সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

গুদামে রক্ষিত গড় পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্যের জন্য যে অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বাড়তি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের জনাব তুর্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার পণ্যের জন্য অগ্নিবিমা করতে আগ্রহী। তবে তার গুদামে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই পরিমাণ পণ্য সংরক্ষণ করা হয় না। অর্থাৎ সব সময়ই পণ্যের আগমন নির্গমন ঘটে। তাই তিনি বাড়তি পণ্যের জন্য ভিন্ন একটি বিমা করতে চাইলেন। এক্ষেত্রে জনাব তুর্য গুদামে ন্যূনতম মজুতের ওপর একটি সাধারণ বিমা আর অতিরিক্ত পণ্যের জন্য আরেকটি বিমাপত্র গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তিনি একই গুদামের পণ্যের জন্য দুটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করবেন। যেখানে অতিরিক্ত পণ্যের জন্য গৃহীত বিমাপত্রটি বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বাড়তি অগ্নি বিমাপত্রের দাবি আদায়ের জন্য প্রতি মাসে জনাব তুর্যকে বাড়তি মজুদ পণ্যের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা করতে হবে।

বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রতি মাসেই বিমাগ্রহীতা দ্বারা বাড়তি মজুতের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা করতে হয়। এক্ষেত্রে কয়েক মাসের মূল্য একত্রিত করে তার ওপর গড় হারে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব তুর্য তার গুদামের রক্ষিত পণ্যের জন্য অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করতে আগ্রহী। তবে তার গুদামে সবসময় নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুত পণ্য থাকে না। যার কারণে তিনি প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. থেকে একটি বাড়তি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

জনাব তুর্যের গৃহীত বিমাপত্রের আওতায় ভবিষ্যতে বিমা দাবি আদায়ের জন্য তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি মাসেই জনাব তুর্যকে গুদামে রক্ষিত অতিরিক্ত মজুত পণ্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যা প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. কে জানাতে হবে। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. এ মূল্যের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নির্ধারণ করবে। আর নির্ধারিত প্রিমিয়াম গ্রহণ করেই ভবিষ্যতে বিমা দাবি উত্থাপিত হলে বিমাকারী কোম্পানি দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব ইমতিয়াজ একজন পাটের ব্যবসায়ী। প্রতিটি মৌসুমে তিনি কম দামে প্রচুর পরিমাণে পাট কিনে নেন। এ বছর ৫০,০০০ টন পাট ক্রয় করেন ১০ লাখ টাকায়। তিনি আগামী ১ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে আগুনে কিছু পাট পুড়ে বিনষ্ট হয়। তখন ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমতিয়াজ কোন ধরনের অগ্নি বিমাচুক্তি করেন এবং তিনি কত টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অগ্নিবিমা শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করে" –উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি পণ্য উৎপাদনে জড়িত প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি হতে সৃষ্ট ক্ষতির বিপরীতে যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা অধিক। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। এ ঝুঁকি পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব।

গ উদ্দীপকের জনাব ইমতিয়াজ নির্দিষ্ট অগ্নি বিমা চুক্তি করেন এবং তিনি বিমাকৃত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ পাবেন।

যে অগ্নিবিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উল্লেখ থাকে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাপত্রে উল্লেখিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের জনাব ইমতিয়াজ একজন পাট ব্যবসায়ী। তিনি মজুতের জন্য পঞ্চাশ হাজার টন পাট ১০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। আগামী ১ বছরের জন্য জনাব ইমতিয়াজ উক্ত পাটের ৫ লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তার গৃহীত বিমাপত্রের বিমাকৃত মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। যা মূলত নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিমধ্যে আগুনে কিছু পাট পুড়ে বিনষ্ট হয়। তখন ক্ষতির বাজার মূল্য নির্ধারিত হয় ৭.৫০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে জনাব ইমতিয়াজ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করায় ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেনো তিনি বিমাকৃত মূল্যেই অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। কারণ এ ধরনের বিমাপত্রে বিমা দাবির মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় বাজার মূল্য ক্ষতি পূরণে কোনো প্রভাব ফেলে না।

ঘ অগ্নিবিমা শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করে –উক্তির সাথে আমি একমত।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ ধরনের বিমাপত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে স্বস্তি প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব ইমতিয়াজ একজন পাট ব্যবসায়ী। তিনি তার মজুত পাটের জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিমাকৃত পাটের কিছু অংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। অর্থাৎ তার বিমাকৃত পণ্যের অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে গৃহীত বিমাপত্রটি আর্থিক প্রতিরক্ষা।

উল্লিখিত সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অগ্নি বিমাপত্রটি জনাব ইমতিয়াজের মতো ব্যবসায়ীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করছে। যার ফলে জনাব ইমতিয়াজ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও আর্থিক নিরাপত্তা অনুভব করেন। যা তাকে আর্থিক ক্ষতিতেও স্বস্ত প্রদান করছে। তাই বলা যায়, অগ্নিবিমা শুধু আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তিও প্রতিষ্ঠা করে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. মান্নান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একই মালিকানাধীনে তার কয়েকটি বাড়ি, দামী আসবাবপত্র ও একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। তিনি সবসময় ঝুঁকি নিয়ে ভাবেন। তাই একটি বিমাপত্রের আওতায় তিনি তার সকল সম্পদ বিমা করেছেন। হঠাৎ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তার পেট্রোল পাম্প আগুনে পুড়ে যায়। তিনি বিমাদাবির নোটিশ প্রদান করলেও বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অপারগতা প্রকাশ করে। *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কেন? ২

গ. ঝুঁকি কমাতে মি. মান্নান কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মান্নান কি বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা গুদামে রক্ষিত সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্যের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করে মোট প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ হয়ে থাকে। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। এজন্যই অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মি. মান্নান ঝুঁকি কমাতে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক সম্পত্তি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বা মজুদ থাকতে পারে। একই বিমাপত্রের আওতায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থানরত সব সম্পত্তি বিমা করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের মি. মান্নান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তার মালিকানাধীন কয়েকটি বাড়ি, দামি আসবাবপত্র ও একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। তার এসব সম্পত্তির ঝুঁকির নিরাপত্তা বিধানে তিনি চিন্তিত। উক্ত ঝুঁকি নিরসনের উপায় হিসেবে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যাতে তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন সম্পত্তিকে একটি বিমাপত্রের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে তিনি আলাদা আলাদা বিমাপত্র গ্রহণের ঝামেলা পরিহার করতে পারবেন। যা ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. মান্নান তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তির ঝুঁকি নিরসনে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. মান্নানের গৃহীত বিমাচুক্তির বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক ঝুঁকি উল্লেখ না থাকায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি না হওয়ায় তিনি বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী নন।

বিমাকৃত বিষয়বস্তু বিমাচুক্তিতে উল্লিখিত ঝুঁকি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি বলে।

উদ্দীপকের মি. মান্নান তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন সম্পত্তিকে একটি বিমাপত্রের আওতায় এনে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সম্পত্তির সব সম্ভাব্য ঝুঁকিকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিমাচুক্তির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এবং নৈতিক ঝুঁকিকে বিবেচনা করা হয়েছে। হঠাৎ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তার বিমাকৃত পেট্রোল পাম্প আগুনে পুড়ে যায়। তবে বিমা দাবি উত্থাপনে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

মি. মান্নার তার বিমাচুক্তিতে সাধারণভাবেই অগ্নি বিমার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে অগ্নিবিমা চুক্তির ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মি. মান্নানের সম্পত্তি রাজনৈতিক অস্থিরতায় অগ্নি সংযোগ হওয়ায় তা প্রত্যক্ষ কারণ নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। আর বিমা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণে বাধ্য না থাকায় যৌক্তিকভাবেই মি. মান্নান বিমাদাবি গ্রহণের অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব কামরুল গ্যাস চালিত একটি কারখানার মালিক। প্রায় সময়ই এ ধরনের গ্যাসচালিত কারখানায় আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। তাই এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেন। হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শত্রুতাবশত তার ২০ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে যায়। তিনি যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিমা দাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমাকারী তার বিমা দাবি পরিশোধে অপারগতা জানায়। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব কামরুল কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামরুল কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকদের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সম্পূর্ণ বা আংশিক যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই অগ্নি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকের জনাব কামরুল অগ্নিবিমার অন্তর্গত মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এ বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফলে দুর্ঘটনার পর ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করতে হয় না। সম্পত্তি মূল্য যাই হোক না কেন বিমাগ্রহীতা সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পূর্বনির্ধারিত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব কামরুল একটি গ্যাস চালিত কারখানার মালিক। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনাব কামরুলের গৃহীত বিমাপত্রে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। আর অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রেই মূলত বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বে নির্ধারিত হয়। তাই বলা যায়, জনাব কামরুলের বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি সংঘটিত না হওয়ায় জনাব কামরুল বিমা দাবি পাবেন না।

বিমাপত্রে কোন কোন কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে। উক্ত কারণে দুর্ঘটনা ঘটলেই কেবল বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে।

উদ্দীপকের জনাব কামরুল একটি গ্যাসচালিত কারখানার মালিক। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লাখ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। শত্রুতাবশত তার ২০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে যায়। বিমা কোম্পানি তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধে অপারগতা জানায়।

জনাব কামরুল অগ্নিজনিত ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু তার শত্রুপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার কারখানায় আগুন দেয়। যা বিমাচুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে উল্লেখ ছিল না। তাই বিমা চুক্তি অনুযায়ী তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তাই জনাব কামরুল ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ আকিজ কোম্পানির গুদামে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের উপর বিমা করা হয়। অগ্নিকান্ডে প্রতিষ্ঠানটির ১,৫০,০০০ টাকা পণ্যের ক্ষতি হয়। অগ্নিকান্ডের সময় উক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিমাদাবি পূরণের পর উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানি নিয়ে যায়। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর; ; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃকলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. বাড়তি বিমাপত্র কাকে বলে? ১
খ. কোন ধরনের সম্পত্তির বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমা দাবি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানির নিয়ে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গুদামে রক্ষিত গড় পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্যের জন্য যে অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বাড়তি বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।
নৈতিক ঝুঁকি বলতে বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকদের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই এ ধরনের সম্পত্তি বিমায় বিমাগ্রহীতার চরিত্র, সততা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়।

গ গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমাদাবি নির্ণয় :
আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

এখানে,
বিমাপত্রের মূল্য = ৫,০০,০০০ টাকা
দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৩,৬০,০০০ টাকা
ক্ষতির পরিমাণ = ১,৫০,০০০ টাকা

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{৫,০০,০০০}{৩,৬০,০০০} \times ১,৫০,০০০ \text{ টাকা}$$
$$= ১.৩৮৮৯ \times ১,৫০,০০০ \text{ টাকা}$$
$$= ২,০৮,৩৩৫ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমা দাবি ২,০৮,৩৩৫ টাকা।
উত্তর : ২,০৮,৩৩৫ টাকা।

ঘ বিমা চুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণ নীতির কারণে উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি উদ্ধারকৃত পণ্য নিয়ে যায়।
ক্ষতি সংঘটনের পর বিমাকারী তা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে কিছু অংশ উদ্ধার করতে পারলে তার মালিকানা বিমাকারী লাভ করে। এ নীতিকে স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলে।
উদ্দীপকের আকিজ কোম্পানি গুদামে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। পরবর্তীতে অগ্নিকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটির ১.৫০ লক্ষ টাকা পণ্যের ক্ষতি হয়। তবে সে সময়ে উক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ছিল ৩.৬০ লক্ষ টাকা। আকিজ কোম্পানি দ্বারা বিমা দাবি উত্থাপনে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে। তবে বিমা দাবি পূরণের পর উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানি নিয়ে যায়।
উল্লিখিত ঘটনায় বিমা কোম্পানি স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিমা দাবি পরিশোধে সম্পত্তির উদ্ধারকৃত অংশের মালিক বিমা কোম্পানি। এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্ত স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানির নিয়ে যাওয়া যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩১ মি. মুনীর ও মি. কামরুল দুই বন্ধু প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী। পাশাপাশি পাটের গুদাম। দু'জনের সম্পত্তির মালামাল নিজেরা নির্দিষ্ট করে বিমাপত্রে নিয়ে অগ্নিবিমা করেছেন। একদিন রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে মি. মুনীরের গুদামের সব পাট পুড়ে যায়। মি. কামরুলের গুদামে আগুনে ছড়ালেও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুন নিভানোর কারণে তার ক্ষতির মাত্রা কম হয়। বিমা কোম্পানি সার্ভেয়ার নিয়োগ করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক মি. মুনীরকে পুরো ক্ষতিপূরণ করে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়। কিন্তু মি. কামরুলকে ক্ষতিপূরণ করলেও তার অবশিষ্ট সবই মি. কামরুলেরই থেকে যায়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১
খ. অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. কামরুল কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বিমা কোম্পানির নিজ দায়িত্বে নেয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকেই অগ্নিবিমা বলে।

খ অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাকে বোঝায়।
এ বিমাপত্র দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না। বিষয়বস্তুর প্রকৃত ও বাজার মূল্যের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে বিমা দাবি নির্ধারণ করা হয়–

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রে উল্লিখিত মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

গ উদ্দীপকের মি. কামরুলের সম্পত্তির ক্ষতির বিপক্ষে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ যা গড়পড়তা বিমাপত্রের আওতাভুক্ত।
বিমাকৃত সম্পত্তি যখন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে আংশিক ক্ষতি বলে। আর এ আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি যতটুকু ক্ষতিপূরণ দেয় তাই আংশিক ক্ষতিপূরণ।
উদ্দীপকে মি. কামরুল একজন পাট ব্যবসায়ী। তার বন্ধু মি. মুনীরের গুদামে আগুন লাগার প্রেক্ষিতে তার নিজের গুদামের কিছু অংশে আগুন লেগে যায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মি. কামরুলকে আংশিক ক্ষতিপূরণ করেছে। এ ক্ষতির ফলে মি. কামরুলের গুদামের ক্ষতির আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করেছে। অর্থাৎ মি. কামরুলের বিমাপত্রের ভিত্তিতে ক্ষতির আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আংশিক ক্ষতিপূরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি দ্বারা মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নেয়া স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে।
স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী সম্পূর্ণ বিমা দাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে।
উদ্দীপকের মি. মুনীরের বিমাকৃত গুদাম আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে গুদামে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মালিকানা লাভ করে বিমা কোম্পানি।
জনাব মুনীর অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে অগ্নিবিমার অপরিহার্য উপাদান গ্রহণ তার জন্য বাধ্যতামূলক। আর উদ্দীপকের স্থলাভিষিক্তকরণ নীতিটিও এ অপরিহার্য উপাদানের আওতাভুক্ত। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা লাভ করেন। যা জনাব মুনীরের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব মুনীরকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩২ মি. পাখি তার একটি কারখানা সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ৩০,০০,০০০ টাকায় এবং রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ২০,০০,০০০ টাকায় বিমা করল। কিছুদিন পর অগ্নিকাণ্ডে উক্ত কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ২৫,০০,০০০ টাকা। *[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১
খ. নৌ বিমা ও অগ্নি বিমার ৪টি পার্থক্য লিখ। ২
গ. মি. পাখি রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে? ৩
ঘ. সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে? মোট বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

https://teachingbd24.com

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকেই অগ্নিবিমা বলে।

খ নৌ বিমা ও অগ্নিবিমার ৪টি পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো :

পার্থক্যের বিষয়	নৌ বিমা	অগ্নিবিমা
১. সংজ্ঞা	নৌপথে সংঘটিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে নৌ বিমা বলে।	অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে অগ্নিবিমা বলে।
২. ঝুঁকির বিষয়	বিমাকারী সমুদ্রপথে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ঝুঁকি বহন করে।	বিমাকারী সম্পদের অগ্নিজনিত ঝুঁকি বহন করে।
৩. লক্ষ্য	নৌপথের ঝুঁকি হ্রাস করাই এ বিমার লক্ষ্য।	অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাস করাই এ বিমার লক্ষ্য।
৪. উদ্দেশ্য	আমদানি-রপ্তানি তথা বৈদেশিক বানিজ্যের ঝুঁকি কমানোই এর মূল উদ্দেশ্য।	ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ের সম্পত্তি অগ্নিজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এর মূল উদ্দেশ্য।

গ রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :
আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{(সোনালী + রূপালী) কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{২০,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$$

$$= \frac{২০,০০,০০০}{৫০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$$

$$= ১০,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ মি. পাখিকে রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ১০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ করবে।

উত্তর : ১০,০০,০০০ টাকা।

ঘ সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{(সোনালী + রূপালী) কোম্পানির বিমাপত্রের মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{(৩০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০)} \times ২৫,০০,০০০$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{৫০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$$

$$= ১৫,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

∴ মোট বিমাদাবির পরিমাণ = সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ + রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ
= ১৫,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ টাকা
= ২৫,০০,০০০ টাকা
অর্থাৎ মি. পাখি দুটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করলেও অগ্নিবিমার উপাদান, আনুপাতিক হার অনুযায়ী তিনি মোট ২৫,০০,০০০ টাকাই পাবেন। যেহেতু কারখানাটির ক্ষতির পরিমাণ ২৫,০০,০০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ঢাকার মিরপুর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে ছোট ছোট অনেক গার্মেন্টিস কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে কেউই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানা কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানার সাথে সাথে এলাকার লোকজনও প্রায় সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অগ্নিবিমার মাধ্যমে তারা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। *[সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ কী? ১
খ. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি তা বুঝিয়ে লিখ? ২
গ. অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে কীভাবে অগ্নিবিমা কাজ করে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এ অর্থের মালিক উক্ত বিমা কোম্পানি।

খ অগ্নি বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
অগ্নি বিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই অগ্নি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে অগ্নিবিমা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এটি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।
উদ্দীপকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত অনেকগুলো ছোট গার্মেন্টিস কারখানার কথা বলা হয়েছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টিস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরার প্রায় সকল কারখানাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অগ্নিবিমা করা থাকলে গার্মেন্টিস ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিবিমা চুক্তি এ সকল অগ্নিজনিত বিপদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ বিমার মূল লক্ষ্য অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা।

ঘ অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।
অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের (বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা) মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই এরূপ চুক্তির উদ্দেশ্য।
উদ্দীপকে ঢাকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মিরপুরের কথা বলা হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গার্মেন্টিস কারখানা গড়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টিস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সবাই আর্থিকভাবে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
গার্মেন্টিসগুলো অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত হলে তারা সহজেই আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অগ্নিবিমার চুক্তি অনুযায়ী তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাপত্রের ধরন অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করলে বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির পুনর্গঠন করতে পারে। এ কারণেই অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জনাব অর্ক ও জনাব সৌম্য দুই বন্ধু। জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য ৫,০০,০০০ টাকার অগ্নিবিমা করেছে। অগ্নিকাণ্ডে তার কোম্পানির ৩,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি তাকে ৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিল। অপরদিকে জনাব সৌম্যের অফিসে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সে বিমা কোম্পানি থেকে কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ পেল না। অথচ বিমা কোম্পানি তার অফিস সরঞ্জাম মেরামত ও পুনঃস্থাপন করে দিল। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ভাসমান বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় কোন ধরনের ঝুঁকি বেশি থাকে এবং কেন? ২

গ. জনাব অর্ক কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সৌম্যের বিমাপত্রটিকে 'পুরোনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্র' ও বলা হয়ে থাকে? এ বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই মালিকানায় একাধিক স্থানে রক্ষিত একাধিক সম্পদের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা দুরূহ। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত। তাই বিমা কোম্পানি এ ঝুঁকির জন্য সঠিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে পারে না। যা বিমাকারীর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

গ উদ্দীপকের জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করে যে অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাপত্রে উল্লিখিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ করে।

উদ্দীপকের জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার অগ্নিবিমা করেন। পরবর্তীতে তার কোম্পানি অগ্নি দুর্ঘটনায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তাকে পুরো পাঁচ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি বিমাপত্রের উল্লিখিত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ করেছে। যা নির্দিষ্ট অগ্নি বিমাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ বিমাপত্রের আওতায় যত টাকার ক্ষতি হোক না কেন বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সৌম্যের বিমাপত্রটিকে 'পুরানো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্রও বলা হয়' –বক্তব্যটি যথার্থ।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিমাগ্রহীতার সম্পত্তিকে নতুনভাবে পুনঃস্থাপন করে দেয় তাকে পুনঃস্থাপন বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব সৌম্যের অফিসে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি জানায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে কোনো আর্থিক সহায়তা করেনি। তবে জনাব সৌম্যের অফিস সরঞ্জাম মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করে দেয়। বিমা কোম্পানির দাবি পরিশোধের এ পদ্ধতিটি পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বিমা কোম্পানি সংঘটিত ক্ষতির পরিস্থিতিতে জনাব সৌম্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য না করে তার সরঞ্জাম নতুন করে মেরামত করে দিয়েছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি এক্ষেত্রে পুনঃস্থাপনের নীতি অনুসরণ করেছে। তাই পুরনো জিনিস সরিয়ে তা নতুন করে তৈরি করে দেয়ার কারণে জনাব সৌম্যের গৃহীত বিমাপত্রটিকে পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্র বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ গত ১১/১/২০১৭ তারিখে সাফিনের পাটের গুদামে আগুন লাগে। গুদামে ১০ লক্ষ টাকার পাট ৬ লক্ষ টাকায় 'ক' বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা ছিল। বিমাপত্রটি ছিল গড়পড়তা বিমাপত্র। আগুনে ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪,০০,০০০ টাকা। সাফিন দ্রুত বিমা কোম্পানিকে ঘটনাটি জানায়। বিমা কোম্পানি উপযুক্ত সকল দলিলপত্র দাখিল করতে বলে। সাফিন ২৮/৫/২০১৭ তারিখে সকল প্রমাণপত্র ও পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে বিমা দাবি পেশ করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. অগ্নিজনিত অপচয় কী? ১

খ. অগ্নি বিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'ক' বিমা কোম্পানি সাফিনের বিমা দাবি পূরণ করবে কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত অপচয় বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা অধিক। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব।

গ সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

উদ্দীপকের সাফিনের পাটের গুদামে আগুন লাগার সময় পাটের প্রকৃত মূল্য ছিল ১০,০০,০০০ টাকা। যা ৬,০০,০০০ টাকায় বিমা করা ছিল। কিন্তু আগুনে ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪,০০,০০০ টাকা। সুতরাং সাফিনের বিমা দাবি হলো–

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{৬,০০,০০০}{১০,০০,০০০} \times ৪,০০,০০০$$

$$= ২,৪০,০০০ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ হবে ২,৪০,০০০ টাকা।

উত্তর : ২,৪০,০০০ টাকা।

ঘ বিমা দাবি উপস্থাপনের নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করায় উদ্দীপকের 'ক' বিমা কোম্পানি সাফিনের বিমা দাবি পূরণ করবে না।

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই বিমাকারী প্রতিষ্ঠানকে তা জানাতে হয়। অবহিতকরণের ১৫-৩০ দিনের মধ্যে বিমা দাবির সব প্রমাণপত্র ও পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনসহ বিমা দাবি পেশ করতে হয়।

উদ্দীপকের সাফিন তার বিমাকারী প্রতিষ্ঠান 'ক' বিমা কোম্পানিকে তার প্রতিষ্ঠানে ১১/১/২০১৭ তারিখে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দ্রুত অবহিত করে। বিমা দাবি আদায়ের জন্য তিনি সব প্রমাণপত্র ও পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে তা ২৮/৫/২০১৭ তারিখে বিমা কোম্পানিতে পেশ করেন।

১১/১/২০১৭ তারিখে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সাফিন শর্তানুযায়ী সঠিক সময়ে ক বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন। কিন্তু বিমা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজ ২৮/৫/২০১৭ তারিখে জমা দেয়। যা তার বিমাদাবি আদায়ের সাধারণ সময়সীমা ১৫-৩০ দিনকে অতিক্রম করেছে। উদ্দীপকে কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের উল্লেখ নেই। তাই অগ্নিবিমার সাধারণ দাবি আদায়ের সময়সীমা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিমা দাবি আদায়ের জন্য ১৫-৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতির বিবরণসহ দলিলপত্র জমা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। যা জনাব সাফিন করেন নি। তাই তিনি বিমা দাবি পাবেন না।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মি. মুনীর ও মি. কামরুল দুই বন্ধু প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী। দুজনই সম্পত্তির মালামাল নিজেরা নির্দিষ্ট করে বিমাপত্র নিয়ে অগ্নিবিমা করেছেন। একদিন রাত্রে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মি. মুনীরের গুদামের সব পাট পুড়ে যায়। মি. কামরুলের গুদামে আগুন ছড়ালেও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুন নিভানোর কারণে তার ক্ষতির মাত্রা কম হয়। বিমা কোম্পানি তদন্ত সাপেক্ষে মি. মুনীরকে ক্ষতিপূরণ করে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়। কিন্তু মি. কামরুলকে ক্ষতিপূরণ করলেও তার অবশিষ্ট সবই মি. কামরুলেরই থেকে যায়। *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. দায়বিমা বলতে কী বোঝ? ১

খ. "জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়" –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. কামরুলকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বিমা কোম্পানির নিজ দায়িত্বে নেওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দায়ী ব্যক্তি তার দায়, বিমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করে তাকে দায় বিমা বলে।

খ মানুষের জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তাই জীবন বিমার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি হলেও জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কেননা, কারো জীবনহানি বা পঙ্গুত্ববরণের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়। তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের মি. কামরুলের সম্পত্তির ক্ষতির বিপক্ষে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ।

বিমাকৃত সম্পত্তি যখন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে আংশিক ক্ষতি বলে। আর এ আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি যতটুকু ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে আংশিক ক্ষতিপূরণ বলে।

উদ্দীপকে মি. কামরুল একজন পাট ব্যবসায়ী। তার বন্ধু মি. মুনীরের গুদামে আগুন লাগার প্রেক্ষিতে তার নিজের গুদামের কিছু অংশে আগুন লেগে যায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মি. কামরুলকে যে প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে তা হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ। সংঘটিতে ঘটনার ফলে মি. কামরুলের গুদামে যতটুকু ক্ষতি হয় বিমা কোম্পানি এর গড়পড়তা হার নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ মি. কামরুলের ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করেই মি. কামরুলকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়েছে, যা আংশিক ক্ষতিপূরণ।

ঘ উদ্দীপকটিতে বিমা কোম্পানি কর্তৃক মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নেয়া যথার্থ হয়েছে।

অগ্নিবিমার স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি হলো বিমাকৃত সম্পত্তির অগ্নিজনিত কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে।

উদ্দীপকটিতে মি. মুনীরের বিমাকৃত গুদাম আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি মি. মুনীরের বিমাদাবির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে গুদামে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মালিকানা লাভ করে বিমা কোম্পানি। যা স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি নামে পরিচিত।

জনাব মুনীর কর্তৃক অগ্নিবিমাপত্র করার মাধ্যমে অগ্নিবিমার অপরিহার্য উপাদান তার জন্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক। আর উদ্দীপকের স্থলাভিষিক্তকরণ নীতিটিও এ অপরিহার্য উপাদানের আওতাভুক্ত। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা বিমাকারীর নিকট বর্তায়। যা উদ্দীপকে জনাব মুনীরের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব মুনীরকে ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব রাশেদ চট্টগ্রামের কোহিনুর জুট মিলের মালিক। মিলের গুদামঘরে রক্ষিত পাটের বিপরীতে তিনি ১০ কোটি টাকার বিমা গ্রহণ করেন। বিমা গ্রহণের পর অগ্নিকাণ্ডে পাটের গুদামটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতির কারণ অনুসন্ধানপূর্বক বিমা দাবি পরিশোধ করে দেয়। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]*

ক. অগ্নিজনিত ক্ষতি কী? ১

খ. অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো কী কী? ২

গ. জনাব রাশেদ কেন মিলের পাটের জন্য বিমা গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা জনাব রাশেদের গুদামঘরের পুনর্গঠনে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলে।

খ যে কারণসমূহ সরাসরি অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না তবে পরোক্ষভাবে দায়ী উক্ত কারণগুলোকে অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণ বলে।

ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অপ্রতুলতা ইত্যাদি অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণ।

গ জনাব রাশেদের পাটের সম্ভাব্য অগ্নিজনিত ঝুঁকি বেশি থাকায় তিনি এর জন্য অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা। ব্যবসায়ীগণ তাদের সম্পদের সম্ভাব্য অগ্নিজনিত ঝুঁকি বিপক্ষে এ ধরনের বিমাপত্র করে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ চট্টগ্রামের কোহিনুর জুট মিলের মালিক। মিলের গুদামঘরে রক্ষিত পাটের বিপরীতে তিনি একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি কেবল পাটের অগ্নিজনিত ক্ষতির আশঙ্কা থেকে বিমাচুক্তিটি করেছেন। কারণ পাট এক ধরনের দাহ্য পদার্থ। এতে আগুন লাগালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, জনাব রাশেদ মূলত উক্ত কারণকে বিবেচনা করে গুদামে রক্ষিত পাটের জন্য বিমা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমাচুক্তিটি ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী জনাব রাশেদের গুদামঘর পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে।

অগ্নিবিমা চুক্তি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। বিমাকৃত সম্পদের আংশিক ক্ষতিতে বিমাকারী আংশিক ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তবে সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ একজন জুট মিলের মালিক। তিনি তার গুদামঘরে রক্ষিত পাটের জন্য একটি অগ্নিবিমাচুক্তি করেন, যার বিমাকৃত মূল্য ১০ কোটি টাকা। বিমা চুক্তির পর আগুন লেগে পাটের গুদামটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরবর্তীতে, ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হলে কারণ অনুসন্ধান করে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে।

জনাব রাশেদ তার গুদামের সম্পূর্ণ পাটের বিপরীতে বিমাচুক্তিটি করেছেন। আর গুদাম ভস্মীভূত হওয়ার ফলে অনুমান করা যায় সম্পূর্ণ পাটই আগুনে পুড়ে গেছে। তবে বিমা কোম্পানি জনাব রাশেদকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করায় তাকে কোনো ক্ষতি বহন করতে হবে না। আবার, জনাব রাশেদ বিমাকৃত অর্থ পাওয়ার পর তিনি নতুন করে গুদাম ঘর নির্মাণ করতে পারবেন। অর্থাৎ অগ্নিবিমাপত্রটি জনাব রাশেদকে গুদামঘর পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-১৩ : অগ্নিবিমা

৩২৭. আধুনিক অগ্নিবিমার জনক কে? (জ্ঞান)
ক ম্যাক রবিনসন খ নিকোলাস রবার্ট
গ নিকোলাস বারবন ঘ টমাস নিকোল **গ**

৩২৮. অগ্নিবিমার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কীসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে? (জ্ঞান)
ক সম্পদের খ অর্থের
গ দেশের ঘ মানুষের **ক**

৩২৯. কোনটি অগ্নিজনিত প্রাকৃতিক ঝুঁকি? (জ্ঞান)
ক বিশেষ কারণ খ অসতর্কতা
গ অবহেলা
ঘ বৈদ্যুতিক সংযোগে ত্রুটি **ঘ**

৩৩০. দুর্ঘটনার পড়ে সম্পত্তির মূল্যের প্রমাণাদি দাখিল করতে হয় না কোন ধরনের বিমাপত্রে? (অনুধাবন)
ক গড় বিমাপত্রে খ বিশেষ বিমাপত্রে
গ মূল্যায়িত বিমাপত্রে ঘ ভাসমান বিমাপত্রে **গ**

৩৩১. 'দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় পূর্বনির্ধারিত মূল্যে, বাজার মূল্যে নয়' কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্রে? (অনুধাবন)
ক সাধারণ খ বিশেষ
গ গড় ঘ মূল্যায়িত **ঘ**

৩৩২. নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তির বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট অর্থে করা হলে এটি কী ধরনের বিমাপত্র? (অনুধাবন)
ক ভাসমান খ গড়
গ সুনির্দিষ্ট ঘ মূল্যায়িত **গ**

৩৩৩. অগ্নিবিমার বিষয়বস্তু কী? (জ্ঞান)
ক মানুষের জীবন
খ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি
গ মোটরযান ঘ সমুদ্রযান **খ**

৩৩৪. বিমাযোগ্য স্বার্থ সৃষ্টির জন্য বিমাকৃত সম্পত্তির ওপর বিমাগ্রহীতার কী থাকতে হবে? (জ্ঞান)
ক অধিকার খ বিশ্বাস
গ মালিকানা ঘ নিশ্চয়তা **গ**

৩৩৫. গড়পড়তা নীতি বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্যানুপাতে ক্ষতিপূরণ
খ বিমাকৃত সম্পত্তির বাজারমূল্য অনুযায়ী ক্ষতি নিরূপণ
গ সম্পত্তির জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ
ঘ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির প্রকৃতমূল্য এবং বিমাকৃত মূল্যের অনুপাতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ **ঘ**

৩৩৬. কোনটির কারণে চুক্তি বাতিল হতে পারে? (অনুধাবন)
ক তথ্য গোপন করে চুক্তি সম্পাদন করলে
খ তথ্য পূর্ণ প্রকাশের ফলে
গ আংশিক তথ্য প্রকাশের ফলে
ঘ সম্পত্তির বেশি পরিমাণে ক্ষতি হলে **ক**

৩৩৭. অগ্নি বিমাপত্রের প্রস্তাব ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণের মাধ্যমে কোন ধাপ সম্পন্ন হয়? (জ্ঞান)
ক সম্পূর্ণ ধাপ খ প্রাথমিক ধাপ
গ শেষ ধাপ ঘ মধ্যম ধাপ **খ**

৩৩৮. অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের সময় কোন ধরনের সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়? (অনুধাবন)
ক মূল্য সনদ খ নিশ্চয়তা সনদ
গ চারিত্রিক সনদ ঘ পণ্য উৎপত্তিস্থল **গ**

৩৩৯. অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক এ ধরনের বিমায় বিমাগ্রহীতাদের মান দুর্বল হয়
খ সম্পদ সরিয়ে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা থাকে
গ আগুনের ক্ষতি নিমেষে সংঘটিত হয়
ঘ এক্ষেত্রে বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ অনেক বেশি হয় **খ**

৩৪০. যে কারণসমূহ সরাসরি অগ্নিকান্ড ঘটাতে সক্ষম তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক প্রত্যক্ষ অগ্নিকান্ড খ পরোক্ষ অগ্নিকান্ড
গ সর্বমোট অগ্নিকান্ড ঘ সাধারণ অগ্নিকান্ড **ক**

৩৪১. কোনটি অগ্নিসংযোগের পরোক্ষ কারণ? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অসতর্কতা
খ নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার
গ ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগ
ঘ অবহেলা ও অবজ্ঞতা **খ**

৩৪২. অগ্নিজনিত ক্ষতির ক্ষেত্রে নৈতিক কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক হিংসাত্মক অগ্নিসংযোগ
খ ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগ
গ সঠিক পরিকল্পনার অভাব
ঘ অপর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা **ক**

৩৪৩. মানুষের ভুল-ত্রুটির কারণে সৃষ্ট বিরূপ ফলাফলের জন্য কোন ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
ক নৈতিক ঝুঁকি খ প্রাকৃতিক ঝুঁকি
গ জীবনের ঝুঁকি ঘ ব্যবসায়ের ঝুঁকি **খ**

৩৪৪. প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বলতে কোনটিকে বোঝায়? (অনুধাবন)
ক অগ্নিকান্ড সংঘটিত হবার ঝুঁকিসমূহকে
খ প্রকৃতপক্ষে অগ্নিবিমাকে নির্দেশ করে

Teachingbd.com

গ অগ্নিকান্ডের ভয়াবহতাকে
ঘ সুষ্ঠ পরিকল্পনাকে ক

৩৪৫. অগ্নিবিমায় উল্লিখিত কারণে সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা কোন কাজটি করে? (অনুধাবন)
ক বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে
খ বিমাকারীর নিকট ক্ষতি প্রদর্শন করে
গ বিমাকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম প্রদান করে
ঘ বিমার মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে ক

৩৪৬. ১ লক্ষ টাকায় কেনা একটি ছবি বিমা করা হয়েছিল। ২৫% আগুনে পুড়ে গেল। বিমা কোম্পানি কত ক্ষতিপূরণ করবে? (প্রয়োগ)
ক ২৫,০০০ টাকা খ ৫০,০০০ টাকা
গ ৭৫,০০০ টাকা ঘ ১,০০,০০০ টাকা ঘ

৩৪৭. অগ্নিবিমার চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হতে পারে — (অনুধাবন)
i. শর্ত ভঙ্গের কারণে
ii. শর্ত পূরণের মাধ্যমে
iii. উভয় পক্ষ শর্ত মেনে না চললে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৩৪৮. অগ্নিবিমার সাধারণ উপাদান হলো — (অনুধাবন)
i. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ii. নির্দিষ্টতা
iii. শর্তাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩৪৯. বিমাগ্রহণকারীর ক্ষতিপূরণ দাবি অযৌক্তিক — (অনুধাবন)
i. তথ্য গোপন করে চুক্তি সম্পাদিত হলে
ii. পূর্ণ তথ্য প্রকাশের ফলে
iii. তথ্য গোপনের ফলে বিষয়বস্তুর ক্ষতি সাধিত হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৩৫০. অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির বিষয়বস্তু হলো — (অনুধাবন)
i. শত্রু কর্তৃক অগ্নিসংযোগ
ii. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগ
iii. বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩৫১. প্রাকৃতিক ঝুঁকির কারণ হতে পারে — (অনুধাবন)
i. ত্রুটিপূর্ণ তাপ ব্যবস্থা
ii. অতি দাহ্য প্রকৃতির বস্তু
iii. অসতর্কতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫২ ও ৩৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. রুহিত একজন উদ্যমী, আত্মকর্ম প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের এবং সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকেন। তবে তিনি তার প্রতিযোগী মি. মামুনের প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের ফলে দেউলিয়া হওয়া পরিস্থিতি দেখে ভীত হন।

৩৫২. মি. রুহিত এ অবস্থায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন? (প্রয়োগ)
ক অগ্নিবিমা গ্রহণ খ ব্যবসা বন্ধ
গ জীবন বিমা গ্রহণ
ঘ এসব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবেন ক

৩৫৩. মি. মামুন কেন এ ক্ষতির সম্মুখীন হলেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অগ্নিবিমা গ্রহণ না করায়
খ সাবধানতা অবলম্বন না করায়
গ ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায়
ঘ ব্যবসায় মনযোগী না হওয়ায় ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মিতা এন্টারপ্রাইজের দেশের বিভিন্ন স্থানে সিএনজি ফিলিং স্টেশন রয়েছে। তারা একক অগ্নিবিমাপত্রের অধীনে তা বিমা করেছেন।

৩৫৪. মিতা এন্টারপ্রাইজ কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করেছে? (প্রয়োগ)
ক গড়পড়তা খ ভাসমান
গ বাড়তি ঘ ঘোষণাযুক্ত খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫৫ ও ৩৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. নিরব তার ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়িটির জন্যে অগ্নি বিমা করেছিলেন। আগুন লেগে তার বাড়িটির ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট পুলিশের তদন্ত রিপোর্টসহ দাবি পেশ করেন।

৩৫৫. মি. নিরব কতদিনের মধ্যে দাবি পেশ করেছিলেন? (প্রয়োগ)
ক ১৪ দিন খ ৩০ দিন
গ ৪৫ দিন ঘ ৬০ দিন খ

৩৫৬. তিনি পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট কেন পেশ করেছিলেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বেশি বলে
খ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ায়
গ বিমা কোম্পানির নির্দেশে
ঘ শত্রুতামূলক অগ্নিকান্ড ঘটেছিল বলে ঘ

Teachingbd.com

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১৪: বিবিধ বিমা

প্রশ্ন ▶১ পাবনাতে জনাব শামীমের একটি পশুপালনের খামার আছে। সেখানে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। গত বছরে এই খামারে মড়কের কারণে তাকে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এবার তিনি ১৫০টি গরুর প্রাকৃতিক ও চুরিজনিত ক্ষতির বিপরীতে ৮০ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। এবার তার ৫০টি গরু চুরি হয়েছে যার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। *[কু. বো. '১৭]*

ক. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কী? ১

খ. বন্যা-খরায় ফসলহানির জন্য কী ধরনের বিমা করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শামীম কোন ধরনের বিমা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে জনাব শামীমের দ্বারা গৃহীত বিমাপত্রটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই চুক্তির সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দুর্ঘটনায় বা রোগ ব্যাধিতে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে আর্থিক সহায়তা বা উপার্জনক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে।

খ বন্যা- খরায় ফসলহানির জন্য শস্য বিমা করা হয়।
বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপদ যেমন- বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব এবং বিভিন্ন অপ্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট বিপদ যেমন- চুরি, লুট, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি কারনে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। এসব ক্ষতির বিপরীতে কৃষকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যেই শস্য বিমার উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকে জনাব শামীম গবাদি পশু বিমা করেছেন।
এ বিমা চুক্তিতে বিমাকারী গবাদি পশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে । বিমাকৃত কোনো গবাদিপশু মারা গেলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে জনাব শামীমের পাবনাতে একটি পশুপালনের খামার আছে। সেখানে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তার প্রকল্পের ১৫০টি গরুর প্রাকৃতিক ও চুরিজনিত ক্ষতির বিপরীতে তিনি ৮০ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বিমাচুক্তির শর্তানুযায়ী, তার গরু কোন রোগে মারা গেলে বা চুরি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তার বিমা পলিসির বিষয়বস্তু গবাদিপশু হওয়ার কারণে এটি একটি গবাদিপশু বিমা।

ঘ জনাব শামীমের গবাদিপশু বিমাপত্রটি আমাদের দেশের কৃষিখাতের অগ্রগতি ও বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
গবাদিপশু দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। গবাদিপশু বিমার মাধ্যমে গবাদিপশুর মৃত্যুতে বা চুরিজনিত কারণে বিমাগ্রহতীকে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব শামীমের একটি পশুপালনের খামার রয়েছে। গত বছর এই খামারে মড়কের কারণে তাকে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এবার তিনি ১৫০টি গরুর প্রাকৃতিক ও চুরিজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য ৮০ লক্ষ টাকার গবাদিপশু বিমাপত্র গ্রহণ করেন।
গত বছর গবাদিপশু বিমাপত্র না করায় অনেক গবাদিপশুর মৃত্যুতে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে এবার বিমাপত্র থাকায় ৫০টি গরু চুরি হয়ে গেলেও তাকে আর্থিক ক্ষতিতে পড়তে হবে না। কেননা বিমা কোম্পানি এ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। এরূপ বিমা পলিসি আমাদের দেশের খামার মালিকদেরকে আর্থিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান করে। এ বিমার আওতায় পশু মৃত্যু বা অসুস্থজনিত কারণে উদ্ভূত ক্ষতি বিমা কোম্পানি পূরণ করে। এর ফলে জনাব শামীমের মতো খামার ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে তাদের ব্যবসায় প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন ▶২ গ্রীন ফার্ম লিমিটেড তাদের প্রতিষ্ঠানের কৃষি বিভাগে কর্মরত কৃষকদের কর্মকালীন দুর্ঘটনার জন্য 'X' বিমা কোম্পানি থেকে একটি পলিসি গ্রহণ করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি ডেইরি বিভাগের ১০০০টি গরুর জন্য 'Y' বিমা কোম্পানি থেকে একটি পলিসি গ্রহণ করে। *[য. বো. '১৭]*

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. 'বিমা ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' কোম্পানি থেকে গৃহীত বিমা পলিসিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রীন ফার্ম লি.-এর 'Y' বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করা কতটুকু যৌক্তিক ছিল? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: চুরি, লুট, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি) মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।
বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতার ক্ষতি হলে তা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ত বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ উদ্দীপকে X কোম্পানি থেকে গৃহীত বিমা পলিসিটি হলো নিয়োগকারীর দায় বিমা।
সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক বা কর্মকর্তা মারা গেলে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় মালিকের ওপরই বার্তায়। মালিক বা নিয়োগকারী এরূপ দায় বিমা কোম্পানির নিকট অর্পণের উদ্দেশ্যেই দায় বিমা করে থাকে।
উদ্দীপকে গ্রীন ফার্ম লিমিটেড তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কৃষকদের জন্য X কোম্পানি থেকে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। বিমার শর্ত অনুযায়ী, কর্মরত অবস্থায় কোনো কৃষকের দুর্ঘটনার দায় বিমা কোম্পানি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ এ চুক্তির মাধ্যমে গ্রীন ফার্মের মালিকগণ তাদের দায় বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে। সুতরাং, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রীন ফার্ম লিমিটেডের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো নিয়োগকারীর দায় বিমা।

ঘ উদ্দীপকে গ্রীন ফার্ম লি. এর Y বিমা কোম্পানি থেকে গবাদিপশু বিমা পলিসি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।
গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্যই গবাদিপশু বিমার উদ্ভব হয়েছে। সাধারণত ১ বছর বা এর চেয়ে কম সময়ের জন্য এরূপ বিমা করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে গ্রীন ফার্ম লিমিটেড এর ডেইরি বিভাগে ১০০০টি গরু রয়েছে। গ্রীন ফার্ম এই ১০০০টি গরুর জন্য Y কোম্পানি থেকে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।
গরু গবাদিপশু বিধায় গ্রীন ফার্মের গৃহীত বিমাপত্রটি নির্দ্বিধায় গবাদিপশু বিমা। এই ১০০০টি গবাদিপশু গরু গ্রীন ফার্মের জন্য সম্পদস্বরূপ। তাই গরুর আকস্মিক রোগ বা মৃত্যুজনিত কারণে গ্রীন ফার্ম লিমিটেডকে অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এরূপ গবাদিপশু বিমার মাধ্যমে গ্রীন ফার্ম Y কোম্পানি হতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। সুতরাং, গ্রীন ফার্ম লিমিটেড কর্তৃক গবাদিপশু বিমাপত্র গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটি সঠিক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩ জনাব শাকিল একটি নতুন ট্রাক কিনেন এবং তা সুরক্ষার জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গরু ব্যবসায়ী শিপলু দিনাজপুর থেকে ঢাকায় গরু ট্রাকে নিয়ে যাবার জন্য ট্রাকটি ভাড়া করেন। পথিমধ্যে গরু বোঝাই ট্রাকটি উল্টে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গরুগুলো মারা যায়। জনাব শাকিল ট্রাক ও গরুর ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি শুধু ট্রাকের বিমা দাবি পূরণ করে। গরুগুলোর ক্ষতিপূরণ শাকিলকেই দিতে হয়। *[বি. বো. ১৭]*

ক. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কী? ১

খ. গবাদিপশু বিমা কেন করা হয়? ২

গ. জনাব শাকিলের বিমাটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাকিলকে ভবিষ্যতে এ ধরনের ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে কি করতে হবে? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দুর্ঘটনায় বা রোগ ব্যাধিতে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে বা উপার্জনক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে।

খ গবাদিপশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে আর্থিকভাবে রক্ষার জন্য বিমাগ্রহীতা এ বিমাপত্র গ্রহণ করে।

গবাদিপশু একটি মূল্যবান সম্পদ। এক্ষেত্রে সম্পত্তি বিমার নিয়ম প্রযোজ্য। সাধারণত এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য এরূপ বিমাপত্র খোলা হয়। ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শাকিলের বিমাটি হলো যানবাহন বিমার অন্তর্ভুক্ত দুর্ঘটনা বিমা।

দুর্ঘটনা বিমার মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত কারণে যানবাহন ও সম্পদের ক্ষতি হলে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারীর ওপর বিষয়বস্তুর ক্ষতিজনিত দায় অর্পণ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব শাকিল একটি নতুন ট্রাক ক্রয় করেন। ট্রাকটির সুরক্ষার জন্য তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যাত্রাপথে গরু বোঝাই থাকা অবস্থায় তার ট্রাকটি উল্টে যায় এবং গরুগুলো মারা যায়। বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করলে জনাব শাকিল শুধু ট্রাকের ক্ষতিপূরণ পান। অর্থাৎ তিনি এমন একটি বিমা চুক্তি করেছেন যেটিতে শুধু যানবাহনের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। জনাব শাকিলের গৃহীত বিমার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বলা যায়, তিনি যানবাহন বিমার অন্তর্ভুক্ত দুর্ঘটনা বিমাটি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব শাকিলকে ভবিষ্যতের ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে সার্বিক যানাবহন বিমাপত্র গ্রহণ করতে হবে।

সার্বিক যানবাহন বিমাপত্রে যানবাহনের সম্ভাব্য সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অর্থাৎ যানবাহন ও যানবাহনে বাহিত পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব শাকিল তার নতুন ট্রাকের জন্য যানবাহন বিমার অন্তর্ভুক্ত দুর্ঘটনা বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দিনাজপুর থেকে ঢাকায় গরু আনার জন্য গরু ব্যবসায়ী শিপলু তার ট্রাকটি ভাড়া করে। পথিমধ্যে ট্রাকটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনা বিমাপত্রের ক্ষেত্রে শুধু যানবাহনের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ কারণেই বিমা কোম্পানি শুধু ট্রাকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। কিন্তু গরুগুলোর ক্ষতি পূরণ করেনি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে জনাব শাকিল সার্বিক যানবাহন বিমাপত্র গ্রহণ করতে পারেন। এ বিমাপত্রের আওতায় দুর্ঘটনা হলে তিনি তার ট্রাকের এবং ট্রাকে বোঝাইকৃত পণ্যের ক্ষতিপূরণও পাবেন।

প্রশ্ন ▶৪ জসীম সাহেব ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রাইম ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তিসহ ৩৫ লক্ষ টাকায় একটি প্রাইভেট কার কিনে রূপালী ইন্স্যুরেন্সের সাথে বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে গাড়িটি ছিনতাই হলে তিনি মামলা দায়ের করেন এবং বিমা কোম্পানির কাছে বিমার অর্থ দাবি করেন। মামলাটি নিষ্পত্তি হলে বিমা কোম্পানি তাকে ১৮,৫০,০০০ টাকা প্রদান করে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমা কি ক্ষতিপূরণের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে বিমাপত্রটি জসীম সাহেব গ্রহণ করেছিলেন তা কোন ধরনের? বিস্তারিত লেখো। ৩

ঘ. বিমাদাবি বাবদ জসীম সাহেব যে পরিমাণ টাকা পেলেন তা কি যথার্থ? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাস্থ্য বিমা চুক্তি দ্বারা বিমাগ্রহীতার অক্ষমতাজনিত ব্যয়, চিকিৎসা ব্যয় ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি মোকাবিলা করা হয়।

খ জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কারণ জীবন বিমায়, বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা মেয়াদ পূর্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

সম্পত্তি বিমার ক্ষতি আর্থিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায় কিন্তু জীবন বিমায় জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কেউ মারা গেলে বা পঙ্গুত্ববরণ করলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। তাই জীবন বিমা কোনো ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়, এটি নিশ্চয়তার চুক্তি।

গ উদ্দীপকে জসীম সাহেব যে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছিল তা একটি সার্বিক ঝুঁকির মোটর বিমাপত্র।

একটি বিমাপত্রের অধীনে অনেক মোটর ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে সার্বিক ঝুঁকির মোটর বিমাপত্র বলে। এক্ষেত্রে মোটরযান চুরি বা দুর্ঘটনায় যেকোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি, অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কায় ক্ষতি, ঝড় বা দুর্ঘটনায় গাড়ির যাত্রী বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে জসীম সাহেব তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রাইম ব্যাংকের মাধ্যমে একটি প্রাইভেট কার কিনেন। কারটি তিনি রূপালী ইন্স্যুরেন্সের সাথে বিমা করেন। পরবর্তীতে গাড়িটি ছিনতাই হলে তিনি মামলা দায়ের করেন ও বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করেন। এখানে তার ক্রয়কৃত বিমাপত্রটি একটি সার্বিক ঝুঁকির মোটর বিমাপত্র। কেননা এটি এমন একটি বিমাপত্র, যেখানে মোটরগাড়ির সাথে সম্পর্কযুক্ত সব ধরনের ঝুঁকির মোকাবিলা করা হয়। এজন্যই তার প্রাইভেট কার ছিনতাই হলেও তিনি বিমাদাবি পেয়েছেন।

ঘ বিমাদাবি বাবদ জসীম সাহেব যে পরিমাণ টাকা পেলেন তা যথার্থ হয়েছে।

সার্বিক ঝুঁকির মোটর বিমাপত্র গ্রহণের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতির কারণ যাই হোক না কেন, বিমা কোম্পানি তা পূরণ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্যকে বিবেচনা করা হয়। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অবশ্যই বিমাকৃত মূল্যের বেশি হয় না।

উদ্দীপকে জসীম সাহেবের প্রাইভেট কারটি তিনি প্রাইম ব্যাংকের মাধ্যমে কিস্তিসহ ৩৫ লক্ষ টাকায় কিনেছেন। প্রাইভেট কারটির জন্য তিনি রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স থেকে একটি সার্বিক ঝুঁকির মোটর বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে গাড়িটি ছিনতাই হলে তিনি মামলা দায়ের ও বিমা কোম্পানির কাছে বিমা অর্থ দাবি করেন। মামলা নিষ্পত্তি হলে বিমা কোম্পানি তাকে ১৮,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তা ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বর্তমান বাজারমূল্যকে বিবেচনায় রাখে। উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রাইম ব্যাংক প্রাইভেট কারটির মূল্য বাবদ ১৮,৫০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে, যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর কিস্তিসহ ৩৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। অর্থাৎ গাড়ির প্রকৃত মূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা নয়। গাড়িটি ছিনতাই হলে বিমা কোম্পানি ১৮,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী ১৮,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ যথার্থ হয়েছে। কেননা বিমার ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি চুক্তির নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৫ পায়রা পরিবহন ও বলাকা পরিবহন দুটি স্বনামধন্য পরিবহন সংস্থা। বাংলাদেশের পরিবহন খাতটি খুবই দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে বিবেচিত। পায়রা পরিবহন বিআরটিসি থেকে লাইসেন্স গ্রহণের সময় এর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিমাপত্র নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে বলাকা পরিবহন সংস্থাটি পরিবহন ব্যবসায়ে যুক্ত বিভিন্ন ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সমগ্র ঝুঁকির বিরুদ্ধে একটিমাত্র বিমাপত্র ক্রয় করে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. স্বাস্থ্য বিমা কাকে বলে? ১

খ. অগ্নি অপচয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পায়রা পরিবহন সংস্থার কোন ধরনের বিমাপত্র নিতে হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'পায়রা সংস্থার গৃহীত বিমাপত্র হতে বলাকা সংস্থার বিমাপত্রের আওতা ব্যাপক' উদ্দীপকের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতার কারণে ব্যয়কৃত চিকিৎসা খরচ কমানোর জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ অগ্নিকাণ্ডের ফল সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলে।
অগ্নিকাণ্ডের ফলে দালানকোঠা, শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের আর্থিক ক্ষতি দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই এ ধরনের ক্ষতি তথা অগ্নিজনিত অপচয় সৃষ্ট ক্ষতি হ্রাস করতেই অগ্নিবিমার উদ্ভব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পায়রা পরিবহন সংস্থার আইন বিমাপত্র নিতে হয়েছিল।
১৯৩৯ সালের 'Motor Vehicle Act'-এর আওতায় যেসব ঝুঁকি মোটর মালিকের কাঁধে পড়ে তা আইন বিমাপত্রের মাধ্যমে বিমা করা হয়।
সাধারণ গাড়ি চালাতে গিয়ে মোটরগাড়ির দ্বারা কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা শারীরিক জখমজনিত দায়ের জন্য গাড়ির মালিকের এ বিমাপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। উদ্দীপকে পায়রা পরিবহন সংস্থাকেও বাধ্যতামূলকভাবে এ বিমাপত্র নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের পরিবহন খাতটি দুর্ঘটনাপ্রবণ হওয়ায় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি হ্রাসের জন্য বিআরটিসি পায়রা পরিবহন সংস্থাকে এ বিমাপত্র গ্রহণে বাধ্য করে। অর্থাৎ পায়রা পরিবহন সংস্থা আইনত বিমাপত্র নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পায়রা পরিবহনের বিমাপত্রের চেয়ে বলাকা পরিবহনের বিমাপত্রের আওতা অনেক ব্যাপক- আমি এ ব্যক্তব্যের সাথে একমত।
মোটরগাড়ির পৃথক পৃথক ঝুঁকির জন্য পৃথক পৃথক বিমাপত্র সংগ্রহ করা গাড়ির মালিকের জন্য অসুবিধাজনক, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই সব ঝুঁকির বিপক্ষে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করা সুবিধাজনক।
উদ্দীপকে পায়রা পরিবহন আইন বিমাপত্র গ্রহণ করেছে এবং বলাকা পরিবহন সার্বিক মোটর দায় বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। আইন বিমাপত্র পথচারী এবং চালকের জীবনের দুর্ঘটনাজনিত দায় ও ঝুঁকি বহনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। অন্যদিকে সার্বিক মোটর বিমাপত্রের অধীনে অনেকগুলো মোটর ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সার্বিক মোটর বিমাপত্রের অধীনে যেমনি স্বীয় গাড়ির দুর্ঘটনার দরুন বিমাগ্রহীতার মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি এর পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যা দুর্ঘটনা বিমার মতো। আবার চুরি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারণে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি একটি সম্পত্তি বিমা এবং সর্বোপরি তৃতীয়পক্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করে বলে এটি দায় বিমা। উদ্দীপকে তাই বলাকা পরিবহন সার্বিক মোটর বিমাপত্র গ্রহণ করায় এটি উক্ত বিমার সুরক্ষা পেয়ে থাকে, যা পায়রা পরিবহনের গৃহীত আইন বিমাপত্রের আওতার চেয়ে ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. সালমান ও মি. কামাল একই কলেজে অধ্যাপনা করেন। কামাল সাহেবের মোটরসাইকেল আছে। জনাব সালমান সহকর্মী কামালের সাথেই মোটরসাইকেলে কলেজে যাতায়াত করেন। কামাল সাহেবের মোটরসাইকেলের জন্য X বিমা কোম্পানিতে একটি বিমা করা আছে। মি. সালমানও নিজের জন্য Y বিমা কোম্পানিতে বিমা করেছেন। একদিন মোটরসাইকেলে কলেজে যাওয়ার পথে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় জনাব সালমানের মৃত্যু হয়। *[য. বো. ১৬]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মি. সালমান নিজের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জনাব সালমান ও জনাব কামালের গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দায়ী ব্যক্তি তার দায়, বিমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করে তাকে দায় বিমা বলে।

খ মানুষের জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তাই জীবন বিমার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।
অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি হলেও জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হলেও মানুষের জীবন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাই জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তাদানের নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. সালমান তার নিজের জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।
দুর্ঘটনার দ্বারা ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ক্ষতির জন্য যদি মৃত্যু হয় বা আহত হন তাহলে এর জন্য যে বিমা করা হয় তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক মোকাবিলার জন্য এ বিমাপত্র চালু হয়েছে।
উদ্দীপকে মি. সালমান একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি তার সহকর্মী মি. কামালের মোটরসাইকেলে করে কলেজে যাতায়াত করেন। মি. সালমান তার নিজের জন্য Y বিমা কোম্পানিতে বিমা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি কামালের মোটরসাইকেলে কলেজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটলে তা থেকে ক্ষতিপূরণের জন্যই একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার মাধ্যমেই তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকে জনাব সালমান ও জনাব কামালের গৃহীত বিমাপত্রের মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান।
দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিমাগ্রহীতা বিমাকারীর সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে। দুর্ঘটনা বিমা দুই ধরনের- ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা ও সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা।
উদ্দীপকে সালমান ও কামাল একই কলেজের অধ্যাপক। কামাল সাহেবের মোটরসাইকেলে সালমান কলেজে যাতায়াত করেন। কামাল সাহেবের মোটরসাইকেলের জন্য X কোম্পানিতে একটি বিমা করা আছে। মি. সালমান তার নিজের জন্য Y বিমা কোম্পানিতে একটি বিমা করেছেন। একদিন মোটরসাইকেলে কলেজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জনাব সালমানের মৃত্যু হয়।
উদ্দীপকে জনাব কামাল তার মোটরসাইকেলের জন্য মোটরগাড়ি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে সালমান নিজের জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। দুটি বিমাপত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। মোটরগাড়ি বিমায় বিমা কোম্পানি দুর্ঘটনাজনিত মোটরগাড়ির ক্ষতি, এর চালক, যাত্রী ও পথচারীর মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বজনিত ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণের নিশ্চয়তা দেয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায় বিমাকৃত ব্যক্তি কোনো কারণে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা নিশ্চয়তার চুক্তি আর মোটরগাড়ি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে জনাব সালমান ও জনাব কামালের গৃহীত বিমাপত্রে উপর্যুক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. কামাল একজন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ঝুঁকি কমাতে তিনি তার সব সম্পদ ৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিমা করেছেন। বিমাকারী তার ঝুঁকি কমাতে অন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নিকান্ডে মি. কামালের ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তিনি তার বিমাকারীর নিকট দাবি পেশ করেছেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. যে বিমাপত্রের অধীনে একই মালিকানায় বিভিন্ন স্থানের সম্পত্তি বিমাকৃত হয় তাকে কী বলে? ১
খ. নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. কামাল-এর বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. কামাল কী বিমাকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রের অধীনে একই মালিকানায় বিভিন্ন স্থানের সম্পত্তি বিমাকৃত হয় তাকে ভাসমান বা ছাউনি বিমাপত্র বলে।

খ যে অগ্নিবিমাপত্রে বিমাকৃত সম্পত্তি একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যে বিমা করা হয় তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।
উদাহরণস্বরূপ, ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি ৭ হাজার টাকা মূল্যে নির্দিষ্ট করে বিমা করা হলে সেটি হবে নির্দিষ্ট বিমাপত্রের আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে ৮ হাজার টাকা ক্ষতি হলেও ক্ষতিপূরণ ৭ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। আবার, ৪ হাজার টাকা ক্ষতি হলেও ক্ষতিপূরণ ৭ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে মি. কামালের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর পুনঃবিমাপত্র গ্রহণ করেছে।
পুনঃবিমার মাধ্যমে কোনো বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশবিশেষ অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর হস্তান্তর করতে পারে। এক্ষেত্রে, বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই হলো বিমা কোম্পানি।
উদ্দীপকে মি. কামাল একজন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ঝুঁকি কমাতে তিনি তার সব সম্পদ ৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিমা করেছেন। পক্ষান্তরে, বিমাকারী তার ঝুঁকি কমাতে অন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় চুক্তিটিতে দুটো পক্ষই হলো বিমা কোম্পানি। এভাবে একটি বিমা কোম্পানি ঝুঁকি কমানোর স্বার্থে অন্য বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করায় তা নিঃসন্দেহে পুনঃবিমা।

ঘ উদ্দীপকে মি. কামাল বিমাকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পাবেন।
বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। তাই চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে মি. কামাল ঝুঁকি কমাতে তার সব সম্পদ ৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিমা করেছেন। অগ্নিকাণ্ডে তার ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। তাই তিনি তার বিমাকারীর নিকট বিমাদাবি পেশ করেছেন।
এখানে মি. কামাল তার সব সম্পত্তির মূল্য ৬০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে মূল্যায়িত অগ্নিবিমা করেছে। অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের পর এ সম্পত্তির মূল্য আর নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে না। এখানে অগ্নিদুর্ঘটনায় তার ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে, সম্পত্তির বাজারমূল্য সম্পর্কে কিছু না বলায় ধরে নেয়া যায়, প্রকৃত মূল্য ও বাজারমূল্য একই। তাই তিনি ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব রহমানের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা আছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। পক্ষান্তরে, তার বিমাকারী নিরাপত্তার জন্য অপর একটি বিমা কোম্পানির সাথে ৪০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে জনাব রহমানের ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি তার বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. কৃষকের ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে কোন ধরনের বিমা করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব রহমানের বিমাকারী নিরাপত্তার জন্য কিরূপ বিমা করেছে? ইহার গুরুত্ব বুঝিয়ে লিখ। ৩
ঘ. জনাব রহমান বিমা কোম্পানির কাছ থেকে কী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দুর্ঘটনার কারণে তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি সাধন হলে যে চুক্তির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয় তাকে দায় বিমা বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণস্বরূপ শিল্প কারখানার মালিকরা তাদের শ্রমিকদের জন্য যে জীবন বিমা করে থাকে তা দায় বিমার অন্তর্ভুক্ত।

খ কৃষকের ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লক্ষ্যে শস্য বিমা করা হয়।
অর্থাৎ শস্য বিনষ্টের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার জন্য এ বিমা করা হয়ে থাকে। এরূপ বিমা কৃষকদেরকে উৎপাদনের অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমানের বিমাকারী নিরাপত্তার জন্য পুনঃবিমা করেছে।
বিমা কোম্পানি অনেক সময় তার গৃহীত ঝুঁকির অংশবিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে। এরূপ ব্যবস্থাকেই পুনঃবিমা বলা হয়।
উদ্দীপকে জনাব রহমানের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা আছে। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিমাচুক্তি করেন। পক্ষান্তরে তার বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে অন্য বিমা কোম্পানির সাথে ৪০ লক্ষ টাকার বিমা করে। এখানে পরবর্তীতে সংঘটিত বিমাচুক্তিতে বিমাকরী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই হলো বিমা কোম্পানি। অর্থাৎ একটি বিমা কোম্পানি একই বিষয়বস্তুর ওপর অন্য বিমা কোম্পানির নিকট নতুন বিমা করায় এটি নিঃসন্দেহে পুনঃবিমা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রহমান বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পাবেন।
জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। অর্থাৎ চুক্তিতে উল্লিখিত কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে জনাব রহমানের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিমাচুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি মূল্যায়িত অগ্নিবিমাচুক্তি করেন। কারখানায় অগ্নিজনিত কারণে তার ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।
জনাব রহমান তার সম্পত্তির মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করে বিমা করেছেন। তাই ক্ষতির পর নতুন করে কোনো কিছু মূল্যায়ন করতে হবে না। এখানে, জনাব রহমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি ক্ষতি হয়নি। মূল্যায়িত সম্পত্তির মধ্যে তার ক্ষতি হয়েছে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। চুক্তিতে উল্লিখিত অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হওয়ায় তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণই পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ বলাকা পরিবহন ও গুডলাইন পরিবহন দু'টি স্বনামধন্য পরিবহন সংস্থা। বাংলাদেশের পরিবহন খাতটি খুবই দুর্ঘটনাপ্রবণ। বলাকা পরিবহন-এর ক্ষেত্রে বিআরটিসি থেকে লাইসেন্স গ্রহণের সময়-এর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিমাপত্র নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে গুডলাইন পরিবহন সংস্থাটি পরিবহন খাতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঝুঁকির কথা চিন্তা করে সকল ঝুঁকির বিপক্ষে একটিমাত্র বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. স্বাস্থ্য বিমা কিভাবে মানসিক স্বস্তি দেয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বলাকা পরিবহনকে কোন ধরনরে বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'বলাকা পরিবহনের গৃহীত বিমাপত্র হতে গুডলাইন পরিবহনের সংগৃহীত বিমাপত্রের আওতা ব্যাপক' –উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্ঘটনার কারণে তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতিসাধন হলে যে বিমাচুক্তির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয় তাকে দায় বিমা বলে।

খ স্বাস্থ্য বিমায় বিমাগ্রহীতার অসুখ হলে বিমা কোম্পানি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিমা কোম্পানি যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে বিমাগ্রহীতাকে মানসিক স্বস্তি দেয়।
অন্যান্য বিমার মতো এ বিমাতেও এসব সুবিধার জন্য বিমাকারীকে বিমাগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। ফলে বিমাগ্রহীতাকে তার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে সব সময় চিন্তা করতে হয় না। এভাবে স্বাস্থ্য বিমা গ্রাহককে মানসিক স্বস্তি দেয়।

গ উদ্দীপকের বলাকা পরিবহনকে আইন বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল।
আইন বিমাপত্র পথচারী এবং চালকের জীবনের দুর্ঘটনাজনিত দায় ও ঝুঁকি বহনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এ বিমার আওতায় যেকোনো ধরনের মোটরগাড়ি রাস্তায় নামানোর পূর্বে বিমা করা আবশ্যক।
উদ্দীপকে বলাকা পরিবহন একটি স্বনামধন্য পরিবহন সংস্থা। বলাকা পরিবহন বিআরটিসি থেকে লাইসেন্স গ্রহণের সময় এর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিমাপত্র নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের পরিবহন খাতটি খুবই দুর্ঘটনাপ্রবণ হওয়ায় এ ধরনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা মূলত মোটরগাড়ির আইন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, বলাকা পরিবহনকে বাধ্যতামূলকভাবে আইন বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বলাকা পরিবহনের বিমাপত্রের চেয়ে গুডলাইন পরিবহনের বিমাপত্রের আওতা অনেক ব্যাপক-আমি এ ব্যক্তব্যের সাথে একমত।

https://teachingbd24.com

মোটগাড়ির পৃথক পৃথক ঝুঁকির জন্য পৃথক পৃথক বিমাপত্র সংগ্রহ করা গাড়ির মালিকের জন্য অসুবিধাজনক, ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই সব ঝুঁকির বিপক্ষে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করা সুবিধাজনক।
উদ্দীপকে বলাকা পরিবহন আইন বিমাপত্র গ্রহণ করেছে এবং গুডলাইন পরিবহন সার্বিক মোটর দায় বিমাপত্র গ্রহণ করেছে। আইন বিমাপত্র পথচারী এবং চালকের জীবনের দুর্ঘটনাজনিত দায় ও ঝুঁকি বহনের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। অন্যদিকে সার্বিক মোটর বিমাপত্রের অধীনে অনেক মোটর ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সার্বিক মোটর বিমাপত্রের অধীনে যেমনি নিজের গাড়ির দুর্ঘনার দরুণ বিমাগ্রহীতার মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি এর পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যা দুর্ঘটনা বিমার মতো। আবার চুরি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারণে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি একটি সম্পত্তি বিমা এবং সর্বোপরি তৃতীয়পক্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করে বলে এটি দায় বিমা। উদ্দীপকে তাই গুডলাইন পরিবহন সার্বিক মোটর বিমাপত্র গ্রহণ করায় এটি উক্ত সুরক্ষা পেয়ে থাকে, যা বলাকা পরিবহনের গৃহীত আইন বিমাপত্রের আওতার চেয়ে ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব রাকিব একটি বৃহৎ গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রির মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মকালীন দুর্ঘটনাজনিত বিপদে তিনি "সান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে বিমা করলেন। পরবর্তী সময়ে "সান কোম্পানি" রু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি করে। চুক্তিতে উল্লেখ ছিল কোনো দুর্ঘটনার ফলে বিমা দাবির উদ্ভব হলে রু কোম্পানি বিমা দাবির এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করবে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১
খ. সার্বিক বিমাপত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব রাকিবের সম্পাদিত বিমাচুক্তিটি দুর্ঘটনা বিমার কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও রু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তির ফলে জনাব রাকিবের বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে"- উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ঝুঁকি সার্বিক বিমাপত্রের আওতায় একত্রে বিমা করার কারণে এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি হয়।
সার্বিক বিমাপত্রে একাধিক ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিমাপত্রে উল্লিখিত বিষয়ের যেকোনো ক্ষতির বিপক্ষে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই অধিক ঝুঁকি গ্রহণে অধিক প্রিমিয়াম গৃহীত হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রাকিবের সম্পাদিত বিমাচুক্তিটি দুর্ঘটনা বিমার নিয়োগকারি দায় বিমার শ্রেণিভুক্ত।
কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতিতে অন্য কোনো ব্যক্তির দায়ের সৃষ্টি হতে পারে। দায়ী ব্যক্তি তার দায়, বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণের উদ্দেশ্যে যে বিমাপত্র সংগ্রহ করে তাকে দায় বিমা বলে। এ বিমার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো নিয়োগকারীর দায় বিমা, গণ দায় বিমা ইত্যাদি।
উদ্দীপকের জনাব রাকিব একটি বৃহৎ গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রির মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মকালীন দুর্ঘটনাজনিত বিপদের বিপক্ষে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ জনাব রাকিব অন্য পক্ষের দুর্ঘটনার বিপক্ষে বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যা নিয়োগকারীর দায় বিমা নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে বিমার শর্ত অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিকের দুর্ঘটনার দায় বিমা কোম্পানি গ্রহণ করবে। আর এ চুক্তির মাধ্যমে জনাব রাকিব তার দায় বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করেন। যা দুর্ঘটনা বিমার দায় বিমার শ্রেণিভুক্ত।

ঘ সান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও রু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তির ফলে জনাব রাকিবের বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে পুনর্বিমার আলোকে উক্তিটি যথার্থ।
বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করলে তাকে পুনর্বিমা বলে। এরূপ চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই থাকে বিমা কোম্পানি।
উদ্দীপকের জনাব রাকিব একটি গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রির মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মকালীন দুর্ঘটনাজনিত বিপদের আশঙ্কায় তিনি সান ইন্স্যুরেন্স থেকে একটি দায় বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে বিমাপত্রের মূল্য বেশি হওয়ায় সান ইন্স্যুরেন্সে পুনরায় রু ইন্স্যুরেন্সে তা বিমা করে। অর্থাৎ সান ইন্স্যুরেন্স পুনর্বিমা গ্রহণ করেছে।
পুনর্বিমা গ্রহণের ফলে সান ইন্স্যুরেন্সের ঝুঁকি যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি জনাব রাকিবের বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বেড়েছে। এক্ষেত্রে, জনাব রাকিবের গার্মেন্টের কোনো শ্রমিকের দুর্ঘটনার দায় সৃষ্টি হলে চুক্তি অনুযায়ী দাবির এক-তৃতীয়াংশ রু ইন্স্যুরেন্স প্রদান করবে। তাই সৃষ্ট দায় পরিশোধে সান ইন্স্যুরেন্সের ঝুঁকি কমেছে। যার ফলে জনাব রাকিবের বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বেড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ব্যবসায় বাণিজ্যের পাশাপাশি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবাদি পশুর ভূমিকা ব্যাপক। বিশেষ করে আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে একটি পশু মারা গেলে কৃষককে নিঃস্ব মনে হয় সেখানে এর বিমার অপরিহার্যতা বলার অপেক্ষা রাখে না। গবাদি পশুর মৃত্যু একদিকে যেমন কৃষিকাজের বিঘ্ন ঘটায় তেমনি আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনে। কোনো দুর্ঘটনা বা রোগাক্রমনের ফলে পশুর মৃত্যু হলে এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিমাগ্রহীতাকে বিমাকারী অর্থ প্রদান করে থাকে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. ডাকাতি বিমা কী? ১
খ. "সকল প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত"-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিমার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমায় কোম্পানি হতে ক্ষতিপূরণ পেতে চাইলে একজন বিমাগ্রহীতার দাবি পেশ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্ভাব্য ডাকাতিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থাই হলো ডাকাতি বিমা।

খ আইনগত বাধ্য-বাধকতা থাকার কারণে চুক্তির প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত।
এক পক্ষের আইনগত প্রস্তাব এবং অপর পক্ষের আইনগত স্বীকৃতির ফলে চুক্তির সৃষ্টি হয়। আর এ চুক্তি আইনদ্বারা সৃষ্টি হয় বলে এর প্রতিদানও বৈধ হওয়া আবশ্যক। কেননা, অবৈধ কোনো প্রতিদান আইন সমর্থন করে না।

গ উদ্দীপকে গবাদি পশু বিমার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।
গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আর্থিকভাবে মোকাবেলার জন্য যে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবসায় বাণিজ্যের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবাদি পশুর ভূমিকা ব্যাপক। বিশেষ করে কৃষি প্রধান দেশে যেখানে গবাদি পশু মারা গেলে কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষিকাজে বিঘ্ন ঘটে এবং আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। আর এ ধরনের আর্থিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা হলো গবাদি পশু বিমা। অর্থাৎ উদ্দীপকে গবাদি পশু বিমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি করে। যা গবাদি পশু বিমার মাধ্যমে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও এ বিমার মাধ্যমে এ খাতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দূর করে স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব হয়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত গবাদি পশু বিমায় ক্ষতিপূরণ পেতে চাইলে একজন বিমাগ্রহীতাকে চুক্তি অনুযায়ী দাবি পেশ করতে হবে।
গবাদি পশু বিমায় নির্ধারিত কারণে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী তা আর্থিকভাবে পূরণ করে। বিমাপত্রের শর্ত অনুযায়ী ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পূরণের ব্যবস্থা করে।
উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিবেদনে গবাদি পশু বিমার কথা বলা হয়েছে। এ বিমার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, গবাদি পশুর ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। যা চুক্তির শর্ত মোতাবেক পরিশোধ করা হয়।
গবাদি পশুর মৃত্যু হলে তা যথাসম্ভব দ্রুত বা চুক্তিপত্রে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বিমাকারীকে তা জানাতে হয়। অর্থাৎ ক্ষতি অবহিতকরণের মাধ্যমে দাবি পেশ করতে হয়। এ পর্যায়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারী দ্বারা সরবরাহকৃত দাবি ফরম সংগ্রহ করে। যা পূরণ করে বিমাকারীর নিকট লিখিত ভাবে দাবি পেশ করে। এক্ষেত্রে মৃত্যুর সনদ, শনাক্তকরণ সনদ, বয়সের সনদ, গবাদি পশুর বর্তমান বাজারমূল্যের সনদ, পশু ডাক্তারের সনদ, প্রিমিয়াম পরিশোধের রসিদ, বিমাপত্রের রসিদ প্রভৃতি জমা দিতে হয়। বিমা বিশেষজ্ঞ দ্বারা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে সব কিছু ঠিক থাকলে বিমাকারী দাবি পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ মি. সিয়ামের একটি ২,০০,০০০ টাকার মোটর বাইক আছে। তিনি মোটর বাইকের জন্য একটি ২,০০,০০০ টাকার বিমা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তাঁর মোটর বাইকটি সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং দুমড়ে মুচড়ে যায়। মি. সিয়াম বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ২,০০,০০০ টাকা দিতে রাজি হন। দুর্ঘটনা গ্রস্থ মোটর বাইকটি ১০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। মি. সিয়াম ঐ ১০,০০০ টাকার মালিকানা দাবি করলে বিমা কোম্পানি অসম্মতি জানায়। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ঝুঁকি কী? ১

খ. বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকি জনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করে –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিমাকারী কোম্পানি কোন নীতির আলোকে মি. সিয়ামকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোটর. বাইকটির ভগ্নাবশেষ মূল্য মি. সিয়ামকে প্রদানে বিমা কোম্পানি যে অসম্মতি জানিয়েছেন তা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে বল। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থিকভাবে নিরূপণযোগ্য ক্ষতির আশঙ্কাকেই ঝুঁকি বলে।

খ মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে ঘিরে যে বিপদ বা ঝুঁকি বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাই হলো বিমা।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা একটা বড় বাধা। মালামাল পরিবহনে ও যন্ত্র চালনাকালে, জাহাজ ডুবে, গুদামে ও কারখানায় আগুন লেগে ক্ষতি একটি সাধারণ বিষয়। এভাবে চুরি, ডাকাতি, পণ্যমূল্য হ্রাস ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যবসায়ীদের সবসময়ই উদ্বিগ রাখে। এক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে বিমা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায় চালাতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। এভাবে বিমা ব্যবসায়ের ঝুঁকিজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

গ উদ্দীপকের মি. সিয়ামকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতির আওতায় বিমাকারী কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলো।

আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাচুক্তিতে উল্লেখ্য কোনো কারণে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। এ নীতির মূল বিষয় হলো ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করা।

উদ্দীপকের মি. সিয়ামের একটি মোটর বাইক রয়েছে যার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। মি. সিয়াম বাইকটি উক্ত মূল্যেই বিমা করেন। পরবর্তীতে মোটর বাইকটি দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত মূল্যে দাবি পরিশোধ করতে সম্মত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান মি. সিয়ামের মোটর বাইকের ক্ষতিকে অর্থের অঙ্কে পরিশোধ করবে। যা আর্থিক ক্ষতিপূরণের নীতি দ্বারা চুক্তিবদ্ধ।

ঘ বিমাচুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির আলোকে বিমা প্রতিষ্ঠান মোটর বাইকের অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়লবব্ধ অর্থের মালিক। তাই মি. সিয়ামকে তা প্রদান না করাই যৌক্তিক।

সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে সামগ্রিক ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার নিকট থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকানা বিমাকারীর নিকট ন্যস্ত হয়।

উদ্দীপকের মি. সিয়াম তার দুই লাখ টাকার মোটর বাইকের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর বাইকটি সড়ক দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইকের বিমা দাবি উত্থাপনে বিমাকারী তা পরিশোধে সম্মত হয়। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটর বাইকটি বিমা কোম্পানি দশ হাজার টাকায় বিক্রী করে। যা পরবর্তীতে মি. সিয়াম দাবি করেন।

মি. সিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত মোটর বাইকের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাইকের অবশিষ্টাংশের ওপর তার কোনো দাবি থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে মোটর বাইকের আইনগত মালিক বিমা কোম্পানি। তাই বিক্রীর দশ হাজার টাকার মালিক ও বিমা কোম্পানি। যা বিমাচুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুসারে সম্পূর্ণভাবে যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব এহসান একজন ব্যবসায়ী। তিনি নতুন করে একটি পোল্ট্রি ফার্ম শুরু করতে গেলেন। যে কোন ব্যবসায়ের মত এ ধরনের ব্যবসায়েও অনেক ধরনের ঝুঁকি জড়িত আছে। এই ঝুঁকিগুলো বণ্টন করার উদ্দেশ্যে তিনি বিমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি সানরাইজ ইন্সুরেন্স লি.-এর সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন। তাদের বিমাচুক্তিতে আইনগত ও ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদন লক্ষণীয়। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. পুনঃস্থাপন অগ্নিবিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিমাচুক্তির আইনগত উপাদানগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব এহসানের গবাদি পশু বিমার গুরুত্ব কতটুকু- আলোচনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সম্পত্তি পুনঃস্থাপনের শর্তে যে অগ্নিবিমাপত্র গৃহিত হয় তাকে পুনঃস্থাপন বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

লোভের বর্শবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে থাকে। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত গবাদি পশু বিমাচুক্তির আইনগত উপাদানগুলো হলো– দুটি পক্ষ, বৈধ প্রতিদান ও উদ্দেশ্য, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, নির্দিষ্টতা ও লিখিত চুক্তি।

বিমা একটি যৌথ ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে বিমাকারী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ চুক্তিতে বিমাকরী বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তাদানের লক্ষ্যে পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বিমাচুক্তি একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি হওয়ায় এতে আইনগত উপাদান পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব এহসান একজন ব্যবসায়ী। তিনি একটি পোল্ট্রি ফার্ম শুরু করতে গেলেন। ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিরসনে তিনি গবাদি পশু বিমা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তিনি সানরাইজ ইন্সুরেন্স লি.-এর সাথে বিমাচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। উক্ত বিমাপত্র গ্রহণে বেশ কিছু আইনগত উপাদান জড়িত ছিল। এক্ষেত্রে, বিমাচুক্তি সম্পাদনে দুটি পক্ষ জড়িত। অর্থাৎ জনাব এহসান বিমাপত্রের গ্রহীতা এবং সানরাইজ ইন্স্যুরেন্স বিমাকারী। বৈধ প্রতিদান ও উদ্দেশ্যও উক্ত বিমার একটি আইনগত উপাদান, অর্থাৎ চুক্তির উভয়পক্ষই প্রতিদান অর্থের অঙ্কে গ্রহণ করবে। বিমাকারী প্রিমিয়াম দিবে এবং জনাব এহসান আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে। এছাড়াও উক্ত বিমাচুক্তিটি লিখিতভাবে সম্পাদন হয়েছে। যা উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত। এক্ষেত্রে, বিষয়বস্তু হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর এ সকল আইনগত উপাদানের সমন্বয়েই জনাব এহসানের বিমাচুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব এহসানের গবাদি পশু বিমা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা আর্থিকভাবে মোকাবেলার জন্য যে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে গবাদি পশু বিমা বলে। এ ধরনের বিমা ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে জনাব এহসান তার নতুন প্রতিষ্ঠিত পোল্ট্রি ফার্মের জন্য একটি গবাদি পশু বিমা গ্রহণ করেন।

জনাব এহসান কেবল ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে গবাদি পশু বিমা গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি এ বিমা দ্বারা প্রতিহত করা যায়। জনাব এহসান তার ব্যবসায়ের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপক্ষে বিমাপত্রটি গ্রহণ করে আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করেছেন। এছাড়াও জনাব এহসান তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে যে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে চান সে ক্ষেত্রে তার গৃহীত বিমাপত্রটি সহায়ক হবে। সর্বোপরি এ বিমাপত্র দ্বারা মাথাপিছু আয় ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে। যা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ মোটর সাইকেল চালিয়ে অফিসে যান মি. ভৌমিক। রাস্তা ঘাটে প্রায়শই নানান ধরনের বিপদাপদ মি. ভৌমিককে চিন্তিত করে। তার অফিসে মালিক সকল শ্রমিকের জন্য জীবন বিমা করেছে। কর্মস্থলে কোনো বিপদে কেউ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি অর্থ প্রদান করে। তিনি তার এক বন্ধুকে তার ভাবনার কথা বললেন। বন্ধু বললো, রাস্তাঘাট বিপদের জন্য তুমি এমন বিমাপত্র খোলো যা জীবন বিমা নয় তারপরও মৃত্যুর ঝুঁকিই শুধু নয়-পঙ্গুত্ব, চিকিৎসাসহ আরও কিছু ঝুঁকি বিমা করতে পারবে। মি. ভৌমিক এরূপ বিমা করায় রাস্তা-ঘাটে চলতে এখন কিছুটা মানসিক স্বস্তিতে থাকছেন।

[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. গবাদি পশু বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. ভৌমিকের অফিসের মালিক শ্রমিকদের জন্য কোন ধরনের বিমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জীবন বিমা না করেও মি. ভৌমিক মানসিক স্বস্তিতে রয়েছেন এরূপ স্বস্তির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান মূল্যকেই প্রিমিয়াম বলে।

খ যে বিমাচুক্তিতে গবাদি পশুর মৃত্যুজনিত ক্ষতিতে বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয় তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান ব্যক্তিই গবাদি পশু বিমা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিমাপত্রে লিখিত কারণে সংঘটিত ঝুঁকিই কেবল বিবেচনা করা হয়। গবাদি পশু বিমাচুক্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. ভৌমিকের অফিসের মালিক শ্রমিকদের জন্য নিয়োগকারীর দায় বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

শিল্প-কারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিকের ওপর এত ক্ষতিপূরণের দায় বর্তায়। যা মালিক নিয়োগকারীর দায়ি বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে বিমাকারীর ওপর অর্পণ করে।

উদ্দীপকে মি. ভৌমিকের মালিক অফিসের সকল শ্রমিকের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যার ফলে কর্মস্থলে কোনো দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। যা মূলত বিমাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগকারীর দায় বিমাপত্রের বিপরীতে প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান মি. ভৌমিকের মালিকের দায়ের ভার গ্রহণ করছে।

ঘ উদ্দীপকে জীবন বিমা না করেও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা করায় মি. ভৌমিক মানসিক স্বস্তিতে রয়েছেন।

বিমাগ্রহীতার শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার বিপরীতে তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করা হয় ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায়।

উদ্দীপকে মি. ভৌমিক মোটরসাইকেল চালিয়ে অফিসে যান। রাস্তাঘাটে প্রায়ই নানা ধরনের বিপদাপদ দেখে তিনি চিন্তিত হন। তবে বন্ধুর পরামর্শে এমন একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলেন যাতে কেবর জীবনই নয় তার সাথে পঙ্গুত্ব, চিকিৎসা ব্যয়সহ আরও কিছু ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সুবিধা পাবেন।

মি. ভৌমিক ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা গ্রহণ করেছেন। এ বিমার আওতায় তিনি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অক্ষমতা, যেকোনো প্রকার রোগসহ চিকিৎসা ও হাসপাতাল ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ উক্ত সকল ঝুঁকিতে তার আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। যা তাকে মানসিক প্রশান্তি দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আলম সাহেব তার ক্রয়কৃত ট্রাকের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ট্রাকটি রাজশাহী থেকে ঢাকায় আম আনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। পরে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফলে ট্রাক ও আম উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলম সাহেব দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করে। অন্যদিকে আম মালিক আলম সাহেবের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করায় তিনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. গবাদি পশু বিমা কী? ১

খ. দ্বৈত বিমা কী? ২

গ. আলম সাহেবের বিমাপত্রটি কোন ধরনের সম্পত্তি বিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভবিষ্যতে অনুরূপ ক্ষতি এড়াতে আলম সাহেবের কী করণীয় ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গবাদি পশু মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে গবাদি পশু বিমা বলে।

খ বিমাগ্রহীতা দ্বারা একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক বিমা কোম্পানির সাথে যে বিমাচুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে দ্বৈত বিমা বলে।

বিমাগ্রহীতা অধিক মূল্যমানের বিষয়বস্তুর ঝুঁকি হ্রাসে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিমাচুক্তিতে একজন বিমাগ্রহীতা ও একাধিক বিমাকারী থাকে। বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের আলম সাহেবের বিমাপত্রটি সম্পত্তি বিমার মোটরগাড়ি বিমা।

মোটরগাড়ি বিমার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে মোটরগাড়ি বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করা।

উদ্দীপকের আলম সাহেবের একটি ট্রাক রয়েছে। ট্রাকটির সুরক্ষার জন্য তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ট্রাকটি রাজশাহী থেকে ঢাকায় আম আনার জন্য ভাড়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। উক্ত যাত্রাপথে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফলে ট্রাক ও আম উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি করলে আলম সাহেব শুধু ট্রাকের ক্ষতিপূরণ পান। অর্থাৎ তার বিমাপত্রের আওতায় বিমা কোম্পানি কেবল যানবাহনের ক্ষতিপূরণেই বাধ্য। যা মোটরগাড়ি বিমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আলম সাহেবের গৃহীত বিমাপত্রটি সম্পত্তি বিমার আওতাভুক্ত মোটরগাড়ি বিমা।

ঘ উদ্দীপকের আলম সাহেব ভবিষ্যতে অনুরূপ ক্ষতি এড়াতে সার্বিক যানবাহন বিমাপত্র গ্রহণ করতে পারেন।

সার্বিক যানবাহন বিমাপত্রে যানবাহনের সম্ভাব্য সব ঝুঁকি প্রতিরোধের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অর্থাৎ যানবাহন ও যানবাহনে বাহিত পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকের আলম সাহেব তার ক্রয়কৃত ট্রাকের জন্য মোটরগাড়ি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। আলম সাহেবের ট্রাকটি রাজশাহী থেকে ঢাকায় আম আনার জন্য ভাড়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। পথিমধ্যে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফলে ট্রাক ও আম উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমা দাবি উপস্থাপনে বিমা কোম্পানি কেবল ট্রাকের ক্ষতিপূরণ করে।

আলম সাহেবের গৃহীত বিমাপত্রে কেবল যানবাহনের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ কারণেই বিমা কোম্পানি শুধু ট্রাকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত আমের ক্ষতি পূরণ করেনি। তবে আম মালিক আলম সাহেবের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করায় তিনি তা পরিশোধ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে আলম সাহেব সার্বিক যানবাহন বিমাপত্র গ্রহণ করতে পারেন। যার আওতায় দুর্ঘটনা ঘটলে ট্রাক এবং ট্রাকে বোঝাইকৃত পণ্যেরও ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জামালপুরের আবদুল বশির জমিতে কৃষিকাজ করেন। তার জমিতে বছরে কমপক্ষে ১০,০০০ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। প্রতি বছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, পোকামাকড়, রোগবালাই ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে তার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাই তিনি একটি বিমা কোম্পানির সাথে ৫,০০,০০০ টাকার একিট বিমাচুক্তি করেন। গত বছর বন্যার ফলের তার ২,০০,০০০ টাকার ধানের ক্ষতি হয়। বিমা কোম্পানি তাকে ক্ষতি পূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

[নবাব সিরাজ উদ-দৌলা কলেজ, নাটোর]

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১

খ. দুর্ঘটনা বিমা কত প্রকার? ২

গ. আবদুল বশির কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আবদুল বশির কতটুকু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতার কারণে ব্যয়কৃত চিকিৎসা খরচ প্রাপ্তির জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ দুর্ঘটনা বিমা প্রধানত তিন প্রকার।

যে বিমাপত্রের মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত কারণে সৃষ্ট জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি আর্থিকভাবে মোকাবিলা করা হয় তাকে দুর্ঘটনা বিমা বলে। এ বিমার আওতাভুক্ত হলো ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা, সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা ও দায় বিমা।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে আবদুল বশির ফসলের সম্ভাব্য ক্ষতির আর্থিক ঝুঁকি নিরসনের জন্য শস্য বিমা করেছেন।
শস্য বিমা হলো শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
উদ্দীপকে আবদুল বরিশ একজন কৃষক। তিনি প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, পোকামাকড়, রোগবালাই ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ব্যাপক ক্ষতি বহন করে আসছেন। আর এসব ঝুঁকি থেকে আগত বছরগুলোতে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে তিনি ৫ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে কৃষি কাজে প্রাকৃতিক ঝুঁকির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর প্রাকৃতিক ঝুঁকি শস্য বিমার অন্তর্গত। তাই সম্ভাব্য ঝুঁকির বিচারে বলা যায়, আবদুল বশির শস্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে আবদুল বশির ক্ষতির সমপরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।
বিমা দাবি পূরণের ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি সর্বোচ্চ বিমাকৃত মূল্য প্রদান করে থাকে। তবে ক্ষতির পরিমাণ বিমাকৃত মূল্যের কম হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সমপরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
উদ্দীপকে জনাব আবদুল বশির তার উৎপাদিত ১০,০০০ মেট্রিক টন ধানের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। যা বিমামূল্যের ৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ আবদুল বশির তার ধানের ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু বন্যার কারণে তার ২ লাখ টাকার সমপরিমাণ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বিমাপত্রে উল্লিখিত সম্ভাব্য ঝুঁকির ফলে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী তা পূরণে বাধ্য থাকে। আবদুল বশিরের ধানের ক্ষতির পরিমাণ ২ লাখ টাকা। যা বিমামূল্যের চেয়ে কম। তাই বিমা কোম্পানি জনাব রহমানকে ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থাৎ ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ করবেন। সুতরাং, আবদুল বশির তার বিমাচুক্তির বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মমিন একজন কৃষক। তার জমিতে সে ধান উৎপন্ন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সে বিমা কোম্পানির সাথে পাঁচ লক্ষ টাকার বিমাচুক্তি করলেন। একদিন জমিতে আগুন লেগে তিন লক্ষ টাকার ধান নষ্ট হয়ে গেল। *[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, পাইকান্দা]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১
খ. 'বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মমিন বিমা কোম্পানির নিকট হতে কতটুকু ক্ষতিপূরণ পাবে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মমিনের কোন ধরনের বিমাচুক্তি করার প্রয়োজন ছিল বলে তুমি মনে করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ বিমাচুক্তি সম্পাদন করার মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান বিধায় একে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।
বিমাচুক্তির শর্তানুযায়ী বিমাকারী প্রিমিয়ামের প্রতিদানে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তা দেয়। ক্ষতিপূরণ করে এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতি না হলে বিমাকারীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। এজন্যই বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। তবে জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের মমিন বিমা কোম্পানি থেকে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ পাবে না।
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসনের জন্যই শস্য বিমা করা হয়। শস্য বিমার ক্ষেত্রে বিমাপত্রে উল্লিখিত ঝুঁকি দ্বারা ফসলের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণে বাধ্য থাকে।
উদ্দীপকে মমিন একজন কৃষক। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিমা কোম্পানির সাথে পাঁচ লাখ টাকার বিমাচুক্তি করে কিন্তু অগ্নিসংযোগে তার ফসলের তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে মমিন বিমা কোম্পানির কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণই পাবে না কারণ মমিনের বিমাচুক্তিটি ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে। তাই অগ্নিসংযোগ অর্থাৎ নৈতিক ঝুঁকি দ্বারা ফসলের ক্ষতি হওয়ায় বিমাকারী কোনোরূপ ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। তাই বলা যায়, মমিন বিমা কোম্পানি থেকে কোনো ক্ষতিপূরণই পাবে না।

ঘ উদ্দীপকে মমিনের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সকল ঝুঁকির শস্য বিমা চুক্তি করার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি।
সব ঝুঁকির শস্য বিমায় শস্যের সম্ভাব্য সব ঝুঁকিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সব ধরনের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ঝুঁকি এ বিমায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
উদ্দীপকের মমিন একজন কৃষক। সে তার জমিতে উৎপন্ন ধানের প্রাকৃতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল তার উৎপাদিত ফসল অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট হয়। কিন্তু বিমা কোম্পানি কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে না। অর্থাৎ অগ্নিসংযোগ ফসলের প্রাকৃতিক ঝুঁকি নয়।
কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্য সংরক্ষণকালে অগ্নিসংযোগ দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা সামাজিক ঝুঁকিতে পতিত হয়। উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি তাই ঝুঁকির ভিন্নতায় বিমাদাবি পূরণ করেননি। তবে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মমিন এমন এক ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করতে পারতেন যাতে ফসলের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলত এসব ঝুঁকি কেবল সকল ঝুঁকির শস্য বিমাপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। তাই মমিনের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সকল ঝুঁকির বিমাপত্র গ্রহণ করা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব হাসিন একটি প্রাইভেট কার এর মালিক। তিনি তার গাড়িটির জন্য একটি বিমা করেন। গাড়িটি দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে তিনি নিজে ও গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর বিমা কোম্পানির নিকট চিকিৎসা ব্যয় ও গাড়ির ক্ষতিপূরণ চাইলে বিমা কোম্পানি কেবলমাত্র গাড়ির ক্ষতিপূরণ করে। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. দায়বিমা কী? ১
খ. চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন ধরনের বিমা করা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বিমাকারীর সাথে জনাব হাসিনের সম্পাদিত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব হাসিনের বিমা দাবি পরিশোধিত হলে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির অবশিষ্ট অংশের মালিকানা নির্ধারণে তোমার মতামত দাও। উত্তরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দায়ী ব্যক্তি তার দায় বিমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করে তাকে দায় বিমা বলে।

খ চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বাস্থ্য বিমা করা হয়।
যে বিমায় বিমাগ্রহীতার অসুস্থতায় বিমা কোম্পানি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করে তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে। এ ধরনের বিমায় বিমাগ্রহীতাকে দাবি হিসেবে অর্থ পরিশোধ করা হয় না। রোগাক্রান্ত হলে শুধু বিমাগ্রহীতার চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য দাবির টাকা প্রদান করা হয়। কোন ধরনের অসুস্থতার বিমা কোম্পানি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে তা বিমাপত্রে উল্লেখ থাকে।

গ উদ্দীপকের বিমাকারীর সাথে জনাব হাসিনের সম্পাদিত বিমাপত্রটি সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা।
কোনো দুর্ঘটনার কারণে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা বলে।
উদ্দীপকের জনাব হাসিন একটি প্রাইভেট কারের মালিক। তিনি তার গাড়িটির জন্য একটি বিমা করেন। গাড়িটি দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই সাথে তিনি নিজেও আহত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। বিমা কোম্পানির নিকট চিকিৎসা ব্যয় ও গাড়ির ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি কেবল গাড়ির ক্ষতিপূরণ করে। সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমায় শুধু সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। আর ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমায় ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে, জনাব হাসিন কেবল গাড়ির ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় বলা যায় তিনি সম্পত্তি দুর্ঘটনা বিমা গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব হাসিনের গাড়ির আংশিক ক্ষতিতে আংশিক ক্ষতিপূরণের নীতি দ্বারা বিমা দাবি পরিশোধিত হওয়ায় গাড়ির অবশিষ্ট অংশের দাবিদার জনাব হাসিন।
বিমার ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী বিমাকারী বিমাকৃত সম্পদের আংশিক ক্ষতিতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করে। তবে সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা দাবি পরিশোধিত হলে সম্পদের অবশিষ্টাংশের মালিক বিমাকারী প্রতিষ্ঠান।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের জনাব হাসিন তার প্রাইভেট কারের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুর্ঘটনায় উক্ত গাড়ির ক্ষতিতে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিমাকৃত গাড়িটির আংশিক ক্ষতি হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
সম্পদের আংশিক ক্ষতিতে বিমাকারি আংশিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যা বিমাগ্রহীতা গ্রহণ করে উক্ত সম্পদের পুর্নগঠন করেন। যেহেতু জনাব হাসিনের গাড়িটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই বলা যায় বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতিপূরণ করেছে। আর এক্ষেত্রে আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করায় সম্পত্তির মালিকানা জনাব হাসিনেরই।

প্রশ্ন ▶১৯ করিম মিয়ার ৫টি বাস আছে। তিনি দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি এড়াতে ২ লাখ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে বিমা কোম্পানির সাথে ১০ কোটি টাকার একটি চুক্তি সম্পাদন করে। তার একটি বাসের চালক অসতর্কভাবে গাড়ি চালানোর কারণে অন্য বাসের সাথে ধাক্কা লেগে একজন যাত্রী আহত হয়। বিমা কোম্পানি আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১
খ. বিমাচুক্তির প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. করিম মিয়া কোন ধরনের যানবাহন বিমা গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. করিম মিয়ার উক্ত বিমা করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাচুক্তি দ্বারা অক্ষমতাজনিত আয়, চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে বিমাচুক্তির প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত।
একপক্ষের আইনগত প্রস্তাব এবং অপরপক্ষের আইনগত স্বীকৃতির ফলে বিমাচুক্তির সৃষ্টি হয়। বিমাচুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো বৈধ প্রতিদান। বিমাচুক্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের প্রতিদান অবশ্যই অর্থে পরিশোধ্য হতে হবে। এক্ষেত্রে অবৈধ কোনো কিছু প্রতিদান হিসেবে গন্য হতে পারে না।

গ উদ্দীপকে করিম মিয়া যানবাহন বিমার অন্তর্ভুক্ত মোটরগাড়ি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
যে বিমাচুক্তি দ্বারা মোটরযানের সংঘটিত ক্ষতি এবং আইনগতভাবে অন্য লোকের সম্পদের ক্ষতিজনিত দায় মোকাবেলা করা হয় তাকে মোটরগাড়ি বিমা বলে।
উদ্দীপকের করিম মিয়া তার ৫টি বাসের জন্য ২ লাখ টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা কোম্পানির সাথে ১০ কোটি টাকার একটি বিমাচুক্তি করেন। চালকের অসতর্কতার জন্য তার একটি বাস অন্য বাসকে ধাক্কা দেয়। ফলে একজন যাত্রী আহত হয়। বিমা কোম্পানি আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান যানবাহনের ক্ষতিপূরণের সাথে আহত ব্যক্তির দায় পরিশোধেও চুক্তিবদ্ধ। যা মোটরগাড়ির বিমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, করিম মিয়া মোটরগাড়ি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের করিম মিয়ার মোটরগাড়ি বিমা করা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।
মোটরগাড়ি ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জীবন ও সম্পত্তি হানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর তা থেকে প্রতিরক্ষার জন্য মোটরগাড়ির মালিকানা মোটরগাড়ি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।
উদ্দীপকের করিম মিয়া তার ৫টি বাসের দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি এড়াতে ২ লাখ টাকার প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১০ কোটি টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রের আওতায় বিমাকারী দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের ক্ষতিপূরণের সাথে কোনো ব্যক্তি আহত হলে তারও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ করিম মিয়া মোটরযান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
করিম মিয়ার বাস দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন জনদায়িত্বের ঝুঁকি, সম্পত্তি বিনষ্টের ঝুঁকি, সংঘর্ষ বা সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি, অগ্নি ঝুঁকি, চুরির ঝুঁকি ইত্যাদি। এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় যানবাহন বিমার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া উক্ত বিমা দ্বারা জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্যহানির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব না হলেও ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা সম্ভব। তাই বলা যায়, করিম মিয়ার বাস দ্বারা দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসে মোটরগাড়ি বিমাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২০ মুন্সিগঞ্জের আব্দুল মান্নান একজন আলু চাষি। প্রতি বছর তার নিজস্ব ৫০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেন, কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করেন। বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির সময় আলু বিক্রী করেন। গত দুই বছর যাবত আলুর দাম বেশি বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ উঠাতে তাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এবার তিনি ৪০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করলেও ২০ বিঘা জমির আলু গাছ কান্ডপঁচা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো সমাধান না পেলে তিনি আলুর উৎপাদন ছেড়ে দিবেন বলে ভাবছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে তার বন্ধু হান্নানের পরামর্শে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোং লি.' থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। *[মেহেরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১
খ. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলু চাষি আব্দুল মান্নানের জন্য কোন বিমা উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল মান্নানের জন্য উপযোগী বিমা মুন্সিগঞ্জের আলু চাষিদের কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায় সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলে।

খ যে বিমাচুক্তি দ্বারা দুর্ঘটনার কারণে অক্ষম ব্যক্তির আয়ের বিকল্প হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা বলে।
এ বিমার বিষয়বস্তু হলো বিমাকৃত ব্যক্তির জীবন ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ। বিমাগ্রহীতার শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার বিপরীতে তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করা হয়। বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর্থিক সুবিধা পায়।

গ উদ্দীপকের আলু চাষি আব্দুল মান্নানের জন্য শস্য বিমা উপযোগী।
শস্য বিমা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে বিমাগ্রহীতার শস্য বা ফসলের সংঘটিত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফসল ও শস্যের ক্ষতির বিপরীতে এ বিমা প্রতিরক্ষামূলক একটি ব্যবস্থা।
উদ্দীপকের আব্দুল মান্নান একজন আলু চাষি। প্রতি বছর তিনি নিজস্ব ৫০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেন। উৎপাদিত আলু কোল্ড স্টোরেজে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে বাজারে আলু দাম বাড়লে তা বিক্রী করেন। তবে বিগত দুই বছর দাম বেশি বাড়ছে না এবং উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে আলু চাষ করে তিনি লাভ করতে পারছেন না। এবার তিনি অল্প পরিসরে আলু চাষ করলেও কান্ডপঁচা রোগে ফসলের অধিক ক্ষতি হয়। অর্থাৎ আব্দুল মান্নান বিগত বছরগুলোতে অপ্রাকৃতিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও এ বছর প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আর এ ধরনের ঝুঁকি কমাতে তার জন্য শস্য বিমা উপযোগী। যা তার শস্যের ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা দিবে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুল মান্নানের জন্য উপযোগী শস্য বিমা মুন্সিগঞ্জের আলু চাষিদের কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদ কৃষি ফসল ও শস্যের ব্যাপক ক্ষতি করে। শস্যের ক্ষতিতে কৃষক অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরূপ অসহায় অবস্থায় শস্য বিমা আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিরাপত্তা দেয়।
উদ্দীপকের আব্দুল মান্নান মুন্সিগঞ্জের আলু চাষি। তিনি ফসলের ঝুঁকির বিপক্ষে একটি শস্য বিমা করেন। যার ফলে তার ফসলের সার্বিক ঝুঁকির নিরাপত্তা বিমা কোম্পানি বহন করছে।
আব্দুল মান্নানের ফসলের সব ঝুঁকি বিমা কোম্পানি বহন করায় তিনি নির্দ্বিধায় উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারছেন। বিমাপত্রটি ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়ায় আব্দুল মান্নান আলু চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করছেন। এছাড়ও শস্য বিমা কৃষি উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দূর করে কৃষকের আয়ের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। যা তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার মাধ্যমে সার্বিকভাবেই কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, মুন্সিগঞ্জের আলু চাষিদের কৃষি উন্নয়নে শস্য বিমার ভূমিকার অধিক।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-১৪ : বিবিধ বিমা

৩৫৭. যানবাহন হতে উদ্ভূত সকল ধরনের ঝুঁকি নিরসনের জন্য কীসের প্রচলন শুরু হয়েছে? (জ্ঞান)
ক বিমা ব্যবস্থার খ যানবাহন বিমার
গ সর্তকতা ব্যবস্থার ঘ ব্যয় হ্রাসের **খ**

৩৫৮. মোটরসাইকেল বিমা কোন ধরনের বিমার অনুরূপ? (অনুধাবন)
ক বিমান বিমা খ জনদায় বিমা
গ যানবাহন বিমা ঘ মোটরগাড়ি বিমা **ঘ**

৩৫৯. বাংলাদেশে যাত্রী বিমা কে ইস্যু করে? (জ্ঞান)
ক জীবন বিমা কর্পোরেশন
খ সাধারণ বিমা কর্পোরেশন
গ ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স লি:
ঘ বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন সংস্থা **খ**

৩৬০. দুর্ঘটনা বিমা অন্য কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক সংঘর্ষ বিমা খ জনদায়িত্ব বিমা
গ অগ্নিবিমা ঘ সম্পত্তি বিনষ্ট বিমা **ক**

৩৬১. মোটরযান চুরি হবার ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র চালু করা হয়? (অনুধাবন)
ক জনদায়িত্ব বিমা খ চৌর্য বিমা
গ জীবন বিমা ঘ অগ্নিবিমা **খ**

৩৬২. প্রকৃতপক্ষে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কোনটির উৎপত্তি হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ব্যাংক ব্যবস্থার খ বিমা ব্যবস্থার
গ আইন ব্যবস্থার ঘ আধুনিক ব্যবস্থার **খ**

৩৬৩. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা কী? (জ্ঞান)
ক বার্ধক্য পেনশন
খ মাসিক পারিতোষিক
গ ব্যক্তিগত দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ
ঘ পারিবারিক ক্ষতিপূরণ **গ**

৩৬৪. যারা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিযুক্ত পেশায় নিয়োজিত তারা কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
ক প্রথম শ্রেণি খ দ্বিতীয় শ্রেণি
গ তৃতীয় শ্রেণি ঘ চতুর্থ শ্রেণি **ক**

৩৬৫. কৃষক সবুর তার শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য ঝুঁকির নিরাপত্তার বিধানের জন্য কোন ধরনের বিমা গ্রহণ করবেন? (প্রয়োগ)
ক চৌর্য বিমা খ শস্য বিমা
গ বিমান বিমা ঘ গবাদি পশু বিমা **খ**

৩৬৬. গবাদি পশু বিমার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? (জ্ঞান)
ক প্রাকৃতিক ঝুঁকি খ অনৈতিক ঝুঁকি
গ নৈতিক ঝুঁকি ঘ সামাজিক ঝুঁকি **গ**

৩৬৭. দুর্ঘটনার কারণে তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি সাধন হলে কোন ধরনের চুক্তির মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়? (জ্ঞান)
ক শস্য বিমা খ দুর্ঘটনা বিমা
গ দায় বিমা ঘ চৌর্য বিমা **গ**

৩৬৮. দ্বৈত বিমার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কোন নীতি অধিক কার্যকর? (অনুধাবন)
ক স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি
খ আনুপাতিক হার নীতি
গ ক্ষতিপূরণের নীতি
ঘ পরম সদ্বিশ্বাসের নীতি **খ**

৩৬৯. যে দেশের অর্থনীতি কৃষি প্রধান সে দেশে শস্যের ব্যাপক উৎপাদনের ওপর কোনটি নির্ভর করে? (জ্ঞান)
ক দেশের উন্নতি খ অর্থনীতি
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র **খ**

৩৭০. শস্য বিমায় ক্ষতির কত ভাগ বিমা কোম্পানি পূরণ করবে? (জ্ঞান)
ক ৯০ ভাগ খ ৭০ ভাগ
গ ৫০ ভাগ ঘ ১০ ভাগ **ক**

৩৭১. শস্য বিমা প্রথম চালু হয় কোন দেশে? (জ্ঞান)
ক যুক্তরাজ্যে খ জার্মানিতে
গ যুক্তরাষ্ট্রে ঘ ফ্রান্সে **গ**

৩৭২. কোন বিমা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হয়? (জ্ঞান)
ক স্বাস্থ্য বিমা খ দায় বিমা
গ জীবন বিমা ঘ অগ্নি বিমা **ক**

৩৭৩. কোন ধরনের বিমার প্রিমিয়াম আয়কর মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে? (অনুধাবন)
ক জীবন বিমা খ দাঙ্গা বিমা
গ শস্য বিমা ঘ স্বাস্থ্য বিমা **ঘ**

৩৭৪. গবাদি পশুর বিমায় কোন ধরনের ঝুঁকির উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)
ক প্রাকৃতিক খ নৈতিক
গ অনৈতিক ঘ সামাজিক **খ**

৩৭৫. গবাদি পশু বিমার দাবি আদায় পদ্ধতি কোনটি? (অনুধাবন)
ক অবহিতকরণ খ বিমাপত্র গ্রহণ
গ ক্ষতিপূরণ ঘ ক্ষতির পরিমাণ **ক**

Teachingbd.com

৩৭৬. শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ — (অনুধাবন)

i. সাধারণ ii. প্রাকৃতিক

iii. অপ্রাকৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৩৭৭. গবাদি পশুর বিমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বিমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস

ii. স্থলাভিষিক্ততার নীতি

iii. ক্ষতিপূরণের নীতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৭৮. সকল ঝুঁকির শস্য বিমায় অন্তর্ভুক্ত — (অনুধাবন)

i. প্রাকৃতিক ঝুঁকি

ii. সামাজিক ঝুঁকি

iii. নৈতিক ঝুঁকি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৭৯ ও ৩৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আমিনুল একজন খামার ব্যবসায়ী। তার খামারে দশ কোটি টাকার গাভী ও বাছুর রয়েছে। তিনি বিমাকারীর সাথে আট কোটি টাকার বিমা করলেন। মহামারিতে তার ৫ কোটি টাকার পশুর মৃত্যু হয়।

৩৭৯. মি. আমিনুল ইসলামের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন শ্রেণির? (প্রয়োগ)

ক জীবন বিমা খ সম্পত্তি বিমা

গ সামাজিক বিমা ঘ দুর্ঘটনা বিমা **খ**

৩৮০. আমিনুল ইসলাম বিমাকারীর নিকট হতে কতটুকু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? (প্রয়োগ)

ক ১০ কোটি খ ৮ কোটি

গ ৫ কোটি ঘ ৩ কোটি **গ**

Teachingbd.com